

বিশুদ্ধ আত্মিক-কৃত্য

বা

নিত্যকৰ্মানুষ্ঠান

পি, এম নাট্যচিন ডাটমেন্টেট্টা পঞ্জিকা

প্রধান ব্যবস্থাপক

এবং

বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম পদ্ধতি, বিশুদ্ধ বিবেচনামূলক ন্যায়বিচার,

বিশুদ্ধ হৃদয়বচনমালা পুঁতি গণ-প্রণেতা

পরিণত শ্রীরামদেব স্মৃতিতীর্থ সম্পাদক

—পাঁচ সিকা—

প্রকাশক :—
শ্রীমান অক্ষয় কুমার
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
১০০, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রিন্টার :—
শ্রী প্রফুল্লেন্দ্র দত্ত
দায়োদয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১০৬, আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যে বিশেষ আত্মিক-কৃত্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। যদি নিয়মিতরূপে নিত্য-কর্মসম্পাদন অনুসরণ করা হয়, তাহা হইলে সর্বকার্যেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণগণের সন্ধ্যা অর্থাৎ গায়ত্রীর উপাসনা একান্ত করণীয়। এই পুস্তকখানিতে প্রাতঃসম-
 ঠান, স্নানকালীন অমৃত্তান, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, নানা দেবদেবীর পূজা, ত্রুত,
 ধ্যান, পূজার মন্ত্র, বীজমন্ত্র, প্রণাম, স্তব, কবচাদি এবং বাবতীর নিত্য-
 করণীয় কার্যের অমৃত্তানাদি বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

আমার সাধানুসারে পুস্তকখানি নিতুল করিতে চেষ্টার ক্রটি করি নাই।
 সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট নিবেদন এই যে, প্রথম সংস্করণে ভ্রমের
 অসাবধানতার যদি কোথাও ক্রটি কিংবা বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, অন্তঃপ্রদর্শক
 জানাইলে আমি বিশেষ বাধিত হইব ও পরবর্তী সংস্করণে তাহা সংশোধিত
 আকারে প্রকাশ করিব।

পুস্তকখানি সম্পাদন করিতে আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।
 এক্ষণে এই পুস্তকখানি যদি কাহারও উপকারে লাগে, তাহা হইলে
 নিজকে ধন্ত এবং আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। ইতি—

২৯, বাহুড়বাগান ষ্ট্রীট,
 কলিকাতা।
 ১৭ঠে শ্রাবণ, ১৩৪১

বিনীত—
 প্রমথনাথ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়		জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা	১৬
প্রাতঃকৃত্য	১	গঙ্গান্নানে বিশেষ মন্ত্র	১৭
তাত্ত্বিক প্রাতঃকৃত্য	৩	নিত্য গঙ্গান্নান	১৮
শুরুর ধ্যান	৩	মন্ত্রজ্ঞান	১৮
শুরু প্রণাম মন্ত্র	৪	পাদপ্রক্ষালন	২০
জ্যোতিষ প্রণাম মন্ত্র	৪	বস্ত্র পরিধান	২০
কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান	৫	তিলকধারণ	২১
মলমূত্র ত্যাগ ও শৌচ বিধি	৬	তিলকধারণমন্ত্র	২২
দস্তধাবন	৭	শূদ্রের পক্ষে বিশেষ	২৩
পুষ্পচয়ন	৯	বৈষ্ণবগণের তিলকধারণমন্ত্র	২৩
পূজায় নিষিদ্ধ পুষ্পাদি	১০	শিখাবন্ধনের আবশ্যিকতা	২৪
জল, কুশ, তিল, মুক্তিকা	১১	শিখাবন্ধন	২৪
তুলসীচয়ন মন্ত্র	১১	স্ত্রী ও শূদ্রের শিখাবন্ধন-মন্ত্র	২৫
বিষপত্র চয়ন	১২	শিখামোচন মন্ত্র	২৫
তৈলমর্দন	১২	আচমন	২৫
জ্ঞানপ্রকরণ	১৩	সাধারণের বিষ্ণুস্মরণমন্ত্র	২৭
জ্ঞানকালীন সঙ্কল্প	১৪	আচমনের কর্তব্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ	২৭
জ্ঞানবিধি	১৪	আচমন সময়ে হস্তে জলধারণাদি	
গাত্রে মূক্তিকালেপন-মন্ত্র	১৬	প্রমাণ	২৭
জ্ঞানানন্তর পাঠ্য মন্ত্র	১৬	তাত্ত্বিক আচমন	২৮

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
କାନ୍ୟାଚରଣ	୨୨	ଚତୁର୍ଥ ସାମାର୍ଜ୍ୟ କୃତ୍ୟ	୫୫
ଆତ୍ମନ ଓ ଉପବେଶନ	୩୨	ପଞ୍ଚମ ସାମାର୍ଜ୍ୟ କୃତ୍ୟ	୫୯
ଅନ୍ତରୀୟ	୩୩	ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ସାମାର୍ଜ୍ୟ କୃତ୍ୟ	୫୯
ଜ୍ଞାନ-ସଂକଳ୍ପ-ପ୍ରକରଣ		ଅଷ୍ଟମ ସାମାର୍ଜ୍ୟ କୃତ୍ୟ	୬୧
ମୌର ବୈଶାଖେ ପ୍ରାତଃଜ୍ଞାନ	୩୫	ରାତ୍ରିକୃତ୍ୟ	୫୯
ଦଶହରା ଜ୍ଞାନ	୩୫	ବୈଦିକ ଓ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କୃତ୍ୟ	୫୬
ଦଶହରାଜ୍ଞାନେ ବିଶେଷ ଯଜ୍ଞ	୩୯	ନିହ୍ନିର୍ଣ୍ଣୟ	୫୭
କାର୍ତ୍ତିକମାସେ ପ୍ରାତଃଜ୍ଞାନ	୩୬	ଅଶୋଚ	୫୭
ଗଙ୍ଗାସାଗର ଜ୍ଞାନ	୩୬	ପ୍ରତିନିଧି	୫୮
ସାନ୍ଧ୍ୟାମାସେ ପ୍ରାତଃଜ୍ଞାନ	୩୬	ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଓ କାନ୍ୟ କର୍ମ	୫୯
ରାତିର ଜ୍ଞାନ	୩୭	ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ	
ସାନ୍ଧ୍ୟା ସପ୍ତମୀ ଜ୍ଞାନ	୩୭	ସନ୍ଧ୍ୟାବିଧି	୬୦
ସାନ୍ଧ୍ୟାଜ୍ଞାନ	୩୯	ଓଃ ଉଚ୍ଚାରଣ	୬୦
ସାନ୍ଧ୍ୟାବାରଣୀ ଓ ସାନ୍ଧ୍ୟାସାନ୍ଧ୍ୟାବାରଣୀ	୩୯	ଓଃକାର ସାନ୍ଧ୍ୟା	୬୦
ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଶୋକ		ସନ୍ଧ୍ୟା କରାର ଫଳ	୬୫
କଳିକାପାନ	୫୦	ସନ୍ଧ୍ୟା ନା କରାର ଦୋଷ	୬୯
କରତୋଷାଜ୍ଞାନ	୫୧	ଗାୟତ୍ରୀର ଉଚ୍ଚାରଣ	୬୮
ଶ୍ରୀହରଜ୍ଞାନ	୫୧	ଗାୟତ୍ରୀ ସାନ୍ଧ୍ୟା	୬୮
ହୃଦୟାବିଷାଗ	୫୨	ଗାୟତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଥ	୬୦
ଅକ୍ଷୋଦୟାବିଷାଗଜ୍ଞାନ	୫୩	ଗାୟତ୍ରୀ କବଚ	୬୧
କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ	୫୩	ଗାୟତ୍ରୀ କବଚ (୨)	୬୨
ପ୍ରଥମ ସାମାର୍ଜ୍ୟ କୃତ୍ୟ	୫୫	ଗାୟତ୍ରୀ-ଆମୋଦକାର	୬୩
ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମାର୍ଜ୍ୟ କୃତ୍ୟ	୫୫	ସାମବେଦି-ସନ୍ଧ୍ୟା	୬୫
ତୃତୀୟ ସାମାର୍ଜ୍ୟ କୃତ୍ୟ	୫୫	ସାନ୍ଧ୍ୟା	୬୫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাণায়াম	৬৬	মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র	৮৭
আচমন	৬৯	সায়ংসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র	৮৮
প্রাতঃসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র	৬৯	পুনর্সর্জজন	৮৯
মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র	৭০	অবমর্ষণ	৯১
সায়ংসন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র	৭০	স্বর্ঘ্যার্থ্য—প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায়	৯২
পুনর্সর্জজন	৭১	স্বর্ঘ্যার্থ্য—মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়	৯৩
অবমর্ষণ	৭২	স্বর্ঘ্যোপস্থান (প্রাতঃ সায়ংসন্ধ্যায়)	৯৩
অঙ্গাঙ্গল	৭৩	স্বর্ঘ্যোপস্থান (মধ্যাহ্ন)	৯৩
স্বর্ঘ্যোপস্থান	৭৩	গায়ত্রীর অঙ্গভাস	৯৪
অঙ্গভাস	৭৪	আবাহন	৯৫
গায়ত্রী আবাহন	৭৫	গায়ত্রীর ধ্যান	৯৬
গায়ত্রীর স্বর্ঘ্যাদি	৭৫	গায়ত্রীর জপ	৯৬
গায়ত্রীর ধ্যান	৭৫	উপস্থান বা আত্মরক্ষা	৯৭
গায়ত্রী জপ	৭৬	গায়ত্রী বিসর্জন	৯৮
গায়ত্রীর বিসর্জন	৭৭	শান্তি	৯৯
আত্মরক্ষা	৭৮	স্বর্ঘ্যার্থ্য	৯৯
স্বর্ঘ্যোপস্থান	৭৮	স্বর্ঘ্য. প্রণাম	৯৯
স্বর্ঘ্যার্থ্য	৭৯	ষকুর্বেদি-সন্ধ্যা	১০০
ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা	৮০	আচমন	১০০
সর্জজন	৮১	সর্জজন	১০১
প্রাণায়াম	৮৩	প্রাণায়াম	১০৩
পুনর্সর্জজন	৮৫	আচমন	১০৫
আচমন	৮৬	প্রাতঃসন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র	১০৬
প্রাতঃসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র	৮৬	মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র	১০৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পুনর্সংস্করণ	১০৭	স্বার্থার্থ্য	১২৭
অসমর্থন	১০৮	গায়ত্রী ধ্যান	১২৮
জলাঞ্জলি দান	১০৯	প্রাণায়াম	১২৮
স্বর্ঘ্যোপস্থান	১১০	ঋষ্যাদিত্যাস	১২৮
অঙ্গস্তাস	১১২	করস্তাস	১২৯
গায়ত্রীর ধ্যান	১১৩	অঙ্গস্তাস	১২৯
গায়ত্রীর আবাহন	১১৩	ইষ্ট মন্ত্র জপ	১২৯
গায়ত্রীর ঋষ্যাদি	১১৪	জপ সমর্পণ	১২৯
গায়ত্রীর জপ	১১৪	জপ	১৩০
গায়ত্রী বিসংস্করণ	১১৫	তান্ত্রিক গায়ত্রী	১৩২
স্বার্থার্থ্য	১১৬	ঋষ্যাদি	১৩৩
স্বার্থ্য প্রণাম	১১৬	বীজমন্ত্রের অর্থ	১৩৪
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১১৭	বীজমন্ত্রের সংজ্ঞা	১৩৫
ব্রহ্মযজ্ঞ	১১৭	তর্পণ বিধি	১৩৫
ঋষেদের প্রথম মন্ত্র	১১৮	দৈবাদিতীর্থ	১৩৮
যজুর্বেদের প্রথম মন্ত্র	১১৮	যজুর্মন্ত্র বা উত্তরীর ধারণ	১৩৮
সামবেদের প্রথম মন্ত্র	*১১৯	ত্রিবেদীয় তর্পণ	১৩৮
অথর্ববেদের মন্ত্র	১১৯	দেবতর্পণ	১৩৮
গায়ত্রী-হৃদয়	১২০	মনুষ্যতর্পণ	১৩৯
তান্ত্রিক সন্ধ্যা	১২৪	ঋষিতর্পণ	১৩৯
আচমন	১২৫	দিব্য পিতৃতর্পণ	১৪০
জলস্তম্ভ	১২৫	সমতর্পণ	১৪০
অঙ্গন্যাস	১২৫	ভীষ্মতর্পণ	১৪১
অসমর্থন	১২৬	পিতৃলোকের আবাহন	১৪১
তর্পণ	১২৭		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পিতৃতর্পণ (যজুর্বেদী ত্রিভাতি ও শ্রুতের পক্ষে)	১৪১	বিষবৃক্ষ প্রণাম মন্ত্র	১৪১
পিতৃতর্পণ (সামবেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে)	১৪৩	মৃগ্যপূজা নিবেদ	১৪৭
পিতৃতর্পণ (ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে)	১৪৩	উপচার দানবিধি	১৪৮
রামতর্পণ	১৪৩	ভোগ দেওয়া	১৪৯
লক্ষ্মণতর্পণ	১৪৪	আরাট্রিকবিধি	১৫০
বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক	১৪৪	প্রদক্ষিণ বিধি	১৫১
পিতৃস্ততি	১৪৪	প্রণাম বিধি	১৫১
পিতৃনমস্কার	১৪৪	প্রণামে নিবেদ	১৫২
প্রৈততর্পণ	১৪৪	স্বস্ত্যয়ন	১৫৩
গঙ্গায় অস্থিপ্রক্ষেপ প্রয়োগ	১৪৫	পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন	১৫৪
তৃতীয় অধ্যায়		হরিলুট প্রদান	১৫৫
বিবিধ প্রকরণ	১৪৬	গ্রহণপূরশ্চরণ সঙ্কল্প	১৫৫
বিপ্রপাদোদক ধারণ ও পানের মন্ত্র	১৪৬	নূতন খাতাপূজা	১৫৬
বিমুচরণামৃত গ্রহণমন্ত্র	১৪৬	একতারা দর্শনদোষকর্ম	১৫৬
বিমুচরণামৃত পান ও মস্তকে ধারণমন্ত্র	১৪৬	নষ্টচন্দ্র দর্শনে	১৫৬
অশ্বখবৃক্ষে জলদান মন্ত্র	১৪৭	শ্রাদ্ধকাল	১৫৬
অশ্বখবৃক্ষের প্রণাম মন্ত্র	১৪৭	শ্রাদ্ধপূর্বদিন কৃত্য	১৫৭
তুলসীবৃক্ষে জল দিবার মন্ত্র	১৪৭	শ্রাদ্ধদিনে ত্যাজ্য	১৫৭
বিষবৃক্ষে জলদান মন্ত্র	১৪৭	অকালে কর্তব্যাকর্তব্য	১৫৭
		ভোজনবিধি	১৫৭
		গণ্ডূষ ও পঞ্চগ্রাসের মন্ত্র	১৫৮
		মাংস ভোজন ব্যবস্থা	১৫৯
		মাংসশোধন	১৬০
		অভক্ষ্য	১৬০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
তিথি বিশেষে অভ্যঙ্গ্য	১৬০	চাতুর্মাস্য ব্রত	১৬৯
হবিষ্য	১৬০	পূজাদির উপচার	১৭১
উপবাসাহুকল্প	১৬০	ষোড়শোপচার	১৭১
শয়ন বিধি	১৬১	দশোপচার	১৭২
স্নানসংসর্গ	১৬১	পঞ্চোপচার	১৭২
কোরবিধি	১৬১	ষড়ঙ্গুপ	১৭২
পঞ্চগব্য	১৬২	নামোচ্চারণ	১৭২
পঞ্চগব্য পরিমাণ	১৬২	অচ্ছিন্নাবধারণ	১৭৩
সামবেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র	১৬২	বৈশ্বদেবসমাধান	১৭৩
যজুর্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র	১৬৩	নূতন বস্ত্র পরিধান	১৭৪
ঋগ্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র	১৬৩	যজ্ঞোপবীত ধারণ	১৭৪
পঞ্চামৃত	১৬৪	যজ্ঞোপবীত ধারণমন্ত্র	১৭৫
ত্রিবেদীয় পঞ্চামৃত শোধনমন্ত্র	১৬৪	যজ্ঞোপবীত মার্জ্জন	১৭৫
গর্ভবতীর পঞ্চগব্য প্রাশন মন্ত্র	১৬৪	অজীর্ণতা নিবারণ	১৭৫
গর্ভবতীর পঞ্চামৃত প্রাশন মন্ত্র	১৬৪	বজ্রভয় নিবারণ	১৭৬
ভূতচতুর্দশী	১৬৪	দুঃস্বপ্ন দর্শনে	১৭৬
আকাশপ্রদীপ দান	১৬৫	সুখপ্রসব	১৭৬
দীপদান মন্ত্র	১৬৫	গোগ্রাসদান মন্ত্র	১৭৬
ষটোৎসর্গ	১৬৫	প্রণাম	১৭৬
দানোৎসর্গ	১৬৭	দীপাহিতা অমাবস্যা	১৭৬
ষোড়শদানের দ্রব্য	১৬৭	দীপদান	১৭৭
ষাদশদানের দ্রব্য	১৬৮	উদ্ধাগ্রহণ	১৭৭
দোষে দান	১৬৯	উদ্ধাদান	১৭৭
কুমারী পূজা	১৬৯	পিতৃবিসর্জন	১৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভাতৃদ্বিতীয়া	১৭৭	ঋগ্বেদীয় সংকল্পসূক্ত	১৮৯
প্রণাম	১৭৮	সামান্তার্থ্য	১৮৯
যমুনার প্রণাম	১৭৮	আসন শুদ্ধি	১২০
ভোজ্যাদান বিধি	১৭৯	করশুদ্ধি	১২০
আমিষ দ্রব্য	১৭৯	পুষ্পশুদ্ধি	১২১
তাহুল	১৭৯	দ্বারদেবতাদি পূজা	১২১
প্রায়শ্চিত্ত-বিধি	১৭৯	ভূতাপসারণ ও দিগ্বন্ধন	১২১
বিবাদে জয়লাভ করা	১৮০	সংক্ষেপে ভূতাপসারণ দিগ্বন্ধন	১২২
আপহৃদ্ধার	১৮০	ভূতশুদ্ধি	১২২
কর্মাঙ্কমে প্রতিনিধি	১৮০	কৃষ্ণবিষয়ক সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি	১২২
সর্পভয় নিবারণ	১৮১	প্রকারান্তরে ভূতশুদ্ধি	১২২
চতুর্থ অধ্যায়		মাতৃকাস্ত্রাস	১২৩
পূজাবিধি	১৮২	পার্বিষ শিবপূজা	১২৩
পূজাব সাধারণ পদ্ধতি	১৮৪	প্রতিষ্ঠা	১২৪
গন্ধাদির অর্চনা	১৮৫	আবাহন	১২৪
নারায়ণাদির অর্চনা	১৮৫	নমণ	১২৫
স্বস্তিবাচন	১৮৫	পঞ্চদেবতার পূজা	১২৫
সামবেদী স্বস্তিসূক্ত	১৮৬	গৌরী-পূজা	১২৭
ঋগ্বেদী স্বস্তিসূক্ত	১৮৬	অষ্টমূর্ত্তি-পূজা	১২৭
যজুর্বেদী স্বস্তিসূক্ত	১৮৭	প্রণাম মন্ত্র	১২৮
সূক্তের স্বস্তিবাচন	১৮৭	কমাপ্রার্থনা	১২৮
লঙ্কনবিধি	১৮৮	বিসর্জন	১২৮
সামবেদীয় সংকল্পসূক্ত	১৮৮	পাষাণাদি নির্ম্মিত প্রতিষ্ঠিত	
যজুর্বেদীয় সংকল্পসূক্ত	১৮৯	শিবপূজা	১২৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বাণলিঙ্গ পূজাবিধি	১৯৯	বাপকৃত্যাস	২৩০
প্রণামমন্ত্র	২০০	মানস-পূজা	২৩০
শিবরাত্রিতে শিবপূজা	২০০	বিশেষার্থ্যস্থাপন	২৩০
বিষ্ণুপূজা	২০৪	আবাহন	২৩১
ইষ্টদেবতা ও গুরুর পূজা	২০৮	চকুর্দান	২৩২
বরণ	২১০	প্রাণপ্রতিষ্ঠা	২৩২
ঘটস্থাপন	২১১	অধিবাস	২৩৩
সামবেদি-ঘটস্থাপন	২১৩	আবরণ পূজা	২৩৪
ঋগ্বেদি-ঘটস্থাপন	২১৪	সংক্ষেপ হোম পদ্ধতি	২৩৫
যজুর্বেদি-ঘটস্থাপন	২১৪	দক্ষিণা	২৪০
লক্ষ্মীপূজা	২১৬	সায়ং আরতি	২৪১
গঙ্গা পূজাপদ্ধতি	২১৭	বিসর্জন	২৪১
মনসাদেবী পূজাপদ্ধতি	২১৮	শান্তি	২৪২
সরস্বতী-পূজাপদ্ধতি	২২১	স্মৃতিকাব্যঞ্জী পূজা	২৪৩
সূর্য্যপূজা	২২২	সূর্য্যার্থ্য	২৪৮
গন্ধেশ্বরী পূজা	২২৪	ব্রতমালা	
শীতলাপূজা	২২৪	শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত	২৫২
প্রতিমাপূজা	২২৫	শিবরাত্রিব্রতকথা	২৫৫
মাতৃকাত্মাস	২২৬	আরণ্যব্যঞ্জী ব্রত	২৫৮
প্রাণায়াম	২২৮	ব্রতকথা	২৫৯
পীঠাত্মাস	২২৮	মঙ্গলচণ্ডিকা ব্রত	২৬৩
ঋষ্যাদি ত্রাস	২২৯	ব্রতকথা	২৬৩
করত্মাস	২৩০	মঙ্গলসংক্রান্তিব্রত	২৬৭
অজ্ঞাতাস	২৩০	মঙ্গলবার ব্রত	২৬৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ব্রতকথা	২৬৮	শিবের ধ্যান	৩১৩
বিপত্তারিণীব্রত	২৭০	ছুর্গার ধ্যান	৩১৩
ব্রতকথা	২৭১	প্রণাম	৩১৫
সুবচনী-ব্রত	২৭৩	জয়ছুর্গার ধ্যান	৩১৫
ব্রতকথা	২৭৩	দক্ষিণাকালীর ধ্যান	৩১৫
সত্যনারায়ণ ব্রত	২৭২	প্রকারান্তর	৩১৬
শঙ্করাচার্যের সত্যনারায়ণ- ব্রতকথা	২৮১	পুষ্পাজলি	৩১৬
অনন্তব্রত	২৮২	অন্নপূর্ণার ধ্যান	৩১৭
ব্রতকথা	২২২	জগদ্ধাত্রীর ধ্যান	৩১৭
জলসংক্রান্তিব্রত	২২৮	মহাকালের ধ্যান	৩১৮
ব্রতকথা	২২২	তুলসীর ধ্যান	৩১৮
অক্ষয়তৃতীয়াব্রত	৩০০	তুলসী-স্নান	৩১২
ব্রতকথা	৩০১	প্রণাম	৩১২
সাবিত্রীব্রত	৩০২	রামের ধ্যান	৩১২
ব্রতকথা	৩০৪	প্রণাম	৩১২
সীতার ধ্যান		সীতার ধ্যান	৩১২
ধ্যানমালা		প্রণাম	৩২০
গণেশের ধ্যান	৩১১	গুরুর ধ্যান	৩২০
প্রণাম	৩১২	প্রণাম	৩২০
সূর্যের ধ্যান	৩১২	ব্রহ্মার ধ্যান	৩২০
প্রণাম	৩১২	প্রণাম	৩২১
বিষ্ণুর ধ্যান	৩১২	ইতুপূজা	৩২১
প্রার্থনা	৩১৩	তারার ধ্যান	৩২১
প্রণাম	৩১৩	গোপালের ধ্যান	৩২২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রণাম	৩২২	মুজা-প্রকরণ	
ত্ৰিক্ষের ধ্যান	৩২৩	আবাহনীমুজা	৩৩০
রাধিকার ধ্যান	৩২৩	স্থাপনীমুজা	৩৩০
প্রণাম	৩২৩	সন্নিধাপনীমুজা	৩৩০
বাণলিঙ্গের ধ্যান	৩২৪	সংনিরোধনী মুজা	৩৩০
প্রণাম	৩২৪	সম্মুখীকরণীমুজা	৩৩০
পঞ্চাননের ধ্যান	৩২৪	সকলীকরণমুজা	৩৩০
মার্কণ্ডেয়ের ধ্যান	৩২৪	মংস্রমুজা	৩৩১
প্রার্থনা	৩২৫	অঙ্কুশমুজা	৩৩১
প্রণাম	৩২৫	অবশ্তনমুজা	৩৩১
ঘেঁটুপুজা	৩২৫	দেহমুজা	৩৩১
নৃতন খাতা	৩২৫	বরমুজা	৩৩১
অশানকালীর ধ্যান	৩২৬	প্রার্থনামুজা	৩৩১
রক্ষাকালীর ধ্যান	৩২৬	আকর্ষণীমুজা	৩৩২
চণ্ডীর ধ্যান	৩২৬	কুর্শমুজা	৩৩২
উমার ধ্যান	৩২৭	পরমীকরণমুজা	৩৩২
জগন্নাথের ধ্যান	৩২৭	ষোনিমুজা	৩৩২
হরগোরীর ধ্যান	৩২৭	লেলিহামুজা	৩৩৩
শনির ধ্যান	৩২৮	সংহারমুজা	৩৩৩
ইন্ড্রের ধ্যান	৩২৮	নারাচমুজা	৩৩৩
যমের ধ্যান	৩২৮	তক্ষমুজা	৩৩৩
প্রণাম	৩২৮	গালিনীমুজা	৩৩৩
ত্ৰিত্ৰীগোবিন্দ মহাপ্রভুর ধ্যান	৩২৯	গ্রাসমুজা	৩৩৩
নিভ্যানন্দ মহাপ্রভুর ধ্যান	৩২৯	পঞ্চ প্রাণাহতি মুজা	৩৩৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চম অধ্যায়		দশাবতার-স্তোত্র	৩৭৪
স্তবকবচমালা		শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-স্তোত্র	৩৭৬
শিবাষ্টক	৩৩৪	শ্রীবিষ্ণুনাট্যক-স্তোত্র	৩৭৭
বিশ্বনাথ-ষ্টক-স্তোত্র	৩৩৫	শ্রীবিষ্ণুভোদশনাম-স্তোত্র	৩৭৭
চন্দ্রশেখর-ষ্টক	৩৩৬	শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র	৩৭৭
শিববড়কর-স্তোত্র	৩৩৮	শ্রীরামচন্দ্র-ষ্টক	৩৭৮
শিব-মহিম-স্তোত্র	৩৩৯	জগন্নাথ-স্তোত্র	৩৭৯
বটুকভৈরব-স্তোত্র	৩৪৫	লক্ষ্মী-স্তোত্র	৩৮১
শ্রীগণেশ-স্তোত্র	৩৫০	সরস্বতী-স্তোত্র	৩৮১
শ্রীগুরু-স্তোত্র	৩৫২	শীতলা-ষ্টক	৩৮৩
দ্বীপুত্র-স্তোত্র	৩৫৩	মনসাদেবী-স্তোত্র	৩৮৪
দুর্গাস্তব	৩৫৩	শিত্ত-স্তোত্র	৩৮৫
ভবান্ধক-স্তোত্র	৩৫৫	ষষ্ঠী-স্তোত্র	৩৮৬
অন্নপূর্ণা-স্তোত্র	৩৫৫	কপূরাদি-স্তোত্র	৩৮৮
বগলামুখী-স্তোত্র	৩৫৭	যম-স্তোত্র	৩৯১
জগদ্ধাত্রী-স্তোত্র	৩৬০	শ্রীরাধিকা-স্তোত্র	৩৯২
আত্মা-স্তোত্র	৩৬১	শনি-স্তোত্র	৩৯৪
সকট-স্তোত্র	৩৬৩	মাতৃ-স্তোত্র	৩৯৫
অপরাজিতা-স্তোত্র	৩৬৪	অপরাধভঞ্জন-স্তোত্র	৩৯৫
সূর্য্যোদয়নাম-স্তোত্র	৩৬৮	মৃত্যুঞ্জয়কবচ	৪৯৯
শ্রীসূর্য্যস্তবরাজ	৩৬৮	শ্রীরামকবচ	৪০০
নবগ্রহ-স্তোত্র	৩৭০	অক্ষয় কবচ	৪০২
গঙ্গা-স্তোত্র	৩৭১	নৃসিংহ কবচ	৪০৩
বাল্মীকিকৃত-গঙ্গাষ্টক-স্তোত্র	৩৭২	নবগ্রহ কবচ	৪০৪

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
କୃଷ୍ଣ କବଚ	୫୦୫	ଶନିକବଚ	୫୧୦
ଲୋମ କବଚ	୫୦୬	ରାହୁକବଚ	୫୧୦
ମଞ୍ଜଳ କବଚ	୫୦୭	କେତୁକବଚ	୫୧୧
ବୁଧ କବଚ	୫୦୮	ଲକ୍ଷ୍ମୀକବଚ	୫୧୨
ବୁଦ୍ଧମ୍ପତି କବଚ	୫୦୮	ବଂଶଜାତାଧ୍ୟାୟକବଚ	୫୧୫
ଶୁକ୍ର କବଚ	୫୦୯	କବଚଶୋଧନ-ବିଧି	୫୧୫

বিশুদ্ধ আত্মিককৃত্য

প্রথম অধ্যায়

—::—

১৪৪

প্রাতঃকৃত্য

দিবা বা রাত্রিমানকে আট অংশে বিভক্ত করিলে, তাহার এক একটি অংশকে বামার্দ্ধ বলে। বামার্দ্ধ বা প্রেরার্দ্ধের পরিমাণ প্রায় দেড় ঘণ্টা-কাল। বোড়শ সংখ্যক বামার্দ্ধে এক দিবারাত্রি শেষ হইয়া থাকে। এই প্রকার দিবা বা রাত্রিমানের পঞ্চদশ অংশের এক একটি অংশকে মুহূর্ত্ত বলে। ত্রিশটি মুহূর্ত্তের সমষ্টিতে এক দিবারাত্রি হইয়া থাকে। মুহূর্ত্তের পরিমাণ প্রায় ৪৮ মিনিট (দুই দণ্ড) কাল।

ব্রাহ্মেণ্ড পশ্চিমে যাবে মুহূর্ত্তো বহুতীর্থকঃ ।

স ব্রাহ্ম ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সত্ৰাঙ্গায়নে ॥ শিতামহঃ ।

“উদয়াং প্রাক্ চতুশ্চ নাড়িকা অরুণোদয়ঃ।” অরুণোদয়ঃ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ইতি স্বল্পপুরাণম্। “নিদ্রাং জহান্ গৃহী নাম নিত্যমেবা-রুণোদয়ে।” ইতি শিক্খবর্নোক্তরে।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যত স্নেহেদেববরানুবীন্। বামনপুরাণম্।

এক প্রহর সময়ে প্রায় চারিটি মুহূর্ত্ত হয়। রাত্রির শেষ প্রহরের তৃতীয় ও চতুর্থ মুহূর্ত্ত বা রাত্রির শেষ বামার্দ্ধের (প্রেরার্দ্ধের) প্রথম ও দ্বিতীয় মুহূর্ত্ত যথাক্রমে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ও রৌদ্র মুহূর্ত্ত। সচরাচর রাত্রির

ন্যূনাধিক ৪৥ টা হইতে ৬ টা পর্যন্ত কালকে ব্রাহ্মযজ্ঞ কহে । অর্ঘ্যো-
দয়ের পূর্ববর্তী চারিদণ্ড (১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট) কালকে অরুণোদয়
কাল বলে ।

ব্রাহ্মযজ্ঞে (প্রার চারিদণ্ড রাজি থাকিতে অর্থাৎ রাজির ন্যূনাধিক
৪৥ টা হইতে ৬টার মধ্যে) ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ষ ই শয্যা হইতে উঠিয়া পূর্ব
বা উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া দেবতা ও ঋষি প্রভৃতির নাম স্মরণ করিয়া
নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিবে ।

(ও) অত্রা মুরারি-স্বপ্নপ্রাস্তকারী, ভাহুঃ শশী ভূমিস্থতো বৃধশ্চ ।

গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহকেতু কুর্কস্তু সর্বে যম স্তুপ্রভাতম্ ॥ ১

লোকেশ চৈতন্তময়াদিদেব, শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়েব ।

প্রাতঃ সমুখায় তব প্রিয়ার্থং, সংসার-যাত্রা-মমুবর্ত্তয়িষ্যে ॥ ২

জানামি ধর্ম্যং ন চ মে প্রবৃতি, জ্ঞানাম্যধর্ম্যং ন চ মে নিবৃতিঃ ।

করা হবীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥ ৩

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং হর্গা হর্গাকরধরম্ ।

আপদস্তস্ত নশ্ন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৪

কর্কোটকস্ত নাগস্ত দময়ন্ত্যা নলস্ত চ ।

ঋতুপর্ণস্ত রাজর্ষেঃ কীর্তনং কলিনাশনম্ ॥ ৫

কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভূঃ ।

বেন সাগরপর্য্যস্তা ধনুবা নির্জিতা যদী ॥ ৬

যন্তস্ত কীর্তয়েন্নাম কল্যামুখায় মানবঃ ।

ন তস্ত বিস্তনাশঃ শ্রাদ্ধৈক লভতে পুনঃ ॥ ৭

পুণ্যল্লোকো নলো রাজা পুণ্যল্লোকো বৃধির্ভিরঃ ।

পুণ্যল্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যল্লোকো জনার্দিনঃ ॥ ৮

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা যক্ষোদরী তথা ।

পঞ্চকস্তাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৯

এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিবার পর দিব্যভাণ্ডে কি কি কাব্যের অঙ্কন করা আবশ্যক, বর্ণের অবিরোধী কি কি অর্থ সাধন করিতে হইবে এবং ধর্মার্থের অবিরোধী কি কি কাব্যসাধন করিতে হইবে তাহা আপন মনে চিন্তা করিয়া “(ও) প্রিয়দত্তার ভূবে নমঃ” এই বলিয়া পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া শয্যা হইতে অগ্রে দক্ষিণপদ (দ্বীলোক হইলে বামপদ) ভূমিতে প্রদান করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া বিদ্যানু (বা বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণ, ভাগ্যবতী রমণী, অগ্নি ও গাভী দর্শন করিলে সেদিন কোন অমঙ্গল ঘটে না এবং পাণ্ডিত্য, ছিন্ননাসিক, দুর্ভাগা রমণী, মন্ত ও উল্লক ব্যক্তিকে দর্শন করিলে অমঙ্গল ঘটে। সর্বত্র সকল বর্ণেরই জীজাতি, অমুপনীত দ্বিজবালক ও শূদ্রকে ‘ও’, স্বাহা, লক্ষ্মীবীজ (শ্রীং) ও স্বধা উচ্চারণ করিতে নাই; ততঃ স্থলে ‘নমঃ’ উচ্চারণ করিতে হইবে। কি নীক্ষিত, কি অনীক্ষিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেরই প্রাতঃকৃত্য করা কর্তব্য। নীক্ষিত ব্যক্তির পূর্বোক্ত শ্লোক পাঠ সমাপন করিয়া তাত্ত্বিক প্রাতঃকৃত্য করিবেন। অমুপনীত দ্বিজবালকের শ্রাদ্ধের সময় বৈদিকমন্ত্র পাঠে অধিকার আছে। চূড়াকরণ সংস্কারের পূর্বে কাহারও পূজা, শ্রাদ্ধ, হোম ও তর্পণে অধিকার নাই। কিন্তু শিবপূজা ও মাতাশিবার শ্রাদ্ধ এবং প্রেত তর্পণে সকলেরই সকল সময়ে অধিকার আছে।

তাত্ত্বিক প্রাতঃকৃত্য

নীক্ষিত ব্যক্তির ব্রাহ্মহুর্জে শয্যাভ্যাগ করিয়া পূর্ব বা উত্তরমুখে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া (কোন কোন মতে রাজিবাগ ভ্যাগান্তে) নিবিষ্টচিত্তে গুরুর ধ্যান করিবে।

গুরুর ধ্যান

১. শিরসি সহস্রবল্লভমলকর্ণিকাবহিতং ধৌতকর্ণং বিভূজং বরাত্তরকরং

যেতমাল্যাহ্নলেননং অপ্রকাশবরুণং স্ববামহিত-স্বরূপত্যা অপ্রকাশ-
বরুণরা সহিতং গুরুং ধ্যায়ৈৎ ।

দীক্ষাগুরু ত্রীলোক হইলে—

“সহস্রারে মহাপদ্মে কিঙ্করগগনসেবিতৈ ।
প্রকুলগদ্যপত্রাক্ষীং ধনশীনপয়োধরাম্ ॥
প্রসন্নবদনাং কীৰ্ত্তমধ্যাং ধ্যায়ৈৎ শিবাং গুরুম্ ।
পদ্মরাগসমাতাসাং রক্তবস্ত্রশোভনাম্ ॥
রক্তকুঙ্কুমপাণিক বস্তুপুয়শোভিতাম্ ।
স্থলপদ্মপ্রতীকাশ-পাদপদ্মশোভিতাম্ ॥
শরদিন্দুপ্রতীকাশ-বক্ত্রেদ্রাসিতকুণ্ডলাম্ ।
স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করাধুজাম্ ॥”

এই প্রকারে গুরুদেবকে মনে মনে চিন্তা করিয়া সাধ্যমত মানসোপ-
চারে ভক্তিপূর্বক পূজা করিবে । অনন্তর গুরুদেবকে প্রণাম করিবে ।

গুরু প্রণাম মন্ত্র

ও অথগুমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ ত্রীগুরবে নমঃ ॥
অজ্ঞানতিমিরাক্ষস্য জ্ঞানাজ্ঞানশলাকরা ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তন্মৈ ত্রীগুরবে নমঃ ॥

দ্বীশুরু প্রণাম মন্ত্র

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্ৰাদি-জীবমুক্তিপ্রদায়িনী ।
জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তন্মৈ ত্রীগুরবে নমঃ ॥

সমর্থ হইলে গুরুর স্তবকবচ পাঠ করা কর্তব্য । অনন্তর কুলকুণ্ড-
লিনীল ধ্যান ও মানসপূজা সমাপন করিবে । ৭

কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান

ধ্যানে কুণ্ডলিনীঃ সন্ধ্যাঃ ব্রহ্মাচারিনিবাসিনীম্ ।

তামিষ্টদেবতারূপাং সার্কজিবল্লাঘিতাম্ ।

কোটীসোদামিনীভাসাং স্বরজ্জলিকবেষ্টিতাম্ ॥

অনন্তর চৌরগণেশ মন্ত্র জপ করিবে ; যথা—প্রথমতঃ হৃদয়ে “ক্রৌং” এই বীজ দশবার? (অসমর্থ পক্ষে একবার) জপ করিবে । এইরূপ ? দক্ষিণচক্রে, হ্রীং হ্রীং । বামচক্রে, হ্রীং হ্রীং । দক্ষিণকর্ণে, হ্রুং হ্রুং । বামকর্ণে, হ্রুং হ্রুং । দক্ষিণনাসায়, ক্রৌং ক্রৌং । বামনাসায়, ক্রৌং ক্রৌং । মুখে, জ্রীং জ্রীং । নাভিতে, ঐং । লিঙ্গমূলে, হেসোঃ । শুভে, রুং । ক্রমধ্যে, হ্রুং এই সকল বীজ জ্ঞাস করিবে । পরে ত্রীশঙ্কপাঙ্ককা পূজা করিবে । অনন্তর কৃতাজলিপুটে—

ও ত্রৈলোক্যচৈতন্যমুনি ত্রিশঙ্কে, ত্রীবিধমাতর্জবদাজ্জয়েব ।

প্রাতঃসমুখায় তব প্রিয়ার্থং, সংসারষাত্রামহুবর্তর্যিব্যে ॥

জানামি ধর্ম্যং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্যং ন চ মে নিবৃত্তিঃ ।

স্বয়া হৃদীকেশি হৃদিহরা মে, যথানিবৃত্তোহস্মি তথা করোমি ॥

অহং দেবো নচাত্তোহস্মি ব্রহ্মেবাহং ন শোকভাক্ ।

সচ্চিদানন্দরূপোহহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥

উপর্যুক্ত মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিবে—

ও সমুদ্রমেখলে দেবি পর্কতস্তনমণ্ডলে ।

বিকূপস্তি নমস্তভ্যং পাদস্পর্শং কামস্ব মে ॥

ধারণঃ পোষণং স্বস্তো ভূতানাং দেবি সর্বদা ।

তেন সত্যেন মাং পাহি পাশান্মোচয় ধারিণি ॥

এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া “ও প্রিয়দত্তারৈ ভূবে নমঃ” উচ্চারণ

করিয়া পৃথিবীকে প্রণাম করিবে। অনন্তর ভূমিতে পাঠকেপনপূর্বক বহির্ভাগে গমন করিমা—

ও নমস্তে কুলবৃক্ষেভ্যঃ সৰ্বপাপবিন্ধুভ্যে ।

ভক্তং বিধেহি যে নিত্যং কুলবৃক্ষায় তে নমঃ ॥

এই মন্ত্র বলিয়া কুলবৃক্ষের প্রণাম এবং কুলবৃক্ষ, কুমারী বা শক্তি-দর্শনপূর্বক ইষ্টদেবতা প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করিয়া মলমূত্রাদি ত্যাগ ও দস্তধাবন করিবে।

কুলবৃক্ষ।—হরীতকী, বট, উড়ুঙ্গ, শিখ, কদম্ব, বিন্দু, ধাত্রী, অশ্বথ, তিস্তিড়ী ও করঞ্জ বৃক্ষ কুলবৃক্ষ নামে কথিত।

মলমূত্র ত্যাগ ও শৌচ বিধি

কোন সময়েই মলমূত্রের বেগ ধারণ করা উচিত নহে। দিবসে উত্তরমুখ, রাত্রিতে দক্ষিণাভিমুখ এবং সন্ধ্যাকালে উত্তরাভিমুখ হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক মলমূত্র পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

মলমূত্র পরিত্যাগকালে যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে রাখিবে ; কারণ মলমূত্র ত্যাগ সময়ে শরীর অপবিত্র হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে প্রভাসাদি তীর্থ ও গঙ্গা প্রভৃতি সৰ্বদা অবস্থিতি করিয়া থাকেন, সেই হেতু মলমূত্র ত্যাগকালে দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞসূত্র রাখিলে উহা অপবিত্র হয় না। দ্বিবাঙ্গী হইলে যজ্ঞোপবীত অবগুষ্ঠিত করিয়া মূত্র পুরীষ ত্যাগ করাই শাস্ত্রীয় বিধি।^১ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া কিংবা জল, গঙ্গা এবং ব্রাহ্মণের সম্মুখে ও পথের নিকট কোন সময়েই মলমূত্র পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে। পথে, গোচারণ মাৰ্গে ভ্রমে, ঝাশানে, করিত ভূমিতে, পর্বতে, জীর্ণ (ভগ্ন) দেবায়তনে, বন্যীকসঙ্কীর্ণ মৃত্তিকোপরি এবং যে সকল গর্ভের ভিতরে কোন প্রাণী অবস্থান করে, তাহাতে কখনও মূত্র পুরীষাদি পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে ; কারণ ঐ

বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা

সকল স্থানে মলমূত্রাদি ত্যাগ করিলে আবুজর হয়। পাহালা ধারণ করিয়া ও দণ্ডায়মান অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ করা পাজ-বিবন্ধ। অধিকন্তু যে স্থানে পরিত্যক্ত মলমূত্রের দুর্গন্ধ কাহারও বাসস্থান পর্য্যন্ত আসিতে না পারে, এরূপ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা কর্তব্য। মূত্রপুরীষাদি পরিত্যাগের পর শৌচ কবিস্থান নিম্নোক্ত নীতি জল বা জলপাত্র পুনরায় স্পর্শ করিবে না; এবং জলপাত্র স্পর্শ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ নিবিদ্ধ। কারণ উহা মূত্রের ন্যায় অপবিত্র হইয়া থাকে। জলপাত্র ধাতুনির্মিত হইলে, তাহা উত্তমরূপে মার্জিত কল্পিয়া লইবে।

মলমূত্র পরিত্যাগ কবিস্থান সর্বাগ্রে জলশৌচ করিবে। জলশৌচ দ্বারা মল দূরীভূত হইলে, তদনন্তর মৃত্তিকা দ্বারা শৌচ করিতে হয়। লিঙ্গে একবার, মলদ্বারে তিনবার, দুই পায়ে তিনবার করিয়া ছয় বার, বাম হাতে দশবার এবং উভয় হস্তে সাত বার মৃত্তিকা দ্বারা শৌচ করিবে। স্নাত্তিতে ইহার অর্ধেক করিবে। এইরূপ করিলে মলমূত্রের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় এবং শরীর পবিত্র বোধ হয়। অনন্তর সুপরিষ্কৃত জল দ্বারা পুনরায় হস্তপদাদি ধৌত করিয়া, মুখ প্রক্ষালন করিবে। যথানিয়মে শৌচক্রিয়া না করিয়া কোন কার্য করিলে দেহ ও মনের অপবিত্রতা হেতু তাহা কোনরূপেই ফলপ্রদ হইতে পারে না। মূত্র ত্যাগ করিলে লিঙ্গে একবার, বাম হস্তে তিনবার, উভয় হস্তে দুইবার ও পদদ্বয়ে এক একবার করিয়া মৃত্তিকা লেপন করিয়া জল দ্বারা ধৌত করিবে।

মল ত্যাগান্তে শৌচ কবিস্থান বস্ত্র পরিবর্তন করা উচিত। মলমূত্র ত্যাগ কালে কাছা খুলিবে। শৌচকার্য্যান্তে শুদ্ধজলে হস্তপদ ধৌত করিবে।

দস্তখানন

শৌচক্রিয়ার পর বিহিত কাষ্ঠ অর্থাৎ নিম্ব, কদম্ব, করঞ্জ, খদির, বীশ, যক্ষতুম্ব, আম, অপামার্গ (আপাং), আকন্দ, তেঁতুল এবং সকল

একর কটকী বৃক্ষ ও ক্ষীর (মাকী) সংবৃদ্ধ কাঠ দ্বারা দস্তধাবন করা উচিত। সকল দস্ত কাঠই স্বকৃষ্মত ব্যবহার করিবে। এতদ্বির ঘুঁটের ছাই, কয়লার শুঁড়া ও বিভিন্ন এঁটেল মৃত্তিকা দ্বারাও দস্তধাবন করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মগণ স্বাদশাঙ্গুল-প্রমাণ, ক্ষত্রিয়গণ নবান্গুল-প্রমাণ, বৈশ্যগণ অষ্টাঙ্গুল-প্রমাণ, এবং শূদ্রগণ বড়ঙ্গুল-প্রমাণ এবং সকল বর্ণের জীলোক চতুরঙ্গুল-প্রমাণ দস্তকাঠ দিয়া দস্তধাবন করিবে। কেবল অঙ্গুলি দ্বারা দস্ত ধাবন করিবে না। মৃত্তিকা দ্বারা দস্তধাবন করিতে হইলে, মধ্যমা, অনামা ও বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়া দস্তধাবন করিবে। প্রতিপদ, বটী, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে কাঠ দ্বারা দস্তধাবন করিবে না। উপবাস, জন্মদিন ও শ্রাদ্ধদিনে দস্তধাবন করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ ; কারণ দস্তধাবনকালে যদি কোন প্রকারে রক্তপাত হয়, তাহা হইলে ক্ষত্যাশৌচ দোষ হইয়া থাকে ; সুতরাং কোন প্রকার কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মস্থানে অধিকার থাকে না। শ্রাদ্ধদিনে বা কোন নৈমিত্তিক কর্ম্মস্থানের দিনে দস্তধাবন না করিয়া দ্বাদশ গণ্ডু ব জল দিয়া মুখ প্রক্ষালন করা উচিত।

শুবাক অর্থাৎ সূপারি, তাল, খেজুর, হিঙ্গাল (হেতাল) ও নারিকেলের ডগা, বাট, অম্বথ, বিব, কেতকী ও আমলকী বৃক্ষের দস্তকাঠ, গুরুকি, চিল ও পাথরের শুঁড়া দিয়া দস্তধাবন করা উচিত নহে। পূর্বাভিমুখ বা উত্তরাভিমুখ হইয়া দস্তধাবন করা বিধেয়। পশ্চিম ও দক্ষিণাভিমুখ হইয়া দস্তধাবন করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। সূর্যোদয়ের পূর্বে দস্তধাবন করা কর্তব্য। সূর্যোদয়ের পরে দস্তধাবন করিলে, পূজাদিতে তাহার কোন অধিকার থাকে না। দস্তধাবনের পূর্বে কবীর বস্ত্র দ্বারা জিহ্বা নিলেখন করা উচিত। স্নান সময়ে বা অপরাহ্নে দস্তধাবন করা উচিত নহে। তদ্ব্যতঃ—
“ক্লীং কামদেবায় সর্বজনপ্রিয়ায় স্বাহা (নমঃ)” মন্ত্র বলিয়া মুখ প্রক্ষালন করা কর্তব্য।

পুষ্প-চরন

কোন আধারে পুষ্প, বিষপত্র ও তুলসীপত্র বৃত্তসহ (বোটার সহিত) তুলিতে হয়; কিন্তু শেকালিকা, বকুল প্রভৃতি পুষ্প স্বয়ং পতিত হয়, ইহারা বৃত্তহীন হইলেও পূজার্থে ইহাদের ব্যবহার হয়। দেব-দেবীর পূজার নিষিদ্ধ বাষ হস্তে পুষ্পাদি চরন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। বিষপত্র ত্রিগাত্রাঘাত হওয়া বিধেয়। দুর্কাও ত্রিগাত্রাঘাত থাকিবে, অধিকন্তু দুর্কার গর্ভও রাখিতে হইবে; কিন্তু পিত্তাদির শ্রাদ্ধাদি কার্যে দুর্কার গর্ভ থাকিবে না। 'পরিধেয় বস্ত্রে, মস্তকে ও বামহস্তে ধৃত,' আশানে উৎপন্ন, শেকালিকা, বকুল ব্যতীত স্বয়ং পতিত এবং জলে কেলিয়া প্রক্ষালিত পুষ্প পূজার্থে ব্যবহৃত হয় না। গন্ধহীন বা উগ্রগন্ধ পুষ্প দেবপূজার ব্যবহৃত হয় না। পর্যুষিত (বাসি), শুক, আত্মাত, কীটযুক্ত, জ্বর কবির পর যাক্কালক (কাউ চেয়ে লওয়া) ও গাত্রগলয় পুষ্প দেবপূজার অব্যবহার্য। পদ্ম প্রভৃতি জলজ পুষ্প, চাঁপা, বকুল, কুল প্রভৃতি পুষ্প, বাহাদের কলি তুলিলে প্রক্ষুচিত্ত হয় ও বাহা মালাকারদের গৃহে থাকে এবং তুলসী পত্র, বিষপত্র ও দুর্কা পর্যুষিত (বাসি) হইলেও দেবপূজার ব্যবহার্য। দুর্কা, বিষপত্র, পদ্ম ও তুলসী ছিন্ন ভিন্ন হইলেও পূজার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রানীত পুষ্পও পূজার নিষিদ্ধ; কিন্তু যদি সেই পুষ্প শূদ্রের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়, তাহা হইলে পূজার কোন দোষ হয় না। অন্তর্গত আবস্থায় পুষ্পচরন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। ফলশূন্য বিষপত্রের পত্র ব্যবহার্য নহে। (বিষ্ণুকান্তার অর্থায়, এশিয়া মহাদেশে বিলুপ্তের বস্ত্র অর্থাৎ বোটার গাইট ত্যাগ করা নিষিদ্ধ) পুষ্পাদি চরনকালে বৃক্ষের শাখা বেন ভগ্ন না হয়। বৃক্ষের শাখার ব্যতীত কেবল হস্তোপরি পুষ্পাদি রাখিবে না।

তুলসী, বিষপত্র হাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমা সংক্রান্তি সায়ংকাল মধ্যাহ্নকাল ও রাত্রিকালে চরন করা নিষিদ্ধ। তুলসী চরন কালে

তিনবার করতাল দিয়া চয়ন করিবে। জীজাতির পক্ষে তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ। তৈল মর্দনান্তে কিংবা অণুচি অবস্থায় ও রাজিবাস ত্যাগ না করিয়া পুষ্পাদিচয়ন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

পূজার নিষিদ্ধ পুষ্পাদি

ধূতুরা, করবী প্রভৃতি পুষ্প শিবপূজায় বিহিত। ভূপতিত কিংবা উগ্রগন্ধ পুষ্প দিয়া শিবপূজা করিও না। অত্যন্ত পুণ্ড্রদেবতার সাদা ফুল দিয়া পূজা করিতে হয়, রক্তপুষ্প দ্বারা পূজা নিষিদ্ধ। জী দেবতার রক্তপুষ্প দিয়া পূজা করিতে হয়। সূর্য্যকে বিষপত্র ও ধূতুরা ফুল, গণেশকে তুলসী এবং শিবকে শ্বেত জবা কখনও দিবে না।

শিব ও সূর্য্যের অর্ঘ্যে শঙ্খ দিতে নাই। রক্তচন্দন ও জবা প্রভৃতি রক্তপুষ্প শক্তি ও সূর্য্যের পূজায় প্রশস্ত। বিষ্ণু, শিব, গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজায় এবং শ্রাদ্ধে শ্বেতপুষ্প ও শ্বেতচন্দনই বিহিত। শ্রাদ্ধ পূজায় বহুপুষ্প (পদ্ম, রক্তজবা প্রভৃতি) প্রশস্ত। বিষ্ণুকে শ্বেতজবা, রক্তপদ্ম, বক্তকরবী ও শ্বেতাপরাজিতাও দিতে পারা যায়। বিষ্ণুপূজা তুলসী না হইলে চলে না, কারণ বিষ্ণুর উপচার সকল তুলসীযুক্ত করিয়া দিতে হয়। শক্তি ও শিবের পূজায় বিষপত্র প্রশস্ত। বিষপত্র তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া উপুড় করিয়া, তুলসী অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া চিৎ করিয়া এবং পুষ্প যে ভাবে গাছে উৎপন্ন হয়, সেইভাবে ধরিয়া দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়। একসঙ্গে বহুপুষ্প দানকালে কোন নিয়ম নাই। মালতী, জাতি, যুথী (বুঁই), বকুল, জবা, শেফালিকা (শিউলি), কাঠ-টগর ও কুন্দ পুষ্পে পার্থিব শিবপূজা করা চলে, কিন্তু পঞ্চাঙ্গাদি গঠিত শিবের পূজা চলে না। শ্রাদ্ধে দূর্বার গর্ভ অর্থাৎ কৌক ফেলিয়া দিবে। বাম হস্তে পুষ্পাদি লইয়া দেবতার পূজা করিতে নাই। লক্ষ্মীর নিকট ঘণ্টা, দুর্গার নিকট বাশী, শিবের নিকট করতাল এবং ব্রহ্মার নিকট ঢাক বাজাইতে নাই। দেবতাকে নির্মাণ্যযুক্ত

করিয়া রাখিও না এবং পূজা শেষ না হইলে নৈবেদ্য ভাঙিতে নাই। পূজা গৃহে কোনরূপ উচ্ছিন্ন ফেলিতে নাই। মনসাপূজায় ধূনা দিতে নাই। নির্মাণ্য মাড়াইতে বা ডিগাইতে নাই, উহা বৃক্ষমূলে বা জলে ফেলিয়া দিতে হয়। নির্মাণ্য ও আশীর্বাদী পুষ্প মাথার করিয়া লইতে হয়।

জল, কুশ, তিল, মৃত্তিকা

গঙ্গাজল ভিন্ন পর্যুষিত অর্থাৎ বাসি জল ও নিবেদিত জল দ্বারা কোন সময়েই সন্ধ্যা পূজা ইত্যাদি দৈব ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পৈতৃক কার্য্য করিবে না। যদি কলসী হইতে জল গড়াইয়া লইতে হয়, তাহা হইলে বাম হস্তে কলসী ও দক্ষিণ হস্তে অন্ন জলপাত্র লইবে। হাত উপুড় করিয়া বা নাভির নিম্নদেশে হস্ত রাখিয়া কোন সময়েই দৈবাদি কার্য্যের জন্য জল আনিবে না। বৃষ্টির জল ও নদীর প্রথম বেগের জল কোন কালেই ব্যবহার করিবে না। হরিশয়নে কুশ, কেশ ও মৃত্তিকা বাসি করিয়া ব্যবহার করিবে না; কিন্তু গঙ্গামৃত্তিকা ও শ্রাবণী অমাবস্তায় কুশ তুলিয়া রাখিয়া তাহা বাসি হইলেও ব্যবহার করিতে পারা যায়। সধবা স্ত্রীলোক কুশ, কেশ, তিল ও কুশাসন ব্যবহার করিবে না, সকল কার্য্যেই কুশ ও কেশের পরিবর্তে দুর্বা, তিলের পরিবর্তে যব এবং কুশাসনের পরিবর্তে কঙ্কাসনাদি ব্যবহার করিবে। পুরুষগণ পিতার জীবদ্দশায় মাতৃশ্রাদ্ধের সময়ে কৃষ্ণ তিল ব্যবহার না করিয়া শ্বেত তিল ব্যবহার করিবে। কোন কার্য্যেই পর্যুষিত (বাসি) পুষ্প ব্যবহার করা উচিত নহে। প্রমাণ—

বর্জ্যং পর্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্যং পর্যুষিতং জলম্।

ন বর্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্যং জাহ্নবী-জলম্ ॥ [নারদঃ]

তুলসীচরন মন্ত্র

তুলস্তমৃতনাশাসি সদা স্বং কেশবপ্রিয়ে।

কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে ॥

স্বদঙ্গসমুদৈঃ পটৈঃ পূজয়ামি বধা হরিম্ ।

তথা কুরু পবিত্রাসি কলৌ মলবিনাশিনী ॥

জান করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্বক দক্ষিণ হস্তে বোটাঁ সহিত পত্র ও মঞ্জরী ছিঁড়িয়া কোন পাত্রে রাখিবে। ষাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্তা, সাব্বৎকাল, সংক্রান্তি ও রাত্রিকালে তুলসী চয়ন করিবে না। তুলসী ও বিলুবৃক্ষের শাখা ভাজিবে না।

বিষপত্র চয়ন

ওঁ পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মাল্য ত্রীকল প্রভো ।

মহেশপূজনার্থায় স্বংপত্রাণি চিনোম্যাহম্ ।

উপর্যুক্ত মন্ত্র বলিয়া বৃক্ষের শাখা ভগ্ন না হয় এইরূপ ভাবে দক্ষিণ হস্তদ্বারা এক একটা করিয়া বিষপত্র তুলিতে হয়।

বিলুপত্র ত্রিপত্রাবিত, বৃন্তযুক্ত, নিশ্চিদ্র ও চক্রহীন প্রশস্ত ।

তৈলমর্দন

প্রাতঃস্নানে, গ্রহণদিনে, ষাদশী তিথিতে, পিতৃশ্রাদ্ধে, তর্পণ করিবার পূর্বে, ব্রতদিবসে রবিবারে, পর্ষদদিনে অর্থাৎ অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্তা ও পূর্ণিমা তিথিতে এবং সংক্রান্তিতে তৈলমর্দন শাস্ত্রনিবিদ্ধ। কিন্তু এই নিবেশ তিল-তৈল বিষয়ক। অধিকন্তু তিল তৈল হইলেও পক্ষ তৈল অর্থাৎ পাক করা তৈল বা পুষ্পবাসিত (মুগন্ধি) তৈল এবং সর্ষপতৈল বা নারিকেল তৈল মর্দন করা নিবিদ্ধ নহে। কুশাসনে বা কঙ্কলাসনে বসিয়া তৈল মর্দন করা উচিত নহে। তৈল মর্দন করিতে বসিয়া প্রথমেই মধ্যমাদুলীর অগ্রভাগ দ্বারা সামান্য তৈল গ্রহণ পূর্বক “ওঁ অম্বথায়ৈ নমঃ” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভূমিতে সেই তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিবে। পরে ব্রাহ্মণ হইলে বাম পদে, ক্ষত্রিয় হইলে দক্ষিণ কর্ণে, বৈশ্য হইলে দক্ষিণ পদে এবং শূদ্র হইলে মস্তকে তৈল মর্দন করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সর্বদিকে তৈল মর্দন

করিবে। আশ্রয়, অজ্ঞান ও বৈরাগ্য এই বর্ণত্রয়ের পক্ষে যতদূর তৈল মর্দন করিবার পরে অবশিষ্ট তৈল অস্ত্রান্ত অঙ্গে দেওয়া নিষিদ্ধ। মাথায়, কাণে ও পায়ের তলদেশে উত্তমরূপে তৈলমর্দন করা উচিত।

যদিও শাস্ত্রে ঝারবিশেষে তৈলমর্দন বিশেষরূপে নিষিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নিষিদ্ধ বারে তৈলমর্দনে যে সকল দোষ জন্মে, তৎক্ষালনার্থ শাস্ত্রে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ আছে, তৎসংযোগে তৈল ব্যবহার করিলে আর কোনরূপ দোষ থাকে না। যে যে বারে তৈল মর্দনে যে যে দোষ হইতে পারে এবং সেই সকল দোষের নিরাকরণার্থ যে যে দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

বার	দোষ	দোষশাস্তিকর দ্রব্য
রবি	পুন্ড্রনাশ	ফুল
সোম	কীর্তিলাভ	
মঙ্গল	মৃত্যু	মৃত্তিকা
বুধ	রক্তলাভ	
বৃহস্পতি	শোক	দুর্ধা
শুক্র	অর্থহানি	গোময়
শনি	দীর্ঘায়ুঃ	

জ্ঞানপ্রকল্পণ

সকল বর্ণেরই প্রাতঃজ্ঞান (অরুণোদয় কালে জ্ঞান) একান্ত কর্তব্য। প্রাতঃজ্ঞানের পর পুনরায় তৈলজ্ঞান ও অস্ত্রান্ত যোগবিশেষে জ্ঞান করিবে।

জ্ঞান সাত প্রকার ; যথা—মাত্র, ভৌম, আশ্রয়, বায়ব্য, দিব্য, বাক্য ও মানস। “শন্ন আপো” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক মার্জিত জ্ঞানকে

বাত্ত, মান, গন্ধাদি যুক্তিকালেপন দ্বারা ভৌব, হোমায়িক ভয় ভেদন দ্বারা আগ্নেয়, গোপদরজঃ প্রবহমান বায়ু দ্বারা বায়ব্য, সাতপদ্যুষ্ণিত দ্বারা দিব্য, মলিলে মজ্জন দ্বারা বারুণ ও বিষ্ণুচিন্তন দ্বারা জ্ঞানকে মানস জ্ঞান বলে।

জ্ঞানকালীন সঙ্কল্প

অরুণোদয়-জ্ঞানসঙ্কল্প

বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা দাসো বা পূর্বাঙ্কুতজ্ঞাতাজ্ঞাতাপাক্ষয়কাষঃ প্রাতঃজ্ঞানমহং (অরুণোদয়জ্ঞানমহং) করিষ্যে। (অমুক স্থলে যে মাস ও যে তিথি এবং জ্ঞানকর্তার যে গোত্র ও নাম তাহা উল্লেখ করিতে হয়)।

স্ত্রী ও শূদ্রগণ প্রণব (ঐ) উচ্চারণ করিবে না, 'ঐ' স্থলে 'নমঃ' বলিবে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া প্রাতঃজ্ঞান প্রকরণের মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক প্রাতঃ-জ্ঞান করিবে।

জ্ঞানবিধি

প্রাতঃজ্ঞান—সকল বর্ণেরই প্রাতঃজ্ঞান অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্রাহ্ম-মুহুর্ত্তেই জ্ঞান করা উচিত। শরীর অস্থূল থাকিলে কুশাগ্র দ্বারা মস্তকে জলের অভ্যুক্ষণ দিবে। এক বস্ত্রে কখনও জ্ঞান করা উচিত নহে, গামছা থাকা চাই। পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা গাত্রমার্জন নিষিদ্ধ। জ্ঞানের পর অন্তক কাঁপাইবে না কিংবা হানুবস্ত্র জলে নিকড়াইবে না। প্রাতঃজ্ঞান সময়ে তৈলমর্দন করিতে নাই। স্রোতোজলে, স্রোতের অভিমুখে, স্রোতো-রহিত জলাশয়ে সূর্য্যের অভিমুখে, নাভিমগ্নজলে দাঁড়াইয়া জ্ঞান করিবে। শরীর অস্থূল থাকিলে আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জন করিবে। (জলাশয় আগ্নেয় হইলে জলাশয় হইতে তিনটা বা পাঁচটা ব্রংপিণ্ড উঠাইয়া তীরে

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক

কেলিয়া “ও ঐতিহাসিক পঞ্চম পুণ্য পরম চ। পাপানি
বিলয়ং বাস্তব শান্তিঃ দেহি সদা মম ॥” এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক ডুব দিবে)।
ব্রাহ্মমুহুর্তে প্রথমে জীবগাহনপূর্বক অর্থাৎ ডুব দিয়া জ্ঞান করিয়া, নাতি
পর্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া বথানিয়মে আচমনপূর্বক মাস তিথির উল্লেখ
করিয়া সঙ্কল্প করিবে। (সঙ্কল্প পূর্বকই লিখিত হইয়াছে)। তৎপরে
“ও নমো নারায়ণায়” এই মন্ত্র বলিয়া চারিদিকে এক হস্ত পরিমিত
স্থান লইয়া চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া জল শুদ্ধ করিবে। নিম্নলিখিত মন্ত্রে
জল শুদ্ধ করিতে হয় ; যথা :—

ও গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতি ।

নর্মদে সিদ্ধ কাবেরী জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

অনন্তর কৃতাজলি হইয়া “ও কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ।
তীর্থাত্তেতানি পুণ্যানি প্রাতঃস্থানকালে ভবন্তিহ ॥” এই মন্ত্র বলিয়া
তীর্থাবাহন করিবে। স্থানকালে চতুষ্কোণ মণ্ডলস্থ জল তীর্থজল মনে
করিয়া হাত বোড় করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ও বিষ্ণোঃ পাদ-প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপুজিতা ।

পাহি নম্বেনসন্তানাদাজন্য-মরণান্তিক্যং ॥ ১

ত্রিশ্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটি চ তীর্থানাং বায়ুরত্রবীং ।

দ্বিবি ভুব্যস্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহুবি ॥ ২

নন্দিনীতেত্ব তে নাম দেবেষু নলিনীতি ৷ ৩

বৃক্ষা পৃথ্বী চ স্ততগা বিশ্বকারা শিবা সিতা ॥ ৪

বিজ্ঞাধরী সূপ্রসন্ন তথা লোকপ্রসামিনী ।

কেমা চ জাহুবি চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী ॥ ৫

এতানি পুণ্যনামানি স্থানকালে প্রকীৰ্ত্তয়েৎ ।

ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥ ৬

অনন্তর জল হইতে অন্ন মৃত্তিকা তুলিয়া লইয়া গাজে লেপন করিবে।

গাত্রে মৃত্তিকালোপন-মন্ত্র

ও অখকাস্তে রথকাস্তে বিকৃতাস্তে বহুকাস্তে ।

মৃত্তিকে হর মে পাপং বদ্যরা দুষ্কৃতং কৃতম্ ।

উকৃতাসি বরাহেণ ক্লেবেণ শতবাহনা ।

আঃ হ মম গাত্ৰানি সৰ্বং পাপং প্রমোচয় ।

নমস্তে সৰ্বভূতানাং প্রভাবানি নিব্রতে ॥

অতঃপর অঙ্গুলী দ্বারা চক্ষু, কণ, নাসিকা ও মূখ আবৃত করি-
পূর্বাভিমুখ হইয়া তিনবার ডুব দিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ
করিতে :—

অনানন্তর পাঠ্য মন্ত্র

ও গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রহ্মাদ্ বোজনানাং শতৈরপি ।

মৃত্যুতে সৰ্বপাপেভ্যো বিমূলোকং স গচ্ছতি ॥

ও সত্ত্বঃ পাতকসংহন্ত্রী সত্ত্বোদ্বঃখবিনাশিনী ।

সুখদা বোক্ষনং গঙ্গা গঙ্গেব পরমা গতিঃ ॥

ও পাপোহহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ ।

ত্ৰাহি মাং পুণ্ডরীকাক সৰ্বপাপহরো হরিঃ ॥

ও জবাকুমুদসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাহ্রতিম্ ।

ধ্বাস্তারিং সৰ্বপাপয়ং প্রগতোহস্মি দিবাকরম্ ॥

ও নমো ভগবতে শ্রীসূর্যায় ।

জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা

বাহাদের জ্ঞান করিলে খাছোর হানি হইবে, তত্ত্বের প্রত্যেকেরই
প্রত্যাহ জ্ঞান করা উচিত। অল্পস্থ ব্যক্তিগণ কুশাগ্র দ্বারা মস্তকে জল
দ্বারা গাত্রে সূঁছিয়া পরে বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিবে। জ্ঞান বলিলে অবগাহন

জ্ঞান বৃদ্ধিতে হইবে। শ্রোতঃশ্রোতঃ পূর্বদিন-কৃত পাপরাশি দূরীভূত হয় এবং পূজাদি পবিত্র কার্যে অধিকার জন্মে। তৈলমর্দন করিয়া মধ্যাহ্ন জ্ঞান স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। নৈমিত্তিক জ্ঞান অর্থাৎ কোনরূপ বিশেষ যোগ উপলক্ষে জ্ঞান করিতে হইলে, এবং সেই জ্ঞানকাল পর্য্যন্ত সময় উপবাসে অক্ষম হইলে অর্থাৎ জ্ঞানকাল পর্য্যন্ত না থাইয়া থাকিলে যদি মৃত্যু ঘটবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধ, জল, ইক্ষু, তাণ্ডুল অর্থাৎ পান, কল ও ঔষধ থাইয়া জ্ঞান করা চলিতে পারে, তাহাতে কোন প্রকার পাপ হয় না। অশুচি ব্যক্তি কোন যোগে কামনাপূর্ব্বক

করিলে তাহাকে অগ্রে একবার জ্ঞান করিয়া পরে জ্ঞান প্রকরণে লিখিত নিয়মানুযায়ী জ্ঞান করিতে হয়। যদি শ্রোতোজলে জ্ঞান করিতে হয়, তাহা হইলে শ্রোতোহতিমুখ হইয়া জ্ঞান করিতে হইবে এবং অন্ত্রজ সূর্য্যাস্তিমুখ হইয়া জ্ঞান করিবে। গ্রহিযুক্ত বস্ত্র পরিয়া কিংবা উল্লঙ্গ অর্থাৎ বিবস্ত্র হইয়া জ্ঞান করিবে না। রাত্রিতে গ্রহণ দিন ব্যতিরেকে ও বিশেষ যোগ ভিন্ন জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

রজঃশ্রাব, শব, চণ্ডাল, মূত্র ও পুত্রীষাদি স্পর্শ করিবামাত্র জ্ঞান করা আবশ্যিক। কোনরূপ নৈমিত্তিক জ্ঞানে তৈলমর্দন করিতে নাই। ব্রাহ্মণাদি বর্ণজন্মের জ্ঞানমন্ত্র পাঠ করিয়া জ্ঞান করিতে হইবে; শূদ্র মন্ত্রপাঠ না করিলেও জ্ঞানফল লাভ করিতে পারিবে।

গঙ্গাজ্ঞানে বিশেষ মন্ত্র

ওঁ স্বর্গারোহণ-সোপানং ত্বদীয়মুদকং শুভে।

অতঃ স্পৃশামি পাদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোহস্ত তে।

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া সামান্য গঙ্গাজল মস্তকে দিবে, তারপর জলে নামিবে।

ওঁ বিষ্ণুপাদার্থ্য-সম্বৃত্তে গঙ্গে ত্রিণথগামিনি।

ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতো পাপং মে হর জাহবি।

শ্রদ্ধা ভক্তিসম্পন্ন শ্রীমাতর্দেবি জাহবি ।

অমৃতেনামুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাযু ॥

হাত বোড় করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্বক অঙ্গুলি দিয়া চক্ষু, কণ, নাসিকা এবং মুখ আচ্ছাদন করিয়া শ্রোতোহতিমুখে তিনবার ছুব দিবে । পরে—

ওঁ গঙ্গা গঙ্গোতি যো জগাদ্ যোজনানাং শতৈরপি ।

মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

ওঁ পাপোহহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ ।

তাহি মাং পুণ্ডরীকাক সর্বপাপহরো হরিঃ ॥

এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিবে, তৎপরে গঙ্গাস্তব পাঠ করিয়া গঙ্গাতে প্রণাম করিবে । তোলা জলে সূর্য্যের অভিমুখ হইয়া স্নান করিবে ।

নিত্য গঙ্গাস্নান

সঙ্কল্প :—(বিষ্ণুরোম্ তৎসং) বিষ্ণুর্নমঃ অগ্ন অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে, অমুকতির্ধো, অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা দাসো বা সর্বপাপ ক্ষয়কামঃ অস্তাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে ।

মন্ত্রস্নান

দীক্ষা দ্বিবিধ—বৈদিকী ও তান্ত্রিকী । যাহাদের তান্ত্রিকী দীক্ষা হইয়াছে তাহারা নিত্য-স্নান বা কাম্যস্নান করিবার পর মন্ত্র-স্নান করিবে । মন্ত্র-স্নানও নিত্য কর্তব্য ; অতএব প্রত্যহ নদী, পুষ্করিণী, তড়াগ প্রভৃতির জলে নিত্য স্নান করিবার পর গাত্র মুছিয়া বস্ত্র পরিধানপূর্বক শুদ্ধাসনে উপবেশন ও তান্ত্রিক প্রকরণানুসারে আচমন করিয়া তাত্রপাত্রের কিঞ্চিৎ জল, দুর্কা ও তিল লইয়া সঙ্কল্প করিবে । যথা—

(বিষ্ণুরোম্ তৎসং) অগ্ন অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতির্ধো অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকদেবতা (নিজের ইষ্টদেবতা) প্রীত্যে মন্ত্র-স্নানমহং করিষ্যে ।

পরে হ্রী এই মন্ত্রে জল আলোড়িত করিয়া জলমধ্যে হস্ত-পরিমিত

চতুর্কোণমণ্ডল বা ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া অঙ্কনমুদ্রায় তীর্থ আবাহন করিবে; যথা,—ওঁ নমঃ । ত্রেণ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি । নন্দদে সিদ্ধ কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু । পরে কৃতাজলিগুটে প্রার্থনা করিবে; যথা,—ত্র্যম্বকে যানি তীর্থানি কঠৈঃ স্পৃষ্টানি তে; রবে । তেন সত্যেন মে দেব তীর্থং দেহি দিবাকর ॥ পরে গঙ্গাতেই হউক বা অত্র জলাশয়েই হউক এইরূপে গঙ্গাকে আবাহন করিবে; যথা,—ওঁ আবাহয়ামি স্বাং দেবি নানার্থমিহ স্কন্দরি । ত্রাহি গঙ্গে নমস্তভ্যং সর্বতীর্থসমম্বিতে ॥ ইতি । পরে বৎ এই মন্ত্রে ধেতুমুদ্রা, হুং এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক চক্রমুদ্রায় রক্ষা ও ফটু এই মন্ত্রে ছোটিকা দ্বারা দশদিগবন্ধন করিয়া মৎস্তমুদ্রায় আচ্ছাদনপূর্বক মূলমন্ত্র একাদশবার জপ করিয়া সূর্য্যাস্তিমুখে দ্বাদশ অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে, এবং সেই মণ্ডল মধ্যগত জলে বহ্নিমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল ও সোমমণ্ডল চিত্তা করিয়া এবং নিজ ইষ্টদেবতার চরণারবিন্দনিঃসৃত জলে স্নান করিতেছি এইরূপ মনে করিয়া ইষ্টদেবতা ধ্যানপূর্বক ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কর্ণনাসিকাদি সপ্তচ্ছিদ্র রোধপূর্বক তিনবার জলে মস্তক পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিবে । আচমন ও ষড়ঙ্গশাস পূর্বক জলের উপরি তিনবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া ‘অমুকৌং দেবীং (অমুকং দেবং) অভিষিঞ্চামি স্বাহা’ ইষ্টদেবতার নামোল্লেখে এই মন্ত্রে কলসমুদ্রা দ্বারা আপনার মস্তক দশবার সাতবার বা তিনবার অভিষিক্ত করিবে । পরে ইচ্ছামত পিতা, পিতামহ প্রভৃতির ভূষণ করিয়া জল হইতে উথিত হইবার সময়, ও অনুরা ভূত-বেতালঃ কুয়াণ্ডা ব্রহ্মরাক্ষসঃ । তে সর্ব্বৈ তৃপ্তিমারান্ত ময়া দন্তেন বারিণা ॥ এই মন্ত্রে তীরে তিন অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে । পরে ভূমিতে উথিত হইয়া গাত্রজল মার্জন করিবে । অনন্তর বিগুহ্ববস্ত্র পরিধানপূর্বক জলাশয়তীরেই হউক অথবা গৃহে আসিয়াই হউক তিলকধারণ, কদ্রাক্ষ, তুলসীমালা প্রভৃতি ধারণ করিয়া সঙ্ক্কা-বন্দনাদি করিবে ।

পাদপ্রক্ষালন

স্বয়ং যদি পাদপ্রক্ষালন করিতে হয়, তাহা হইলে অগ্রে বাম পদ, তারপর দক্ষিণ পদ প্রক্ষালন করিবে। কিন্তু কোন সময় যদি কোন আক্রমণ বা অপর কোন জাতি কোন ব্রাহ্মণের পদপ্রক্ষালন করিয়া দেয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অগ্রে দক্ষিণ পদ ও তারপরে বাম পদ প্রক্ষালন করিয়া দিবে। দৈবকার্য্যে (অর্থাৎ পূজা প্রভৃতিতে) পূর্বাভিমুখ বা উত্তরাভিমুখ হইয়া এবং পিতৃকার্য্যে (ব্রাহ্মাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান কালে) দক্ষিণাভিমুখ হইয়া এবং অগ্ৰাগ্ৰ সকল সময়ে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া পাদপ্রক্ষালন করাই শাস্ত্রীয় বিধি। কাংস্যপাত্রে কখনও পাদপ্রক্ষালন করিবে না। জাহ্নু হইতে পাদদ্বয়ের তলভাগ পর্য্যন্ত এবং মণিবন্ধ হইতে করতল পর্য্যন্ত প্রক্ষালন করা কর্তব্য, কারণ ইহাতে শরীরের ও মনের অপেক্ষাকৃত পবিত্রতা সাধিত হয়।

বস্ত্র পরিধান

দৈব ও পিতৃকার্য্য অনুষ্ঠান করিবার সময় সকলেরই তসর, গরদ ইত্যাদি বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করা কর্তব্য। তসর বা গরদ সম্ভব না হইলে কার্পাস সূত্র নির্মিত গুরু বস্ত্র পরিধান করিবে। দৈব ও পিতৃকার্য্য প্রভৃতি সকল প্রকার কার্য্যে “ত্রিকচ্ছ” করিয়া বস্ত্র পরিধান করিবে এবং কাপড়ের কসি কখনও বাহিরের দিকে গুঁজিবে না। সেলাই করা, ইঁদুরে কাটা, ছিন্ন, দধ্ক, পরকীয়, মলিন ও অপবিত্র বস্ত্র কখনও পরিধান করিবে না। রজকাল হইতে আনীত বস্ত্র পরিকার ও বিগ্ধ জলে না কাচিয়া ব্যবহার করিবে না। জামা কিংবা সেলাই করা পরিধেয় বা উত্তরীয় ব্যবহার করিবে না। পরিহিত তাক্ত বস্ত্র অর্থাৎ ছাড়া কাপড়, ব্রাজিবাস ও যে বস্ত্র পরিধান করিয়া মৈথুন ও মলমূত্র ত্যাগ করা হয় সেই সকল বস্ত্রই অপবিত্র জানিবে; অতএব উপরি উক্ত বস্ত্রসকল

পরিধান করিয়া কোন দৈবকর্ম বা পিতৃকর্ম করা একেবারে শাস্ত্রনিষিদ্ধ ।
নাতির নিয়ন্ত্রণে বস্ত্র পরিধান করিবে না ।

দৈব বা পিতৃকর্মের প্রত্যেক কার্যেই উত্তরীয় ব্যবহার করিবে । জী ও শূদ্রাদির পক্ষেও সর্ববিধ দৈবকার্যেই উত্তরীয় ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যিক । উত্তরীয় ও পরিধেয় বস্ত্র এক জাতীয় অর্থাৎ এক জাতীয় সূত্রে নির্মিত হওয়া উচিত ; কেবল নামাবলী ভিন্ন সূত্রে প্রস্তুত হইলেও চলিতে পারে । উত্তরীয় বস্ত্র যজ্ঞসূত্রের গ্রায় ধারণ করিবে । পিতৃকার্য ভিন্ন সকল কার্যেই উপবীতী হইয়া (অর্থাৎ উত্তরীয় ও যজ্ঞোপবীত বাস স্কন্ধের উপর রাখিয়া) কার্য সম্পাদন করিবে । কেবল পিতৃকার্যে প্রাচীনাবীতী হইয়া (অর্থাৎ উত্তরীয় ও যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ স্কন্ধের উপর রাখিয়া) কার্য সম্পাদন করিবে । মনুষ্য তর্পণে নিবীতী হইয়া (অর্থাৎ উত্তরীয় ও যজ্ঞোপবীত মালার গ্রায় রাখিয়া) কার্য সমাপন করিবে । দ্বিজাতি ভিন্ন অগ্র জাতি কেবল উত্তরীয় উপরি লিখিত নিয়মানুসারে ব্যবহার করিবে ।

জলের উপর দাঁড়াইয়া কার্য করিতে হইলে সিন্ধু (অর্থাৎ ভিজা) কাপড়ে ও স্থলে বসিয়া কার্য করিতে হইলে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া কার্য সম্পন্ন করিবে । যদি কখনও জলে ও স্থলে কার্য করা আবশ্যিক হয়, তাহা হইলে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া কার্য সম্পাদন করিবে ।

ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের যদি তিনটা (ত্রিদণ্ডীযুক্ত) যজ্ঞোপবীত থাকে, তাহা হইলে উত্তরীয়ের দরকার হইবে না । জী ও শূদ্রের পক্ষে সকল সময় সকল কার্যেই উত্তরীয় ব্যবহার করা আবশ্যিক ।

তিলকধারণ

প্রাতঃস্নানান্তে মৃত্তিকা দ্বারা, মধ্যাহ্ন স্নানের পর চন্দন দ্বারা এবং হোমকর্ম সমাপনান্তে ভস্ম দ্বারা তিলক ধারণ করিতে হয় । বৈষ্ণবগণ মৃত্তিকা

অথবা গোপীচন্দনে (তিলকমাটি দিয়া) তিলক ধারণ করিয়া থাকেন । স্নানের সময় মৃত্তিকার অভাব হইলে কেবল জলদ্বারা তিলক করিলেও চলিবে । যথাক্রমে মস্তকে, কর্ণদেশে, ললাটে, বাহুদ্বয়ের মূলে, হৃদয়ে, নাভিদেশে এবং পৃষ্ঠে এক একটি ও উভয় পার্শ্ব দুইটি করিয়া ফোঁটা অর্থাৎ তিলক দিবে । যাহার পিতা জীবিত আছেন, তিনি কেবল কপালে একটীমাত্র ফোঁটা বা তিলক দিবেন, দ্বাদশটি তিলক করিবেন না । সধবা স্ত্রীলোকগণ মৃত্তিকাতিলক না দিয়া কেবলমাত্র কপালে গোলাকৃতি সিন্দূরের ফোঁটা দিবেন ।

ব্রাহ্মণগণ ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র (দীপশিখাকৃতি) তিলকধারণ করিবেন, ক্ষত্রিয়গণ ত্রিপুণ্ড্র (৩টি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি), বৈশ্যগণ একটা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং স্ত্রী ও শূদ্রগণ গোলাকৃতি তিলকধারণ করিবেন । ব্রাহ্মণগণ চন্দন ও ভস্মদ্বারা ত্রিপুণ্ড্র ও গোলাকৃতি যেরূপ তাঁহাদের ইচ্ছা সেইরূপই তিলকধারণ করিতে পাবেন । বৈষ্ণবগণের পিতা জীবিত থাকিলেও দ্বাদশ তিলক ধারণের ব্যবস্থা আছে । কেবল উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকের মধ্যে ছিদ্র অর্থাৎ হরির মন্দির করিতে হইবে । তিলক ধারণে অঙ্গুলীর কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই, তবে অঙ্গুলীসকলের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ পৃষ্টিপ্রদ, মধ্যমা আয়ুষ্করী, অনামিকা অর্থপ্রদা ও তর্জনী মুক্তিপ্রদায়িনী বলিয়া কথিত আছে ।

তিলকধারণমন্ত্র

ওঁ কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম ।

পুণ্যং যশস্যামায়ুৰ্যং তিলকং মে প্রসীদতু ॥

চন্দন দ্বারা—

কাস্তিঃ লক্ষ্মীঃ ধৃতিঃ সৌখ্যং সৌভাগ্যমতুলং মম ।

দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারণাম্যহম্ ॥

শ্রুতেন্ন পক্ষ বিশেষ

ললাটে কেশবকে ধ্যান করিবে (নমঃ কেশবায় নমঃ), কর্ণে
 ত্রীপুরুষোত্তমকে ধ্যান করিবে (ত্রীপুরুষোত্তমায় নমঃ), নাভিদেশে
 নারায়ণকে ধ্যান করিবে (নমঃ নারায়ণায় নমঃ), হৃদয়ে মাধবকে ধ্যান
 করিবে (নমঃ মাধবায় নমঃ), দক্ষিণ পার্শ্বে গোবিন্দদেবকে ধ্যান
 করিবে (নমঃ গোবিন্দায় নমঃ), বামপার্শ্বে ত্রিবিক্রমকে ধ্যান করিবে (নমঃ
 ত্রিবিক্রমায় নমঃ) উরুদেশে বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে (নমঃ বিষ্ণবে নমঃ),
 কর্ণদ্বয়ের মূলে মধুসূদনকে ধ্যান করিবে (নমঃ মধুসূদনায় নমঃ),
 ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে হৃষীকেশকে ধ্যান করিবে (নমঃ হৃষীকেশায় নমঃ),
 পৃষ্ঠদেশে পদ্মনাভকে ধ্যান করিবে (নমঃ পদ্মনাভায় নমঃ), দক্ষিণ বাহু-
 মূলে বাসুদেবকে ধ্যান করিবে (নমঃ বাসুদেবায় নমঃ), বাম বাহুমূলে
 দামোদরকে ধ্যান করিবে (নমঃ দামোদরায় নমঃ) এইরূপে মন্ত্র পাঠ
 করিয়া তিলক ধারণ করিবে ।

বৈষ্ণবগণের তিলকধারণমন্ত্র

তিলক ধারণ করিবার সময়ে যে স্থানে তিলক ধারণ করা বিধেয়রূপে
 কথিত হইতেছে, তাহার ঐতোক স্থানেই মন্ত্রপাঠ করিয়া ও তত্তদেবতার
 ধ্যান পূর্বক তিলক ধারণ করিবে । ললাটে কেশবকে ধ্যান করিয়া (নমঃ
 কেশবায় নমঃ) তিলক ধারণ করিবে । ঐরূপ উদয়ে তিলক করিবার
 সময় নারায়ণকে ধ্যান করিবে (নমঃ নারায়ণায় নমঃ), বক্ষঃস্থলে মাধবকে
 ধ্যান করিবে (নমঃ মাধবায় নমঃ), কর্ণে গোবিন্দকে ধ্যান করিবে
 (নমঃ গোবিন্দায় নমঃ), দক্ষিণ পার্শ্বে বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে (নমঃ
 বিষ্ণবে নমঃ), দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদনকে ধ্যান করিবে (নমঃ মধুসূদনায়
 নমঃ), দক্ষিণ ঈর্ষে ত্রিবিক্রমকে ধ্যান করিবে (নমঃ ত্রিবিক্রমায় নমঃ),
 বাম পার্শ্বে বামনকে ধ্যান করিবে (নমঃ বামনায় নমঃ), বাম বাহুতে

ত্ৰীধরকে ধ্যান করিবে (নমঃ ত্ৰীধরায় নমঃ), বার স্বক্কে হবীকেশকে ধ্যান করিবে (নমঃ হবীকেশায় নমঃ), পৃষ্ঠদেশে পদ্মনাভকে ধ্যান করিবে (নমঃ পদ্মনাভায় নমঃ), কটিদেশে (কোমরে) দামোদরকে (নমঃ দামোদরায় নমঃ) বলিয়া ধ্যান করিয়া তিলক ধারণ করিবে এবং সেই হস্ত প্রেক্ষালিত জল “নমো বাসুদেবায় নমঃ” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মন্তকের উপর ধারণ করিবে।

শিখাবন্ধনের আবশ্যিকতা

সদোপবীতিনা ভাব্যং সদা বন্ধশিথেন তু।

বিশিথো ব্যাপবীতশ্চ যৎ করোতি ন তৎকৃতম্ ॥

(ছানোগ্যপরিশিষ্ট)

সৰ্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ও শিখাবন্ধন করিয়া সন্ধ্যোপাসনা প্রভৃতি কার্য্য করিবে। শিখাবন্ধন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়া বাহা করা যায়, তাহা না করারই সমান অর্থাৎ তাহাতে কোন ফল হয় না।

ব্রহ্মচারীর এবং শ্রমোপবেশিতের পূর্বাঙ্কুরে শিখাসহ মৃণ্ময় বিধি থাকায় তত্তৎ অবস্থায় দোষ হয় না।

এব রিক্তো বা অনপিহিতস্তম্যৈব তদেব পিধানং যচ্ছিতা। (শ্রুতি)

পুরুষের শিখাই আবরণ, বাহার শিখা নাই, সে অনাবৃত বা রক্ষক শূন্য। এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, শিখা ধারণ দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, শিখা না থাকিলে মৃত্যুর দূত স্বরূপ বহুবিধ ব্যাধি আক্রমণ করিয়া থাকে।

শিখাবন্ধন

তিলকধারণ করিবার পর দ্বিজাতিগণ গায়ত্রী পাঠপূর্বক শিখাবন্ধন করিবেন।

দ্বী ও শূদ্রের শিখাবন্ধন-মন্ত্ৰ

নমঃ ব্রহ্মবাণী-সহস্রৈশ শিববাণী-শতেন চ ।

বিষ্ণোনামসহস্রৈশ শিখাবন্ধং করোম্যাহম্ ॥

শিখাবন্ধন, আচমন ও বিষ্ণু স্মরণ করিয়া সকল প্রকার দৈব ও পৈত্র কার্য্য করিতে হয় । তৈলমর্দন সময়ে এবং অণ্ডচি স্পর্শে শিখামোচন করিয়া স্নানাদির পর পুনরায় শিখাবন্ধন করিবে ।

শিখামোচনমন্ত্ৰ

ও গচ্ছন্ত সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।

তিষ্ঠন্নত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যাহম্ ॥

আচমন

কোন দৈব কর্ম্মে বা পিতৃকর্ম্মে আচমন একান্ত বিধেয় ; কারণ আচমন না করিয়া কোন কার্য্য করিলে তাহা নিষ্ফল হয় । সকল কার্য্যের প্রথমে আচমন করার ব্যবস্থা আছে । মোহবশতঃ আচমন না করিয়া যদি কোন কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে সেই কার্য্যে কোন ফল হয় না । কর্ম্ম সমাপ্তির পরেও আচমন করার বিধি আছে ।

বৈধ কর্ম্মাহুষ্ঠানের পূর্বে তিনবার জলপান করিয়া অষ্টাঙ্গ স্পর্শরূপ কার্য্যেরই নাম আচমন । আচমন সময়ে হস্তপদাদি, প্রক্ষালনপূর্ব্বক বামহস্তে কুণী ধারণ করিয়া তদ্বারা কোশা প্রভৃতি তাম্র পাত্র হইতে দক্ষিণহস্ত গোবর্গাকৃতি * করিয়া তন্মধ্যে ব্রাহ্মতীর্থে † একটি মাষকলাই

* হস্তস্থিত মধ্যের তিনটি অঙ্গুলিকে মিলিত ও উর্দ্ধমুখ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ এবং কনিষ্ঠাকে বিস্তার করার নাম গোবর্গাকৃতি ।

† দক্ষিণ করতলে অঙ্গুষ্ঠের নিম্নভাগে বে দীর্ঘরেখা আছে, তাহারই নাম ব্রাহ্মতীর্থ ।

মাত্র ডুবিতে পারে, এই পরিমাণ জল * লইয়া তাহা দেখিতে দেখিতেও বিষ্ণুস্মরণ মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে তিনবার ঐ পরিমাণ জল পান করিবে।

দ্বিভাতিগণ নিম্নোক্ত মন্ত্রে আচমন করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ। দিবীং চক্ষুরাততম্।†

অন্তঃপর হস্ত প্রকাশনপূর্বক অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা ওষ্ঠাধর হইবার মার্জ্জন করিয়া পুনরায় তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা সংমিলিত করিয়া তাহাদের অগ্রভাগ দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী সংমিলিত করিয়া অগ্রভাগ দ্বারা নাসিকার বিবরদ্বয় অর্থাৎ অগ্রে দক্ষিণ নাসাপুট, তাহার পর বাম নাসাপুট স্পর্শ করিবে। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ নেত্র ও বাম নেত্র এবং সেই অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম কর্ণ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ দ্বারা নাভিদেশ স্পর্শ পূর্বক হস্ত প্রকাশন করিয়া করতল দ্বারা হৃদয় ও সমস্ত অঙ্গুলীর দ্বারা মন্তক এবং সকল অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম স্বক্স স্পর্শ করিবে। ইহাতে কেবল একবার আচমন করা হয়।

স্ত্রী ও শূদ্রাদির আচমন এবং অনুপবীত বিপ্র-তনয়ের আচমন প্রণালী একরূপ। ইহারা দক্ষিণ হস্তের সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা জল লইয়া “নমো বিষ্ণুঃ” মন্ত্রে ওষ্ঠে তিনবার ছিটাইয়া পূর্বের স্ত্রায় ওষ্ঠাধর মার্জ্জন প্রভৃতি করিবে।

আচমনান্তে বিষ্ণুস্মরণ করিতে হয়।

* যতটুকু জল ব্রাহ্মণের হৃদয় পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠ পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের তালু অর্থাৎ টাকরা পর্য্যন্ত যাইতে পারে, ততটুকু জল।

† আকাশে সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় সর্বত্র প্রকাশমান বেদাদিশাস্ত্র প্রসিদ্ধ পুরুষস্বরের উৎকৃষ্ট তত্ত্ব জ্ঞানিরা সর্বদা দর্শন করিয়া থাকেন।

সাধারণের বিশ্বাস্মরণমন্ত্র

(নমঃ) সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্ ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকৰ্ম্মাণি কারয়েং ॥

(নমঃ) শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভূজং পীতবাসসম্ ।

প্রারম্ভে কৰ্ম্মণাং বিপ্রাঃ পুণ্ডরীকং শ্রবৈকরম্ ॥

(নমঃ) অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সৰ্ববাস্ত্বাং গতোহপি বা ।

যঃ শ্রয়েং পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাত্মন্তরঃ শুচিঃ ॥

(নমঃ) মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি ।

শ্রবন্তি মাধবঃ সৰ্কে সৰ্বকারণ্যেষু মাধবঃ ॥

কার্য্য কবিত্তে করিতে অথ কথা কহিলে “নমো বিষ্ণুঃ” মন্ত্রে বিষ্ণু
শ্রবণ করিবে । দ্বিজগণ “নমঃ” স্থলে ‘ও’ উচ্চারণ কবিবেন ।

আচমনের কর্তব্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ

দক্ষ বলিয়াছেন—

বৈধকৰ্ম্মণঃ পূৰ্ব্বং ত্রিজলপানানন্তরং যথাক্রমাদষ্টাঙ্গশুদ্ধিজানিকা ক্রিয়া ।

প্রক্ষাল্য পানী পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীকিতম্ ।

সংবৃত্যাক্ষমূলে ন দ্বিঃ প্রমুজ্যাং ততোমুখম্ ॥

সংহত্য ত্রিস্রভিঃ পূৰ্ব্বমাঃ মেরমুপস্পৃশেৎ ।

অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিত্বা ত্রাণং পশ্চাদনন্তরম্ ॥

অঙ্গুষ্ঠানামিকাত্যাঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ ।

নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্ত তলেন বৈ ॥

সৰ্ব্বাভিশ্চ শিরঃ পশ্চাদ্ বাহু চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ ॥

আচমন সম্বন্ধে হস্তে জলশারণাদি প্রমাণ

ভরদ্বাজ বলিয়াছেন—

আরতং পূৰ্ব্বণাং কৃত্বা গোকৰ্ণাকৃতিবৎ করম্ ।

সংহতাকুলিনা তোয়ং গৃহীত্বা পাণিনা দ্বিজঃ ॥

মুক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং শেষোচমনং চরেৎ ।

মাসমজ্জনমাত্রাস্ত সংগৃহ্য ত্রিঃ পিবেদপঃ ॥

শ্রেণীভেদে আচমন ব্যবস্থা । যমু -

হৃদগাভিঃ পুরতে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিশ্চ ভূমিপঃ ।

বৈশ্বোহৃষ্টিঃ প্রাশিতাভিস্ত শূদ্রঃ পৃষ্ঠাভিরন্ততঃ ॥

দ্বিয়ার্দ্ধৈদশিকং তীর্থং শূদ্রজাতে স্তথৈব চ ।

সকৃদাচমনাচ্ছুকিরেতয়োরিব চোভয়োঃ ॥

তাত্ত্বিক আচমন

তাত্ত্বিক আচমন তিন প্রকার ; যথা,—(১) শাক্তাচমন, (২) বৈষ্ণবাচমন, (৩) কল্যাচমন । যাহারা শক্তির অর্থাৎ স্ত্রী দেবতার উপাসক তাহাদিগকে শাক্তাচমন করিতে হয় এবং যাহারা বিষ্ণুর উপাসক তাহাদিগকে বৈষ্ণবাচমন করিতে হয় । যাহারা কালীর উপাসক তাহাদিগকে কাল্যাচমন করিতে হয় । শাক্তদিগের মধ্যে দশমহাবিষ্ণুর প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক আচমন তন্ত্রশাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে ; কিন্তু সেই সেই প্রকরণে লিখিত আচমন করিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ শাক্তাচমন করিলেও তাহাদের আচমন করা সিদ্ধ হইবে । বৈষ্ণবগণের বৈষ্ণবাচমনই করা উচিত ; অগ্র আচমন করা উচিত নহে । কালীপূজায় কাল্যাচমন কর্তব্য । তাত্ত্বিক আচমন দ্বিজাতি, শূদ্র, স্ত্রী সকলের পক্ষেই এক প্রকার ; অঙ্গুলী স্পর্শ পূর্ব্বের নিয়মামুযায়ী করিতে হইবে ।

শাক্তাচমন—ওঁ আত্মতস্মায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতস্মায় স্বাহা, ওঁ শিবতস্মায় স্বাহা । এই তিনটি মন্ত্র বলিয়া তিনবার জল পান করিয়া পূর্ব্বলিখিত আচমন নিয়মামুসারে গুণ্ঠাধর মার্জনাদি কার্য সমাপন করিবে ।

বৈষ্ণবাচমন ।—ওঁ কেশবায় নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ মাধবায় নমঃ । এই তিনটি মন্ত্র পাঠপূর্বক তিনবার জলপান করিয়া পূর্বনির্ধিত নিয়মামুযায়ী হস্ত প্রক্ষালন ও অঙ্গুল্যাঙ্গি স্পর্শ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠপূর্বক করিবে । ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এই মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্বক হস্ত প্রক্ষালন ; ওঁ মধুসূদনায় নমঃ, ত্রিবিক্রমায় নমঃ এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া ওষ্ঠাধর মার্জ্জন, ওঁ বামনায় নমঃ, ওঁ ত্রীধরায় নমঃ এই মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্বক মুখ মার্জ্জন ; ওঁ জুবীকেশায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠপূর্বক হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে । অনন্তর ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পদে জলের অভ্যক্ষণ দিবে । অনন্তর ওঁ দামোদরায় নমঃ বলিয়া মন্তকে জল প্রোক্ষণ করিয়া ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ এই মন্ত্রে মুখস্পর্শ, ওঁ বাসুদেবায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ নাসাপুট, ওঁ প্রহ্লাদায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া বাম নাসাপুট স্পর্শ করিবে । ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ, ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ এই মন্ত্রদ্বয় যথাক্রমে পাঠ করিয়া দক্ষিণ নেত্র ও বাম নেত্র স্পর্শ, ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ, ওঁ নৃসিংহায় নমঃ এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া যথাক্রমে দক্ষিণ কর্ণ ও বাম কর্ণ স্পর্শ করিয়া ওঁ অচ্যুতায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক নাভি স্পর্শ করিবে । পরে ওঁ জনার্দনায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া হৃদয় স্পর্শ পূর্বক ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া মন্তক স্পর্শ করিবে । পরে ওঁ হরয়ে নমঃ মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া বাহুমূল স্পর্শ করিবে ।

কাল্যাচমন

ক্রীৎ এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার জলপান করিতে হইবে । (ওঁ) কাল্যৈ নমঃ, (ওঁ) কপালিন্যৈ নমঃ, এই দুইটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জন করিতে হইবে । (ওঁ) কুব্জায়ৈ নমঃ বলিয়া হস্ত যৌত করিতে হইবে ; (ওঁ) কুরুকুন্ডায়ৈ নমঃ বলিয়া মুখস্পর্শ করিতে হইবে ; (ওঁ) বিরোধিত্যৈ নমঃ বলিয়া দক্ষিণ নাসিকা ও (ওঁ) বিপ্রচিন্ত্যৈ

নমঃ বলিয়া বাম নাসিকা স্পর্শ করিতে হইবে ; (ঙ) উগ্রাঠৈ নমঃ বলিয়া দক্ষিণ নেত্র এবং (ঙ) উগ্রপ্রভাঠৈ নমঃ বলিয়া বাম নেত্র স্পর্শ করিতে হইবে ; ঙ দীপ্তাঠৈ নমঃ বলিয়া দক্ষিণ কর্ণ এবং (ঙ) নীলাঠৈ নমঃ বলিয়া বাম কর্ণ স্পর্শ করিতে হইবে ; ঙ ঘনাঠৈ নমঃ বলিয়া নাভি স্পর্শ এবং (ঙ) বলাকাঠৈ নমঃ বলিয়া হৃদয় স্পর্শ করিবে ; (ঙ) মাত্ৰাঠৈ নমঃ বলিয়া মস্তক স্পর্শ এবং (ঙ) মূদ্রাঠৈ নমঃ বলিয়া দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ করিবে ; (ঙ) মিতাঠৈ নমঃ বলিয়া বাম বাহুমূল স্পর্শ করিবে ।

আচমন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, একাসনে উপবেশন করিয়া ধর্ম বিষয়ক বহুকার্য সমাপন করিতে হইলে কার্য্যান্তের পূর্বে ও কার্য্যের পরে আচমন করিলেই হয়। ব্রহ্মপুরাণে প্রমাণিত হইয়াছে যে :—

হোম-ভোজনকালে চ সন্ধায়োক্তভয়োরপি ।

আচান্তঃ পুনরাচামেদ অথত্রাপি সত্বং সত্বং ।

দ্বিরাচম্য চ ততঃ শুদ্ধঃ স্মৃত্য বিমুঃ সনাতনম্ ॥

প্রত্যেক কার্য্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আচমন করিবার আবশ্যক হয় না। তবে বৈদিক ও তাত্ত্বিক কার্য্য যথাক্রমে করিলে প্রত্যেক কার্য্যের পূর্বে ও শেষে আচমন করা কর্তব্য। আচমনের উদ্দেশ্য কেবল অঙ্গের পবিত্রতা সাধন। জলে বসিয়া আচমন করিলে জলেই শুদ্ধি এবং স্থলে আচমন করিলে স্থলেই শুদ্ধিলাভ হয়।

একই কালে জল ও স্থল উভয় স্থানে বসিয়া কার্য্য করার আবশ্যক হইলে, এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া আচমন করিবে। হোমারম্ভে, ভোজনারম্ভে এবং বৈদিক সন্ধ্যারম্ভে দুই বার আচমন করা প্রয়োজন ; অন্যান্য কর্ম্মে কেবল একবার আচমন করিলেই শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। আচমন জল হৃদগত হইলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হয় এবং কণ্ঠগত হইলে কত্রিয়, মুখান্তর্গত হইলে বৈশ্য, ওষ্ঠ পৃষ্ঠ হইলে শূত্র ও জীলোক পবিত্র

হয়। জ্বীলোক ও অল্পপনীত বিপ্রতনয়ের আচমনাদি সকল কৰ্মেই শূদ্রের স্থায়।

পথে চলিতে চলিতে, দাঁড়াইয়া, কথা কহিতে কহিতে, কৌচার কাপড় গায়ে দিয়া, হাসিতে হাসিতে, কাদিতে কাদিতে অথবা প্রৌঢ়পাদে * বসিয়া আচমন করা উচিত নহে। জলে আচমন করা আবশ্যক হইলে জাহুর উর্ক, ও নাভির নিয় জলে দাঁড়াইয়া আচমন করা আবশ্যক। নির্মল জলে আচমন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। উষ্ণ জলে বা ফেন ও বৃদ্‌বৃদ্‌জল দ্বারা আচমন করা নিষিদ্ধ। লৌহপাত্র, কাঁসা, পিতল ও টিনে জল লইয়া আচমন করিবে না; কিন্তু ঐ সকল পাত্রের জল বামহস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে লইয়া আচমন করা যাইতে পারে। আচমন সময়ে জল-পানের শব্দ করা উচিত নহে। রোগাদির জন্ত আচমন করিতে অক্ষম হইলে বা জলের অভাব সংঘটিত হইলে কেবল বিষ্ণুস্মরণপূর্বক আচমনাদি সমুদায় সকল কার্য্য করিবে। কৰ্মে প্রবৃত্ত হইবার সময় হাঁচি আসিলে, নিদ্রাভিভূত হইলে, থুথু ফেলিলে, নাভির নিয়াক্ষ স্পর্শ বা অশ্রুমোচন করিলে, কসির কাপড় স্পর্শ করিলে, উদগার (টেকুর) তুলিলে পুনরায় আচমন করিবে ও দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে; এইরূপ

* পদতল আসনের উপর স্থাপন করিয়া বসার নাম প্রৌঢ়পাদে বসা। প্রৌঢ়পাদে উপবেশন করিয়া স্নান, আচমন, দেবপূজা, দান, বেদপাঠ, ভোজন ও পিতৃতর্পণ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যদি বাধ্য হইয়া বসিতে হয়, তাহা হইলে পদতল ভূমিতে রাখিতে হইবে, এই জন্ত বিবাহের সময় বরকে এই প্রকারে বসিতে হয়। প্রৌঢ়পাদে ভূমির উপর বসিয়া ঐ সমস্ত কার্য্য করা চলিতে পারে। সর্কীর্ণ ইষ্টক অর্থাৎ গাঁথুনি করা ইট, অনেকের বহনীর প্রস্তর ও কাষ্ঠ ভূমির স্থায়; সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যের উপর বসিয়া প্রৌঢ়পাদে কার্য্য করা যাইতে পারে।

করিলে সকল পাপ দূরীভূত হইয়া এবং শরীরের অপবিত্রতা নষ্ট হইয়া পবিত্রতা আবির্ভূত হয়। কারণ প্রভাসাদি তীর্থ, গঙ্গা প্রভৃতি নদী ধর্মকর্ম নিরন্তর বিপ্রেয় দক্ষিণ কর্ণে বাস করে। ইহার প্রমাণ যথা—

প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা ।

বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মনুরব্রবীৎ ॥ (মনু)

এই নিমিত্ত দ্বিজাতিগণ মলমূত্রাদিত্যাগ সময়ে শরীর কলুণিত হয় বলিয়া দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া থাকেন ।

অধিকন্তু কর্ণে নিযুক্ত হইয়া ইত্যন্ততঃ দর্শন, মিথ্যা প্রলাপ, উচ্চহাস্য, অধোবায়ু নিঃসরণ, মাজ্জার ও মূষিক স্পর্শ এবং অজ্ঞাত অস্পৃশ্য স্পর্শ হইলে বা তিরস্কার বচন এবং ক্রোধ সম্ভাবিত হইলে পুনরায় আচমন বা জলস্পর্শ করিয়া বিমুগ্ধরূপে করিবে ।

হস্ত-নিয়ম :—হাঁটুর বাহিরে হাত লইয়া আচমন, পূজার দ্রব্যাদি সংগ্রহ, চন্দনঘর্ষণ প্রভৃতি কোন কার্য্য করা উচিত নহে ।

আসন ও উপবেশন

কার্পাসবস্ত্র নিষ্প্রিত আসন, কুশাসন, উলনিষ্প্রিত আসন, চর্ম্মাসন এবং উর্ণানিষ্প্রিত আসনই অর্থাৎ কষলাসনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ । কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া কোনরূপ দৈব বা পিতৃকার্য্য করিবে না । যদিও সকল প্রকার কাষ্ঠাসনই বৈধকার্য্যে অপ্রশস্ত, তথাপি আহারাদি কালে কুশাসনাদির অভাবে কাষ্ঠাসন ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পরন্তু নিম্ন, আশ্র ও কদম্ব কাষ্ঠের আসনে কখনও উপবেশন করা উচিত নহে, উহাতে বংশ নাশ হয় । প্রোচ পাদে, প্রস্তরে ও ইষ্টকে উপবেশন করিয়া কার্য্য করিবে না । “জাহ্নব উর্দ্ধ ও নাভির নিম্ন জলে দাঁড়াইয়া কর্ম্ম করা যাইতে পারে ।

দৈবকার্য্যে দক্ষিণ পদের উপর বাম পদ স্থাপন করিয়া ও পিতৃকার্য্যে

বাম পদেয় উপর দক্ষিণ পদে স্থাপন করিয়া কার্য্য করিবে। কার্য্য বিশেষে আপনাদিগ্ন ও উপবেশনাদিগ্ন ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহা আছে ; তাহা আসন প্রকরণে লিখিত হইবে।

অঙ্গুরায়

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ কৰ্ম্মেই তর্জ্জনীতে রোপ্য অঙ্গুরীয়, অনামিকার মূলপর্বে স্বর্ণাঙ্গুরীয় ও মধ্যম পর্বে কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করিতে হয়। স্বর্ণ ও রোপ্য অঙ্গুরীয় না থাকিলে কেবল কুশাঙ্গুরীয় ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে, একান্ত অভাবে নিত্যকৰ্ম্ম হলে অঙ্গুরীয় না হইলেও চলিতে পারে। কাম্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম্মে অঙ্গুরীয় একান্ত প্রয়োজনীয়, অন্যথায় কার্য্য সিদ্ধ হয় না। পিতা জীবিত থাকিলে তর্জ্জনীতে রোপ্য অঙ্গুরীয় ধারণ করিবে না, কিন্তু কেবলমাত্র দক্ষ-কৰ্ম্ম করিবার সময় ধারণ করিতে পারা যায়। সাধারণতঃ দুই হাতেব জন্ত তিন গাছি কুশে অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করিতে হয়। বিশেষ করিয়া করিতে হইলে বাম হস্তের জন্ত বহুকুশ এবং দক্ষিণ হস্তের জন্য দুই, তিন বা চারি গাছি কুশ অঙ্গুরীয় করিবে। সধবার পক্ষে দুর্ব্বার অঙ্গুরীয় করিতে হয়।

জ্ঞান-সঙ্কল্প-প্রকরণ

সৌর বৈশাখ প্রাতঃজ্ঞান

সঙ্কল্প :—(বিষ্ণুরোম্ তৎসং) অথ বৈশাখে মাসি মেঘরাশিস্থে
ভাক্তরে অমুকে পক্ষে, অমুকতিথাবারভ্য মেঘরাশিস্থ-রাবিং বাবং অমুকগোত্রঃ
ঐঅমুকদেবশর্মা দাসো বা ঐবিষ্ণুপ্ৰীতিকামঃ প্রত্যহং প্রাতঃজ্ঞানমহং
করিষ্যে । গঙ্গানানসময়ে—“অমুকগোত্রঃ ঐঅমুকঃ” পর্য্যন্ত উল্লেখ
করিয়া “অর্দ্ধপ্রসূতগবীলক্ষদানজ্ঞফলসমফলপ্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং জ্ঞানমহং
করিষ্যে” বলিবে ।

বিশেষ মন্ত্র :—জ্ঞানবিধিতে লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া
নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে ; যথা—

ওঁ বৈশাখং সকলং মাসং মেঘসংক্রমণে রবেঃ ।

প্রাতঃ সন্যাসঃ স্নাত্তে প্রীয়াতাং মধুহৃদনঃ ॥

মধুহৃদঃ প্রসাদেন ব্রাহ্মণানামনুগ্রহাৎ ।

নির্কিঁদ্রমস্ত মে পুণ্যং বৈশাখজ্ঞানমদ্বয়ম্ ॥

মাধবে মেঘগে ভানৌ সুরারে মধুহৃদন ।

প্রাতঃজ্ঞানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব ॥

যথা তে মাধবো মাসো বল্লভো মধুহৃদন ।

প্রাতঃজ্ঞানেন মে নিত্যং ফলদো ভব পাপহন ॥

দশহরা জ্ঞান *

কেবল দশমীতিথিতে—

সঙ্কল্প :—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদগ্ধ (বিষ্ণুর্নমোহস্ত) জ্যোত্বে মাসি শুক্রে

* দশপ্রকার পাপ হরণ করেন বলিয়া ইহার নাম দশহরা ।

পক্ষে দশম্যাং তিপৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ দশবিধপাপক্ষয়কামো গঙ্গারায়
মানমহং করিষ্যে” ।

হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমী তিথিতে—“বিষ্ণুর্নমোহস্ত জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্রে
পক্ষে হস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং তিপৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ দশজন্মার্জিত-
দশবিধপাপক্ষয়কামো গঙ্গারায় মানমহং করিষ্যে ।”

হস্তানক্ষত্র ও মঙ্গলবারযুক্ত দশমীতিথিতে—“বিষ্ণুর্নমোহস্ত জ্যৈষ্ঠে
মাসি শুক্রে পক্ষে কুজবারাধিকরণকহস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং তিপৌ অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকঃ দশজন্মার্জিতদশবিধপাপক্ষয়শতগুণবাজিমেষধাবৃতজন্তুপুণ্যসমপুণ্য-
প্রাপ্তিকামো * গঙ্গারায় মানমহং করিষ্যে ।”

দশহরাস্ত্রানে বিশেষ মন্ত্র

ঐ অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ ।

পরদারোপসেবা চ কারিকং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥

পাক্ষ্যমনৃতকৈব গৈশ্চতুষ্কাপি সর্কশঃ ।

অসম্বন্ধ-প্রলাপচ বাধ্যয়ং শ্রাচ্চতুর্বিধম্ ॥

পরদ্রব্যোষভিধানং মনসানিষ্টচিন্তনম্ ।

বিতথাভিনিবেশচ ত্রিবিধং কৰ্ম্ম মানসম্ ॥

এতানি দশপাপানি প্রশময় যাস্তু জাহুবি ।

স্নাতস্ত্র যম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে ॥

যথা ভবিষ্যে—

জ্যৈষ্ঠে শুক্লদশম্যাস্তু হস্তবোগেন জাহুবী ।

হরতে দশপাপানি তদ্বাদশহরা স্মৃতা ॥

পরশরভাণ্ডে যমঃ—

জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দশম্যাং হস্তবোগতঃ ।

দশজন্মাবহা গঙ্গা দশপাপহরা স্মৃতা ॥

* বাজিমেষ (অশ্বমেষ বজ্র) ; অবৃত (দশমহস্ত্র) ।

প্রকরা ভক্তিসঙ্গরে শ্রীমাতদেবি জাহবি।

অমৃতেনাধুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্ ॥

তৎপরে “বিষ্ণুপাদার্থ্যসম্বৃত্তে” প্রভৃতি প্রাতঃস্নান-প্রকরণে লিখিত মন্ত্রসকল পাঠ করিবে।

কার্ত্তিকমাসে প্রাতঃস্নান

সঙ্গমঃ—(বিষ্ণুরোম্ তৎসং) অথ কার্ত্তিকে মাসি তুলাবাশিস্তে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামঃ প্রত্যহং প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে । গঙ্গাস্নানে “গঙ্গাস্নানমহং” করিষ্যে ।

বিশেষ মন্ত্র ।—কার্ত্তিকেহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দন ।

প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া * সহ ।

পরে প্রাতঃস্নান প্রকরণে লিখিত মন্ত্রসকল পাঠ করিবে।

গঙ্গাসাগর স্নান

সঙ্গমঃ—(বিষ্ণুরোম্ তৎসং) অথ অমুকে মাসি অমুকরাশিস্তে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সৰ্ব্বপাপক্ষয়কামঃ অগ্নিন্ গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নানমহং করিষ্যে ।

বিশেষ মন্ত্র ।—ওঁ স্বং দেব সরিতাং নাথ স্বং দেবি সরিতাং বরে ।

উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি ছরিতানি বৈ ॥

অনন্তর “বিষ্ণুপাদার্থ্যসম্বৃত্তে” প্রভৃতি প্রাতঃস্নান-প্রকরণের মন্ত্রসকল পাঠ করিবে।

মাঘমাসে প্রাতঃস্নান

সঙ্গমঃ—(বিষ্ণুরোম্ তৎসং) অথ মাঘে মাসি মকররাশিস্তে ভাস্করে

* মা লক্ষ্মীঃ তয়া সহ ।

অমুক পক্ষে অমুকতিথাবারম্ভা মকরহরবিং বাবং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ
শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রত্যহং প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে । গঙ্গাস্নানে—শ্রীঅমুকঃ
শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রত্যহং গঙ্গাস্নাং প্রাতঃস্নানকর্ম্যাহং করিষ্যে ।

বিশেষ মন্ত্র ।—ও মাঘমাসমিহং পুণ্যং স্নানমহং দেব মাধব ।

তীর্থত্যাগ জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে ॥

দুঃখনারিদ্ভানাশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ ।

প্রাতঃস্নানং করোম্যগ্ন মাঘে পাপবিনাশনম্ ॥

মকবহ্নে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব ।

স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব ॥

দ্রষ্টব্য—প্রত্যেক স্নানেই প্রাতঃস্নান প্রকরণ লিখিত মন্ত্রাদি পাঠ্য
ও ক্রমাস্তর্ধান কর্তব্য ।

রটন্তী স্নান

সকল :—(বিষ্ণুরোম্ তৎসং) অগ্ন মাঘে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে রটন্ত্যাং
চতুর্দশ্যাং তিথৌ অরুণোদয়বেলায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ যম-
দর্শনকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা গঙ্গাস্নাং স্নানমহং করিষ্যে ।

দ্রষ্টব্য—স্নানমন্ত্রসকলই পূর্বের ত্রায় ; কেবলমাত্র স্নানের শেষে
চতুর্দশ যমতর্পণ (তর্পণে দ্রষ্টব্য) করিতে হয় ।

মাকরী সপ্তমী স্নান

ব্রাহ্মমূর্ত্তে (অরুণোদয় কালে) সাধারণ কুপজলাদিতে স্নান করিতে
হইলে সকল :—(বিষ্ণুরোম্ তৎসং) অগ্ন মাঘে মাসি মকররাশিস্থে
ভাস্করে শুক্রে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অরুণোদয়-
বেলায়াং সূর্যাগ্রহণ-কালীন-গঙ্গা-স্নান-জন্তু-ফল-সমকল-প্রাপ্তিকামঃ স্নানমহং
করিষ্যে ।

গঙ্গানান সঙ্কল্প—অকণোদয়-বেলায়াং বহুশত-সূর্য্যগ্রহণ-কালীন-নানজল-
কল-সমকল-প্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং নানমহং করিষ্যে ।

প্রথমে একবার নান করিয়া সাতটি বদরীপত্র (কুলের পাতা), সাতটি
অর্কপত্র অর্থাৎ আকন্দের পাতা মন্তকের উপর স্থাপন করিয়া পূর্বমুখে
হাত বোড় করিয়া দাঁড়াইয়া—

ওঁ যদ্যং পুরাকৃতং পাপং যন্না সপ্তমু জন্মতু ।

তন্মে রোকঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হস্ত সপ্তমী ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিবার পর অবগাহনপূর্বক ডুব দিয়া নান করিয়া
সূর্য্যোদয়ের পরে সূর্য্যার্ঘ্য দিবে ।

সূর্য্যার্ঘ্যের মন্ত্র, যথা—(বিষ্ণুরোম্) তৎসং অস্ত্র মাষে মাসি মকর-
রাশিহে ভাস্করে গুরুপক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ আয়ুর্বা-
রোগ্যসম্পৎকামঃ শ্রীসূর্য্যায় অর্ঘ্যমহং সম্প্রদদে । (অপরের নিমিত্ত হইলে
দদানি) এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পূর্বসংগৃহীত অর্কপত্র, কুলপত্র ও কুল,
ধান, তিল, দুর্বা এবং আতপ চাউল একসঙ্গে লইয়া উহাতে রক্তচন্দন প্রদান
পূর্বক তাত্রপাত্রে (কোশার) জল ও ঐ অর্ঘ্য লইয়া—

এষোহর্ঘ্যঃ ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরশে জগৎপতে ।

অমুকম্পন্ন মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥

ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসম্বিতিকে ।

সপ্তব্যাহতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে ॥

“ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ” বলিয়া সূর্য্য উদ্দেশ্যে অর্পণ
করিবে। পরে—

ওঁ সপ্তসম্বিবহপ্রীত সপ্তলোক-প্রদীপন ।

সপ্তম্যাং হি নমস্তভ্যাং নমোহনন্তায় বেদশে ॥

ওঁ জবাকুম্ব-সঙ্কাশং কাশ্রপেয়ং মহাহ্রাতিম্ ।

ঋস্তারিং সর্ব্বপাপয়ং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥

বিষ্ণু-স্মৃতিকৃত্য

ও নমঃ সবিদ্রে ভগদেকচক্ৰে, ভগৎপ্রসূতি-হিতি-নাশ-হেতবে ।

ত্রয়ীময়্য জিগ্ণাস্মধারিণে, বিসিদ্ধি-নারায়ণ শঙ্করাশ্রমে ॥

এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিবে ।

বারুণীস্নান *

ব্রাহ্মযুহুর্ভে প্রাতঃস্নান করিয়া সন্ধ্যোপাসনা ইত্যাদি নিত্যকর্ম শেষ করিয়া বারুণীস্নান করিবে ।

সঙ্কল্প :—(বিষ্ণুবোম্ তৎসৎ) অত্র চৈত্রে মাসি কৃষ্ণপক্ষে শতভিষা-নক্ষত্র-যুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ বারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ বহুশত-সূর্য্যগ্রহণ-কালীনগঙ্গাস্নান-জন্তু-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ স্নানমহং করিষ্যে ।

[গঙ্গাস্নানে—গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে]

শতভিষাযোগ না ঘটিলে “মধুকৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং তিথৌ শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ ।”

প্রাতঃস্নানে লিখিত নিয়মামুখ্যায়ী স্নান মন্ত্রাদি পাঠ করিতে হইবে ।

মহাবারুণী ও মহামহাবারুণী

মহাবারুণী স্নান সঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে শনিবারাধিকরণক-শতভিষানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ বহুকোটিসূর্য্যগ্রহণ-কালীন-গঙ্গা স্নানজন্তুফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ অস্তাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে ।

[অত্র জলে স্নানকালে কেবল “স্নানমহং করিষ্যে”]

মহামহাবারুণীস্নান সঙ্কল্প :—(বিষ্ণুবোম্ তৎসৎ) অদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে শনিবারাধিকরণক-শতভিষোগ-শতভিষানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং

* বরুণ অধিপতি, সেই হেতু শতভিষা নক্ষত্রের নাম ‘বারুণী’ । ষড়-কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী তিথিতে অর্থাৎ গোশ চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে শতভিষা নক্ষত্র বোগ হইলে তাহার নাম বারুণীর বোগ ।

তিথো মহামহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ ত্রিকোটিবুলোদ্রাণকামো
গঙ্গার্যাং জ্ঞানমহং করিষ্যে ।

[কৃপাদি জলে জ্ঞানকালে—বিষ্ণুর্নমোহদ্যোতাদি...অগ্নি জলে
জ্ঞানমহং করিষ্যে ।]

ব্রহ্মপুত্র জ্ঞান ও অশোক কলিকাপান

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে পূর্নবর্ষনক্ষত্রযুক্তাষ্টমীতে (অশোকাষ্টমীতে),
ব্রহ্মপুত্র নদে জ্ঞান করিতে হয় । জ্ঞানের সঙ্কল্প—

(বিষ্ণুরোম্ তৎসং) অদ্য চৈত্রে মাসি শুক্লে পক্ষে পূর্নবর্ষনক্ষত্রযুক্তাষ্টম্যাং
তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্বপাপকর-পূর্বক-সর্বতীর্থ-জ্ঞান-জ্ঞ-ফল-
সমফলপ্রাপ্তিকামঃ অগ্নি ব্রহ্মপুত্রে জ্ঞানমহং করিষ্যে । পূর্নবর্ষনক্ষত্রযোগ
না হইলে—চৈত্রে মাসি শুক্লে পক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ
ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিকামঃ অগ্নি ব্রহ্মপুত্রনদে জ্ঞানমহং করিষ্যে । জ্ঞানমন্ত্র—

ও ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শাস্তনোঃ কুলনন্দন ।

অমোঘা-গর্ভসমুত পাপং লোহিত্য মে হর ॥

চৈত্রশুক্রাষ্টমীতে বুধবার ও পূর্নবর্ষনক্ষত্রযোগ হইলে শ্রোতোমাত্র জলে
জ্ঞান করিবে ।

শ্রোতোজলে জ্ঞানসঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসং) অদ্য চৈত্রে মাসি শুক্লে
পক্ষে বুধবারাধিকরণকপূর্নবর্ষনক্ষত্রযুক্তাষ্টম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকঃ ব্রহ্মপেরবজ্রজ্ঞফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ অগ্নি শ্রোতোজলে
জ্ঞানমহং করিষ্যে ।

জ্ঞানান্তে পূর্ব লিখিত জ্ঞানমন্ত্র পাঠ করা আবশ্যিক ।

তৎপরে সূক্ষ্মাদি সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নে বিষ্ণুচরণামৃত পান ও আটটি
অশোককলিকা অর্থাৎ অশোকের কুঁড়ি ভক্ষণ করিবে । অশোক-
কলিকাগুলি একটি একটি করিয়া পর পর বিষ্ণুচরণামৃতসহ গিলিয়া
কেলিবে, কখনও চিবাইয়া খাইবে না । পানমন্ত্র—

ও স্বাক্ষরিক হস্তাভিষেক যুগ্মাস-সমুদ্রব ।

শিবামি শোকসন্তপ্তো মামশোকং সদা কুরু ॥

করতোয়াস্নান

১ সঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসং) অস্ত্র অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-
তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্বপাপ-ক্ষয়কামঃ অস্ত্রাং করোত্যোয়াং
জ্ঞানমহং করিষ্যে ।

যদি সোমবারে অমাবস্যাযোগে স্নান করা যায়, তাহা হইলে এইপ্রকার
সঙ্কল্প করিবে ।—(বিষ্ণুরোম্ তৎসং) অস্ত্র অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে
সোমবারাধিকরণকামাবস্যায়াং তিথৌ অরুণোদয়বেলায়াং অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকঃ শতশ্রুতগ্রহণকালীন-জ্ঞানজন্মফল-সমফলপ্রাপ্তিকামঃ অস্ত্রাং করতো-
য়ায়াং জ্ঞানমহং করিষ্যে । জ্ঞানমন্ত্র—

ও করতোয়ে সদা নীরে সরিচ্ছ্রেষ্ঠে সুবিক্রতে ।

পৌণ্ড্রান্ প্রাবয় মে পাপং নিত্যং হর করোন্তবে ।

গ্রহণস্নান

প্রাতঃস্নানে লিখিত নিয়মানুযায়ি প্রাতঃস্নান করিয়া পরে যখন
গ্রহণ-স্নান করিবে অর্থাৎ যখন গ্রহণ হইবে তখন নিম্নলিখিত সঙ্কল্প
অনুযায়ী সঙ্কল্প করিবার পর স্নান করিবে ।

শ্রুতগ্রহণ সঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসং) অস্ত্র অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে
অমুকতিথৌ রাহগ্রস্ত-দিবাকরে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ দশ-কোটি-গুণ-
গজ্ঞানজন্ম-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা অস্ত্রাং গজ্ঞান-
জ্ঞানমহং করিষ্যে ।

চন্দ্রগ্রহণ সঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসং) অস্ত্র অমুকে মাসি অমুকে
পক্ষে অমুকতিথৌ রাহগ্রস্তে নিশাকরে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ কোটি-গুণ-

গঙ্গানানজন্ত-ফলসম-ফলপ্রাপ্তিকামঃ (ত্রিকোটীকুলোদ্ধরণকামঃ শ্রীবিষ্ণু-
প্রীতিকামো বা) অস্তাং গঙ্গায়াং নানমহং করিষ্যে ।

পুষ্করিণ্যাদিসাধারণ-জলনানে—“গঙ্গানানজন্ত-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ
শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা অগ্নিনজলে” ইতি বিশেষঃ । অনন্তর পূর্বোক্ত-
নান প্রকরণে লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে ।

গ্রহণনান করিলেই মুক্তিনান করিতে হইবে । অতএব মুক্তিনান
পূর্বক হাতগোড় করিয়া বলিবে :—

সূর্যাগ্রহণে মুক্তি-নানমন্ত্র—

ও উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং সূর্যাসদ্রমঃ ।

কর্ষচাণ্ডালযোগোথং কুরু পাপক্ষয়ং মম ॥

চন্দ্রগ্রহণে মুক্তি-নানমন্ত্র—

ও উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্রসদ্রমঃ ।

কর্ষচাণ্ডালযোগোথং কুরু পাপক্ষয়ং মম ॥

চুড়ামণিবোগ

রবিবারে সূর্যাগ্রহণ ও সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে চুড়ামণি বোগ হয় ।

সূর্যাগ্রহণ জন্ত চুড়ামণিবোগে নানসঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসং) অথ
অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতির্থে রবিবারাধিকরণক-রাহগ্রস্ত-দিবাকরে,
চুড়ামণি-বোগে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অনন্তগঙ্গানানজন্তফলসমফলপ্রাপ্তি-
কামো গঙ্গায়াং নানমহং করিষ্যে ।

চন্দ্রগ্রহণজন্ত চুড়ামণিবোগে নানসঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসং) অদ্য
অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতির্থে সোমবারাধিকরণক-রাহগ্রস্ত-
নিশাকরে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অনন্তগঙ্গানানজন্তফলসমফল-প্রাপ্তিকামো
গঙ্গায়াং নানমহং করিষ্যে ।

[কৃপাদি সাধারণজলে চুড়ামণিবোগের নানসঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্

তৎসং) অল্প অমুকে মাসি ইত্যাদি প্রাপ্তিকামঃ অগ্নিন্ জলে
জ্ঞানমহং কবিষ্যে ।

তৎপরে প্রাতঃস্নান প্রকরণ লিখিত মন্ত্রসকল পাঠ করিবে ।

অর্দ্ধোদয়বোধগম্য

সঙ্কল্প—(বিষ্ণুবোম্ তৎসং) অল্প মাঘে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে রবি-
বাবাধিকবণক-ব্যতীপাতবোগ-শ্রবণানক্ষত্রযুক্তাবস্থায় তিথৌ অর্দ্ধোদয়-
বোগে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ কোটিসূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গানান-জন্তুফল-
সমকল-প্রাপ্তিকামো গঙ্গায়ান্ জ্ঞানমহং কবিষ্যে ।

কুপাদিজলে বা শ্রোতোজলে স্নানকালে সঙ্কল্প—“...প্রাপ্তিকামঃ
অগ্নিন্ জলে জ্ঞানমহং কবিষ্যে” ।

অতঃপব প্রাতঃস্নানোপলিখিত বিধি অনুযায়ী স্নান করিবে ও মন্ত্র
পাঠ করিবে ।

কাল নির্ণয়

দিনমানকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলে প্রথম ভাগকে পূর্বাহ্ন, দ্বিতীয়
ভাগকে মধ্যাহ্ন ও তৃতীয় ভাগকে অপবাহ্ন কহে । প্রাতঃকৃত্য
দেবপূজা ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধেব কাল পূর্বাহ্ন ; মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, একোদ্ভিষ্ট
শ্রাদ্ধ ও ভোজনের কাল মধ্যাহ্ন এবং পার্শ্ব শ্রাদ্ধ ও সপিত্তিকরণের
কাল অপবাহ্ন ।

দিবাভাগ অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বস্তু দণ্ড
হইবে, তাহার চারিভাগেব এক এক ভাগেব নাম ‘যাম’ । আবার ঐ
এক এক ভাগকে দুই ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের নাম যামাধ্ব ।
দিবাভাগেব পঞ্চদশ ভাগের এক এক ভাগের নাম মুহূর্ত্ত । কোন্ কোন্
যামাধ্বে কি কি কার্য্য করিতে হয়, তাহা বিস্তৃতভাবে লিখিত
হইতেছে ।

প্রথম ষামার্ক কৃত্য

ব্রাহ্মমূর্ত্তে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবতা ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নবগ্রহ স্মরণপূর্ব্বক গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ নিম্পাশ্ত কার্য্যসকল মনে মনে চিন্তা করিবে। অতঃপর প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাতঃস্নান পর্য্যন্ত কার্য্যসকল সমাপন করিয়া সন্ধ্যা, তর্পণাদি কার্য্য করিবে। তদনন্তর দর্পণ ও দধি দুর্বাদি মাতুলিক দ্রব্যসকল স্পর্শ করিবে।

দ্বিতীয় ষামার্ক কৃত্য

বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ এবং শ্রবণ। পূজোপকরণ, সমিধ এবং পুষ্পাদি আহরণ।

তৃতীয় ষামার্ক কৃত্য

স্ব স্ব বৃত্তি অনুসারে আত্মীয়-পরিজনদিগের ভরণ-পোষণার্থ চিন্তা প্রভৃতি। বৃদ্ধ পিতা মাতা, সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশুসন্তানগণকে শত অকার্য্য করিয়া ও ভরণপোষণ করিবে।

চতুর্থ ষামার্ক কৃত্য

মধ্যাহ্ন স্নান, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, ব্রহ্মযজ্ঞ ও দেবতাসকলের ভোগদানাদি অর্চনা, দেবতার চরণামৃত ও বিপ্রচরণামৃত পান করিতে হয়। কি প্রাতঃ-স্নান, কি মধ্যাহ্নস্নান সকল স্নানই যদি অপরের জলাশয়ে সম্পাদন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে সেই জলাশয় হইতে ৭টী, ৫টী অথবা ৩টী মৃৎপিণ্ড উদ্ধে, নিক্ষেপ করিয়া কুশ হস্তে ডুব দিয়া স্নান করিবে। অনন্তর প্রাতঃস্নান প্রকরণানুসারে সঙ্কল্প করিয়া তিনটী ডুব দিয়া স্নান করিবে। তৎপরে তিলকধারণ, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা এবং তর্পণ করিবে। স্নান করিতে অক্ষয়

হইলে ভিজা গামছা অথবা গাত্রমর্দনী দ্বারা গা মুছিয়া কেলিতে হয় ।

পঞ্চম শামার্ক কৃত্য

বলিবৈশ্বকর্ষ, কাম্যবলিকর্ষ, বেদগান বা ত্রিবার পাঠ, গোত্রাসদান, নিত্যশ্রাদ্ধ এবং অতিথি ভোজন এই সকল কাৰ্য্য সমাপন করিয়া স্বয়ং আহাৰাদি করিয়া আচমন ও মুখ-শুদ্ধি করিবে । অনন্তর দ্রব্যের পরিপাকের নিমিত্ত একশত পদ বেড়াইয়া তাণ্ডলাদি চৰ্কেণ করিয়া কিছু সময় বিশ্রাম করিবে ।

ষষ্ঠ ও সপ্তম শামার্ক কৃত্য

ইতিহাস পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিবে । পাঠে অক্ষম হইলে শ্রবণ করিবে ।

অষ্টম শামার্ক কৃত্য

লৌকিক চিন্তা, সাংসারিক উপাসনা, যথাশক্তি ইষ্টমন্ত্র জপ ও ইষ্টদেবতা স্মরণ করিবে । সাংসারিক বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া করিবে ।

রাত্রিকৃত্য

দেবাদির স্তবপাঠ ও ধর্মবিষয়ক চিন্তা করিবে । অতঃপর গৃহে অতিথি উপস্থিত হইলে তাহাকে ভোজন করাইয়া অন্ততঃ দেড় প্রহর রাত্রির মধ্যেই নিজের আহাৰাদি সমাপন পূর্বক মুখশুদ্ধি করিয়া শয়ন করিবে । আর্দ্রবস্ত্রে কিংবা উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না । সূর্য্য অস্তগমন না করিলে শয্যা পাতন করিবে না এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই শয্যা উত্তোলন করিবে । পরিকৃত শয্যায় শয়নই ব্যবস্থা, নিজের পূর্ব পর্য্যন্ত ইষ্টদেবতার চরণ ধ্যান করিবে । বিবাহিত ব্যক্তি শয়নের কিয়ৎকাল পরে শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে দারোপগমন করিবে ।

অনন্তর তিনবার আচমন পূর্বক ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিবে। স্বগৃহে পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিতে হয়। প্রবাসে পশ্চিমশিরাঃ হইয়া শয়ন করিবে। উত্তর শিরাঃ হইয়া কদাচ শয়ন করিবে না।

অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি প্রভৃতি পূর্ণদিনে, প্রভাতে, দিবাভাগে, সায়ংকালে, শ্রাদ্ধদিনে ও ব্রতদিনে পীড়িতাবস্থায় রক্তক্ষণা ও গর্ভাবস্থায় স্ত্রী-সংসর্গ করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। স্ত্রী-সংসর্গকালে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই দেহ পবিত্র ও মন ভগবানের চিন্তায় নিরত থাকা একান্ত কর্তব্য।

বৈদিক ও তান্ত্রিক কৃত্য

বেদবিহিত কার্যকে বৈদিক কার্য এবং তন্ত্রবিহিত কার্যকে তান্ত্রিক কার্য বলে। যাহাদের বৈদিক কার্যে অধিকার আছে, অর্থাৎ উপনীত বিজ্ঞাতি অগ্রে বৈদিক কার্য সম্পন্ন করিয়া তান্ত্রিক কার্যে অধিকারী হইলে, তন্ত্ৰ প্রকার তান্ত্রিক কার্য করিবে অর্থাৎ বৈদিক সন্ধ্যা সমাপন করিয়া তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে। বৈদিক ও তান্ত্রিক সম্পূর্ণ সন্ধ্যা করিতে অক্ষম হইলে বৈদিক সন্ধ্যার অন্তঃকর দশবার গায়ত্রী জপপূর্বক সূর্য্যার্থ প্রদান করিবে, কারণ সূর্য্যার্থ প্রদান না করিলে পূজাদি কর্মে অধিকার জন্মে না। ঐরূপ তান্ত্রিক সন্ধ্যার স্থলে দশবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করিবে। সায়ংকালে সায়ংসন্ধ্যা, সায়ং সমিধাধান, দেবতাদিগকে স্রব্বাদি নিবেদন (নীতল দেওয়া) ভিন্ন অল্প কিছু অধিকার নাই, কারণ ভোজন করিয়া দৈব ও পৈতৃক কোন কার্যই করা উচিত নহে। রুদ্র ব্যক্তিগণ ঔষধ সেবন করিয়া এবং অত্যন্ত অক্ষম অর্থাৎ জীবন-নাশসময়ে ইক্ষুজল, ছদ্ম, তাণ্ডল ও ফল প্রভৃতি খাইয়া সন্ধ্যাদি নিত্য কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে পারে। প্রমাণ—

ইক্ষুমাণঃ পশুশৈব তাঙ্কলং ফলমৌষধম্ ।

ভক্ষয়িত্বা তু কৰ্ত্তব্যঃ শ্রানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥

দিগ্‌নির্ণয়

সন্ধ্যা বা দেবদেবী-পূজা পূৰ্ণ বা উত্তরমুখ হইয়া করাই শাস্ত্রসঙ্গত । শিবপূজা উত্তরাভিমুখী হইয়া করিতে হয় । কেবল হোম যে কোন সময়েই করিতে হউক না কেন পূৰ্ণমুখী হইয়াই সম্পন্ন করিবে । তাত্ত্বিক বিধি অনুযায়ী যে সকল পূজার অনুষ্ঠান করা হয়, তৎসমুদায় উত্তরাভিমুখী হইয়া করিবে । সকলপ্রকার পূজার সঙ্কল্প উত্তরাভিমুখ হইয়া এবং শ্রান ও জলাশয়োৎসর্গ করিবার সময়ে পূৰ্ণাভিমুখ হইয়া সঙ্কল্প করিবে । কোন কৰ্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্মচর্চা করিবার কালে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া উপবেশন করা কৰ্ত্তব্য নহে । দানাদিকালে পূৰ্ণাভিমুখই প্রশস্ত, কন্যাদান উত্তরাভিমুখ হইয়া কবিতে হয় । পিতৃ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য দক্ষিণমুখে করিতে হয় ।

অশৌচ

সর্বদা শুচি হইয়া সকল কৰ্ম্ম করাই শাস্ত্রীয় বিধি । জননাশৌচে ও মরণাশৌচে গায়ত্রীজপ, ইষ্টমন্ত্র জপ, মানসে ইষ্টপূজা ও শিবপূজা ব্যতীত সন্ধ্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কোন প্রকার কার্য্যই করিতে নাই । ক্ষতশৌচ অর্থাৎ রক্তপাত হইলে, সন্ধ্যা ভিন্ন অন্য কোনও কৰ্ম্ম সে দিনে করিতে নাই । গ্রহণে, মহাতীর্থে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে ক্ষতশৌচ হয় না । রজস্বলা রমণী তিন দিন অশুচি থাকে, কিন্তু নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্য কোন কৰ্ম্মই চতুর্থ দিন পর্য্যন্ত করিতে নাই । পঞ্চম দিন হইতে ঐ সমস্ত কার্য্যে অধিকারিণী হইয়া থাকে । যদি ১৭ দিনের ভিতরে পুনরায় ঋতুমতী হয়, তাহা হইলে অশুচি হয় না, কিন্তু ১৮ দিনে ঋতুমতী হইলে ১ দিন অশুচি, ১৯ দিনে ঋতুমতী হইলে ২ দিন অশুচি এবং ২০ দিনে কিংবা তৎপরে ঋতুমতী হইলে পূৰ্ণের দ্বায় ৩ দিন

অশৌচ হইয়া থাকে। পুরুষের, অনুচা কন্ডার ষা তাপিতাবিরোগে এবং বিবাহিতা রমণীর কেবল পতি মরণে সপিণ্ডীকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত দেহা-
 শুদ্ধি থাকে। পাঁচ মাসের পর হইতে গর্ভবতী নারী * নিত্য কৰ্ম
 ভিন্ন অল্প কোনও দেব কার্য বা পিতৃকৰ্ম করিতে পারে না। পূৰ্ণসঙ্কলিত
 ব্রতাদির নিমিত্ত কায়িক উপবাসাদি সকল প্রকার অশৌচেই করিতে
 পারা যায়, কিন্তু ব্রত প্রতিষ্ঠা স্বয়ং করিতে পারে না এবং অল্প
 প্রতিনিধি দ্বারাও করাইতে পারা যায় না; কারণ ব্রত প্রতিষ্ঠা ক্রিয়া
 পৃথক সঙ্কল্পাহঁ কার্য। ছুর্গোংসবাদি নিয়মিত কৰ্ম ও পূৰ্ণসঙ্কলিত
 ব্রতাদি কৰ্ম পুরোহিত বা গুরু স্বয়ং ব্রত হইয়া যজমানের নামে সঙ্কল্প
 করিয়া কার্য্য করিবেন। অশৌচে স্নান ও আচমন করিতে কোন দোষ
 নাই, কিন্তু সঙ্কল্পপূৰ্ণক বৈধ স্নান করিতে নাই।

প্রতিনিধি

রোগাদিবশতঃ কোনও কার্য্য করিতে যদি কেহ অক্ষম হয়, তাহা
 হইলে পুত্র, গুরু, পুরোহিত, সহোদর ভ্রাতা, জামাতা বা ভাগিনেরকে
 শুচি অবস্থায় কার্য্য করিবার ভার দিলে সেই কার্য্য নিজেরই করা হয় ;
 কিন্তু অশুচি অবস্থায় কাহাকেও ভার দেওয়া শাস্ত বিরুদ্ধ; অশুচি অব-
 স্থায় পুরোহিত বা গুরুকে স্বয়ংব্রত (স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত) হইয়া সেই কার্য্য
 করিতে হইবে। মধুর প্রতিনিধি শুড়, সৰ্কদ্রব্যের প্রতিনিধি ঘব, ঘুতের
 প্রতিনিধি তিল-তৈল, সমস্তফুলের প্রতিনিধি দূৰ্কা বা আতপ তণ্ডুল,
 কুশের প্রতিনিধি কেশ, সৰ্কবাণ্ডের প্রতিনিধি ঘণ্টা এবং সৰ্ক উপচারের

* যতিধৰ্ম্মে বর্ণিত আছে—রমণ্যাব হইতে আরম্ভ হইলে কোনরূপ
 নিত্য কৰ্ম করিতে নাই।

প্রতিনিধি জল * । প্রতিনিধি দ্রব্য নিবেদন করিবার সময় জল দ্রব্যেরই নাম উল্লেখ করিতে হয় । যথা—স্বতের প্রতিনিধি হলে ‘ইদং তিল-তৈলম্’ না বলিয়া ‘ইদং স্বতম্’ বলিতে হইবে ।

নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কৰ্ম্ম

যে কৰ্ম্মের অকরণে প্রত্যবার সময়ে তাহাকে নিত্যকৰ্ম্ম বলে । যথা—প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যা, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি । কোন মাস, তিথি বা নক্ষত্রে বিহিত নহে, অথচ পিত্রাদি মরণ নিমিত্তক বা গ্রহাদিহুঁচিৎ ক্রমসহ রোগাদি নিমিত্তক যে কার্য্য করা হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম বলে । নিত্যকৰ্ম্ম সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত ; যথা—প্রাতঃকৃত্য, পূর্বাঙ্ককৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাঙ্ককৃত্য, সন্ধ্যাকৃত্য ও রাত্রিকৃত্য । কেবল কোন অভীষ্টসিদ্ধির জন্ত অর্থাৎ কোন কামনা করিয়া যে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে কাম্য কৰ্ম্ম বলে ।

* সর্কোপচারদ্রব্য্যাণামলাভে ভাবনৈব হি ।

নির্মলেনোদকেনাথ পূর্ণতেত্যাহ নারদঃ ॥

(রাঘবভট্টকৃত) ।

অলাভে সর্বদ্রব্য্যাণামুদকেনাপি পূজিতঃ ।

যো দদাতি স্বকং হানং স দদা কিংন পূজিতঃ ॥

(বৃসিংহপুরাণ) ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সঙ্ক্যাশিষি

সম্যকরূপে পরব্রহ্মের ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা বা উপাসনা করার নাম সঙ্ক্যা। দিন ও রাত্রি, বিষাবিত্তক দিবার পূর্কাত্ন ও অপরাহ্ন ঐতহৃতয়ের সঙ্কিহলে (মিলন সময়ে) উপাসনা করা হয় বলিয়াই ইহার নাম সঙ্ক্যা *। সঙ্ক্যা ত্রিকালব্যাপী। প্রথমতঃ

* ঋষিগণ সঙ্ক্যা শব্দের অর্থ তিন প্রকারে প্রাতপাদন করিয়াছেন। যথা—
মহামুনি ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

উপাস্তে সঙ্কিবেলারাত্ন নিশারা দিবসস্য চ।

তামেব সঙ্ক্যাং তস্মাত্ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

অর্থাৎ দিন রাত্রির সঙ্কি সময়ে যে উপাসনা করা হয়, মনীষিগণ তাহাকেই সঙ্ক্যানামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

মুনিশ্রেষ্ঠ লক্ষ বলিয়াছেন—

অহোরাত্রস্য যঃ সঙ্কিঃ সূর্যানক্ষত্রবর্জিতঃ।

স। চ সঙ্ক্যা সমাখ্যাতা মুনিভিত্ত্বদর্শিতাঃ।

অর্থাৎ দিবাভাগ ও রাত্রির নক্ষত্রশূন্য সঙ্কিহলকেই ঋষিগণ সঙ্ক্যা বলিয়া থাকেন।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

সঙ্কো সঙ্ক্যামুপাসীত নাত্তগে নোদগতে রবৌ।

অর্থাৎ সঙ্ক্যার উপাসনা সঙ্কি সময়েই করা কর্তব্য। সূর্য্য অন্তগমন করিলে এবং সূর্য্যোদয় হইবার পর সঙ্ক্যা করিতে নাই।

রাত্রির শেষ একদণ্ড ও দিবার প্রথম একদণ্ড এই প্রথম সন্ধি, এই সময়ে প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করা হয় বলিয়া ইহার নাম প্রাতঃ সন্ধ্যাকাল। দ্বিধাবিশক্ত দিবার পূর্বাঙ্ক ও অপরাহ্নের সংযোগ কণের পূর্বাপর দুইদণ্ড কাল মধ্যাহ্ন সময়—মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার উপাসনা করা হয় বলিয়াই ঐ সময়টাকে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাকাল বলা হয় এবং দিবসের শেষভাগে অর্থাৎ সূর্যাস্তের পূর্বে একদণ্ড ও পরে একদণ্ড এই দুই দণ্ড সায়ংকালীন সন্ধিহল, এই সময়ে সায়ংসন্ধ্যা করা হয় বলিয়াই ইহাকে সায়ংসন্ধ্যা কাল বলে। সন্ধ্যাকালে উপাস্ত দেবতাকে (সবিত্তরূপ পরব্রহ্মকে) সন্ধ্যা বলা হয়। যদিও ঈশ্বর সর্বদা সকল পদার্থের অন্তরে বিদ্যমান আছেন, যদিও অদৃশ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি সকলপ্রকার জন্ম ও পর্বত, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সমুদায় স্বাবরই তন্ময়, তথাপি তাহার উপাসনা করার প্রয়োজন আছে। যোগী বাজবল্য বলিয়াছেন—

গবাং সর্পিঃ শরীরহং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।

নিঃসৃতং কৰ্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্ ॥

এবং স হি শরীরহঃ সর্পিবৎ পরমেশ্বরঃ।

বিনা চোপাসনাদেব ন কয়োতি হিতং নুহু ॥

অর্থাৎ দুহ্মের অন্তর্গত ঘৃত গাভীর শরীরে সকল সময় বর্তমান থাকিয়াও তাহাদের অঙ্গপুষ্টি করে না, কিন্তু ঐ দুহ্ম তাহার শরীর হইতে কার্য্য-বিশেষ দ্বারা বহির্গত হইয়া ঘৃতরূপে পরিণত হইয়া কতাদি রোগের শাস্তির নিমিত্ত ঔষধরূপে পরিণত হইলে তাহাদের বেক্রপ উপকারক হয়, সেইরূপ জগদীশ্বর সর্বজীবের শরীরে অবস্থিত থাকিলেও উপাসনা ভিন্ন মানব সকলের হিতসাধন করিতে সক্ষম নহেন অর্থাৎ মঙ্গলসাধন করেন না।

অতএব প্রাতঃকালীন, মধ্যাহ্নকালীন এবং সায়ংকালীন সন্ধ্যা,

প্রাতঃস্নানসময়-কালভেদে যথাক্রমে তিনবার উপাসনা করা একান্ত কর্তব্য। সকলেরই নির্দিষ্টকালে সন্ধ্যা করা উচিত। নিয়মিত সময়ে সন্ধ্যা না করিতে পারিলে প্রারম্ভিত অর্থাৎ দশবার গায়ত্রী জপ করিবার পর সন্ধ্যা করিবে। সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী এবং শ্রাদ্ধবাসরে সায়ংসন্ধ্যা করা উচিত নহে, ব্রাহ্মণ্যশক্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এইজন্য সাধ্যানুসারে তদনুকূল অন্ততঃ দশবার গায়ত্রী জপ করা কর্তব্য। জনন্যশৌচ ও মরণশৌচ হইলে সন্ধ্যা করিবে না, কিন্তু ঐরূপ সাধ্যানুসারে মনে মনে গায়ত্রী জপ করা কর্তব্য। তাত্ত্বিক সন্ধ্যা কোনদিনই নিষিদ্ধ নহে। বিজ্ঞাতিগণ সন্ধ্যার সময় অতিবাহিত হইলে বৈদিক সন্ধ্যার দশবার গায়ত্রী জপ রূপ প্রারম্ভিত করিবেন। যাহারা কেবল তাত্ত্বিক সন্ধ্যার অধিকারী তাঁহারা সন্ধ্যার সময় উত্তীর্ণ হইলে ইষ্টদেবতার গায়ত্রী দশবার জপ করিবার পরে সন্ধ্যা করিবেন। বেদব্যাস সংহিতায় প্রমাণিত হইরাছে যে,—

সন্ধ্যাকালে ব্যতীতে তু ন চ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ ।

গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা পুনঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ ॥

অর্থাৎ সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করা উচিত নহে, কিন্তু দশবার গায়ত্রী জপ করিবার পর সন্ধ্যা করিবে।

যখন সন্ধ্যা করিবে তখন কাহারও সহিত কথা কহিবে না, কথা বলিলে বা হাই তুলিলে, হাঁচি বা খুঁখু কেলিলে, অধোবায়ু পরিত্যাগ করিলে, নিদ্রাকর্ষণ হইলে, বিষ্ণু নাম স্মরণ করিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। ভ্রমবশতঃ পূর্বে সন্ধ্যার বিঘ্ন হইলে পরে সেই সন্ধ্যা সম্পন্ন করিবার পর তৎকালীন অস্ত্র সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে। যদি কোনক্রমে একদিন সন্ধ্যা করা না হয়, তাহা হইলে প্রারম্ভিত স্বরূপ উপবাস করিবে ও যথাসম্ভব গায়ত্রী জপ করিবে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে; অথবা ভোজন দ্রব্যের উচিত মূল্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে।

পূর্বমুখ হইরা প্রাতঃসন্ধ্যা, পূর্ব বা উত্তর মুখ হইরা মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা এবং বায়ুকোণাভিমুখ হইরা সারংসন্ধ্যা করিবে।

ওঁ উচ্চারণ

সর্বমন্ত্রপ্রয়োগেণ ওমিত্যাদৌ প্রযুক্ত্যতে ।

তেন সম্পরিপূর্ণানি যথোক্তানি ভবন্তি হি ॥

যন্ন্যূনখাতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিত্রং যদজ্জিয়ম্ ।

যদমেধ্যমশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ববেৎ ।

তদোঙ্কারপ্রযুক্তেন সর্বকাৰিকলং ভবেৎ ॥

(যোগী ধ্যঃ)

মন্ত্রোচ্চারণের পূর্বে ওঁকার প্রথমে উচ্চারণ করিতে হয়, কারণ মন্ত্রের আদিতে ওঁকার উচ্চারণ করিলে মন্ত্রগত সকল দোষ বিনষ্ট হয়।

ওঁকার মাহাত্ম্য

ওঁকারের উচ্চারণই ব্রহ্মের চিন্তা বা ধ্যান বলিয়া পরিগণিত। ওঁ এই একাক্ষরই পরব্রহ্ম। যথা—

ওঁ তৎসদিতিনির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ গীতা ।

‘ওঁ তৎ সৎ’ এই তিনটি শব্দ পরব্রহ্মের নাম। ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ এই তিনটির দ্বারা পূর্বেই স্পষ্ট হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবাদীরা ওঁকার এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া যথাবিধি তপস্যা, যজ্ঞ, দানাদি কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

অ, উ, ম্ এই তিন বর্ণের সংযোগে ওঁ শব্দের উৎপত্তি। প্রতিভে বর্ণিত আছে—‘অ’—ব্রহ্মা, ‘উ’—বিষ্ণু এবং ‘ম’—মহেশ্বর। অতএব

ও শব্দের অর্থে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপ পরব্রহ্মকে বুঝা যায়। মন্ত
বলিয়াছেন—

অকারকাণ্যাকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ ।

বেদত্রয়াগ্নিরহুহু ভূভুবঃ স্বরিতীতি চ ॥

ব্রহ্মা ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদের শ্রেষ্ঠাংশ যথাক্রমে অ, উ, ম্
এই তিনটি ও ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ এই তিনটি অক্ষর দোহন দ্বারা বাহির
করিয়াছেন, যথা—

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরং তপঃ ।

সাবিত্র্যাস্ত পরং নাস্তি মোনাং সত্যং বিশিষ্যতে ॥

ও এই একাক্ষরই পরব্রহ্ম, প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠ তপশ্চা সাবিত্রীই উৎকৃষ্ট মন্ত
এবং মোনাবলম্বন হইতে সত্যবাক্য কখনই উক্তম, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র
কিছুই নাই ।

সঙ্ক্যা করার ফল

যম বলিয়াছেন—

সঙ্ক্যামুপাসতে যে তু সত্যতং সংশিতব্রতাঃ ।

বিধূতপাপান্তে যাস্তি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥

যাহারা নিয়মাবলম্বী হইয়া সঙ্ক্যার উপাসনা করিয়া থাকেন,
তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া
থাকেন ।

মন্ত বলিয়াছেন—

ন তিষ্ঠতে যঃ পূর্বাং নোপান্তে যচ্চ পশ্চিমাং ।

স শূদ্রবদ্ বহিকার্য্যঃ সর্বথা দ্বিজকর্ষণঃ ॥

যে প্রাতঃকালে ও সায়াংকালে সঙ্ক্যার উপাসনা না করে, সে ব্রাহ্মণ
হইয়াও শূদ্রের জ্ঞান। সেই ব্রাহ্মণকে দ্বিজাতির সকল কার্য্য হইতে
বাহিরে রাখিবে ।

বিভিন্ন আর্থিক কৃত্য

কবরো দীর্ঘসঙ্ক্যাভ্যাং দীর্ঘমায়ুন্নয়ঃ ।

প্রোজ্ঞাং বশং কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবৰ্চসম্বেব চ ॥

অধিগণ অধিকরণ সঙ্ক্যার উপাসনা করেন বলিয়াই তাঁহারা দীর্ঘায়ু, বুদ্ধি, ইহলোকে ধন, কীর্ত্তি ও ব্রহ্মতেজ প্রভৃতি পাইয়া থাকেন ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

নিশায়াং বা দিবা বাপি যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ ।

ত্রিকালসঙ্ক্যাকরণাং তৎসর্বং বিপ্রনশ্রুতি ॥

রাত্রিকালে কিংবা দিনমানে অজ্ঞানকৃত যত কিছু পাপ হউক না কেন, ত্রিকাল সঙ্ক্যাধারা অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ংসঙ্ক্যা উপাসনা দ্বারা সে সকল পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

সঙ্ক্যা তৃপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরূপাসিতঃ ।

দীর্ঘমায়ুঃ স বিন্দেত সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ (বোঃ বাঃ)

যে সঙ্ক্যা উপাসনা কবে, সে ভুবনব্যাপী পরমেশ্বরেরই উপাসনা করিয়া থাকে । সে সঙ্ক্যা দ্বারা দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ।

সঙ্ক্যা না করার দোষ

শ্রুতিতে বর্ণিত আছে—‘অহরহঃ সঙ্ক্যামুপাসীত’ অর্থাৎ প্রত্যহই সঙ্ক্যার উপাসনা করিবে । দ্বিজাতিগণ শ্রুতির অঙ্কশাসন মানিয়া না চলিলে, তাঁহাদের ঘোরতর পাপ হয় । অতএব সঙ্ক্যা উপাসনা না করিলে পাপ হইবে এবং পাপী ব্যক্তির অমঙ্গল সুনিশ্চিত ; পাপীর কোনরূপ উন্নতিই হয় না, বরং তাহার অবনতি অবশ্যজ্ঞাবী ।

অন্তর্উর্দ্বং প্রবক্ষ্যামি সাঙ্ক্যোপাসনিকং বিধিম্ ।

অনহঃ কৰ্ম্মণাং বিপ্রঃ সঙ্ক্যাহীনো যতঃ শ্বতঃ ॥

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

যিনি সন্ধ্যা উপাসনা না করেন, তিনি কোনও ধর্মকর্মে অধিকারী হন না।

সক বলিয়াছেন—

সন্ধ্যাহীনোহুগুচির্নিত্য-মনহঃ সর্বকর্মসু ।

যদন্ত্য কুরুতে কিঞ্চিন্ ন তন্ত ফলভাগ্ ভবেৎ ॥

যিনি সন্ধ্যা না করেন তিনি নিয়ত অশুচি ; তাঁহার কোন ধর্মকর্মেই অধিকার থাকে না। তিনি কোন ধর্মকর্ম করিলেও তাহার কোন ফল হয় না।

অগ্নিপুরাণে আছে—

সন্ধ্যা যেন ন বিজ্ঞাতা সন্ধ্যা নৈবাণ্যুপাসিতা ।

জীবন্মৈব ভবেচ্ছূদ্রো মৃতঃ স্খা চাভিজায়তে ॥

যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার অর্থ জানেন না বা সন্ধ্যা করেন না, তিনি জীবদ্দশাতেই শূদ্রত্ব লাভ করিয়া দেহান্তে কুকুররূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

অব্রাহ্মণাস্ত যট প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববেদিনা ।

আদ্যো রাজভূতন্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ী ॥

তৃতীয়ে বহুবাজ্যঃ শ্রাচ্চতুর্থো গ্রামবাজকঃ ।

পঞ্চমস্ত ভূতন্তেষাং গ্রামস্ত নগরস্ত চ ॥

অনাদিত্যাক্ষ যঃ পূর্বাং সাদিত্যাক্ষৈব পশ্চিমাম্ ।

নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স যষ্ঠোহব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥

(শাতাতপ)

শাতাতপু ছয় প্রকার অব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছেন। যথা—

(১) রাজাহুচর, (২) ক্রয়-বিক্রয়কারী, (৩) বহুবাজ্য অর্থাৎ বাহ্যর অনেক ঋজমান আছে, (৪) গ্রামবাজী অর্থাৎ যে বারোয়ারির পূজা করিয়া থাকে, (৫) নগরবাসী ও গ্রামবাসীর ভরণীয় অর্থাৎ যে

ব্রাহ্মণ সকল জাতির নিকট বৃত্তিগ্রহণ করে, (৬) যে ব্যক্তি সন্ধ্যা উপাসনা না করে ।

উপরি কথিত বচনানুসারে অনেকেই প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকে নিত্য কর্তব্যরূপে মনে করিয়া থাকেন এবং মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাকে কাম্য বলিয়া থাকেন অর্থাৎ ইহা না করিলেও চলিতে পারে, কারণ কাম্য কর্ম না করিলে কোন দোষ নাই—অধিকন্তু করিলে পুণ্য লাভ হয় । কিন্তু এইরূপ ধারণা করা উচিত নহে, কারণ স্মার্ত শিরোমণি রথুনন্দন আস্থিতবে তিন প্রকার সন্ধ্যাই যে এক এবং ইহা নিত্যকর্তব্য এ বিবয়্য সবিশেষ সীমাংসা করিয়া গিয়াছেন । যথা—

তিষ্ঠেদোদয়নাং পূর্বাং মধ্যমামপি শক্তিতঃ ।

আসীতোড়ুদগমাক্ষান্ত্যাং সন্ধ্যাং পূর্বাং ত্রিকং জপনু ॥

এতং সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতম্ ।

যন্ত নাস্ত্যাদরন্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥

অত্র সন্ধ্যাত্রয়শ্চ নিত্যত্বাভিধানাং—

সর্বকালমুপস্থানং সন্ধ্যায়াঃ পার্থিবেষ্মতে ।

অত্রত্ব স্মৃতিকালশৌচবিভ্রমাতুরভীতিতঃ ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণীয়ে সন্ধ্যায়া ইত্যেকবচনাস্তপাঠো যুক্তঃ ।

সর্বকালং প্রাতঃমধ্যাহ্নসায়ংরূপকালত্রয়ে, অত্রথা তদুপাদানং ব্যর্থং সাং । তেন কৃতাদাবপি সন্ধ্যামাচরন্তি । অতএব বাজ্ঞবল্ক্যঃ—

সর্বাবস্থোহপি যো বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনতৎপরঃ ।

ব্রাহ্মণ্যাং স ন হীরেত অন্ত্যজমগতোহপি সনু ॥

সর্বাবস্থো নিত্যং সেবাদিকশ্রমরতোহপি যথোচিত-শৌচেহপ্যশক্যোহপীতি ব্রহ্মাকরঃ ।

উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ ।

তাৰ্ধেব সন্ধ্যাং তস্মাত্ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

দিন ও রাত্রির সন্ধিসময়ে যে উপাসনা করা হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই সন্ধ্যা বলিয়া থাকেন। সম্যক্ ধ্যান (চিন্তা) অর্থাৎ যথাবিধি পরমেশ্বরের উপাসনা, ইহাই সন্ধ্যা শব্দের অর্থ।

গায়ত্রীর উচ্চারণ

ওঁ ভূ ভূবঃ স্বঃ । তৎসবিতুর্বরেন্যাং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি । যিগ্নো যো-
নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ । এই ঋক্ গায়ত্রীছন্দোবদ্ধ সবিতৃ দেবের উপাসনা মন্ত্র ।
ইহাকে সাবিত্রী গায়ত্রী কহে । অষ্টাঙ্করী ত্রিপাদেই গায়ত্রীর ছন্দ ; কিন্তু এই
সাবিত্রী গায়ত্রী ত্রিপাদ বিশিষ্ট। অথচ ইহার প্রথম পাদে সাতটি অঙ্কের
নিবদ্ধ আছে। এই জন্ত ঐ মন্ত্রস্থিত প্রথম পাদের “বরেন্যাং” স্থলে
“বরেনিয়ং” উচ্চারণ করিবার বিধি আছে। কারণ বৈদিক ছন্দোগ্রন্থে
মাত্র এইরূপ মন্ত্রের নিমিত্ত স্বতন্ত্র একটা মন্ত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে যে “ইয়াদি-
পূরণঃ” অর্থাৎ পাদ পূরণের জন্ত “য” ফলা স্থলে “ইয়” উচ্চারণ করিতে
হইবে এবং “ব” ফলা স্থানে “উব” উচ্চারণ করিতে হইবে। গায়ত্রী
কবচেও এইরূপ অঙ্কর রহিয়াছে।

গায়ত্রী মাহাত্ম্য

মহু বলিয়াছেন—

ওঙ্কারপূর্ষিকান্তিশো মহাব্যাহতয়োঃব্যাসাঃ ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্ ॥
এতদঙ্করমেতাক জপন্ ব্যাহতিপূর্ষিকাম্ ।
সন্ধ্যায়োর্কেদবিদ্ বিশ্রো বেদপুণ্যেন মুজ্যতে ॥
সহস্রকৃত্ত্বভ্যস্ত বহিরেতৎ ত্রিকং দ্বিজঃ ।
মহতোঃপুণ্যেনসো মাসাৎ ত্বেচাহিরিব মুচ্যতে ॥
যোঃধীতেঃহন্তহন্তেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতজিতঃ ।
স ব্রহ্ম পরমজ্যোতি বীজভূতঃ স মূর্তিমান্ ॥

অপেনৈব তু সংসিধ্যো ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।

কুৰ্যাদন্তয় বা কুৰ্য্যান্ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥

ঊকার ও মহাব্যাহতি সহ গায়ত্রী ব্রাহ্মণ মুখ স্বরূপ অর্থাৎ গায়ত্রী জপই ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ ।

যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার সময় প্রণব ও ব্যাহতিযুক্ত গায়ত্রীর জপ করেন, তিনিই বেদপাঠ জনিত ফললাভ করেন । সন্ধ্যার সময়ে বা অস্ত্র সময়ে গ্রামের বহির্ভাগে, নদীতীরে অথবা অরণ্যাদি স্থানে প্রত্যহ এক সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে এক মাসের ভিতরেই সর্প ঘেরূপ খোলসযুক্ত হয়, সেইরূপ মহাপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় । যে ব্যক্তি তিন বৎসর কাল অালস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গায়ত্রী জপ করেন, তিনি বায়ুতুল্য যথেষ্ট বিচরণ করিতে সক্ষম হন এবং পরে ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া পরব্রহ্মকে লাভ করেন । ব্রাহ্মণ যজ্ঞাদি ক্রিয়া করুন আর নাই করুন, কেবলমাত্র গায়ত্রী জপ করিয়াই পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হন । যে ব্রাহ্মণ এইরূপে পরব্রহ্ম লাভ করেন তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন ।

কুর্শ্বপুরাণে আছে—

গায়ত্রীকৈব বেদাংশচ তুলয়া সমতোলয়ন্ ।

দেবা একত্র সাক্ষাংস্ত গায়ত্রী চৈকতঃ স্থিতা ॥

দেবতাগণ গায়ত্রী এবং চারি বেদকে সমতুল্য জ্ঞানে করেন । কারণ যখন গায়ত্রী এক পাল্লায় এবং ষড়ঙ্গসহ চারিবেদ অস্ত্র পাল্লায় ভৌল হয় তখন উভয় পাল্লাই সমান হইয়াছিল ।

ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

দশভির্জগজ্জনিতং শতেন তু পুরাকৃতম্ ।

ত্রিঙ্গম্ভজং সহস্রৈশ্চ গায়ত্রী হস্তি কিম্বিধম্ ॥

গায়ত্রী দশবার জপ করিলে ইহজগৎকৃত, শতবার জপ করিলে

বিগুহ আত্মিককৃত্য

পূৰ্ণজন্মকৃত এবং সহস্রবার জপ করিলে তিন জনের যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হয়।

তৈত্তিরীয় সংহিতা :—

ঔদ্যন্তমন্তং যান্তমাদিত্যমভিধ্যায়ন্ কুৰ্বন্ ব্রহ্মণো বিদ্বান্ সকলং ভদ্রমশ্নুতে । অসাবাদিত্যো ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাত্যেতি য এবং বেদ ।

প্রাণায়ামাদিকং কুৰ্বন্ যথোক্তনামরূপোপেতং সদ্ধাশকস্য বাচ্যং আদিত্যং ব্রহ্মেতি ধ্যায়ন্ ব্রাহ্মণঃ ঔহিকমায়ুজিকঞ্চ সকলং ভদ্রম্ অশ্নুতে । যঃ এবযুক্ত-ধ্যানেন শুদ্ধান্তঃকরণে ব্রহ্মসাক্ষাৎ কুরুতে স পূৰ্ণমপি ব্রহ্মৈব সন্ প্রজ্ঞাবান্ চিরজীবিত্বং প্রাপ্তো যথোক্তজ্ঞানেন অজ্ঞানোপশমে ব্রহ্মৈব প্রাপ্নোতি ॥ (ভাষ্য)

যে ব্রাহ্মণ প্রাণায়ামপূৰ্বক যথোক্ত নামরূপ সদ্ধা শক বাচ্য আদিত্যকেই ব্রহ্মরূপে ধ্যান বা চিন্তা করেন, তাঁহার ঐহিক এবং পারজিক সকল প্রকার মঙ্গল হইয়া থাকে এবং উক্ত প্রকার ধ্যান দ্বারা যিনি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করেন তিনি স্বয়ং পূৰ্বেই ব্রহ্ম হন, অনন্তর মহাজ্ঞানবান্ ও চিরজীবী হইয়া ঐ প্রকার জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানতা বিদূরিত হইলে তিনি সেই ব্রহ্মকেই পাইয়া থাকেন ।

গায়ত্রী শব্দার্থ

প্রতিগ্রহান্নদোষাচ্চ পাতকাহুপপাতকাৎ ।

গায়ত্রী প্রোচ্যতে তন্মাৎ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ ॥

যে ব্যক্তি গান অর্থাৎ জপ করে তাহাকে যিনি প্রতিগ্রহ দোষ (দান গ্রহণ), অন্নদোষ ও উপপাতকাদি পাতক হইতে ত্রাণ করেন, তিনিই গায়ত্রী নামে বিখ্যাত ।

গায়ত্রীর অর্থ

যিনি ঔ (অ, উ, য়) অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের জন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ ধারণ করেন, যিনি তু ভূবঃ স্বঃ অর্থাৎ জিভুবনের যাবতীয় পদার্থই ঘাঁহার মুক্তি, যিনি বরেন্য অর্থাৎ তাপত্রয় শাস্তির জন্তু ও সংসার হইতে নিস্তার লাভের জন্তু প্রার্থনীয় এবং যিনি আমাদের বুদ্ধিকে পুরুষার্থবিষয়ে পরিচালনা করিতেছেন, সেই দেব সবিতার অর্থাৎ জগন্নির্মাণাদিরূপ ক্রীড়াশীল পরমেশ্বরের ভগ্নঃ অর্থাৎ তেজ আমি চিন্তা করি।

গায়ত্রী কবচ

(গায়ত্রী জপের পর পাঠ করিতে হইবে)

অস্য শ্রীগায়ত্রীকবচস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ঋষয়ঃ, ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ক্যাণি চন্দ্রাংসি, পরব্রহ্মরূপিণী শ্রীগায়ত্রীদেবতা, প্রণবো বীজং, ভগ্নঃ শক্তিঃ ধিয়ঃ কীলকং, মম নিত্যানন্দৈশ্বর্যাসৌখ্যদ্বারা ব্রহ্মেক্যভাবনাসিদ্ধ্যর্থং পাঠে বিনিয়োগঃ।

ঔ তৎকারঃ পাতু মূর্দ্ধানং সকারঃ পাতু ভালকম্ ।

চক্ষুৰী মে বিকারন্ত শ্রোত্রে রক্ষত্ব্‌কারকঃ ॥ ১

নাসাপুটে বঁকারন্ত রেকাশ্চ কপোলকৌ ।

ণিকার ওষ্ঠদেশে তু অধরে ঋং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২

আস্যমধ্যে ভকারন্ত গৌকারন্তিবুকং তথা ।

দেকারঃ কণ্ঠদেশে তু বকারঃ স্বরূপদেশতঃ ॥ ৩

স্যকারো দক্ষিণং হস্তং ধীকারো বামহস্তকম্ ।

মকারো হৃদয়ং রক্ষত্ব্‌ হিকারো অর্ঠয়ং তথা ॥ ৪

ধিকারো নাভিদেশে তু য়োকারন্ত কটিং মম ।

শুভং রক্ষত্ব্‌ য়ো-কার উরু রক্ষত্ব্‌কারকঃ ॥ ৫

প্রকারো জাহ্নুনী রক্ষেজ্ জজ্বে চোকারক তথা ।
 গুল্ফো রক্ষেদকারস্ত রাংকারঃ পাতু পাদকৌ ॥ ৬
 ইত্যোতং কথিতং গুল্ফং বাধাশত-নিবারণম্ ।
 অপারস্তে চ হৃদয়ং অপাস্তে কবচং পঠেৎ ॥ ৭
 স্ত্রী-গো-ব্রহ্মবধো যস্য পঠিত্বা ক্লীগপাতকঃ ।
 মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৮
 ইতি গায়ত্রীকবচং সমাপ্তম্ । ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

গায়ত্রী কবচ (২)

ওঁ গায়ত্রী পূর্বতঃ পাতু সাবিত্রী পাতু দক্ষিণে ।
 ব্রহ্মসঙ্ঘা তু মে পশ্চাত্তরে তু সরস্বতী ॥
 পাবকী মে দিশং পাতু পাবকী জলশায়িনী ।
 বাতুধানী দিশং রক্ষেৎ বাতুধানী ভয়ঙ্করী ॥
 পাবমানী দিশং রক্ষেৎ পাপানাকং বিনাশিনী ।
 দিশং রোদ্রী সদা পাতু রুদ্রাণী রুদ্ররূপিনী ॥
 উৰ্দ্ধ্বে ব্রহ্মাণী মে রক্ষেদধস্তাদ্ বৈষ্ণবী তথা ।
 এবং দশ দিশোরক্ষেৎ সৰ্বাঙ্গে ভুবনেশ্বরী ॥
 তৎপদং পাতু মে পাদং জজ্বে মে সবিতুঃ পদম্ ।
 বরেণ্যং কটিদেশস্ত নাস্তি ভগন্তপৈব চ ॥
 দেবস্যা হৃদয়ং পাতু ধীমহীতি গলং তথা ।
 যিরো যো ইতি মে নেত্রং নঃ পদস্ত ললাটকম্ ॥
 এবং পাদাবিমূৰ্দ্ধান্তং মূৰ্দ্ধানং মে প্রচোদয়াৎ ।
 ইদম্ কবচং পুণ্যং হত্যাফোটিবিনাশনম্ ।
 চতুঃষষ্টিকলা বিদ্যা পূৰ্ণগাপপ্রণাশিনী ॥
 অপারস্তে চ গায়ত্রী অপাস্তে কবচং পঠেৎ ।

গো-ক্ৰী-ব্রহ্মবধাধীন যিত্রজোহাদিপাতকৈঃ ।

মূঢ়্যতে সৰ্বপাপেভ্যঃ পরং ব্রহ্মবিগচ্ছতি ॥

ইতি শ্রীনারদ-ব্রহ্ম-সংবাদে গায়ত্রীকবচং সমাপ্তম্ ।

গায়ত্রী-শাপোদ্ধার

(গায়ত্রী জপের পূর্বে পাঠ্য)

গায়ত্র্যা ব্রহ্মশাপবিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্ম-দেবতা
ব্রহ্মশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ গায়ত্রি স্বং যদব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিহুত্বাম্ । পশুস্তি ধীরাঃ
সুমনসো বা । গায়ত্রি ! স্বং ব্রহ্মশাপাদ্ বিমুক্তা ভব ॥ ১

গায়ত্র্যা বশিষ্ঠশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বশিষ্ঠঋষিরমৃষ্টুপ্ ছন্দো ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রা
দেবতা বশিষ্ঠশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ অর্কজ্যোতিরহং ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ ।

শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণু-বিস্মুজ্যোতিরহং শিবঃ ।

গায়ত্রি স্বং বশিষ্ঠশাপাদ্ বিমুক্তা ভব ॥ ২

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনমন্ত্রস্ত বিশ্বামিত্র-ঋষি-রমৃষ্টুপ্ ছন্দো গায়ত্রী
দেবতা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ অহো দেবি ! মহো দেবি ! বিদ্যে সন্ধ্যো সন্নমস্তি ।

অজরে অমরে চৈব ব্রহ্মধোনি নমোহস্ত তে ।

গায়ত্রী স্বং বিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব ॥ ৩

অনন্তর শিখাবন্ধন করা একান্ত আবশ্যক এবং সর্বদা যজ্ঞোপবীত
ধারণ করিবে । কারণ শিখাবন্ধন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়া বাহা করা
বাঙ্গ, তাহা না করায়ই সবার অর্থাৎ তাহাতে কোন ফল হয় না ।
(শিখাবন্ধন ২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

অন্তঃপর তিলকধারণ আচমন ও বিষ্ণু স্মরণ করা শাস্ত্রবিধি ।

কোন দৈব কৰ্ম কিংবা পিতৃকৰ্ম করিতে হইলে প্রথমেই আচমন করায়
বিধি আছে। আচমন না করিলে কোন কার্যেই অধিকার জন্মে না এবং
করিলেও তাহা নিফল হয় (আচমন প্রকরণ ২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ।

সামবেদি-সন্ধ্যা

(উপনীত সামবেদী ব্রাহ্মণগণ এই সন্ধ্যা করিবেন) ।

তুচ্ছাসনে উপবেশনপূর্বক দুইবার আচমন ও বিষ্ণু স্মরণ এবং
জলতুচ্ছ ও আসনতুচ্ছ করিয়া নিম্নলিখিত ছয়টি মন্ত্র পাঠ করিয়া মন্তকে
এক একবার জলের ছিটা দিবে। এই প্রক্রিয়াকেই মার্জ্জন বলে।

মার্জ্জন

ও শম আপো ধমজাঃ, শমু নঃ সমুপ্যাঃ ।

শমঃ সমুজ্রিয়া আপঃ শমু নঃ সমু কুপ্যাঃ ॥ ১

ওঁ ক্রপদাদিব মুমূচানঃ, শিন্নঃ শ্নাতো মলাদিব ।

পূতং পবিত্রেণেবাভ্য-মাপঃ শুদ্ধস্ত মৈনসঃ ॥ ২

ওঁ আপো হি ঠা ময়োভুব-স্তা ন উর্জ্জে দধাতন ।

মহে বর্ণায় চক্ষসে ॥ ৩

অনুবাদ।—যক্ষদেব হইল আমাদের মঙ্গলদায়ক হউন ! জলময়
দেশ হইল আমাদের কল্যাণদায়ক হউন। সমুদ্র হইল আমাদের
মঙ্গলকারক হউন, এবং কুপোক্তক জল আমাদের মঙ্গলজনক হউন । ১

অনুবাদ।—বর্ষাক্ত ব্যক্তি বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া বেক্লপ বর্ষ
হইতে বিমুক্ত হয়, শ্রান করিলে বেক্লপ শারীরিক মল হইতে বিমুক্ত হওয়া
দ্বারা, সংস্কার বিধি দ্বারা দ্রুত বেক্লপ পবিত্র হয়, তদ্রূপ জলসমূহ আমাকে
পাপ হইতে পবিত্র করুন । ২

অনুবাদ।—হে জল সকল, যেহেতু তোমরা পুণ্যদায়ক হও, সেই

ও বো ব: শিবভবোঁরস-কৃত ভাজরতেহ ন: ।

উপতীরিষ দাত্তর: ॥ ৪

ওঁ ভরা অন্ন গদ্য বো, বক্ত কয়ার বিষথ ।

আপো জনয়থা চ ন: ॥ ৫

ওঁ ঋতক সত্যকাভীজ্ঞা-তপসোহধ্যাকারত ।

ততো রাত্নাকারত, তত: সমুদ্রো অর্ণব: ॥

ওঁ সমুদ্রাদর্শবাদধি, সংবৎসরো অজারত ।

অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিততো বশী ॥

ঐ স্বর্ঘ্যাচক্রমসৌ ধাতা, বধাপূর্বমকল্পয়ৎ ।

দ্বিধক পৃথিবী-কাস্তরিক্স-মথো ব: (স্বব:) ॥ ৬

হেতু তোমরা আমাদিগকে ইহলোকে অন্নভোগে এবং পরলোকে সেই
মহৎ ও রমণীয় ব্রহ্মদর্শনে অধিকারী কর । ৩

অনুবাদ ।—পুত্রহিঁতবিশী জননীসকল বেকপ স্বীয় স্তন্যরস
পান করাইরা পুত্রের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ হে জলসকল,
ইহকালে তোমরা ও আমাদিগকে তোমাদের মঙ্গলময় রসভোগে অধিকারী
কর । ৪

অনুবাদ ।—হে জলসকল, তোমরা তোমাদের যে রস দ্বারা
জগতের সকলস্থানে সকল পদার্থকে পরিতৃপ্ত করিতেছ, সেই রসদ্বারা
আমরাও যেন পরিতৃপ্ত হই, এবং তোমরাও আমাদিগকে সেইরূপ রসভোগে
অধিকারী কর । ৫

অনুবাদ ।—মহাশ্রমের ঋত ও সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মই কেবলব্রহ্ম
বিস্ময়ান ছিলেন এবং সেই সময় সমস্তই গাঢ় অন্ধকারময় ছিল । অনন্তর
সর্বভোভাবে কলোদ্ভূত অদৃষ্ট নিবন্ধন (অর্থাৎ জীবের প্রাক্তন কৰ্ম্মহেতু
সৃষ্টির মূল স্বরূপ জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল । তৎপরে সেই প্রলয়
পরোধি জল হইতে প্রকাশমান জগতের নির্মাণে সমর্থ ব্রহ্মা জন্মিলেন ।

প্রাণায়াম •

পূরক, কুস্তক, রেচক এই তিনপ্রকার প্রক্রিয়া করার নামই প্রাণায়াম। দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া ধরিয়া পরে বাম নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করার নাম পূরক। দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া রাখিয়াই অনামা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বামনাসা টিপিয়া ধরার নাম কুস্তক। দক্ষিণ নাসা হইতে অঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়িয়া দেওয়ার নাম রেচক।

আপনার চতুর্দিকে জল বেঠেন করিয়া—

ওঁকারস্য ব্রহ্মধির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা সর্বকৰ্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।
সপ্তব্যাহতীনাং প্রজাপতিঋষি গায়ত্র্যক্ষিগমুষ্ট্রবৃহতী-পৃথ্বী-ত্রিষ্টবৃ-
জগত্যাচ্ছন্দাংসি, অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-বরুণ-বৃহস্পতীশ্চ-বিশ্বদেবা দেবতাঃ
প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা

তিনি পূর্ব পূর্ব সৃষ্টির জ্বায় দিবাপ্রকাশক সূর্য্য এবং রজনী প্রকাশক চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে দিন ও রাত্রি হইতে লাগিল। এই প্রকারে দিন ও রাত্রি হওয়ার সংবৎসরের সৃষ্টি হইল। অতঃপর ব্রহ্মা ক্রমে ক্রমে পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ এবং মহরাদি লোকের সৃষ্টি করিলেন। •

অনুবাদ।—প্রাণায়ামে যে ওঁকার, সপ্তব্যাহতি, গায়ত্রী ও গায়ত্রীশির উচ্চারিত হয়, সেই ওঁকার মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী,

* পূরক, কুস্তক ও রেচক এই তিন প্রকার প্রাণায়াম। নাসিকা দ্বারা আকৃষ্ট নিঃশ্বাসকে পূরক, শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চালন না হওয়ারকে (নিশ্চল নিঃশ্বাসকে) কুস্তক ও আকৃষ্ট শ্বাসত্যাগ করাকে রেচক বলে। এরূপভাবে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিবে যে, যদি হাতে ছাড় থাকে, তাহাও যেন উড়িয়া না যায় অর্থাৎ খুব আস্তে আস্তে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিবে, বেগে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে না।

দেবতা, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতিঋষিঃ ঋক-বাহু-মি-
ন্থর্য্যাস্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥ ৭

অনন্তর চক্ষু বুজিয়া দক্ষিণ হস্তের অন্তর্গে পৈতা জড়াইয়া সেই অন্তর্গে
দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া ধরিয়া বাম নাসিকা দ্বারা বায়ুর আকর্ষণপূর্ব্বক
পূরক করিতে করিতে মনে মনে এই মন্ত্র পাঠ করিবে; যথা—

(নাভৌ) রক্তবর্ণং চতুর্মুখং দ্বিভুজং অক্ষমূত্রকমণ্ডলুকরং হংসাসন-
সমাক্রুতং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন ॥ ৮

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্ ॥ ওঁ
তৎসবিতুর্বরেন্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি । যিরো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥
ওঁ আপোজ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্মভূত্বনঃ স্বরোম্ (স্ববরোম্) ॥ ৯

অতঃপর দক্ষিণ নাসা টিপিয়া রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা

দেবতা অগ্নি এবং সকল কর্মের প্রারম্ভে প্রয়োগ হয়। (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ
মহঃ জনঃ তপঃ সত্যম্) এই সাতটি ব্যাহতির প্রজাপতি ঋষি, যথাক্রমে
গায়ত্রী উক্তিক্, অমৃতপু, বৃহতী, পঙ্কতি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী এই সাতটি
চন্দঃ, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেব এই সাত দেবতা
এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী চন্দঃ
সবিতা দেবতা এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর শির (আপো জ্যোতী
মন্দের) প্রজাপতি ঋষি, ব্রহ্ম বায়ু অগ্নি ও সূর্য্য এই চারিটি দেবতা এবং
প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। ৭

অনুবাদ।—নাভিদেশে রক্তবর্ণ, চতুর্মুখ, দ্বিভুজ, একহস্তে
অক্ষমূত্র (রক্তাকের জপমালা) এবং অপর হস্তে কমণ্ডলুধারী, হংসাক্রুত
ব্রহ্মাকে ধ্যান করিতে করিতে। ৮

অনুবাদ।—সূর্য্য-মণ্ডল-মধাবর্তি-তেজের প্রাণভূত সৃষ্টিবিত্তি-
সংসকারিণী শক্তির অভিন্ন আধারস্বরূপ সেই পরব্রহ্মকে আমি চিন্তা করি।

বামনাসিকা টিপিয়া খাসবদ্ধ করিয়া কুন্তক করিতে করিতে মনে মনে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবে।

(ছদি) নীলোৎপল-দলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং
গরুড়াকৃৎ কেশবং ধ্যায়ন্ । ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ
ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্ ॥ ওঁ তৎসবিতুর্ভরগোং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি ।
ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওঁ আপো জ্যোতীরসোহমৃৎ ব্রহ্ম ভূত্বঃ
স্বরোম্ (স্রবরোম্) ॥ ১০

অনন্তর দক্ষিণ নাসিকা হইতে অঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে বায়ু
নিঃসারণ পূর্বক রেচক করিতে করিতে মনে মনে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ
করিবে। যথা—

(ললাটে) খেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকাং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং

যিনি জন্মমৃত্যু হঃখাদি বিনাশের নিমিত্ত উপাসনীয় এবং যিনি আমাদের
বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন।
তিনি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সপ্ত লোককে ব্যাপিয়া
আপন জ্যোতিতে প্রকাশিত করিতেছেন। তিনিই জগতের কারণভূত
জলস্বরূপ, বা তিনিই মণিপ্রস্তরাদি স্থাবরে তেজঃ স্বরূপ এবং তৃণ, বৃক্ষ,
ওষধি প্রভৃতির অন্তরে রস স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই মনুষ্য,
পশু, পক্ষী, কীটাদি জন্মের অন্তরে চেতনাত্মা রূপে বিরাজ করিতেছেন ;
তিনিই ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্ম এবং তিনিই পৃথিবী, আকাশ এবং স্বর্গ এই
ত্রিলোকস্বরূপ। ৯

অনুবাদ।—হৃদয়ে নীলোৎপলকান্তি সদৃশ চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র
গদাপদ্মধারী গরুড়াকৃৎ শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিতে করিতে। (অবশিষ্টাংশ
৯ম মন্ত্রের অনুবাদ দেখ) । ১০

অনুবাদ।—ললাটে খেতবর্ণ দ্বিভুজ ত্রিশূল ডমরুধারী অর্দ্ধচন্দ্র-
বিভূষিত ত্রিনয়ন রবভারু শঙ্কুকে ধ্যান করিতে করিতে
অবশিষ্টাংশ ৯ম মন্ত্রের অনুবাদ (দেখ) । ১১

ত্রিমেত্র্য বৃষভারুণ শঙ্কুং ধ্যায়ন্ । ওঁ তুঃ ওঁ তুৰঃ ওঁ বঃ ওঁ মহঃ ওঁ
জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্ ॥ ওঁ তৎসবিতুর্বরেনাং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি ।
ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওঁ আপো জ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্ম তুত্বং
স্বরোম্ (সূবরোম্) ॥ ১১

আচমন

গোকার্পাকৃতি দক্ষিণ হস্তে অন্ন পরিমাণ জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র
পাঠপূর্বক আচমন করিবে । একবার মন্ত্রপাঠ করিয়া তিনবার জলপান
করিবে । আচমনের শেষে ওষ্ঠমার্জনাডিও আচমন প্রকরণাদ্বারা
অঙ্গুষ্ঠান করিবে ।

প্রাতঃসম্ব্যাস আচমনের মন্ত্র

সূর্য্যশ্চ যেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মধ্ববিঃ প্রকৃতিহৃদ আপো দেবতা আচমনে
বিনিরোগঃ ।

ওঁ সূর্য্যশ্চ বা মন্যশ্চ মন্যুপতরশ্চ । মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপভ্যো
বক্ষন্তাম্ । যদ্রাত্রিরা (যদ্রাত্ৰা) পাপ-মকাবিষং (মকারং) মনসা

অনুবাদ—‘সূর্য্যশ্চ বা’ ইত্যাদি মন্ত্রের ব্রহ্মা ধ্ববি, প্রকৃতি হৃদঃ,
জল দেবতা এবং আচমনে প্ররোগ হয় ।

সূর্য্য, যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি দেবগণ অসম্পূর্ণ যজ্ঞবিহিত পাপ
হইতে (অথবা ক্রোধ এবং ক্রোধপতি ইন্দ্রিরগণ ক্রোধজনিত পাপ হইতে)
আমাকে রক্ষা করুন (অর্থাৎ আমার যেন এরূপ ক্রোধ না হয় বাহাতে
আমি কোন কুকার্য্য করিয়া ফেলি) । আমি রাত্রিকালে (অজ্ঞানে)
অন্ন, বাক্য, হস্তধর, পাদধর উদর ও লিঙ্গ দ্বারা যে সমুদায় পাপকার্য্য
করিয়াছি রাত্র্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহা নষ্ট করুন । আঘাতে আর যে
কিছু পাপ আছে, সেই সমস্ত পাপ এবং সেই পাপের কৰ্ত্তা আমাকে

অগ্নিষ্ট মেতি মতস্য ব্রহ্মধ্বিঃ প্রকৃতিচ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে
বিনিয়োগঃ ।

ওঁ অগ্নিষ্ট মা মহ্যাষ্ট মন্যুপতরশ্চ । মন্যুকৃত্যঃ পাপেভ্যাম-
রক্ততাম্ । যদহা পাপমকারিষ্য (মকার্ষ্য) মনসা বাচা হস্তাভ্যাং গন্ত্যা-
মুদরেণ শিখা । অহস্ত-দবলম্পতু, যৎ কিঞ্চ ছরিতং ময়ি । ইদমহং
মামমৃতধোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ১৪

পুনর্ন্যাজ্ঞান

ওঁ (বলিয়া মন্তকে জলের ছিটা দিবে) ভূভুবঃ স্বঃ (বলিয়া মন্তকে
জলের ছিটা দিবে) । ‘তৎসবিতুর্করেণ্যং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি । ধियो যো নঃ
প্রচোদয়াৎ’ (বলিয়া মন্তকে জলের ছিটা দিবে) ।

আমার যে কিছু পাপ আছে, জল সেই সকল পাপ হইতে আমাকে
পবিত্র করুন । সেই সমস্ত পাপ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যাউক । ১৩

অনুবাদ ।—‘অগ্নিষ্ট মা’ ইত্যাদি মন্ত্রের ব্রহ্ম ধ্বি, প্রকৃতিচ্ছন্দঃ,
জল দেবতা এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয় ।

অগ্নি, ক্রোধ ও ক্রোধপতি ইন্দ্রিয় সকল ক্রোধজনিত পাপ হইতে
অথবা অগ্নি যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদিদেবতা সকল অসম্পূর্ণ যজ্ঞ কৃত পাপ
হইতে আমাকে রক্ষা করুন । আমি দিবাভাগে (অজ্ঞানে) মন, বাচ্য
হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, উদর এবং লিঙ্গ দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, দিবাধিতাজী
দেবতা তাহা নষ্ট করুন । আমাতে অর্থাৎ আমার শরীরে যে কিছু
পাপ আছে, সেই সকল পাপ এবং পাপের কর্তা আমাকে অর্থাৎ আমার
লিঙ্গ শরীরকে আমি জগৎকারণ অমৃতধোনি চৈতন্যশক্তি প্রকাশক
জ্যোতির্শ্বর সত্যরূপে অর্থাৎ পরব্রহ্মে হোম করিলাম । ঐ সমস্ত পাপ
নিঃশেষে ভস্মীভূত হউক । ১৪

আপো হি ঠেতি ঋক্‌ত্রস্য সিদ্ধ্বীপধির্গায়ত্রীহ্ম আপো দেবতা
মার্জ্জনে বিনিরোগঃ । ওঁ আপো হি ঠা ময়ো ভুব, স্বা ন উর্ধ্বে স্বাতন,
মহে রণায় চকসে । ওঁ যো বঃ শিবতমোরস, -স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ ।
উশতীরিব মাতরঃ । ওঁ তন্মা অরং গমাম বো, বস্য কন্মার জিবথ ।
আপো জনরথা চ নঃ ॥ (এই মন্ত্র বলিয়া মন্তকে জলের ছিটা দিবে) । ১৫

অবমর্ষণ

অনন্তর দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণীকৃতি করিয়া তাহাতে জলগণ্ডু গ্রহণ
পূর্বক নাসিকাগ্রে ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনটা পাঠ করিবে । এই সময়
মনে মনে চিন্তা করিতে হইবে যে নিঃশ্বাসের সহিত শরীরভ্যন্তরস্থ
পাপরাশি নির্গত হইয়া ঐ জলে মিশিয়াছে, তারপর ঐ জল সজোরে
বামপার্শ্বস্থ ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে । এই প্রক্রিয়াকেই অবমর্ষণ বলে ।
সকম হইলে এইরূপ তিনবার করিবে, কিন্তু তিনবার করিলে প্রত্যেক
বারে মন্ত্রও পড়িতে হইবে ।

অবমর্ষণ মন্ত্র, যথা—

ঋতমিত্যস্য ঋক্‌ত্রস্য অবমর্ষণধিঃসুপ্‌হ্মো ভাববুদ্ভি দেবতা
অখমেধাবভূথে বিনিরোগঃ ।

ওঁ ঋতক সত্যকাটীকা-স্তপসোহধ্যাজারত ।

ততো রাজ্যাজারত, ততঃ সমুদ্রো অর্ধবঃ ॥

ওঁ সমুদ্রাদর্শবাদধি, সংবৎসরো অজারত ।

অহোরাত্রাণি বিদধন, বিশ্বস্য মিবতো বনী ॥

অনুবাদ—‘আপো হি ঠা’ ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ের সিদ্ধ্বীপ ধবি, পায়ত্রী
হ্মঃ, জল দেবতা এবং মার্জ্জনে ইহার প্ররোগ হয় । [৩৪।৫ মন্ত্রের
অনুবাদ দ্রষ্টব্য ।] ১৫

অনুবাদ—‘ঋতম্’ ইত্যাদি মন্ত্রের অবমর্ষণ ধবি, অনুদ্রুপ্‌ হ্মঃ,

ও সূর্য্যোচ্চয়সৌ স্বাতা, যথাশূর্য্যমকল্পয়ৎ ।

দিবক পৃথিবীকান্তরিকমথো বঃ ॥ * ১৬

জলাঞ্জলি

অনন্তর হস্তপ্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া, সূর্য্যোত্তিমুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত গায়ত্রী মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া সূর্য্যের দিকে তিন অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে। মধ্যাহ্নে একবার গায়ত্রী পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি মাত্র জল নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্র, যথা—

ও ভূবঃ স্বঃ । তৎসবিতুর্ভরগ্যাং, ভর্গো দেব্যা ধীমহি । ধियो
য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১৭

সূর্য্যোপস্থান

অনন্তর সূর্য্যোত্তিমুখে দাঁড়াইয়া (উত্তর পদাঙ্গের উপর অঙ্গভার রাখিয়া দাঁড়াইয়া) নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনটি উচ্চারণ করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যার ও সারংসন্ধ্যার কৃতাজলি ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যার উর্দ্ধবাহ হইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়।

উহ্যামিত্যস্য প্রকথ ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে
বিনিয়োগঃ ।

ও উহ ত্যাং জাত-বেদস্যং, দেবং বহন্তি কেতবঃ ।

দৃশে বিশ্বার সূর্য্যম্ ॥ ১৮

ভাববৃত্তি অর্থাৎ রাত্রি প্রভৃতি পদার্থ দেবতা এবং অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে দ্বান-
কার্য্যে প্রয়োগ হয় । [অবশিষ্টাংশ ৬ষ্ঠ মন্ত্রের অন্তর্বাদ দ্রষ্টব্য ।] ১৯

অন্তর্বাদ—৬১ পৃঃ গায়ত্রীর অর্থ দ্রষ্টব্য । ১৭

অন্তর্বাদ—‘উহ্যামি’ ইত্যাদি মন্ত্রের প্রকথ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ,
সূর্য্য দেবতা এবং সূর্য্যোপস্থানের প্রয়োগ হয় ।

* ‘বঃ’ স্থানে ‘স্ববঃ’ পাঠ করিবে ।

ଚିତ୍ରମିତ୍ୟା କୁଂସଃ। ବିଷ୍ଣୁଃ ପୁଂସଃ । ହର୍ଷୋଦେବତା ହର୍ଷୋପହାସେ
ବିନିରୋଗଃ ।

ଓଁ ଚିତ୍ରଂ ଦେବାନା-ମୁଦଗା-ନନୀକଂ, ଚକ୍ରୁର୍ହିତ୍ରସ୍ୟ ବରୁଣସ୍ୟାୟେ । ଆପ୍ରା
ହ୍ମାବାପୁଷିବୀ ଅନ୍ତରିକ୍ଷଂ, ହର୍ଷ ଆପ୍ରା ଜଗତନ୍ତସୁବଚ ॥ ୧୯

ଓଁ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣେ, ନମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣେତ୍ୟୋ, ନମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟେତ୍ୟୋ, ନମଃ ଶାସିତ୍ୟୋ,
ନମୋ ଦେବେତ୍ୟୋ, ନମୋ ବେଦେତ୍ୟୋ, ନମୋ ବାୟବେ ଚ, ମୃତ୍ୟୁବେ ଚ, ବିଷ୍ଣୁବେ ଚ,
ନମୋ ବୈଶ୍ରବଣାୟ ଚୋପଜାୟତ ॥ ୨୦

ଅଙ୍ଗସ୍ଥାସ

“ଓଁ ହୃଦୟାୟ ନମଃ” ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିয়া ଦକ୍ଷିଣହସ୍ତର ତର୍ଜ୍ଜନୀ
ମଧ୍ୟମା ଓ ଅନାମିକାର ଅଗ୍ରଭାଗ ଦ୍ଵାରା ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ । “ଭୂ ଶିରସେ
ସ୍ଵାହା” ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିয়া ମଧ୍ୟମା ଓ ତର୍ଜ୍ଜନୀର ଅଗ୍ରଭାଗ ଦ୍ଵାରା ମନ୍ତ୍ରକ
ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ । “ଭୂ ଶିଖାୟେ ବସଟ୍” ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବଲିୟା ବୃଜ୍ଞାଙ୍ଗୁଳର
ଅଗ୍ରଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଶିଖା ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ । “ବଃ କବଚାୟ ହଂ” ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବଲିୟା
ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ହସ୍ତର ମଞ୍ଜୁଳର ଦ୍ଵାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ବାହ

ଜଗତ୍ତ୍ଵେ ପ୍ରାକାଶନାର୍ଥ କିରଣମୁହଃ ସେହି ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ ତେଜୋମୟ
ହର୍ଷ ଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି । ୧୮

ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଦ—‘ଚିତ୍ରମ୍’ ଇତ୍ୟାଦି ଋଷେର କୁଂସ ଶାସି, ତ୍ରିଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦଃ,
ହର୍ଷ ଦେବତା ଏବଂ ହର୍ଷୋପାସନାୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୟ ।

ମିତ୍ର-ବରୁଣ-ଅଗ୍ନି ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାର ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଜଗତ୍ତ୍ଵେ ପ୍ରାକାଶକ,
ସମଗ୍ର ଦେବତାର ସମସ୍ତିବରୁଣ, ହାବର ଓ ଜଜ୍ଞମେର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହର୍ଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରୂପେ
ଉଦ୍ଘିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ; ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ରସ୍ମିଜାଳେ ସ୍ଵର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ଆକାଶଙ୍କେ ପରି-
ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି । ୧୯

ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଦ—ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ, ବେଦାଧ୍ୟାପକଗଣ, ଶାସିଗଣ, ଦେବଗଣ,
ବେଦସକଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବୈଶ୍ରବଣ-ଈହାଦିଗଣଙ୍କେ ପ୍ରଣାମ କରି । ୨୦

স্পর্শ করিবে। “স্বঃ অস্ত্রায় কট্” এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা যোগ করিয়া বাম করতলে আঘাত করিয়া তালি দিবে। এইরূপ তিনবার করিবে।

গায়ত্রী আবাহন

কৃতান্তলি হইবা নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গায়ত্রী দেবীর আবাহন করিবে।

ওঁ আরাহি বরদে দেবি ত্র্যম্বকে ব্রহ্মবাদিনি।

গায়ত্রি চন্দ্রসাং যাত ব্রহ্মযোনি নমোহস্তু তে ॥ ২১

[গায়ত্রী জপের পূর্বে ও পবে গায়ত্রী কবচ পাঠ করিবে এবং গায়ত্রীক শাপোদ্ধাব পাঠ করিবার পর গায়ত্রী জপ করিবে]।

গায়ত্রীর ঋত্বাদি

গায়ত্রা বিশ্বামিত্র ঋষি গায়ত্রী চন্দ্রঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ ॥ ২২

গায়ত্রীর ধ্যান

প্রাতঃসন্ধ্যায়

ওঁ কুমারী মৃগবেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।

হংসস্থিতাং কুশহস্তাং ধর্ম্যমণ্ডল-সংস্থিতাম্ ॥ ২৩

অনুবাদ—হে বরদাত্রি, হে দেবি, হে অক্ষরত্রেয়ময়ি, (প্রণব স্বরূপে), হে বেদপ্রকাশিনি, হে বেদমাতাঃ পরব্রহ্মোক্তবে গায়ত্রি, তুমি আগমন কর, তোমাকে প্রণাম করি। ২১

অনুবাদ—গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী চন্দ্রঃ, সবিতা (জগৎ প্রসবিতা পরমেশ্বর) দেবতা, এবং জপে ও উপনয়নে প্রয়োগ হয়। ২২

অনুবাদ—প্রাতঃকালে গায়ত্রীদেবীকে কুমারী, ঋত্থেদধারিণী,

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় ।

ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাং তর্কাস্থাং পীতবাগসম্ ।

সুবতীং যজুর্কেদাং সূর্য্যমণ্ডল -সংস্থিতাম্ ॥ ২৪

সায়ংসন্ধ্যায়

ওঁ সায়ংস্নে শিবরূপাং, বুদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্ ।

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যাহ্নাং, সামবেদ-সমাবৃত্তাম্ ॥ ২৫

গায়ত্রী জপ

ওঁ ভূ ভূবঃস্বঃ । তৎসবিতুর্ভরগোং,

ভর্গো দেবস্য ধীমহি । ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ২৬*

গায়ত্রী মন্ত্র অন্ততঃ মশবার জপ করিবে ।

জপের নিয়ম—প্রাতঃ সন্ধ্যায় বৃকের কাছে বাঁ হাত চিৎ করিয়া তাহার উপর ডান হাত চিৎ করিয়া রাখিয়া, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় বৃকের কাছে ডান হাত কাইৎ করিয়া তাহার উপর বাঁ হাত কাইৎ করিয়া রাখিয়া, এবং

ব্রহ্মরূপা, হংসাকৃতা, কুশহস্তা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা এই প্রকার চিন্তা করিবে । ২৩

অনুবাদ—মধ্যাহ্নে গায়ত্রীদেবীকে সুবতী, যজুর্কেদধারিণী, বিষ্ণুরূপিণী, গরুড়াকৃতা, পীতবসনা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা এইরূপ চিন্তা করিবে । ২৪

অনুবাদ—সায়ংস্নে গায়ত্রীদেবীকে বুদ্ধা, সামবেদ-ধারিণী, কৃষ্ণরূপা, বৃষভাকৃতা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা এইরূপ চিন্তা করিবে । ২৫

অনুবাদ—২৬এর অনুবাদ পূর্বে (৩১ পৃষ্ঠার) দ্রষ্টব্য । ২৬

যোগী বাস্তবিক্য :—

ওঁ কারং পূর্ব্বমুচ্চাৰ্য্য ভূভূবঃ স্বততঃ পরম্ ।

গায়ত্রী প্রণবচ্চান্তে জপ এবমুদাহৃতঃ ॥

সায়ংসন্ধ্যার বৃকের কাছে ডান হাত উপুড় করিয়া তাহার উপর বাঁ হাত উপুড় করিয়া রাখিয়া ডান হাতের অন্তর্গত পৈতা জড়াইয়া, উত্তরীয় থাকিলে উত্তরীয়ের তিতর ঐরূপে দুই হাত রাখিয়া, ডান হাতেই জপ করিবে। গায়ত্রী জপকালে অন্তর্গত অগ্র পর্ব দ্বারা যথাক্রমে অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব, কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব, অনামিকার অগ্রপর্ব, মধ্যমার অগ্র পর্ব ও তর্জনীর অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব ধরিয়া জপ করিলে ১০ বার জপ হইবে। প্রত্যেক অন্তুলির পর্ব অর্থাৎ পাব ধরিবে; গ্রন্থি অর্থাৎ গাইট ও অগ্রভাগ ধরিবে না এবং অন্তর্গত ও অগ্রপর্ব দিয়া ধরিবে, অগ্রভাগ দিয়া ধরিবে না।

গায়ত্রীর বিসর্জন

জপ করিবার পর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জল দিয়া গায়ত্রী দেবীর বিসর্জন করিবে।

ও মহেশবদনোৎপত্তা, বিষ্ণোহৃদয়সম্ভবা।

এক্ষণা সমুজ্জাতা, গচ্ছ দেবি যথেক্ষয়া ॥ ২৭

উপর্যুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এক অঞ্জলি কিংবা এক কুশী জল ফেলিতে হইবে।

ও অনেন জপেন ভগবন্তা-বাদিত্যন্ত্রো প্রীয়েতাম্। ও আদিত্য-শুক্লাভ্যাং নমঃ ॥ ২৮

অনুবাদ—হে দেবি গায়ত্রি, তুমি মহেশ্বরের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি বিষ্ণুর হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ, এবং হে দেবি গায়ত্রি, ব্রহ্মা তোমাকে বিদিত আছেন। এক্ষণে হে দেবি গায়ত্রি, তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে গমন কর। ২৭

অনুবাদ—এই জপ দ্বারা ভগবান্ আদিত্য ও শুক্র উভয়ে হউন। আদিত্য ও শুক্রকে জল দ্বারা কৃপণ করি। ২৮

এই মন্ত্র বলিয়া এক অঙ্কলি বা এক কুশী জল কেলিতে হইবে

আত্মরক্ষা

জাতবেদস ইত্যাস্য কশ্চপ ঋষিষ্টিপ্ ছন্দোয়িদেবতাঅরক্ষার্যং জপে
বিনিয়োগঃ। ও জাতবেদসে সুনবাম সোম-মরাভীয়াতো নিদহাতি
বেদঃ। স নঃ পৰ্বদতি দুৰ্গাণি বিশ্বা, নাবেব সিদ্ধুং হুরিতাত্যয়িঃ ॥ ২৯

এই মন্ত্র বলিয়া আপনার চারিদিকে জলবেষ্টন করিবে।

রুদ্রোপস্থান

অতঃপর রুতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে :—

ঋতমিত্যস্য কালামিরুদ্র ঋবিরমুষ্টিপ্ ছন্দো রুদোদেবতা রুদ্রোপস্থানে
বিনিয়োগঃ।

ও ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।

উর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমোনমঃ ॥ ৩০

অনুবাদ—জাতবেদসে ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি কশ্চপ, ছন্দঃ ঋষ্টিপ্, দেবতা অগ্নি এবং আত্মরক্ষার্থ জপে প্রয়োগ হয়। আমরা অগ্নির প্রীতির জন্য সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। সেই অগ্নি আমাদের শত্রুকে ধন ভস্ম করুন, এবং নাবিক নৌকা দ্বারা যেমন নদী পার করে, অগ্নি সেইরূপ সমস্ত দুঃখ হইতে এবং দুঃখের হেতুভূত পাপ হইতে আমাদের পক্ষপাত করুন। ২৯

অনুবাদ—ঋতমিতি মন্ত্রের ঋষি কালামিরুদ্র, ছন্দঃ অমুষ্টিপ্, দেবতা রুদ্র এবং রুদ্রোপস্থানে প্রয়োগ হয়। যিনি প্রকৃত পক্ষে সত্য, যিনি ভক্তানুগ্রহের নিমিত্ত উমাধন্বন্তরাস্বক পুরুষরূপ ধারণ করেন, যিনি দক্ষিণে মহেশ্বর ভাগে কৃষ্ণবর্ণ, বামে উমাভাগে পিঙ্গলবর্ণ; যিনি যোগ বলে উর্দ্ধরেতা, এবং যিনি জিনয়ন বলিয়া বিরূপাক্ষ, সেই বিশ্বরূপ পরব্রহ্মকে আমি বারংবার প্রণাম করি। ৩০

ପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ବଳିଦ୍ୱାରା ଏହି ଏକ ଅଞ୍ଜଳି ଜଳ ଦିବେ ।
 ଓ ତ୍ରାକ୍ତେ ନୟଃ । ଓ ବିକ୍ରାବେ ନୟଃ । ଓ ଋତ୍ତାୟ ନୟଃ । ଓ ବରୁଣାୟ
 ନୟଃ ॥ ୩୧

ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଚ୍ଚା

ଅନନ୍ତର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯଜ୍ଞ ବଳିଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କେ ଅର୍ଘ୍ୟାଞ୍ଜବ୍ୟ ବା କେବଳଯାଜ୍ଞ
 ଜଳଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଚ୍ଚା ଦିଆ ନୟଞ୍ଜାର କରିବେ । ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଚ୍ଚା ଯଜ୍ଞ, ଯଥା—

ଓ ନୟୋ ବିବନ୍ଧତେ ତ୍ରାକ୍ତନ୍ ଭାନ୍ଧତେ ବିକ୍ରୁତେଜସେ ।

ଜଗଃସବିତ୍ରେ ଗୁଚ୍ଚରେ, ସବିତ୍ରେ କର୍ମଦାୟିନେ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରଯଜ୍ଞ୍ୟ ଓ ନୟଃ ଶ୍ରୀସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ॥ ୩୨

ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ।

ଓ ଜବାକୁହମସଞ୍ଜାଶଂ କାଶାପେୟଂ ଯହାହାତିମ୍ ।

ଧ୍ୱାନ୍ତାରିଂ ସର୍ବପାପୟଂ ପ୍ରଣତୋହିନ୍ତି ଦିବାକରମ୍ ॥

ଓ ନୟୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନୟଃ । ୩୩

ଓ ନୟଃ ସବିତ୍ରେ ଜଗଦେକଚକ୍ରୁଷେ ଜଗତଃ-ପ୍ରସୂତି-ସ୍ଥିତି-ନାଶ-ହେତବେ ।

ତ୍ରୟୀୟାୟ ତ୍ରିଶୁଖାଧ୍ୟାଧାରିଣେ ବିରିନ୍ଧି-ନାବାୟନ-ଶବ୍ଦବାନ୍ଧ୍ୱାନେ ॥ ୩୪

ଅନୁବାଦ—ତ୍ରାକ୍ତା, ବିକ୍ରୁ, ଋତ୍ତ, ଓ ବରୁଣଙ୍କେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତ କରି । ୩୧

ଅନୁବାଦ—ହେ ପରବ୍ରହ୍ମବରୁଣ ସବିତୃଦେବ, ତୁମି ଶେଷସ୍ତ୍ରୀ, ନୀତିସ୍ଥାନ,
 ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତେଜେବ ଆଧାର, ଜଗତେବ କର୍ତ୍ତା, ପବିତ୍ର, କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ,
 ତୋହାଙ୍କେ ପ୍ରଣାମ କରି । ଏହି ଅର୍ଘ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କେ ଅର୍ପଣ କରିଣାମ । ୩୨

ଅନୁବାଦ—ଜବାପୁଷ୍ପେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁବର୍ଣ୍ଣ, କଞ୍ଚୁପେର ପୁତ୍ର, ଅତିଶର
 ଦୀପ୍ତିଶାଳୀ, ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶୀ, ସକଳ ପାପେର ନାଶକ ଦିବାକରଙ୍କେ ପ୍ରଣାମ
 କରି । ୩୩

ଅନୁବାଦ—ଜଗତେର ଏକଯାଜ୍ଞ ଚକ୍ରଃସ୍ୱରୂପ, ଜଗତେର ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତି

পরে সন্ধ্যাদি কার্যের ন্যূনতা পরিহারকরে ডান হাতে এক গণ্ডু বজ্র লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া গায়ত্রীম্বৈরীকে দিবে।

ওঁ বদক্ষরং পরিব্রষ্টং মাত্ৰাহীনঞ্চ বদভবেৎ ।

পূর্ণং ভবতু তৎ সৰ্বং ত্বংপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী ॥ ৩৫

অতঃপর আচমন করিবে। সূর্য্যোদয়ের পূর্বে ব্রহ্মযজ্ঞানুকর বেদচতুষ্টয়ের আদি মন্ত্র চতুষ্টয় (যজুর্বেদী সন্ধ্যার পরে দ্রষ্টব্য) উচ্চারণ করিবে। এই মন্ত্র চতুষ্টয় প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়াং সন্ধ্যায় পাঠ করিবে না। কেবল মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় পাঠ করিবে।

ইতি সামবেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগ সমাপ্ত ।

ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা

(এই সন্ধ্যা উপনীত ঋগ্বেদি-ব্রাহ্মণগণের কর্তব্য) ।

ওঁ ভদ্রবিক্রোঃ পরমং পদং, সদা পশুস্তি স্তবয়ঃ । দিবীং চক্ষুরাততম্ ।”

এই মন্ত্রে আচমন প্রকরণে লিখিত নিয়মানুসারে দুইবার আচমন ও বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া নিম্নলিখিত ছয়টি মন্ত্র পাঠ করিবে এবং প্রত্যেকবার নিজের মস্তকে জলের ছিটা দিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ার নাম আপোমার্জ্জন বা মৃদঙ্গান ।

ও সংহাবের হেতু, ত্রিবেদান্বক, ত্রিগুণান্বক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপ সন্নিবিষ্ট দেবতাকে নমস্কার করি। ৩৬

অনুবাদ—হে সুরেশ্বরী, আমার এই সকল মন্ত্রোচ্চারণে যদি কোন অক্ষর পরিব্রষ্ট হইয়া থাকে, এবং যদি কোন অক্ষর মাত্ৰাহীন হইয়া থাকে, সেই সকল তোমার প্রসাদে সম্পূর্ণ হউক। ৩৫

স্বাভাবিক

ও শর আপো ধর্য্যতাঃ, শর নঃ সফল্য্যাঃ ।
 শরঃ সমুদ্রিরা আপঃ শর নঃ লভ্য কৃপ্যাঃ ।১
 ও ক্রপদাদিব যুতানঃ, শিরঃ দাতো মলাদিব ।
 পূতং পবিত্রেণেবাজ্য-মাপঃ শুদ্ধত্ব বৈমলঃ ॥ :
 ও আপো হি ঠা মনোভুব-জ্ঞা ন উর্জে দধাতন
 মহে রণার চক্ষসে ॥ ৩
 ও বো বঃ শিবতমো রস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ ।
 উশতীরিব মাতরঃ ॥ ৪

অনুবাদ ।—মরুদেশস্থ জল আমাদের মঙ্গলদায়ক হউন । জলময় দেশস্থ জল আমাদের কল্যাণদায়ক হউন । সমুদ্রস্থ জল আমাদের মঙ্গলকর হউন, এবং কুপোদ্ভব জল আমাদের মঙ্গলজনক হউন ।১

অনুবাদ ।—স্বর্গীয় ব্যক্তি বুদ্ধমূল আশ্রয় করিয়া বেক্লপ স্বর্গ হইতে বিযুক্ত হয়, জ্ঞান করিলে বেক্লপ শারীরিক মল হইতে বিযুক্ত হওয়া যায়, সংস্কার বিধি দ্বারা দ্ব্যুত বেক্লপ পবিত্র হয়, তদ্রূপ জলসমূহ আমাকে পাপ হইতে পবিত্র করুন ।২

অনুবাদ ।—হে জল সকল, যেহেতু তোমরা সুখদায়ক হও, সেই হেতু তোমরা আমাদের ইচ্ছালোকে অসম্ভোগে এবং পরলোকে সেই স্বর্গ ও রমণীর ব্রহ্মদর্শনে অধিকারী কর ।৩

অনুবাদ ।—পুত্রহিঁতেষীণী জননীসকল বেক্লপ স্বীয় শুভরস পান করাইয়া পুত্রের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ হে জলসকল, ইহকালে তোমরাও আমাদের ভোমাদের মঙ্গলময় রসভোগে অধিকারী কর ।৪

ও তন্মা অরং গম্যম বো, যন্ত করায় বিষম ।

আপো জনন্থা চ নঃ ॥ ৫

ও ঋতঞ্চ সত্যাকাঙ্ক্ষীকৃতপসোঃধ্যজায়ত ।

ততো রাজ্যজায়ত, তন্তঃ সমুদ্রো অর্ঘবঃ ॥

ও সমুদ্রাদর্শবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত ।

অহোরাত্রাপি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিবতো বশী ॥

ও সূর্য্যচক্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ ।

দিবঞ্চ পৃথিবীকান্তরিক-মথো যঃ * ॥ ৬

অনুবাদ।—হে জলসকল, তোমরা তোমাদের বে রস দ্বারা জগতের সকলস্থানে সকল পদার্থকে পরিভূষ করিতেছ, সেই রস দ্বারা আমরাও যেন পরিভূষ হই, এবং তোমরাও আমাদেরিগকে সেইরূপ রসভোগে অধিকারী কর । ৫

অনুবাদ।—মহাপ্রলয়ে ঋত ও সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মই কেবলমাত্র বিদ্যমান ছিলেন এবং সেই সময় সমস্তই গাঢ় অন্ধকারময় ছিল । অনন্তর সর্ব্বভোভাবে ফলোন্মুখ অদৃষ্ট নিবন্ধন (অর্থাৎ জীবের প্রাক্তন কর্ম্মহেতু) সৃষ্টির মূল স্বরূপ জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল । তৎপরে সেই প্রলয় পরোধি জল হইতে প্রকাশমান জগতের নিষ্কাশে সমর্থ ব্রহ্মা জন্মিলেন । তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির ত্রায় দিবাপ্রকাশক সূর্য্য এবং রজনী প্রকাশক চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে দিন ও রাত্রি হইতে লাগিল । এই প্রকারে দিন ও রাত্রি হওয়ার সংবৎসরের সৃষ্টি হইল । অতঃপর ব্রহ্মা ক্রমে ক্রমে পৃথিবী, আকাশ স্বর্গ এবং মহরাদি লোকের সৃষ্টি করিলেন । ৬

* ‘যঃ’ স্থানে ‘স্বযঃ’ পাঠ কর্তব্য ।

প্রাণারাম

প্রথমে আপনার চতুর্দিকে জলবেষ্টন করিয়া কৃতাজলি হইয়া নিম্ন-
লিখিত মন্ত্রসকল পাঠ করিবে।

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নিদেবতা গায়ত্রীছন্দঃ সৰ্ব্বকর্মাৱন্তে বিনিয়োগঃ ॥

সপ্তব্যাহতীনাং বিশ্বামিত্র-জমদগ্নি-ভরদ্বাজ-গৌতমাত্রি-বশিষ্ঠ-কশ্যপা
ঋষয়ঃ, অগ্নিবাযুদিত্যবুহস্পতিবরুণেশ্রবিশ্বদেবা দেবতাঃ, গায়ত্র্যকিগল্পষ্ট্ৰব্
বৃহতীপঙক্তিঋষ্ট্ৰব্ জগত্যাহ্নাংসি প্রাণারামে বিনিয়োগঃ ॥

সাবিত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষিঃ, সবিতা দেবতা, গায়ত্রীছন্দঃ প্রাণারামে
বিনিয়োগঃ ॥

গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতি ঋষিঃ স্রবাস্থ্যগ্নিস্রব্যাস্ততো দেবতাঃ
গায়ত্রীছন্দঃ প্রাণারামে বিনিয়োগঃ ॥৭

অনন্তর দক্ষিণ হস্তের পৈতা সহ বুজাস্থি দ্বারা দক্ষিণ নাসা টিপিয়া
বাম নাসা দ্বারা শ্বাস গ্রহণপূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মার
ধ্যান করিতে করিতে পুরক করিবে।

অনুবাদ ।—প্রাণারামে যে ওঁকার, সপ্তব্যাহতি, গায়ত্রী ও
গায়ত্রীশির উচ্চাবিত হয় সেই ওঁকার মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী,
দেবতা অগ্নি এবং সকল কর্মের প্রারম্ভে প্রয়োগ হয়। (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ
জনঃ তপঃ সত্যম্) এই সাতটি ব্যাহতির বিশ্বামিত্র জমদগ্নি
ভরদ্বাজ গৌতম অত্রি বশিষ্ঠ ও কশ্যপ ঋষি, যথাক্রমে গায়ত্রী
উচ্চিক্ অগ্নষ্ট্ৰব্ বৃহতী পঙক্তি, ঋষ্ট্ৰব্ ও জগতী এই সাতটি
ছন্দঃ, অগ্নি, বাযু, সূর্য্য, বরুণ বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেব এই সাত দেবতা
এবং প্রাণারামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ
সাবিতা দেবতা এবং প্রাণারামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর শির (আপো জ্যোতী
মন্ত্রের) প্রজাপতি ঋষি, ব্রহ্ম বাযু অগ্নি ও সূর্য্য এই চারিটি দেবতা এবং
প্রাণারামে প্রয়োগ হয়। ৭

ও হংসহং বিভূজং রক্তং সাক্ষুদ্রকমণ্ডলুং ।

চতুর্শূরমহং বন্দে ব্রহ্মাণং নাভিহন্তলে ॥ ৮

ও ভূঃ ও ভুবঃ ও স্বঃ ও মহঃ ও জনঃ ও তপঃ ও সত্যং । ও তৎসবিকুর্য্যেণ্যং, ভর্গো দেবস্ত ধীমহি । যিরো রো নঃ প্রচোদয়াং ॥

ও আপো জ্যোতী রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূত্বঃ স্বরোঁ (স্ববরোম্) ॥ ৯

তৎপরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসা টিপিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিকুর ধ্যান করতঃ বায়ু নিরোধরূপ কুস্তক করিবে ।

ও শম্ভ-চক্র-গদাপদ্মধরং গন্ধড়-বাহনম্ ।

হৃদি নীলোৎপলপ্রাচ্যং বিকুং বন্দে চতুর্ভুজম্ ॥ ১০

অনুবাদ ।—নাভিদেশে রক্তবর্ণ, চতুর্শূর, বিভূজ, একহস্তে অক্ষ সূত্র (রুদ্রাক্ষের জপমালা) এবং অপর হস্তে কমণ্ডলুধারী হংসাকৃতি ব্রহ্মাকে ধ্যান করি । ৮

অনুবাদ ।—সূর্য্য-মণ্ডল-মধ্যবর্তি তেজের প্রাণভূত সৃষ্টিস্থিতি-ধ্বংসকারিণী শক্তির অভিন্ন আধারস্বরূপ সেই পরব্রহ্মকে আমি চিন্তা করি । যিনি জন্মমৃত্যু দুঃখাদি বিনাশের নিমিত্ত উপাসনীয় এবং যিনি আমাদের গুরুবুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন । তিনি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যং এই সপ্ত লোককে ব্যাপিয়া আপন জ্যোতিতে প্রকাশিত করিতেছেন । তিনিই জগতের কারণভূত জলস্বরূপ, তিনিই মণিপ্রস্তরাদি স্বাবরে জ্যোতিঃ স্বরূপ এবং তৃণ, বৃক্ষ, ওষধি প্রভৃতির অন্তরে রস স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই মনুষ্য পশু, পক্ষী, কীটাদি জগন্মের অন্তরে চেতনাস্বাক্ষরূপে বিরাজ করিতেছেন ; তিনিই ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্ম এবং তিনিই পৃথিবী, আকাশ এবং স্বর্গ এই ত্রিলোকস্বরূপ । ৯

অনুবাদ ।—হৃদয়ে নীলোৎপলকান্তি সদৃশ চতুর্ভুজ শম্ভ চক্র-গদা পদ্মধারী গন্ধড়াকৃতি শ্রীবিকুকে ধ্যান করি । ১০

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্ । ওঁ তৎ-
সবিতুর্ভরগ্যাং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি । যিরো যো নঃ প্রচোদয়াং ॥

ওঁ আপো জ্যোতী রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূত্বং স্বরোঁ (সুবরোম্) ॥ ১১

অনন্তর দক্ষিণ নাসা হইতে বৃদ্ধানুষ্ঠ সন্নাইয়া লইয়া ঐ নাসা দ্বারা
পূৰ্ণ গৃহীত বাস ত্যাগ করিবে ; বাস একপভাবে ধীরে ত্যাগ করিবে যে,
সম্মুখে শব্দ অর্থাৎ ছাতু থাকিলেও তাহা যেন না উড়িতে পারে । নিম্ন-
লিখিত মন্ত্রে শিবকে মনে মনে ধ্যান করিতে করিতে রেচক করিবে ।
মন্ত্র বর্ণা—

ওঁ শ্বেতং ত্রিশূল-ডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিতম্ ।

ত্রিলোচনং ব্যাঘ্রচর্মপরিধানং বৃষবাহনম্ ।

ললাটে চিত্তুরেং শক্তুং দেবং ভূজগ-ভূষণম্ ॥ ১২

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্ । ওঁ তৎ-
সবিতুর্ভরগ্যাং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি । যিরো যো নঃ প্রচোদয়াং ॥

ওঁ আপো জ্যোতী রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূত্বং স্বরোঁ (সুবরোম্) ॥ ১৩

পুনর্মাজ্জান

ডান হাত উপুড় করিয়া তর্জনী মুড়িয়া মধ্যমার অগ্রভাগ জলে
ধরিয়া (নথ না ঠেকে) নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি ।

নর্মদে সিদ্ধ-কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ১৪

অনুবাদ ।—(১ম মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য) । ১১

অনুবাদ—ললাটে শ্বেতবর্ণ ত্রিশূল ডমরুধারী অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিত
ত্রিনয়ন বৃষভাকৃৎ সর্পালঙ্কৃত ব্যাঘ্রচর্মধারী শক্তকে ধ্যান করিবে । ১২

অনুবাদ —(১৩ মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য) । ১৩

অনুবাদ—গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিদ্ধ এবং
কাবেরী এই জলে অবস্থান করুন । ১৪

• পরে এই জল নিরলিখিত মন্ত্রে নয় বার মন্তকে ছিটাইবে। মন্ত্র
যথা—

আপোহিঠেতি ঋকত্রয়স্য সিদ্ধবীপখবিরাপো দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দো,
মার্জনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপো হি ঠা মরো ভুবঃ (১ বার)।

ওঁ তা ন উর্জৈ দধাতন (১ বার)

ওঁ মহে রণার চক্রে (১ বার)।

ওঁ যো বঃ শিবতমো রসঃ (১ বার)।

ওঁ তস্য ভাজয়তেহ নঃ (১ বার)।

ওঁ উশতীরিব মাতরঃ (১ বার)।

ওঁ তস্মা অরং গমাম বঃ (১ বার)।

ওঁ যস্য ক্ষরায় জিহ্বথ (১ বার)।

ওঁ আপো জনয়থা চ নঃ (১ বার) ॥ ১৫

আচমন

গৌকর্ণাকৃতি দক্ষিণহস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া একবার মন্ত্র পাঠ-
পূর্বক ৩বার জল পান করিয়া যথানিয়মে আচমন করিবে।

প্রাতঃসন্ধ্যার আচমনের মন্ত্র

সূর্য্যশ্চেত্যস্য ব্রহ্মধিঃ সূর্য্য-মহ্য-মহ্যপতরো দেবতাঃ প্রকৃতিচ্ছন্দঃ,
আচমনে বিনিয়োগঃ।

অনুবাদ—‘আপোহিঠা’ ইত্যাদি ব্রহ্মত্রয়ের ঋষি সিদ্ধবীপ, ছন্দঃ
গায়ত্রী, দেবতা জল এবং মার্জনে প্রয়োগ হয় (অবশিষ্টাংশ ৩৪।৫ মন্ত্রেব
অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ১৫

অনুবাদ।—‘সূর্য্যশ্চ’ ইত্যাদি মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, সূর্য্য মহ্য
পতি দেবতা প্রকৃতি ছন্দঃ এবং আচমনে প্রয়োগ হয়।

ও সূর্য্যন্ত মারুত্যাং মন্যুপতরন্ত, মন্যুকৃত্যোভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষতাম্ ।
যত্রাজিরা পাপমকারিণং মনসা বাচা, হস্তাত্যাং পদভ্যাংনুদয়েণ শির্শা ।
রাত্রিস্তবলুপ্ততু যং কিঞ্চ ত্বরিতং যস্মি । ইদমহং মা-মমৃত-যোনৌ সূর্য্যো
জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ১৬

মধ্যাহ্নসন্ধ্যার আচমনের মন্ত্র

আপঃ পুনর্জিত্য বিকুর্ষ্বি-রাপো দেবতা, অচষ্টপ্ ছন্দ, আচমনে
বিনির্গোগঃ ।

ও আপঃ পুনস্ত পৃথিবীং, পৃথী (পৃথিবী) পূতা পুনাতু মাম্ ।
পুনস্ত ব্রহ্মণস্পতি, ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাম্ ॥
যজুচ্ছিষ্ট-মভোজ্যাক, যদ্ বা চুশ্চরিতং মম ।
সর্গং পুনস্ত মামাপো, হসতাক প্রতিগ্রহ-স্ত স্বাহা ॥ ১৭

সূর্য্য, যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইজাদি দেবগণ অসম্পূর্ণ যজ্ঞকৃত পাপ
হইতে (অথবা ক্রোধ এবং ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়গণ ক্রোধজনিত পাপ হইতে)
আমাকে রক্ষা করুন (অর্থাৎ আমার যেন এরূপ ক্রোধ না হয়, বাহাতে
আমি কোন কুকার্য্য করিয়া ফেলি) । আমি রাত্রিকালে ' অজ্ঞানে)
মন, বাক্য, হস্তধর, পাদধর, উদর ও লিঙ্গ দ্বারা যে সমুদায় পাপকার্য্য
করিয়াছি রাজ্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহা নষ্ট করুন । আমাতে আর যে
কিছু পাপ আছে, সেই সমস্ত পাপ এবং সেই পাপের কর্ত্তা আমাকে
আমি জগৎ কারণ সূর্য্যোপাধি জ্যোতিতে অর্থাৎ চৈতন্যশক্তি প্রকাশক
পরমাত্মস্বরূপ সূর্য্যে হোম করিলাম ; সমস্ত পাপ নিঃশেষরূপে নষ্ট
হউক । ১৬

অনুবাদ—‘আপঃ পুনস্ত’ প্রভৃতি মন্ত্রের বিকুর্ষ্বি, জল দেবতা
অচষ্টপ্ ছন্দঃ এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয় ।

জল পৃথিবীকে পবিত্র করুন । পৃথিবী পবিত্র হইয়া আমাকে

সার্বংসঙ্ক্যার আচমনের মন্ত্র

অগ্নিশ্চেত্যস্য রুদ্রঋষি, রম্মি-মহ্ম-মহ্মপতরো দেবতাঃ প্রকৃতিছন্দঃ
আচমনে বিনিরোগঃ।

ওঁ অগ্নিচ মা-মহ্মাচ মহ্মপতরচ, মহ্মাকুতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষ-
স্তাম্। যদহা পাপমকারিষং, মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদভ্যামুদয়েণ শিখা।
অহস্তদবলুপ্তু যং কিঞ্চ ছরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সত্যে
জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ১৮

পবিত্র করুন এবং জল বেদাধ্যাপক আচার্য্যকে পবিত্র করুন। সেই
বেদ পবিত্র হইয়া আমার জীবাত্মাকে অর্থাৎ আমাকে পবিত্র করুন।
উচ্ছিষ্ট ভোজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অসদাচরণ ও অসৎ প্রতিগ্রহ জনিত
আমার যে কিছু পাপ আছে, জল সেই সকল পাপ হইতে আমাকে
পবিত্র করুন। সেই সমস্ত পাপ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যাউক। ১৭

অনুবাদ—‘অগ্নিচ’ ইত্যাদি মন্ত্রের রুদ্র ঋষি, অগ্নি, মহ্ম-
মহ্মপতি দেবতা, প্রকৃতি ছন্দঃ এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয়।

অগ্নি, ক্রোধ ও ক্রোধপতি ইন্দির সকল ক্রোধজনিত পাপ হইতে
অথবা অগ্নি যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদিদেবতা সকল অসম্পূর্ণ যজ্ঞ কৃত পাপ
হইতে আমাকে রক্ষা করুন। আমি দিবাভাগে (অজ্ঞানে) মন, বাক্য,
হস্তধর, পাদদ্বয়, উদর এবং লিঙ্গ দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, দিবাধিষ্ঠাত্রী
দেবতা তাহা নষ্ট করুন। আমাতে অর্থাৎ আমার শরীরে যে কিছু
পাপ আছে, সেই সকল পাপ এবং পাপের কর্তা আমাকে অর্থাৎ আমার
লিঙ্গ শরীরকে আমি জগৎকারণ অমৃতযোনি চৈতন্তশক্তি প্রকাশক
জ্যোতির্ধর সত্যরূপে অর্থাৎ পরব্রহ্মে হোম করিলাম। ঐ সমস্ত পাপ
নিঃশেষে তন্নীকৃত হউক। ১৮

পুনর্জন্ম

পুনরায় অমন্ত্রক আচমন করিয়া নিম্নলিখিত ১৩টি মন্ত্রের এক একটি পাঠ করিয়া নিজের মস্তকে এক একবার জলের ছিটা দিবে।

ওঁ (১ বার), ভূবঃ স্বঃ (১ বার), তৎসবিতুর্ভরগ্যাং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি । ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ (১ বার) ॥ ১৯

আপো-হি-ষ্টেতি নবর্জস্য হৃক্তস্য সিন্ধুদীপ ঋষি-রাপো দেবতা ;
অন্তর্যোরহুট্প, শিষ্টানাং গায়ত্রী ছন্দো, মার্জনে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ আপো হি ষ্টা মরোভুব-স্তান উর্জ্জ দধাতন ।

মহে রণায় চক্ষসে (১ বার) ॥ ২০

ওঁ যো বঃ শিবতমো রস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ ।

উশতীরিব মাতরঃ (১ বার) ॥ ২১

ওঁ তন্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়্য জিহথ ।

আপো জনয়থা চ নঃ (১ বার) ॥ ২২

ওঁ শন্নো দেবী রতীষ্টয়-আপো ভবন্ত পীতয়ে ।

শং যো-রতি প্রবন্ত নঃ (১ বার) ॥ ২৩

অনুবাদ—(৬১ পৃষ্ঠায় গায়ত্রীর অনুবাদ দ্রষ্টব্য) । ১৯

অনুবাদ—‘আপো হিষ্টা’ ইত্যাদি নয়টি মন্ত্রের সিন্ধুদীপ ঋষি, জল দেবতা, শেব মন্ত্রত্রয়ের অহুট্প এবং অবশিষ্ট মন্ত্রের গায়ত্রী ছন্দঃ, মার্জনে ইহার প্রয়োগ হয়। [অবশিষ্টাংশ ৩৪৫ মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য ।] ২০-২২

অনুবাদ ।—দেবতাস্বরূপ জল পাপবিনাশ দ্বারা আমাদের মুখ-
কর হউক ; আমাদের বক্তের নিমিত্ত অর্থাৎ বক্তের অঙ্গস্বরূপ হউক ;
আমাদিগের উৎপন্ন রোগের প্রশমন ও অহুৎপন্ন রোগের অপসারণ করুক ;

ওঁ জ্ঞানান্ বার্থ্যাখ্যং ক্ষয়ন্তীশ্চেষ্টিনাম্ ।

অপো যাচামি ভেষজম্ (১ বার) ॥ ২৪

ওঁ অপ স্ত্র মে সোমো অত্রবী, দন্তর্বিদ্বানি ভেষজা ।

অগ্নিক বিশ্বশত্ৰুবং (১ বার) ॥ ২৫

ওঁ আপঃ পৃণীত ভেষজং, বরুথং তথে মম ।

জ্যোক্ত চ সূর্য্যং দৃশে (১ বার) ॥ ২৬

ওঁ ইদ-মাপঃ প্রবহত, যৎ কিঞ্চ ছরিতং ময়ি ।

যদ্ বাহমভিহ্রদ্রোহ, যদ্ বা শেপ উতানৃতম্ (১ বার) ॥ ২৭

এবং আমাদের পবিত্রতা সম্পাদনের নিমিত্ত আমাদের উপর করিত হউক ১২৩

অনুবাদ।—যে জল শস্য বা ধনের ক্ষয়, মানবগণের জীবনরক্ষক সেই জলের নিকট আমি পাপরূপ ব্যাধি বিনাশের জন্য ঔষধরূপ স্তুতি প্রার্থনা করি ১২৪

অনুবাদ।—সোমদেব আমাকে বলিয়াছেন যে, জলের মধ্যে সমস্ত ঔষধ আছে এবং সমস্ত জগতের স্তুতকর অগ্নিদেবও ইহাতে বর্তমান আছেন ১২৫

অনুবাদ।—হে জল, তুমি আমার দেহের নিমিত্ত ব্যাধিনিবারক ঔষধ পূরণ কর । আমরা যেন নীরোগ শরীরে চিরকাল সূর্য্যকে দেখিতে পাই ১২৬

অনুবাদ।—হে জল, আমাতে যে কিছু অজ্ঞানকৃত পাপ বিদ্যমান আছে কিংবা আমি জ্ঞানপূর্ব্বক অপরের যে অনিষ্ট করিয়াছি, অথবা সাধু-ব্যক্তিকে যে কুবাণী বলিয়াছি এবং যে মিথ্যাকথা কহিয়াছি । তুমি আমায় সেই সমস্ত পাপ দূরে লইয়া যাও ১২৭

ও মাগো অষ্টাধচারিণং, রসেন সমগমহি ।

পরশ্বানম্র আ গহি, তং মা সংসৃজ বর্জসা (১ বার) ॥ ২৮

ও আগো জ্যোতী রসোহমৃতম্ ।

ব্রহ্মভূবঃ বরোঁ (স্ববরোঁ) (১ বার) ॥ ২৯

অম্বমর্ষণ

গৌর্গাকৃতি দক্ষিণহস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া নাসাগ্রে ধরিয়া
এরূপ চিন্তা করিবে যে, দেহের মধ্যে ক্লমবর্ণ যে পাপপুরুষ ব্যাপিয়া
আছে, তাহা এই মন্ত্রের প্রভাবে দেহ হইতে দূরীভূত হইয়া হস্তস্থিত
জলের মধ্যে পড়িল। তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই
হস্তস্থিত জল বামভাগে শিলা আছে মনে করিয়া তাহার উপর সজোরে
নিক্ষেপ করিবে। প্রত্যেক সন্ধ্যার সময়েই মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক এইরূপ
তিনবার অম্বমর্ষণ করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

ঋতক্ষেতি ঋকত্রয়স্যাম্বমর্ষণ ঋষিভবব্রহ্ম দেবতা, অম্বষ্টপ্ ছন্দোহম্ব-
মেধাবভূধে বিনিয়োগঃ ।

ও ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাতীজ্ঞাৎ, তপসোহধ্যজায়ত ।

ততো রাজ্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥ ৩০

অনুবাদ ।—আমি ঋত জলে অবগাহন করিয়াছি এবং ইহার
রসের সহিত মিলিত হইয়াছি। হে অগ্নিদেব, তুমি জলাস্তবর্তী বলিয়া
জলবিশিষ্ট; তুমি আগমন করিয়া তোমার তাদৃশ তেজের সহিত আমাকে
সংযুক্ত কর । ২৮

অনুবাদ ।—(২ম মন্ত্রের অনুবাদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য) ২৯

অনুবাদ—‘ঋতম্’ ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ের অম্বমর্ষণ ঋষি, অম্বষ্টপ্ ছন্দঃ,
ভাবব্রহ্মি অর্থাৎ রাজি প্রভৃতি পদার্থ দেবতা এবং অম্বমেধ

ওঁ সূর্য্যোদয়াদি, সৎসংসারো অজায়ত ।

অহো রাত্ৰাদি বিবন্ধ, বিশ্বস্য মিবতো বন্ধী ॥৩১

ওঁ সূর্য্যোদয়মসৌ ধাতা, যথাপূৰ্ণ-মকল্পয়ৎ ।

দিবঞ্চ পৃথিবী-কাস্তরিক্ষমণো যঃ (সুৰ্য্যঃ) ॥ ৩২

ঋপদেত্যস্য প্রজাপতিঋষি-রাপো দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, সৌত্রামণ্য-
বৃত্তে বিনিয়োগঃ । ওঁ ঋপদাদিব মুহূচানঃ, স্মিয়ঃ স্নাতো মলাদিব ।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্য, মাংসঃ শুক্লম্ভ মৈনসঃ ॥ ৩৩

পরে হাত ধুইয়া আচমন করিবে ।

সূর্য্যার্ঘ্য-প্রাতঃ ও সারংসঙ্ক্যায়

ওঁ কারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নি দেবতা গায়ত্রী ছন্দো, মহাব্যাহতীনাং প্রজা-
পতিঋষিঃ প্রজাপতিদেবতা বৃহতী ছন্দো, গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ
সবিতা দেবতা গায়ত্রীছন্দঃ, সূর্য্যার্ঘ্যদানে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূভূবঃ
স্বঃ । তৎ সবিতুর্করেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি । যিয়ে য়ো নঃ
প্রচোদয়াৎ ॥ ৩৪

যজ্ঞান্তে স্নানকার্য্যে প্রয়োগ হয় । [অবশিষ্টাংশ ৬ষ্ঠ মন্ত্রের অনুবাদ
দ্রষ্টব্য] । ৩০-৩২

অনুবাদ—‘ঋপদাদিব’ ইত্যাদি মন্ত্রের প্রজাপতি ঋষি, জল
দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, সৌত্রামণী যজ্ঞান্তে স্নানকার্য্যে প্রয়োগ হয় ।
(অবশিষ্টাংশ ২য় মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য) । ৩৩

অনুবাদ ।—ওঁকার মন্ত্রের ব্রহ্ম ঋষি, গায়ত্রীছন্দঃ, অগ্নি দেবতা,
ভূভূবঃ স্বঃ এই ব্যাহতিত্রয়ের প্রজাপতি ঋষি, প্রজাপতি দেবতা, বৃহতী-
ছন্দঃ, গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, সবিতা দেবতা গায়ত্রী ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘ্য
দানে প্রয়োগ হয় । (৬১ পৃষ্ঠার গায়ত্রীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । ৩৪

উক্ত মন্ত্র (অর্থাৎ ওঁ কুর্ব্বঃ স্বঃ...প্রচোদয়াৎ) তিনবার পাঠ করিয়া সূর্য্যোস্তিত্যুথে তিনবার জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে ।

সূর্য্যার্ঘ্য—মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়

আ কৃকেনেত্যন্ত হিরণ্যতূপ ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ চন্দঃ
সূর্য্যার্ঘ্যদানে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ আ কৃকেন রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যক ।

হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো বাতি ভুবনানি পশুন ॥৩৫

এই মন্ত্র তিনবার বা একবার পাঠ করিয়া সূর্য্যোস্তিত্যুথে ৩ বার বা ১ বার জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে ।

সূর্য্যোপস্থান—প্রাতঃ ও সারংসন্ধ্যায়

ওঁ অসা-বাদিতো ব্রহ্ম ॥ ৩৬

এই মন্ত্র বলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া এক অঞ্জলি বা এক কুশী জল দিবে ।

সূর্য্যোপস্থান—মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় উর্দ্ধবাহ ও উর্দ্ধমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়াই নিম্ন-
লিখিত দুইটা মন্ত্র পাঠ করিবে ।

উচ্ছ্রামিত্যস্য প্রসুত্ব ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা, গায়ত্রী চন্দঃ, সূর্য্যোপস্থানে
বিনিয়োগঃ ।

অনুবাদ—‘আ কৃকেন’ ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি হিরণ্যতূপ, দেবতা
সবিতা, চন্দঃ ত্রিষ্টুপ্ সূর্য্যার্ঘ্যদানে প্রয়োগ হয় ।

সূর্য্যদেব শূন্যমার্গে পুনঃ পুনঃ ঘুরিতে ঘুরিতে দেবগণকে ও মানব-
গণকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক এবং অখিল লোক উদ্ভাসিত করিয়া
স্ববর্ষের রথে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন । ৩৫

অনুবাদ—ওঁ সূর্য্যদেবই ব্রহ্ম । ৩৬

ও উচ্চতায় জাতবেদসং, দেবং বহন্তি কেতবঃ ।

দূশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ॥ ৩৭

চিত্রমিত্যস্য কুংস ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা ত্রিষ্টুপ্, ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে
বিনিয়োগঃ ।

ও চিত্রং দেবানা-মুদগা-দনীকং, চক্ষুর্শ্রিত্বসা বঙ্গণস্যাগেঃ ।

আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্, সূর্য্য আত্মা জগন্তদুৰ্ব্বচ ॥ ৩৮

গায়ত্রীর অঙ্গস্থান

গায়ত্রী বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রী চন্দো জপে বিনিয়োগঃ ।

প্রথমে জলস্পর্শ করিয়া, তারপর আসনে জলের ছিটা দিয়া, “ও
ভূঃ ও ভুবঃ ও স্বঃ ও মহঃ ও জনঃ ও তপঃ ও সত্যম্” বলিয়া
আসনে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বেব হায তিনবাব প্রাণাশ্বাম কবিবে ।
অনন্তর “ও ভূঃ ও ভুবঃ ও স্বঃ ও মহঃ ও জনঃ ও তপঃ ও সত্যম্”
বলিয়া মন্তকে জলের ছিটা দিয়া— তৎসবিতু র্ভদ্রায় নমঃ বলিয়া
(তর্জনী, মধ্যমা এবং অনামিকা দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে) । বরেণিয়ং

অনুবাদ—‘উচ্চতায় ইত্যাদি মন্ত্বেব ঋষি প্রস্বগ, দেবতা সূর্য্য,
ছন্দঃ গায়ত্রী সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয় ।

জগতের প্রকাশেব নিমিত্ত অগ্নিসম তেজোময় সেই সূর্য্যকে তাঁহার
রশ্মিজাল উর্দ্ধে ধারণ করিতেছে । ৩৭

অনুবাদ—‘চিত্রম্’ ইত্যাদি মন্ত্বেব ঋষি কুংস, দেবতা সূর্য্য,
ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্ এবং সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয় ।

মিত্র বঙ্গণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অধিষ্ঠিত সমস্ত জগতের চক্ষু অর্থাৎ
প্রকাশরূপ দেবসমূহের সৃষ্টিরূপ, স্বাবর ও জলমের আত্মরূপে সূর্য্যদেব
আশ্চর্য্যরূপে উদীয়মান হইয়া স্বীয় কিরণজালে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশ
এই ত্রিভুবনকে আশ্রিত করিয়াছেন । ৩৮

শিরসে স্বাহা বলিয়া (তর্জনী-এবং মধ্যমা দ্বারা বস্তুক স্পর্শ করিবে) ।
 ভূর্গোদেব শিখার ববট (অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে) । ত্রীমহি কবচার
 হং (দুই হাতে হৃদয় স্পর্শ করিবে) । ধিরো যো নো নেত্রজরার
 বোবট (বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল চিৎ করিয়া রাখিয়া
 দক্ষিণহস্তের তর্জনী দ্বারা দক্ষিণ চক্ষুঃ, মধ্যমা দ্বারা ললাট এবং অনামিকা
 দ্বারা বাম চক্ষুঃ স্পর্শ করিবে) । প্রোটোদয়াদজার কটু (দক্ষিণ হস্ত
 মস্তকের চতুর্দিকে ঘুরাইয়া দক্ষিণ তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম করতলে
 আঘাত করিবে) ।

আবাহন

কৃতাজ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে গায়ত্রীর আবাহন করিবে । মন্ত্র যথা—

ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধা ভব ।

গায়ন্তং ত্রায়সে যন্মাদ্ গায়ত্রী স্বং ততঃ স্মৃতা ॥ ৩৯

ওঁ ওজোহসি সহোহসি, বলমসি, ব্রাজোহসি, দেবানাং ধামনামাসি,
 বিশ্বমসি, বিশ্বায়ুঃ সর্বমসি সর্বাযুরভিতুরোন্ম গায়ত্রীমাবাহরামি ॥ ৪০

অনুবাদ—হে বর প্রদায়িনি দেবি, আগমন কর এবং জপ কার্যে
 আমার সন্নিহিত হও । যে ব্যক্তি তোমাকে উচ্চারণ করে, তুমি তাহাকে
 যে হেতু পরিজ্ঞান কর, সেই হেতু তোমাকে গায়ত্রীদেবী বলিয়া সর্বলোক
 অবগত আছে । ৩৯

অনুবাদ—হে গায়ত্রি ! তুমিই ওজঃ-স্বরূপা, তুমিই শক্তি-
 পরাভবকারিণী শক্তিস্বরূপা, তুমিই সকল কর্মবির্কাহক বলস্বরূপা, তুমিই
 দেবতা প্রভৃতির তেজ বা দীপ্তিস্বরূপা, তুমিই দেবতাদিগের সার তেজের
 আধারস্বরূপা, তুমিই জগৎস্বরূপিণী, তুমিই জগতের আয়ুঃস্বরূপিণী,
 তুমিই সব, তুমিই সর্বপাপনাশিনী ও পরমাত্মরূপিণী । হে জগৎপ্রসবিনী
 গায়ত্রি দেবি ! এস, তোমাকে আবাহন করিতেছি । ৪০

ও আরাতু বরদে দেবি অক্ষরং ব্রহ্ম-সম্মিতম্ ।

গায়ত্রীচ্ছন্দসাং যাতঃ, ইদং ব্রহ্মবৃষ নঃ ॥ ৪১

গায়ত্রীর ধ্যান

ও ঋগ্‌যজুঃসাম-ত্রিণানাং তির্ধ্যাগূর্দ্ধাধরদিক্ যট্‌কৃষ্ণিং পঞ্চশিরসমগ্নিমুখীং
ব্রহ্মশিরস্বাং রুদ্রশিখাং সূর্য্যামণ্ডলমধ্যস্থ্যাং কোবেয়বসনাং পদ্মাসনস্থ্যাং
দণ্ডকমণ্ডলকুহ্লাভরাক-চতুর্ভুজাং শুভ্রবর্ণাং শুভ্রাশ্রয়ানুলেপনপ্রগাভরণাং
শরচ্ছত্রসহস্র-প্রভাং সর্বদেবময়ীং ধ্যারেৎ ॥ উক্ত মন্ত্রে গায়ত্রীদেবীকে ধ্যান
করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে । ৪২

গায়ত্রীর জপ

জপ প্রণালীতে (৭৬ পৃ: ১১ পং) গায়ত্রী জপ করিবে ।

ও ভূত্বঃ স্বঃ । তৎসবিতুর্ভরগোং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি । ধियो
য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ও ॥ ৪৩

অনুবাদ—অভীষ্টবরদায়িনি গায়ত্রীদেবি আনন্দ এবং আশাদিগকে
বেদান্ততত্ত্ব দান করিয়া অবিনশ্বর ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিন । ৪১

অনুবাদ—ঋক্‌ যজুঃ ও সাম এই তিনটি বেদ বাঁহার
পদস্বরূপ ; চতুর্দিক এবং উর্দ্ধ ও অধো দিকে বাঁহার
ছয়টি উদর ; বাঁহার শির পাঁচটি, অগ্নিদেব বাঁহার মুখ ; ব্রহ্মা
বাঁহার মস্তক, রুদ্রদেব বাঁহার শিখা ; বিষ্ণু বাঁহার হৃদয় ; যিনি সূর্য্য-
মণ্ডলে অবস্থিতা, পটুবস্ত্র পরিহিতা ও পদ্মাসনে আসীনা ; বাঁহার চারিটি
হস্ত দণ্ড, কমণ্ডলু, জপমালা ও অভয় মুদ্রা দ্বারা চিহ্নিত ; বাঁহার বর্ণ শুভ্র,
এবং চন্দন, মালা, বস্ত্র ও আভরণ শুভ্র, শরৎ ঋতুর সহস্র চক্রে সদৃশ বাঁহার
আভা সেই সর্বদেবময়ী গায়ত্রীদেবীকে প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সারাহ্নে
ধ্যান করিবে । ৪২

অনুবাদ—গায়ত্রীর অর্থ ৬১ পৃষ্ঠার জটব্য । ৪৩

এই গায়ত্রী সাধ্যমত (অন্ততঃ দশবার) জপ করিবে। প্রাতঃ-সন্ধ্যার হাত চিৎ করিয়া, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার হাত কাইৎ করিয়া এবং সারং সন্ধ্যার হাত উপুড় করিয়া জপ করিতে হয়।

উপস্থান বা আশ্রয়রক্ষা

কৃতাজলি হইয়া নিরোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

জাতবেদস ইত্যস্ত কশ্যপ ঋষিরগ্নিদেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সাবিত্র্যপ-স্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোম-মরাভীরতো নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পৰ্বদতি দুর্গাণি বিশ্বা, নাবেব সিদ্ধুং ছুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ৪৪

তচ্ছং যোরিত্যস্য শংযুঋষির্বিধে দেবা দেবতাঃ শকুরীচ্ছন্দঃ সাবিত্র্যপ-স্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্ছং যোরাবুগীমহে, গাতুং যজ্ঞায়, গাতুং যজ্ঞ-পতয়ে। দৈবী স্বস্তিবস্তু নঃ, স্বস্তিস্মাত্মবেভ্যঃ। উর্জং জিগাতু ভেবজং, শম্নো অন্ত দ্বিপদে, শং চতুষ্পদে ॥ ৪৫

অনুবাদ।—‘জাতবেদসে’ ইত্যাদি মন্ত্রের কশ্যপ ঋষি, অগ্নি দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ এবং সাবিত্রীর উপস্থানে প্রয়োগ হয়। আমরা অগ্নির প্রীতির জন্য সোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি, সেই অগ্নি আমাদের শত্রুর ধন ভস্মসাৎ করুন, এবং নাবিক নৌকা দ্বারা যেমন নদী পার করে, অগ্নি সেইরূপ সমস্ত দুঃখ হইতে এবং দুঃখের হেতুভূত পাপ হইতে আমাদেরকে পার করুন ৷ ৪৪

অনুবাদ।—‘তচ্ছংযো’ ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি শংযু দেবতা বিশ্বদেবগণ, ছন্দঃ শকুরী এবং সন্ধ্যোপাসনার সাবিত্র্যপস্থানে প্রয়োগ হয়। উপস্থিত ব্যাধিসমূহের উপশম হেতু এবং ভবিষ্যৎ রোগ সমূহের প্রশমন হেতু যে কার্য্য, আমরা তাহা প্রার্থনা করি। আমরা যজ্ঞের প্রাপ্তি প্রার্থনা করি। আমরা যজ্ঞমানের ফলপ্রাপ্তি প্রার্থনা করি। দেবগণ আমাদের কল্যাণ করুন। আমাদের সন্তানাদির মঙ্গল হউক। অনন্তর আমাদের সকল

নমো ব্রহ্মণ ইত্যাদি প্রজাপতিঋষির্বিষে দেবা দেবতা, জগতীচ্ছন্দঃ সাবিত্র্যপস্থানে বিনিয়োগঃ । ও নমো ব্রহ্মণে, নমো অগ্নয়ে, নমঃ পৃথিব্যৈ, নমঃ ওষধীভ্যঃ । নমো বাচে, নমো বাচস্পত্যে, নমো বিক্রেবে বৃহতে করোমি ॥৪৬

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূর্বাদি দশদিকে প্রণাম করিবে ।

(পূর্বদিকে) ও প্রাচ্যে দিশে নমঃ, ও ইজায় নমঃ । (অগ্নিকোণে) ও আগ্নেয়্যে দিশে নমঃ, ও অগ্নয়ে নমঃ । (দক্ষিণে) ও অব্যাহ্যে দিশে নমঃ, ও ষমায় নমঃ । (নৈঋতে) ও নৈঋত্যে দিশে নমঃ, ও নৈঋতায় নমঃ । (পশ্চিমে) ও প্রতীচ্যে দিশে নমঃ, ও বরুণায় নমঃ । (বারুকোণে) ও বারুভ্যে দিশে নমঃ, ও বারুবে নমঃ । (উত্তরে) ও উত্তীচ্যে দিশে নমঃ, ও কুবেরায় নমঃ । (ঈশানে) ও ঈশান্ত্রে দিশে নমঃ, ও ঈশানায় নমঃ । (উর্দ্ধে) ও উর্দ্ধ্ভ্যে দিশে নমঃ, ও ব্রহ্মণে নমঃ । (অধঃ) ও অধোদিশে নমঃ, ও অনন্তায় নমঃ । অনন্তর ও সন্ধ্যাত্রে নমঃ । ও সাবিত্র্যে নমঃ । ও সরস্বত্যে নমঃ । ও সর্কাত্যো দেবতাত্যো নমঃ । বলিয়া সকল দেবতাকে প্রণাম করিবে ।

গায়ত্রী বিসর্জন

গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তে এক গণ্ডূল জল লইয়া পরপৃষ্ঠালিখিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক জল ত্যাগ করিয়া জপ বিসর্জন করিবে ।

প্রকার অনিষ্ট দূরীভূত হউক । আমাদের হৃদয়বিশিষ্ট পুত্রাদির এবং চতুর্দশবিশিষ্ট গবাদি পশুর সুখশান্তি হউক ॥৪৫

অনুবাদ—‘নমো ব্রহ্মণে’ ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি, দেবতা বিশ্বদেব, ছন্দঃ জগতী, এবং সাবিত্র্যপস্থানে প্রয়োগ হয় । ব্রহ্মাকে প্রণাম করি, অগ্নিদেবকে প্রণাম করি ও পৃথিবীকে প্রণাম করি এবং ওষধীগণকে, বাগদেবতা অর্থাৎ সরস্বতীকে, বাচস্পতি অর্থাৎ বৃহস্পত্যকে ও বহানু বিষ্ণুকে প্রণাম করি । ৪৬

ও উক্তমে শিখরে দেবী তুম্যাং পর্কতমূর্ধনি ।

ব্রাহ্মণৈরভ্যাজাতা গচ্ছ দেবি যথানুধম্ ॥ ৪৭

ভক্তমিত্যস্য বিমদ ঋষি-রস্নিদে বটৈকপদা বিরাট্ ছন্দঃ শাস্তিকরণে
বিনিয়োগঃ । ও ভক্তং নো অপি বাতয় মনঃ ॥ ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ ॥ ৪৮

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মন্তকে জলের ছিটা দিবে ।

সূর্য্যার্ঘ্য

অনন্তর “ও নমো ব্রহ্মণে” বলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া, একটি অর্ঘ্য
হাতে লইয়া বা একটু জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যোদ্দেশে
অর্পণ করিবে ।

ইদমর্ঘ্যম্—ও নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে ।

জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কৰ্ম্মদায়িনে ।

ও ত্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥ ৪৯

সূর্য্য প্রণাম

ও জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাহ্যতিম্ ।

ধ্বাস্তারিং সর্ব্বপাপয়ং প্রণতোহস্মি দিবাকীরম্ ॥ ৫০

অনুবাদ—ভূমিতলে অবস্থিত সূর্য্যের পর্কতের শিখরদেশে গায়ত্রী-
দেবী অবস্থান করেন । হে দেবি, আপনি আপনার উপাসকদিগের নিকট
ভজ্ঞা পাইয়া সেই স্থানেই স্নেহে গমন করুন । ৪৭

অনুবাদ—‘ভক্তম্’ ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি বিমদ, দেবতা অগ্নি, ছন্দঃ
একপদা বিরাট্ শাস্তিকরণে প্রয়োগ হয় । হে অগ্নিদেব, আপনি
আমাদের মনকে আপনাকে প্রার্থনা করিতে প্রেরণ করুন । ৪৮

অনুবাদ—হে সবিতৃদেব, তুমি তেজোময়, দীপ্তিশালী, বিশ্বব্যাপি-
তেজের আধারস্বরূপ, বিশ্বসংসারের কর্তা, পবিত্র, জীবসমূহের কৰ্ম্মপ্রবর্তক ;
তোমাকে প্রণাম করি । এই অর্ঘ্য সূর্য্যকে প্রদান করিলাম । ৪৯

অনুবাদ—জবাপুষ্পের তুল্য লোহিতবর্ণ, কাশ্যপের পুত্র, অতিশয়

‘এই মন্ত্র বলিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে ।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিবে ।

ওঁ আসত্যলোকাদা পাতালা-দা লোকালোকপৰ্ব্বতাং ।

যে সন্তি ব্রাহ্মণা দেবা-স্তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ ॥ ৫১

অনন্তর আচমন করিবে, শিবপূজাদি করিলে প্রাতঃসন্ধ্যার পরেই তাহা সমাপনান্তে উক্তরূপে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা এবং সায়ংকালেও উক্তরূপে সায়ংসন্ধ্যা করিবে ।

ইতি ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগ সমাপ্ত ।

যজুর্বেদি-সন্ধ্যা

[উপনীত যজুর্বেদীয় সৰ্ব্বশাখার ব্রাহ্মণ, কৃত্রিয় ও বৈশ্বগণ এই সন্ধ্যা করিবেন] ।

আচমন

ওঁ তদবিকোঃ পরমং পদং, সদা পশুস্তি সুরয়ঃ ।

দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ১

এই মন্ত্রে যথানিয়মে দুইবার আচমন করিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিবে ।

দীপ্তিশালী, অন্ধকারনাশকারী, সৰ্ব্বপাপহারী দেব দিবাকরকে প্রণাম করি । ৫০

অনুবাদ—উর্দ্ধে, সত্যলোক হইতে নিম্নে পাতাল পর্য্যন্ত এবং চতুর্দিকে লোকালোক পৰ্ব্বত পর্য্যন্ত যে সমুদায় ব্রাহ্মণ এবং দেবতা অবস্থান করেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি । ৫১

অনুবাদ—শূদ্ৰদেশে বিস্তারিত চক্ষু যে প্রকার অনায়াসে সৰ্ব্ব-প্রকাশময় সূর্য্যদেবকে দেখিয়া থাকে, সেই প্রকার জ্ঞানিগণও অক্লেশে বিষ্ণুর বেদাদি শাস্ত্র প্রসিদ্ধ পরম তত্ত্ব সৰ্ব্বদা দেখিয়া থাকেন । ১

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সন্ন্যতি ।

নর্মদে সিদ্ধ কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ২

এই মন্ত্রে জল শুদ্ধি করিয়া মন্তকে জলের ছিটা দিবে ।

মাজ্জান

নিম্নলিখিত এক একটা মন্ত্র এক একবার পাঠ করিয়া মন্তকে এক একবার জলের ছিটা দিবে ।

ওঁ শন্ন আপো ধম্মত্ভাঃ, শমু নঃ সম্বনুপ্যাঃ ।

শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ, শমু নঃ সত্ত্ব কুপ্যাঃ ॥ ৩

ওঁ ত্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্মিঃ স্নাতো মলাদিব ।

পূতং পবিত্রেণেবাজ্য, মাপঃ শুদ্ধস্ত মৈনসঃ ॥ ৪

ওঁ আপো হি ঠা ময়োভুব, স্তা ন উর্জে দধাতন ।

মহে রণায় চক্ষসে ॥ ৫

অনুবাদ—গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিদ্ধ, এবং কাবেরী এই জলে অবস্থান করুন । ২

অনুবাদ—মরুদেশস্থ জল আমাদের মঙ্গলদায়ক হউক । জলময় দেশস্থ জল আমাদের কল্যাণদায়ক হউন । সমুদ্রস্থ জল আমাদের মঙ্গলকারক হউন, কুপোস্তব জল আমাদের মঙ্গলজনক হউন । ৩

অনুবাদ—বর্ষাক্ত ব্যক্তি বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া যেরূপ স্বপ্ন হইতে বিমুক্ত হয়, স্নান করিলে যেরূপ শারীরিক মল হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, সংস্কার বিধি দ্বারা দ্ব্যত যেরূপ পবিত্র হয়, তত্রূপ জলসমূহ আমাকে পাপ হইতে পবিত্র করুন । ৪

অনুবাদ—হে জল সকল, যেহেতু তোমরা স্রষ্টাদায়ক হও, সেই হেতু তোমরা আমাদেরিগকে ইহলোকে অন্তভোগে এবং পরলোকে সেই মহৎ ও রমণীয় ত্র্যম্বকদর্শনে অধিকারী কর । ৫

ও যো বঃ শিবভূমো রস, স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ ।

উশতীরিব বাতরঃ ॥ ৬

ও তন্মা অরং গম্যাম বো, যস্য কন্মার জিহ্বথ ।

আপো জনরথা চ নঃ ॥ ৭

ও ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীক্ষাং, তপসোহধ্যজায়ত ।

ততো রাজ্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্গবঃ ॥ ৮

ও সমুদ্রাদর্গবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত ।

অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ ৯

ও সূর্য্যচক্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকরয়ৎ ।

দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ক-মথো-স্বঃ (সূবঃ) ॥ ১০

অনুবাদ ।—পুত্রহিতৈষিণী জননীসকল যেরূপ স্বীয় স্তন্যরস পান করাইয়া পুত্রের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ হে জলসকল, ইহকালে তোমরাও আমাদিগকে তোমাদের মঙ্গলময় রসভোগে অধিকারী কর । ৬

অনুবাদ ।—হে জলসকল, তোমরা তোমাদের যে রস দ্বারা জগতের লকলস্থানে সকল পদার্থকে পরিতৃপ্ত করিতেছ, সেই রস দ্বারা আমরাও যেন পরিতৃপ্ত হই, এবং তোমরাও আমাদিগকে সেইরূপ রসভোগে অধিকারী কর । ৭

অনুবাদ ।—মহাপ্রলয়ে ঋত ও সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মই কেবলমাত্র বিদ্যমান ছিলেন এবং সেই সময় সমস্তই গাঢ় অন্ধকারময় ছিল । অনন্তর সর্ব্বভোগভাবে ফলোন্মুখ অদৃষ্ট নিবন্ধন (অর্থাৎ জীবের প্রাক্তন কর্ম্মহেতু) সৃষ্টির মূল স্বরূপ জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল । তৎপরে সেই প্রলয় পরোষি জল হইতে প্রকাশমান জগতের নির্মাণে সমর্থ ব্রহ্মা জন্মিলেন । তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির জ্ঞায় দিবাপ্রকাশক সূর্য্য এবং রজনী প্রকাশক

অনন্তর প্রাতঃসন্ধ্যার কৃতাজলি হইয়া নিয়মিত মন্ত্রটী বলিবে ।

ওঁ নমো তু পুণ্ডরীকাক-মুপাতাষ-প্রশান্তয়ে ।

ব্রহ্মবর্চস-কামার্থং প্রাতঃসন্ধ্যা-মুপাতাষে ॥ ১১

প্রাণানাম

ওঁ কারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নিদেবতা গায়ত্রী চন্দ্রঃ সর্বকর্মান্তে বিনিয়োগঃ ।

সম্ভব্যাহতীনাং প্রজাপতিঋষিরগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-বরুণ-বৃহস্পতীন্দ্র-বিষদেবা
দেবতাঃ, গায়ত্র্যক্ষিগমুষ্টব্-বৃহতী পঙক্তি-ত্রিষ্টব্ জগত্যচ্ছন্দাংসি,
প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ।

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ, সবিতা দেবতা, গায়ত্রী চন্দ্রঃ প্রাণায়ামে
বিনিয়োগঃ ।

গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতিঋষিব্রহ্মবায়ুগ্নিসূর্য্যশস্ত্রো দেবতাঃ প্রাণা-
য়ামে বিনিয়োগঃ ॥

উল্লিখিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক আপনার চতুর্দিকে জলদ্বারা বেটন করিয়া
পৈতা সহ দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা টিপিয়া, বাম নাসা দ্বারা বায়ু
আকর্ষণ পূর্বক পুরক করিতে করিতে মনে মনে বলিবে । যথা—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্ । ওঁ তৎসবি-

চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে দিন ও রাত্রি হইতে লাগিল । এই প্রকারে
দিন ও রাত্রি হওয়াতেই সংবৎসরের সৃষ্টি হইল । অতঃপর ব্রহ্মা ক্রমে ক্রমে
পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ এবং মহরাদি লোকের সৃষ্টি করিলেন । ৮-১০

অনুবাদ—উপস্থিত পাপবিনাশের জন্ত নারায়ণকে প্রণাম করিয়া
ব্রহ্মতেজোলাভ নিমিত্ত প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করি ॥ ১১

অনুবাদ ।—প্রাণায়ামে যে ওঁকার, সম্ভব্যাহতি, গায়ত্রী ও
গায়ত্রীশির উচ্চারিত হয় সেই ওঁকার মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, দেবতা অগ্নি,
চন্দ্রঃ গায়ত্রী এবং সকল কর্মের প্রারম্ভে প্রয়োগ হয় । (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ

তুর্করেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি। যিরো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওঁ আপো
জ্যোতী রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূবঃ স্বরোঁ (স্বরোম্) ॥১২

(নার্ত্তো) ব্রহ্মাণং রক্তবর্ণং চতুর্ভুজং বিভূজম্ অক্ষমুত্র-কমণ্ডলুধরং
হংসাকৃৎ ধ্যায়েরম্ ॥ ১৩

জনঃ তপঃ সত্যম্) এই সাতটি ব্যাহতির প্রজাপতি ঋষি, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেব এই সাতদেবতা যথাক্রমে গায়ত্রী উক্তিক্ অমৃষ্টপ্ বৃহতী পঙক্তি, ত্রিষ্টপ্ ও জগতী এই সাতটি ছন্দঃ এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, দেবতা সবিতা, গায়ত্রী ছন্দঃ এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর শির (আপো জ্যোতী মস্তের) প্রজাপতি ঋষি, ব্রহ্ম বায়ু অগ্নি ও সূর্য্য এই চারিটি দেবতা এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়।

সূর্য্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি তেজের প্রাণভূত সৃষ্টিস্থিতি ধ্বংসকারিণী শক্তির অভিন্ন আধারস্বরূপ সেই পরব্রহ্মকে আমি চিন্তা করি। যিনি জন্মমৃত্যু দুঃখাদি বিনাশের নিমিত্ত উপাসনীয় এবং যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তিনি ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যম্ এই সপ্ত লোককে ব্যাপিয়া আপন জ্যোতিতে প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনিই জগতের কারণভূত জলস্বরূপ, তিনিই মণিপ্রস্তরাপি স্বাবে জ্যোতিঃ স্বরূপ এবং তৃণ, বৃক্ষ, ওষধি প্রভৃতির অন্তরে রস স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই মল্লব্য পশু, পক্ষী, কীটাদি জজন্মের অন্তরে চেতনাস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন; তিনিই ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্ম এবং তিনিই পৃথিবী, আকাশ এবং স্বর্গ এই ত্রিলোকস্বরূপ। ১২

অম্লবাদ।—নাভিদেবে লোহিতবর্ণ, চতুর্ভুজ, বিভূজ, একহস্তে রক্তাক্ষের জপমালা ও অপর হস্তে কমণ্ডলুধারী হংসবাহন ব্রহ্মাকে আমি ধ্যান করি। ১৩

অতঃপর দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসা টিপিয়া বায়ুরোধপূর্বক কুস্তক করিতে করিতে মনে মনে বলিবে। যথা—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্ ॥ ওঁ তৎসবিতু-
র্করেণ্যং, ভর্গোদেবস্যা ধীমহি। ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো
জ্যোতী রসোহমৃতং ব্রহ্মভূত্বঃ স্বরোম্ (স্ববরোম্)। (হৃদি) বিষ্ণুং শ্রাম্য
চতুর্ভুজং শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধরং গরুড়াকৃৎ ধ্যাম্যেয়ম্ ॥ ১৪

তৎপরে পূর্ববৎ বাম নাসা টিপিয়া রাখিয়াই দক্ষিণ নাগাপুট হইতে
বুদ্ধাজুষ্ঠ সরাইয়া অল্প অল্প বায়ু নিঃসারণ পূর্বক রেচক করিতে করিতে
মনে মনে বলিবে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎসবিতু-
র্করেণ্যং ভর্গোদেবস্যা ধীমহি। ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওঁ আপো
জ্যোতী রসোহমৃতং ব্রহ্মভূত্বঃ স্বরোম্ (স্ববরোম্)। (ললাটে) রুদ্রং শ্বেতং
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং দশদোদৃগুং বুঝাকৃৎ ধ্যাম্যেয়ম্ ॥ ১৫

আচমন

দক্ষিণহস্ত গোকর্ণাকৃতি করিয়া সামান্য একটু জল লইয়া পরপৃষ্ঠা-
লিখিত মন্ত্র পড়িয়া আচমন করিবে (অর্থাৎ ১ বার মন্ত্র পড়িয়া ৩ বার
জল পান করিবে) ।

অনুবাদ—১২শ মন্ত্রের অনুবাদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য এবং অবশিষ্টাংশের
অনুবাদ—হৃদয়ে শ্রামবর্ণ, চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী গরুড়বাহন
কেশবকে ধ্যান করি। ১৪

অনুবাদ—১২শ মন্ত্রের অনুবাদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য এবং অবশিষ্টাংশের
অনুবাদ—ললাটে শ্বেতবর্ণ পঞ্চবদন, প্রতিবদনে ত্রিনয়নযুক্ত, দশভুজ, বুঝ-
বাহন রুদ্রদেবকে ধ্যান করি। ১৫

প্রাতঃসন্ধ্যায় আচমন যন্ত্র

ব্রহ্মঋষিরাপো দেবতাঃ প্রকৃতিশ্চন্দ্র আচমনে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মনুষ্যশ্চ মনুষ্যপতনশ্চ । মনুষ্যকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষস্তাম্ ।
যজ্ঞাতিয়া পাপমকারিষং [যজ্ঞাতিয়া পাপমকারিষং], মনসা বাচা, হস্তাভ্যাং
পদভ্যাংদ্বয়েণ শিশ্রা । রাত্রিস্তদবলুপ্ততু যৎকিঞ্চ হরিতং ময়ি । ইদমহং
মা-মমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ১৬

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় আচমন যন্ত্র

বিষ্ণুঋষিরাপো দেবতা অন্নষ্টুপ্ছন্দ্র আচমনে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ আগঃ পুনস্ত পৃথিবীং, পৃথ্বী (পৃথিবী) পূতা পুনাতু মাম্ ।

পুনস্ত ব্রহ্মগম্পতি ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্ ॥

অনুবাদ—‘সূর্য্যশ্চ’ ইত্যাদি যন্ত্রের ব্রহ্ম ঋষি, জল দেবতা, প্রকৃতি
শ্চন্দ্রঃ এবং আচমনে প্রয়োগ হয় ।

সূর্য্য, যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইত্যাদি দেবগণ অসম্পূর্ণ যজ্ঞকৃত
পাপ হইতে (অথবা ক্রোধ এবং ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়গণ ক্রোধজনিত পাপ
হইতে) আমাকে রক্ষা করুন (অর্থাৎ আমার যেন এরূপ ক্রোধ না হয়,
যাহাতে আমি কোন কুকার্য্য করিয়া ফেলি) । আমি রাত্রিকালে
(অজ্ঞানে) মন, বাক্য, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, উদর ও লিঙ্গ দ্বারা যে সমুদায়
পাপকার্য্য করিয়াছি, রাত্র্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহা নষ্ট করুন । আমাতে আর
যে কিছু পাপ আছে, সেই সমস্ত পাপ এবং সেই পাপের কর্ত্তা আমাকে
আমি জগৎকারণ সূর্য্যোপাধি জ্যোতিতে অর্থাৎ চৈতন্যশক্তি প্রকাশক
পরমাত্মস্বরূপ সূর্য্যে হোম করিলাম ; সমস্ত পাপ নিঃশেষরূপে দগ্ধ
হউক । ১৬

অনুবাদ—‘আগঃ পুনস্ত’ প্রভৃতি যন্ত্রের বিষ্ণু ঋষি, জল দেবতা,
অন্নষ্টুপ্ছন্দ্রঃ এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয় ।

যজুর্হিষ্ট-মতোজ্যাক, যদ্বা দৃশ্যিতং মম ।

সর্বং পুনস্ত মাযাপো-হসত্যাক প্রোতিগ্রহণং স্বাহা ॥ ১৭

সান্নংসঙ্ক্যায় আচমন মন্ত্র

রুদ্রঋষিরাপো দেবতাঃ প্রকৃতিছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিচ্চ
মা মন্যুচ্চ মন্যুপতরশ্চ । মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষস্তাম্ । যদহা
পাপমকারিষ্যং [মকার্ষং] মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদভ্যাংমুদয়েণ শিখা ।
অহস্তদবলুপ্তহু বৎ কিঞ্চ হুরিতং ময়ি । ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সত্যে
জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ১৮

পুনশ্চার্জুন

পরপৃষ্ঠালিখিত এক একটা মন্ত্র বলিতে বলিতে নিজের মস্তকে এক
একবার জলের ছিটা দিবে ।

জল পৃথিবীকে পবিত্র করুন । পৃথিবী পবিত্র হইয়া আমাকে
পবিত্র করুন এবং জল বেদাধ্যাপক আচার্য্যকে পবিত্র করুন । সেই
বেদ পবিত্র হইয়া আমার জীবাত্মাকে অর্থাৎ আমাকে পবিত্র করুন ।
উচ্ছিষ্ট ভোজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অসদাচরণ ও অসৎ প্রোতিগ্রহ জনিত
আমার যে কিছু পাপ আছে, জল সেই সকল পাপ হইতে আমাকে
পবিত্র করুন । সেই সমস্ত পাপ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যাউক । ১৭

অনুবাদ—‘অগ্নিচ্চ’ ইত্যাদি মন্ত্রের রুদ্র ঋষি, জল দেবতা,
প্রকৃতি ছন্দঃ এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয় ।

অগ্নি, ক্রোধ ও ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়সকল ক্রোধজনিত পাপ হইতে
অথবা অগ্নি যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদিদেবতা সকল অসম্পূর্ণ যজ্ঞকৃত পাপ
হইতে আমাকে রক্ষা করুন । আমি দ্বিবাভাগে (অজ্ঞানে) মন, বাক্য,
হস্তধর, পদধর, উদর এবং লিঙ্গ দ্বারা যে পাপ করিরাছি, দ্বিবাধিষ্ঠাত্রী
দেবতা তাহা নষ্ট করুন । আমাতে অর্থাৎ আমার শরীরে যে কিছু

ওঁ (১ বার)। ভূবঃ স্বঃ (১ বার)। তৎসবিতুর্ভরগেণ্যং, ভর্গো-
দেবস্য ধীমহি। ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ (১ বার) ॥

সিদ্ধদীপ ঋষিরূপে দেবতা গায়ত্রী চন্দ্রো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ আপো হি ঠা ময়োভুব, স্তা-ন উর্জ্জ দধাতন। মহে রণার চক্ষসে।
(১ বার) ॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রস-স্তু ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব
মাতরঃ (১ বার) ॥ ওঁ তন্মা অরং গমাম বো, যন্ত ক্ষয়ান জিবথ।
আপো জনয়থা চ নঃ (১ বার) ॥ ১৯

অম্বমর্ষণ

কোকিলো রাজপুত্র ঋষি-(মাধ্যম্নিনশাখীদিগের—প্রজাপতিঋষি-)
রাপো দেবতা অম্বষ্টপ্ চন্দ্রঃ সৌত্রামণ্যবভূথে বিনিয়োগঃ ॥

ওঁ ঋপদাদিব মুচ্চানঃ শ্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।

পূতং পবিত্রেণেবাজ্য, মাপঃ শুক্লস্ত মৈনসঃ ॥ ২০ (৩ বার পাঠ্য)।

পাপ আছে, সেই সকল পাপ এবং পাপের কৰ্ত্তা আমাকে অর্থাৎ আমার
লিঙ্গ শরীরকে আমি জগৎকারণ অমৃতযোনি চৈতন্যশক্তি প্রকাশক
জ্যোতির্ময় সত্যরূপে অর্থাৎ পরব্রহ্মে হোম করিলাম। ঐ সমস্ত পাপ
নিঃশেষে ভস্মীভূত হউক। ১৮

অনুবাদ—‘আপো হি ঠা’ ইত্যাদি মন্ত্রের সিদ্ধদীপ ঋষি, জল দেবতা,
গায়ত্রী চন্দ্রঃ এবং মার্জ্জনে প্রয়োগ হয়। (অবশিষ্টাংশ ৫।৬।৭ মন্ত্রের
অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ১৯

অনুবাদ—‘ঋপদাদিব’ ইত্যাদি মন্ত্রের কোকিলরাজপুত্র, ঋষি
(মাধ্যম্নিনশাখীদিগের—প্রজাপতি ঋষি), জল দেবতা, অম্বষ্টপ্ চন্দ্রঃ
সৌত্রামণী যজ্ঞান্তে জ্ঞান কার্যে প্রয়োগ হয়। (অবশিষ্টাংশ ৪র্থ মন্ত্রের
অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ২০

অশ্বমৰ্শণ ঋষিভাববৃত্তিদেবতা, অমৃতপ্চ্ছন্দো-অশ্বমেধাবত্বথে
বিনিয়োগঃ। ও ঋতঞ্চ সত্যাকাশীকৃত্য, তপসোহধ্যাজায়ত। ততো
রাত্র্যাজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অৰ্ববঃ। ও সমুদ্রাদৰ্শবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ, বিশ্বস্য মিসতো বশী ॥ ও সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা,
যথাপূৰ্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চাস্তরিকমথো নঃ (সুবঃ) ॥ ২১

‘ও ঋতঞ্চ’ হইতে আর দুইবার উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণাকৃতি
করিয়া জলগণ্ডুষ লইয়া নাসিকার অগ্রভাগে ধরিয়া দেহের সমস্ত পাপ
নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া এই জলে মিশিতেছে, এইরূপ ভাবিয়া জল
গণ্ডুষ বামভাগের ভূমিতে করিত শিলাথণ্ডে সবলে নিক্ষেপ
করিবে।

অনন্তর গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তে সামান্য জল লইয়া নিম্নলিখিত
মন্ত্রে আচমন করিবে।

ও অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহারাং বিশ্বতোমুখঃ।

ত্বং যজ্ঞস্বং বযট্কার আপো জ্যোতী রসোহমৃতম্ ॥২২

জলাঞ্জলি দান

অনন্তর সূর্য্যভিমুখ হইয়া পরপৃষ্ঠালিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

অনুবাদ।—‘ঋতম্, ইত্যাদি মন্ত্রের অশ্বমৰ্শণ ঋষি, ভাববৃত্তি দেবতা,
অমৃতপ্চ্ছন্দঃ, অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নানকার্য্যে প্রয়োগ হয়। (অবশিষ্টাংশ
৮।৯।১০ মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ২১

অনুবাদ—হে সূর্য্যদেব! তুমি সমস্ত জীবগণের অন্তঃকর বিচরণ কর,
তুমি সর্বদর্শী, তুমি যজ্ঞ, তুমি আহুতিনানের মন্ত্র, তুমি জল, তুমি জ্যোতিঃ
তুমি রস এবং তুমিই অমৃত স্বরূপ ॥২২

ও ভূত্বঃ স্বঃ । তৎসবিতুর্ভরগ্যাং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি । যিরো যো
নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৩

এই মন্ত্র প্রাতঃসন্ধ্যায় ও সায়ংসন্ধ্যায় ৩ বার পড়িয়া ৩ অঞ্জলি এবং
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় ১ বার পড়িয়া ১ অঞ্জলি জল দিবে ।

সূর্যোপস্থান

তৎপরে প্রাতঃসন্ধ্যায় ও সায়ংসন্ধ্যায় সময়ে একপায়ে দাঁড়াইয়া
অথবা বসিয়াই ক্রুতাঞ্জলি হইয়া এবং মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় সময় উর্দ্ধবাহু হইয়া
সূর্যোপস্থান করিবে ।

প্রসুধ ঋষিঃ সূর্যো দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ, সূর্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ ।

ও উহ ত্যাং জাতবেদস্যং, দেবং বহন্তি কেতবঃ । দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ॥ ২৪

কুৎস ঋষিঃ, সূর্যো দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ ।

ও চিত্রং দেবনামুদগাদনীকং চকুর্ষিত্রস্য বরুণস্যাম্নেঃ । আপ্রা জ্বাবা
পৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতন্তুস্বশ্চ ॥ ২৫

অনুবাদ—৬১ পৃষ্ঠায় গায়ত্রীর অনুবাদ দ্রষ্টব্য । ২৩

অনুবাদ—‘উহত্যম্’ ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি প্রসুধ, দেবতা সূর্য্য, ছন্দঃ
গায়ত্রী এবং সূর্যোপস্থানে প্রয়োগ হয় ।

জগতের প্রকাশের নিমিত্ত অগ্নি-সম তেজোময় সেই সূর্য্যকে তাঁহার
রশ্মিজাল উদ্ধে ধারণ করিতেছে । ২৪

অনুবাদ—‘চিত্রম্’ ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি কুৎস, দেবতা সূর্য্য, ছন্দঃ
ত্রিষ্টুপ্, এবং সূর্যোপস্থানে প্রয়োগ হয় ।

মিত্র বরুণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অধিষ্ঠিত সমস্ত জগতের চকু অর্থাৎ
প্রকাশ স্বরূপ দেবসমূহের সমষ্টি স্বরূপ, স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মস্বরূপ সূর্য্য-
দেব আশ্চর্য্যরূপে উদীয়মান হইয়া স্বীয় কিরণজালে স্বর্গ, মর্ত্য ও আকাশ
এই ত্রিভুবনকে আপূরিত করিয়াছেন । ২৫

দধ্যত্বত্বার্থকর্ণ ঋষি: সূর্যো দেবতা, ত্রাক্ষী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ: সূর্যোপস্থানে
বিনিয়োগ: ।

ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পূরতাচ্ছ্রুক্রমুচ্চরং, পশ্চম শরদ: শতং, জীবম
শরদ: শতং, শৃগ্মাম শরদ: শতং, প্রব্রবাম শরদ: শত-মদীনা: শ্রাম
শরদ:-শতং, ভূয়শ্চ শরদ: শতাং ॥২৬

প্রক্ষধ ঋষি: সূর্যো দেবতা, অমুষ্টুপ্ ছন্দ:, সৌত্রামণ্যবত্থে সূর্যোপ-
স্থানে বিনিয়োগ: ।

ওঁ উদ্বয়ং তমসম্পরি, স্ব: পশ্চন্ত উত্তরম্ ।

দেবং দেবত্রা সূর্য্য-মগন্য জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ২৭

অনুবাদ—‘তচ্চক্ষু:’ ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থকার পুত্র দধ্যত্ব অর্থাৎ
দধীচি ঋষি, সূর্য্য দেবতা ত্রাক্ষী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ:, সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ
হয় ।

(যাঁহাকে আমরা স্তব করিতেছি) সেই দেবতাসমূহের প্রিয়,
পাবত্রমূর্ত্তি, পৃথিবীর চক্ৰ:স্বরূপ সূর্য্যদেব পূর্কদিকে উদ্গিত হইতেছেন ।
তাঁহার অনুগ্রহে আমরা যেন শতবৎসর যাবৎ উত্তমরূপ দেখিতে পাই ।
শতবৎসর যাবৎ স্বাধীনতার সহিত প্রাণ ধারণ করি, শতবৎসর যাবৎ
উত্তমরূপে শুনিতে পাই, শতবৎসর যাবৎ উত্তমরূপে কথাবার্তা বলিতে
পারি, শতবৎসর যাবৎ কাহারও নিকট যেন হীন প্রতিপন্ন না হই,
শতবৎসরের শেষেও আমরা যেন বহুদিন যাবৎ ঐ প্রকার হই । ২৬

অনুবাদ—‘উদ্বয়ং’ ইত্যাদি মন্ত্রের প্রক্ষধ ঋষি, সূর্য্য দেবতা,
অমুষ্টুপ্ ছন্দ:, সৌত্রামণী যজ্ঞান্তে ও সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয় ।

আমরা রাত্রি শেষ হইলে উদীরমান দেবদেব সর্কশ্রেষ্ঠ জ্যোতি: স্বরূপ
দিবাকরকে যেন উপাসনার সময়ে দর্শন করিতে পারি । ২৭

সূর্য্য ঋষিঃ (মাধ্যম্নিনশাখীদিগের—বামদেব ঋষিঃ) সূর্য্যো দেবতা
সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ ।

ও স্বয়ম্ভুরসি, শ্রেষ্ঠো রশ্মির্কর্কোদা অসি, বর্চে! মে দেহি ॥ ২৮

হিরণ্যস্থূপ ঋষিঃ, সবিতা দেবতা, ত্রিষ্টূপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে
বিনিয়োগঃ ।

ও আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ম্মতং মর্ত্যঞ্চ ।

হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশুন্ ॥ ২৯

অঙ্গশাস

“ও হৃদয়ায় নমঃ (বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা
দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে) । ভূ শিরসে স্বাহা, (বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা
দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে) । ভূ শিখায়ৈ ববটু, (বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা
স্পর্শ করিবে) । বঃ কবচায় হুঁ, (বলিয়া বাম হস্তের উপর দক্ষিণ
হস্ত রাখিয়া দুই হস্তে আপনাকে জাপটাইয়া ধরিবে) । স্বঃ অস্ত্রায় কটু.
(বলিয়া দক্ষিণ হস্ত মস্তকের চতুর্দিকে ঘুরাইয়া দক্ষিণ তর্জ্জনী ও মধ্যমা

অনুবাদ—‘স্বয়ম্ভুরসি’ ইত্যাদি মন্ত্রের সূর্য্যঋষি, (মাধ্যম্নিনশাখী-
দিগের - বামদেব ঋষি) সূর্য্য দেবতা এবং সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয় ।

হে সূর্য্যদেব, তুমি স্বতঃসিদ্ধ, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিরণ (মণ্ডল স্বরূপ
হিরণ্যগুণ নামক রশ্মি) ; তুমি মহাতেজস্বী, সূতরাং আমাকে তোমার
তেজ প্রদান কর । ২৮

অনুবাদ—‘আকৃষ্ণেন’ ইত্যাদি মন্ত্রের হিরণ্যস্থূপ ঋষি, সবিতা
দেবতা, ত্রিষ্টূপ্ ৷ ২৯ এবং সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয় ।

সূর্য্যদেব শূভমার্গে পুনঃ পুনঃ ঘুরিতে ঘুরিতে দেবগণকে ও মানব-
গণকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক এবং অখিল লোক উদ্ভাসিত করিয়া
স্ববর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন । ২৯

দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিবে)। অঙ্গভঙ্গি তিনবার করা আবশ্যিক।
অতঃপর গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। বাম হস্তের তলদেশে জলদ্বারা একটি
ত্রিকোণ বগল আঁকিয়া কুর্মুদ্রা দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিতে বলিতে
ধ্যান করিবে।

গায়ত্রীর ধ্যান

ওঁ শ্বেতবর্ণা সমুদ্ভিষ্টা কোশেয়বসনা তথা।

অক্ষয়ত্রেখরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা।

আদিত্যমণ্ডলান্তঃস্থা ব্রহ্মলোকহিতাধবা ॥ ৩০

এই মন্ত্রে গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া কৃতাজলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে
গায়ত্রীর আবাহন করিবে।

গায়ত্রীর আবাহন

দেবী ঋষয়ো, ধাম দেবতা, গায়ত্র্যা আবাহনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ তেজোহসি শুক্রমশ্রুতমসি ধাম নামাসি।

প্রিয়ং দেবানামনামুষ্ঠং দেবযজ্ঞনম্ ॥ ৩১

অনুবাদ—গায়ত্রীদেবী শ্বেতবর্ণা, চেলির বস্ত্র-পরিহিতা, তাঁহার
হস্তে জপমালা, তিনি পদ্মাসনে বসিয়া আছেন এবং সূর্য্যমণ্ডলের ভিতর
কিংবা ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি করিতেছেন। ৩০

অনুবাদ—‘তেজোহসি’ ইত্যাদি মন্ত্রের দেবতাপণ ঋষি, ধাম
দেবতা এবং গায়ত্রীদেবীর আবাহনে প্রয়োগ হয়।

হে গায়ত্রীদেবি! তুমি ব্রহ্মভেজ, তুমি দীপ্তিশালিনী, তুমি মুক্তিদাত্রী,
তুমি সর্বদা চিন্তার যোগ্যা, তুমি পূজনীয়া, তুমি অমরগণের প্রিয়া এবং
ঈশ্বরারাধনার মন্ত্র। ৩১

ওঁ আরাহি বরদে দেবি, ত্র্যম্বকে ব্রহ্মবাদিনি ।

গায়ত্রি চক্ষুসাং মাতঃ, ত্র্যম্বোনি নমোহস্ত তে ॥ ৩২

ওঁ গায়ত্র্যস্তেকপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুঃপদমসি ন হি পত্নসে ।

নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতার পদায় পরোরজসে ॥ ৩৩

গায়ত্রীর ঋষ্যাদি

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ, সবিতা দেবতা, গায়ত্রী চক্ষো
জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ ।

গায়ত্রীর জপ

ওঁ ভূবঃ স্বঃ । তৎসবিতুর্বরেন্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি । ধियो যো
নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ৩৪

এই গায়ত্রী ঋক্ স্তুতঃ ১০ বার জপ করা আবশ্যিক । জপের নিয়ম—

অনুবাদ—হে বরদায়িনি, হে দেবি, হে অক্ষরত্রয়মসি ৳ প্রণবস্থ
কিংবা গায়ত্রী বা সাবিত্রী শব্দস্থ), হে বেদপ্রকাশকারিণি, হে বেদমাতাঃ,
হে পরব্রহ্মোক্তে গায়ত্রি ! তুমি আগমন কর, তোমাকে প্রণাম
করি । ৩২

অনুবাদ—হে গায়ত্রীদেবি, তুমি একপদী অর্থাৎ ভূবঃ স্বঃ এই
তিন লোক তোমার প্রথম পদ, তুমি দ্বিপদায়িত্রী অর্থাৎ ঋক্ বজ্রঃ সাম
এই তিন প্রকার বেদ তোমার দ্বিতীয় পদ, তুমি ত্রিপদবিশিষ্টা অর্থাৎ
শ্রোণ, অপান ও ব্যান এই তিন বায়ু তোমার তৃতীয় পদ, তুমি চতুঃপদী
অর্থাৎ সূর্য্যদেব তোমার চতুর্থ পদ । তুমি অপদ অর্থাৎ হুত্ৰাপ্য, তোমার
ঐ বেদর্শনযোগ্য চতুর্থ পদ অর্থাৎ সূর্য্যদেব, তাঁহাকে আমি প্রণাম
করি । ৩৩

অনুবাদ—(৬১ পৃষ্ঠার গায়ত্রীর অনুবাদ দ্রষ্টব্য) । ৩৪

প্রাতঃকালে চিং হাতে, মধ্যাহ্ন সময়ে কাইং হাতে ও সায়ংকালে উম্মু হাতে জপ করিবে [৭৬ পৃঃ ১১ পং দ্রষ্টব্য] ।

সূর্য ঋষিঃ [মাধ্যম্নিনশাবীদিগের—বামদেব ঋষিঃ] সূর্যো দেবতা
সূর্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ সূর্যস্যাবৃত-মধাবর্তে ॥ ৩৫

এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবে ।

গায়ত্রী বিসজ্জ'ন

ওঁ উত্তরে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্ততমূর্দ্ধনি ।

ব্রাহ্মণৈঃ সমুজ্জাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখম্ ॥ ৩৬

এই মন্ত্র বলিয়া এক গণ্ডুৰ জল দিবে । অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া প্রত্যেকবার এক এক অঞ্জলি জল দিবে ।

ওঁ নমো দিগ্ভ্যোঃ । ওঁ নমো দিগ্দ্দেবতাভ্যোঃ । ওঁ নমো ব্রহ্মণে ।
ওঁ নমঃ পৃথিব্যে । ওঁ নমঃ ওষধীভ্যোঃ । ওঁ নমোহুগ্নয়ে । ওঁ নমো বাচে ।
ওঁ নমো বাচস্পত্যে । ওঁ নমো বিষ্ণবে । ওঁ নমো মহতে । ওঁ নমোহুস্ত্যোঃ ।
ওঁ নমোহুপাংপত্যে । ওঁ নমো বরুণায় ॥ ৩৭

অনুবাদ—‘সূর্য্যন্ত’ ইত্যাদি মন্ত্রের সূর্য্য ঋষি, (মাধ্যম্নিনশাবী-
দিগের—বামদেব ঋষি) সূর্য্য দেবতা এবং সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ
হয় । সূর্য্য যেসকল পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আমিও
তদ্রূপ সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ করি । ৩৫

অনুবাদ—ভূমিতলে অবস্থিত সূর্য্যের পর্ততের শিখরদেশে গায়ত্রী
দেবী অবস্থান করেন । হে দেবি, আপনি আপনার উপাসকদিগের নিকট
অমুজ্জা পাইয়া সেই স্থানেই সুখে গমন করুন । ৩৬

অনুবাদ—দিক্‌সকল, দিগ্দ্দেবতাগণ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, ওষধী, অগ্নি,
বায়ুদেবতা, বাচস্পতি, বিষ্ণু, মহৎ, জল, অপাংপতি বরুণদেবকে প্রণাম
করি । ৩৭

সূর্য্যার্ঘ

এবোধর্থঃ ।—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ, তাস্মৈ বিক্ষুভেজসে ।

জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কৰ্ম্মদায়িনে ॥

ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ ॥৩৮

এই মন্ত্র বলিয়া সূর্য্যোদ্দেশে অৰ্ঘ বা জল দিবে ।

সূর্য্য প্রণাম

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্রপেয়ং মহাদ্ব্যতিম্ ।

ধ্বাস্তারিং সৰ্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥ ৩৯

ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, জগৎপ্রসৃতিস্থিতিনাশহেতবে ।

ত্রয়ীময়্যত্র ত্রিগুণাধ্বারিণে বিরিঞ্চি-নারায়ণ-শঙ্করাঙ্গনে ॥ ৪০

এই মন্ত্রে সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া পরে আচমন করিবে । প্রাতঃসন্ধ্যাকর পর শিবপূজাদি করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা এবং সায়ংকালে সায়ংসন্ধ্যা করিবে ।

যজুর্কেদি-সন্ধ্যা সমাপ্ত ।

অনুবাদ—হে পরব্রহ্ম স্বরূপ সূর্য্যদেব, তুমি তেজস্বী, দীপ্তিশালী, বিশ্বব্যাপি-তেজের আধার স্বরূপ, জগতের কৰ্ত্তা, পবিত্র, কৰ্ম্মপ্রবর্তক তোমাকে আমি প্রণাম করি । এই অর্থ্য সূর্য্য দেবকে প্রদান করিলাম । ৩৮

অনুবাদ—জবাপুষ্পের তুল্য লোহিত বর্ণ, কাশ্রপের পুত্র, অতিশয় দীপ্তিশালী, অন্ধকার নাশকারী, সৰ্ব্বপাপহারী দেব দিবাকরকে প্রণাম করি । ৩৯

অনুবাদ—যিনি জগতের নেত্রস্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশক, যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র হেতু, যিনি ত্রিবেদাঙ্কক এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ ভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই দেব দিবাকরকে প্রণাম করি । ৪০

বিশেষ জাতব্য

জাতবেদস ইত্যোতজ্ঞপেং স্বস্ত্যরনং পথি ।
 ভয়ৈবিমুচ্যতে সর্ষেঃ স্বস্তিমান্ প্রাপ্নুয়ান্ গৃহম্ ॥
 ব্যাষ্টায়াঞ্চ তথা রাত্র্যাং প্রাতর্হঃস্বপ্নদর্শনে ।
 চিত্রমিত্যুপতিষ্ঠেত ত্রিসঙ্খ্যং ভাস্করং তথা ।
 সমিৎপাণিনরৌ নিত্যং প্রাপ্নুয়াচ্চ ধনায়ুধী ॥
 উহৃত্যমিতি বাদিত্য-মুপতিষ্ঠেদ্দিনে দিনে ।
 ক্রিপেজ্জলাঞ্জলীন্ সপ্ত মনোহঃখবিনাশনে ॥

(বিষ্ণুস্মৃতিস্তর)

“জাতবেদসে” ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া কোন স্থানে যাত্রা করিলে পথে কোন বিপদ হয় না ; অধিকন্তু সিদ্ধ মনস্কাম হইয়া নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্তন করা যায় । রাত্রে কোনরূপ হুঃস্বপ্ন দেখিলে প্রাতঃকালে “চিত্রং দেবানাম্” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । যে ব্যক্তি হস্তে সমিখ্ (আকন্দপল্লব) গ্রহণ করিয়া তিন সঙ্খ্যার এই মন্ত্র উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তির ধন ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে । “উহৃত্যং, জাতবেদসঃ” ইত্যাদি মন্ত্র সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ে ৭ অঞ্জলি জল প্রদান করিলে মনঃকষ্ট দূর হইয়া থাকে ।

অঙ্গশত

[অর্থাৎ স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ]

প্রাতঃসঙ্খ্যার পর শিবপূজাদি করিতে হয় । মধ্যাহ্ন সঙ্খ্যার মন্ত্রাদি সকলই প্রায় প্রাতঃসঙ্খ্যার ত্রায় । কিন্তু যদি মধ্যাহ্ন সঙ্খ্যার সময়ে মধ্যাহ্ন সঙ্খ্যার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের পূর্বে আগ্রা কুশের উপর পূর্বাভিমুখ হইয়া এবং বাম করতলের উপর পবিত্র (সাজে কুশপত্রক) স্থাপন করিয়া তাহার উপর দক্ষিণ করতল অধোমুখ করিয়া

ঈশ্বর পদের উপর দক্ষিণ পদ রাখিয়া একবার গায়ত্রী জপ করিবে, তারপর বেদ-চতুষ্ঠয়ের আদি-মন্ত্র অর্থাৎ চারিবেদের প্রথম মন্ত্রকয়টি উচ্চারণ করিবে। প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্বে ঋষ্যাদি স্মরণপূর্বক মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাকালে যদি মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা না করা হয়, তাহা হইলে প্রাতঃসন্ধ্যাতেই বেদাদি মন্ত্র চতুষ্ঠয় পাঠ করিবে। সমর্থপক্ষে সকলেরই গায়ত্রী জপের পূর্বে গায়ত্রী শাপোক্তার পাঠ করা আবশ্যক এবং গায়ত্রী জপ করিবার পরে গায়ত্রী কবচ পাঠ কর্তব্য।

ঋগ্বেদী ও যজুর্বেদী ব্রাহ্মণগণ যদি নিত্য তর্পণ করেন তাহা হইলে অগ্রে ব্রহ্মবজ্র করিয়া তৎপরে তর্পণ ও সূর্য্যার্ঘ দান করিবেন।

ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র

অগ্নিমীড়ে ইতি মন্ত্রস্ত মণ্ডুচ্ছন্দাঋষিরগ্নিদেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, স্বাধ্যায়ে (ব্রহ্মবজ্রজপে) বিনিয়োগঃ।

ও অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং, যজ্ঞস্ত দেবযুজ্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ১

যজুর্বেদের প্রথম মন্ত্র

ইবেদেতি মন্ত্রস্ত পরমেষ্টী প্রজাপতি ঋষিঃ শাখা-বৎস-গাবো-দেবতাঃ (উক্কিচ্ছন্দঃ) স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ।

ও ইবে [ইবে] হোৰ্জে ত্বা বায়ব স্ব। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু। শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে ॥ ২

অনুবাদ—‘অগ্নিমীড়ে’ ইত্যাদি মন্ত্রের মণ্ডুচ্ছন্দা ঋষি, অগ্নি দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ স্বাধ্যায়ে (বেদাধ্যয়নে) প্রয়োগ হয়। যিনি আহবানীর স্বরূপে যজ্ঞ ভূমির পূর্বভাগে স্থাপিত হন, যিনি দীপ্যমান, যিনি দেবতাদিগের হোতা, এবং যিনি যজ্ঞকলরূপ রত্নের সমধিক রূপে দান কর্তা, আমি সেই অগ্নিদেবকে স্তব করি। ১

অনুবাদ—‘ইবেদা’ ইত্যাদি মন্ত্রের পরমেষ্টী প্রজাপতি ঋষি,

সামবেদের প্রথম মন্ত্র

অগ্নি আরাহীতি মন্ত্রস্ত ভরদ্বাজ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহৃষির্দেবতা স্বাধ্যায়ে
বিনিয়োগঃ ।

নিম্নলিখিত মন্ত্রটি তিন বার পড়িবে ।

ও অগ্নি আরাহি বীতরে, গুণানো হব্য-দাতরে । নি হোতা সৎসি
বহিষি ॥ ৩

অথর্ববেদের মন্ত্র

শম্বো দেবীরিতি মন্ত্রস্ত দধ্যাঙ্‌গাথর্কগ ঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রী
চ্ছন্দঃ স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ ।

শাখা বৎস ও গাভী দেবতা (উক্তিক্‌ ছন্দঃ) স্বাধ্যায়ে প্রয়োগ
হয় । হে শাখে, তোমাকে বৃষ্টির জন্ত আনি ছেদন করি এবং তোমাকে
অগ্নির নিমিত্ত লইয়া যাই অর্থাৎ তোমার দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া
তাহাতে আহুতি প্রদান করিব ; সেই আহুতি সূর্য্যদেবের নিকট উপস্থিত
হইবে, সূর্য্য হইতে বৃষ্টি এবং বৃষ্টি হইতে আমাদের অন্ন উৎপন্ন হইবে ।
হে বৎসগণ, তোমাদের মাতার নিকট হইতে গমন কর । তোমরা
গাভীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিও না, তাহা হইলে আমরা সায়ংকালে দুগ্ধ পাইব
না । যদি দুগ্ধ সংগৃহীত না হয়, তাহা হইলে পরদিন হোমের
জন্ত হবি প্রস্তুত হইবে না । হে গাভীগণ, আমাদের যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের
জন্ত সূর্য্যদেব তোমাঙ্গিকে তৃণ পূর্ণ বনে প্রেরণ করুন । তোমরা তৃণ
ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধদানে আমাদের যজ্ঞকর্মে সহায় হও । ২

অনুবাদ—‘অগ্নি আরাহি’ ইত্যাদি মন্ত্রের ভরদ্বাজ ঋষি, গায়ত্রী
চ্ছন্দঃ, অগ্নি দেবতা স্বাধ্যায়ে প্রয়োগ হয় । হে অগ্নিদেব ! তুমি আহুতি
ভক্ষণের নিমিত্ত এবং দেবতাসকলকে উহা অর্পণ করিবার জন্ত এস

ও শম্মো দেবীরিষ্টর, আপো ভবন্ত নীতয়ে । শং বো-
রতিশ্রবন্ত নঃ ॥৪

গায়ত্রী-হৃদয়

ইহাও সন্ধ্যার অঙ্গভাসের পরে পাঠ্য । জপের পূর্বে পাঠ করিলে
“গায়ত্রী শাপোদ্ধার” পাঠান্তে গায়ত্রী-হৃদয় পাঠ করিতে হয় ।

ও নমস্কৃত্য ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বয়ম্ভুং পরিপৃচ্ছতি । ত্বং ব্রহ্মি ব্রহ্মন্
গায়ত্র্যাংপতিং শ্রোতুমিচ্ছামি । ব্রহ্মজ্ঞানোংপতিং প্রকৃতিং পরিপৃচ্ছামি ॥ ১

শ্রীভগবান্মুবাচ ।

প্রণবেন ব্যাহতিভিঃ প্রবর্ততে তমসস্ত পরং জ্যোতিঃ । কঃ পুরুষঃ ?
স্বয়ম্ভুর্বিষ্ণুরিতি । সোহপঃ সৃজতি । অথ তাস্বপ্নস্থল্যা মনুষ্যতে ।
মথ্যমানাং কেনো ভবতি । কেনাদ্ বৃদ্ধো ভবতি । বৃদ্ধদাদণ্ডং ভবতি ।
অণ্ডাদ্ বায়ুর্ভবতি । বায়োরগ্নির্ভবতি । অগ্নেরোদ্ধারো ভবতি । ওঁকারাদ্-
ব্যাহতির্ভবতি । ব্যাহত্যা গায়ত্রী ভবতি । গায়ত্র্যাঃ সাবিত্রী ভবতি ।
সাবিত্র্যাঃ সরস্বতী ভবতি । সরস্বত্যা বেদা ভবন্তি । বেদেভ্যো ব্রহ্মা
ভবতি । ব্রহ্মণো লোকা ভবন্তি । তস্মাল্লোকাঃ প্রবর্তন্তে চত্বারো বেদাঃ
সোপনিষদঃ সেতিহাসাঃ । সর্বে তে গায়ত্র্যাঃ প্রবর্তন্তে । যথ্যগ্নিদেবানং,

এবং আমাদের প্রার্থনায় হোতা হইয়া এই আন্তীর্ণ কুশের উপর উপবেশন
কর । ৩

অনুবাদ—‘শম্মো দেবী’ ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থকার পুত্র মধ্যাঙ
(দধীচি) ঋষি, জল দেবতা, গায়ত্রী চন্দ্রঃ স্বাধ্যায়ে প্রয়োগ হয় ।
দেবতাস্বরূপ জল সকল আমাদের পাপ সমূহ বিনাশ করিয়া আনন্দ-
দায়ক হউন, আমাদের যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ হউক, আমাদের উৎপন্ন রোগাদির
উৎপাদন এবং অসুখপন্ন রোগের প্রতিবন্ধকস্বরূপ হউন, আমাদের
পবিত্রতা রক্ষাহেতু আমাদের উপর করিত হউক ॥৪

ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাং, বৈশ্বঃ শিখরীণাং, গজা নদীন্যাং, ব্রহ্মা প্রজাপতীন্যাং
এবমসৌ বুধ্যা। গায়ত্রী গায়ত্রী হ্রস্বো ভবতি ॥ ২

* কিং বৈ ত্বঃ। কিং ভুবঃ? কিং স্বঃ? কিং মহঃ? কিং জনঃ?
কিং তপঃ? কিং সত্যং? কিং তৎ? কিং সবিভূঃ? কিং বরেন্যম্?
কিং ভর্গঃ? কিং দেবশ্চ? কিং ধীমহি? কিং দিয়ঃ? কিং সঃ?
কিং নঃ? কিং প্রচোদয়্য? ৩

ভুরিতি ভুলোকো, ভুব ইত্যন্তরিক্লোকঃ, স্বরিতি স্বলোকো,
মহরিতি মহলোকো, জন ইতি জনলোক-স্তপ ইতি-তপোলোকঃ, সত্যমিতি
সত্যলোকো, ভুবুর্ভবঃ স্বরিতি ত্রৈলোক্যম্। তদ্বিতি ভেজঃ, যজ্ঞেজঃ
সোহগ্নিঃ, সবিতাদিত্যোহন্নং বৈ বরেন্যং, অন্নমেব প্রজাপতিঃ। ভর্গ
ইত্যাপো বৈ ভর্গঃ, যদাপস্তং সর্কদেবতাঃ। দেবশ্চ সবিভূর্দেবো বা যঃ
পুরুষঃ স বিষ্ণুঃ। ধীমহীত্যেত্বর্ধ্যং, যদৈত্বর্ধ্যং স প্রাণ ইত্যধ্যাত্মং। যদধ্যাত্মং
তৎ পরমং পদং, তন্মহেশ্বরঃ। দিয় ইতি মহীতি, পৃথিবী মহী। যো নঃ
প্রচোদয়াদিতি কামঃ, কাম ইমান্ লোকান্ প্রচ্যাবয়তে। যো নৃশংসো
যো নৃশংসোহস্যঃ স পরো ধর্ম ইত্যেযা বৈ গায়ত্রী ॥ ৪

কিং গোত্রা? কত্যাঙ্করা? কতিপাদা? কতিকৃষ্ণিঃ? কান্তীর্ষা ॥ ৫

সাঙ্খ্যায়নগোত্রা, চতুর্কিংশত্যঙ্করা বৈ গায়ত্রী, ত্রিপাদা, ষটুকৃষ্ণিঃ,
পঞ্চশীর্ষা ॥ ৬

কেহস্যাত্ত্বরঃ পাদা ভবন্তি? কা অস্যাঃ ষটুকৃষ্ণঃ? কানি চ
পঞ্চশীর্ষানি ॥ ৭

ঋগ্বেদোহস্যঃ প্রথমঃ পাদো ভবতি, ষটুকৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ, সামবেদ
তৃতীয়ঃ। পূর্বা দিক্ প্রথমো কৃষ্ণিভবতি, দক্ষিণা দ্বিতীয়া, পশ্চিমা তৃতীয়া,
উত্তরা চতুর্থী, উর্দ্ধা পঞ্চমী, অধোহস্যঃ ষষ্ঠী। ব্যাকরণমল্যাঃ প্রথমং
শীর্ষং ভবতি, শিখা দ্বিতীয়ং, কল্পস্তৃতীয়ং, নিরুপ্তং চতুর্থং, জ্যোতিষা-
শয়নমিতি পঞ্চমং ॥ ৮

কিং লক্ষণম্ ? কিং বিচেষ্টিতম্ ? কিমুদাহৃতম্ ॥ ৯

লক্ষণং শীমাংসা, অথর্কবেদো বিচেষ্টিতং, ছন্দোবিচিতি-রুদাহৃতম্ ॥ ১০

কো বর্ণঃ ? কঃ স্বরঃ ॥ ১১

খেতো বর্ণঃ, ষট্‌স্বরঃ । পূর্বা ভবতি গায়ত্রী, মধ্যমা ভবতি সাবিত্রী, পশ্চিমা সন্ধ্যা সরস্বতী । রক্তা গায়ত্রী, খেতা সাবিত্রী, কৃষ্ণা সরস্বতী ॥ ১২

প্রথমে নিত্যযুক্তা স্যাৎ ব্যাহতিষু চ সপ্তম্ । সর্কেবামেব পাণানাং সঙ্করে সমুপস্থিতে ॥ শতসাহস্রমভ্যন্তা গায়ত্রী পাবনং মহৎ ॥ ১৩

উষঃ কালে রক্তা, মধ্যাহ্নে খেতাপরাহ্নে কৃষ্ণা । পূর্বসন্ধির্ত্রাশ্বী, মধ্যসন্ধির্মহেশ্বর্য-পরসন্ধিবৈষ্ণবী । হংসবাহিনী ত্রাশ্বী, বুধভবাহিনী মাহেশ্বরী, গরুড়বাহিনী বৈষ্ণবী ॥ ১৪

পূর্বাহ্নকালে সন্ধ্যা গায়ত্রী, কুমারী রক্তাঙ্গী রক্তবাসা-জ্বিনেত্রা, পাশাঙ্কুশাঙ্কমালা-কমণ্ডলুকরা হংসাক্রতা ঋগ্‌বেদসহিতা ব্রহ্মদেবত্যা ভুলোঁকব্যবস্থিতাদিত্যপথগামিনী ॥ ১৫

মধ্যাহ্নকালে সন্ধ্যা সাবিত্রী যুবতী খেতাঙ্গী খেতবাসা-জ্বিনেত্রা পাশাঙ্কুশত্রিশূল-ডমরুহস্তা বুধাক্রতা যজুর্বেদসহিতা রুদ্রদেবত্যা ভুবলোঁক-ব্যবস্থিতাদিত্যপথগামিনী ॥ ১৬

সায়াহ্নকালে সন্ধ্যা সরস্বতী বৃদ্ধা কৃষ্ণাঙ্গী কৃষ্ণবাসা জ্বিনেত্রা শঙ্খচক্র-গদাপন্নহস্তা গরুড়াক্রতা সামবেদসহিতা বিষ্ণুদেবত্যা স্বলোঁকব্যবস্থিতাদিত্য-পথগামিনী ॥ ১৭

কাণ্ডক্ষরদৈবতানি ভবন্তি ॥ ১৮

প্রথমমাগ্নেয়ং, দ্বিতীয়ং প্রাজাপত্যং, তৃতীয়ং সোম্যং, চতুর্থমৈশানং, পঞ্চম-মাদিত্যং, ষষ্ঠং বাহস্পত্যং, সপ্তমং ভগদেবতাম্, অষ্টমং পিতৃদেবতাম্, নবম-বার্ধ্যমণং, দশমং সাবিত্র্যং, একাদশং ঙ্গাষ্ট্র্যং, দ্বাদশং পৌঞ্চং, ত্রয়োদশ-মৈত্রেয়্যং, চতুর্দশং বায়ব্যং, পঞ্চদশং বায়দেবং, ষোড়শং মৈত্রাবরুণং, সপ্তদশং বায়্রব্যম্, অষ্টাদশং বৈশ্বদেব্যম্, একোনিবিংশতিকং বৈষ্ণবং, বিংশতিকং বাসবম্, একবিংশতিকং তৌষিতং, দ্বাবিংশতিকং কোবেয়ং,

ত্রয়োবিংশতিকমাধিনং, চতুর্বিংশতিকং ব্রাহ্মণং, ইত্যাক্ষরদৈবতানি
ভবন্তি ১১৯

দৌমুর্ধ্নি সন্ধতাস্তে, ললাটে রুদ্রঃ, ক্রবোর্মেষঃ, চক্ষুবোশ্চজ্ঞাদিত্যৌ,
কর্ণয়োঃ শুক্রবৃহস্পতী, নাসিকে বায়ুদেবতৌ, দন্তোষ্ঠাবৃত্তয়স্কো, মুখমগ্নি,
জিহ্বা সরস্বতী, গ্রীবা সাধ্যামৃগহীতিঃ; শুভ্রনরোৰ্কসঃ, বাহোৰ্মারুতঃ, হৃদয়ং
পার্জন্ম, মাকশমুদয়ং, নাস্তি-রস্তুয়িকং, কটিরিজ্যায়ী, জঘনং প্রোজাপত্যং,
কৈলাসমলয়াবুজ, বিশ্বে দেবা জাহ্ননী, জহু-কুশিকৌ জজ্ঞাদয়ং, খুরাঃ
পিতরঃ, পাদৌ বনস্পতয়ঃ। অঙ্গুলয়ো রোমাণি, নখাশ্চ মুহূর্ত্তাস্তেহপি গ্রহাঃ
কেতুর্মাসা ঋতবঃ সন্ধ্যাকালস্তথাচ্ছাদনং সংবৎসরো, নিমিবমহোরাত্র-
মাদিত্যশ্চন্দ্রমাঃ ॥ ২০

সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্ সহস্রনেত্রাং গায়ত্রীং
শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ২১

ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যায় নমঃ, ওঁ তৎপূৰ্ব্বজপায় নমঃ। ওঁ তৎ প্রাত-
রাদিত্যপ্রতিষ্ঠায় নমঃ ॥ ২২

সায়মধীরানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি। প্রাতরধীরানো রাত্নিকৃতং
পাপং নাশয়তি ॥ তৎ সায়ং প্রাতরধীরানঃ পাপোহপাটো ভবতি ॥ ২৩

য ইদং গায়ত্রীহৃদয়ং ব্রাহ্মণঃ পঠেৎ, অপেরপানাং পুতো ভবতি,
অভক্ষ্যভক্ষণাং পুতো ভবতি, অজ্ঞানাং পুতো ভবতি, স্বর্ণস্তেরাং পুতো
ভবতি, গুরুতল্লগমনাং পুতো ভবতি, অপঙক্তি-পাবনাং পুতো ভবতি,
ব্রহ্মহত্যার্য্যঃ পুতো ভবতি, অব্রহ্মচারী সব্রহ্মচারী ভবতি। ইত্যেনে
হৃদয়েনাধীতেন ক্রতুঃ সম্যগিষ্ঠো ভবতি, ষষ্টির্গায়ত্র্যাঃ শতসহস্রাণি জ্ঞানি
ভবন্তি। অষ্টৌ ব্রাহ্মণান্ সম্যগ্ গ্রাহয়েৎ। অথ সিদ্ধির্ভবতি ॥ ২৪

ইদং ব্রাহ্মণো নিত্যমধীরীত, সৰ্ব্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে সৰ্ব্বপাটৈঃ প্রমুচ্যত-
ইতি। ব্রহ্মলোকে মহীয়তে, ব্রহ্মলোকে মহীয়ত ইত্যাহ ভগবান্
ব্রাহ্মবদ্যঃ ॥ ২৫

ইত গায়ত্রী-হৃদয়ং সম্পূর্ণম্। ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

তাত্ত্বিক সঙ্খ্যা

দীক্ষিত ব্যক্তিরই তাত্ত্বিক সঙ্খ্যা করা আবশ্যিক। দীক্ষিত ব্যক্তি যদি সঙ্খ্যা উপাসনা না করে, তাহা হইলে তাহার দীক্ষাজনিত কোনরূপ ফললাভই হয় না। দীক্ষা তন্ত্রের অধীন। তন্ত্রের দুইটা ভাগ; যথা,— (১) শক্তি-বিষয়ক, (২) বিষ্ণু-বিষয়ক। ষাঁহার শক্তিমন্ত্রে অর্থাৎ কালী দুর্গা প্রভৃতি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন এবং কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহার শক্তি-বিষয়ে সন্নিবেশিত তন্ত্রের প্রক্রিয়ানুসারে এবং ষাঁহার বিষ্ণুর উপাসক অর্থাৎ বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহার বৈষ্ণব তত্ত্বানুসারে উপাসনা করিবেন।

এই কলিযুগে বৈদিক কৰ্মসম্পাদন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না, বিশেষতঃ জ্ঞী শূত্রাদির বেদে অধিকার নাই, তজ্জন্মই তাত্ত্বিক কৰ্ম সৰ্বত্র সর্বাংশে আদরণীয় হইয়াছে। তন্ত্র সকলযুগেই ছিল, কলিযুগে বেদাদি বিহিত কার্য অতিশয় কষ্টসাধ্য, তজ্জন্মই সহজ সাধ্য যুক্তি বা সিক্তি তন্ত্রে সন্নিবেশিত থাকায়, সমাজে তন্ত্রই অতিশয় প্রসার লাভ করিয়াছে। তাত্ত্বিক সঙ্খ্যার সময় ও বৈদিক সঙ্খ্যার সময় এক। যদি নিয়মিত সময়ে তাত্ত্বিক সঙ্খ্যা সম্পাদন করা না ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে সঙ্খ্যা করিবার পূর্বে দশ বার গায়ত্রী জপ রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবার পরে সঙ্খ্যা করিবে।

তাত্ত্বিক সঙ্খ্যা প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও সায়াংকাল এই তিন সময়ে একই রূপ। তবে এই তিন সঙ্খ্যার প্রত্যেকের বিভিন্ন প্রকার ধ্যান আছে, তাহাই সাময়িক সঙ্খ্যোপাসনার সময় করিবে। গায়ত্রী ও মন্ত্রের জপ ১০৮ বার করিতে হয়, তাহা না করিলে জপ জন্ম কোন ফল হয় না। উঠেক্ষেত্রে জপ করা উচিত নহে। গায়ত্রী ও মন্ত্র জপের ফললাভ করিতে হইলে মনে মনে জপ করা উচিত, কোনরূপ শব্দ করা উচিত

নহে। দেবতা ভেদে তাত্ত্বিক আচমনেরও পার্থক্য আছে। সে সকল অসম্ভব হইলে শাস্ত্রগণ পূৰ্বলিখিত আচমন প্রকরণেব শাস্ত্র আচমন ও বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব আচমন করিবে, এইরূপ করিলেও আচমন সিদ্ধ হয়।

হাত পা ধোত করিয়া পূৰ্ব বা উত্তর মুখে উপবেশনপূৰ্বক গায়ত্রী পড়িবার পর শিখা বাঁধিয়া (যদি শিখা না থাকে, তাহা হইলে শিখা স্থান স্পর্শ করিয়া) আচমন করিবে।

আচমন

(শক্তিমন্ত্রে)—(নমঃ) আত্মতত্ত্বায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া ওঠে একটু জল ছিটাইবে। (নমঃ) বিজ্ঞাতত্ত্বায় নমঃ বলিয়া ওঠে একটু জল ছিটাইবে। (নমঃ) শিবতত্ত্বায় নমঃ বলিয়া ওঠে একটু জল ছিটাইবে। অন্ত্রমন্ত্রে মন্ত্র না বলিয়া ওঠে তিনবার একটু করিয়া জল ছিটাইবে। দ্বিজাতিগণ প্রথমে (নমঃ) স্থলে ওঁ বলিবেন ও শেষের নমঃ স্থলে স্বাহা বলিবেন এবং প্রত্যেক মন্ত্রে জল পান করিবেন।

জলশুদ্ধি

অঙ্কশমুদ্রা দ্বারা (মধ্যমা অঙ্গুলীর অগ্রভাগ, নখ না থাকে) জল স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে :—

(নমঃ) গঙ্গে চ যমুনে চৈব, গোদাবরী সুরস্বতী ।

নর্ম্মদে সিদ্ধকাবেরি, জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

অনন্তর বীজমন্ত্র অর্থাৎ স্বীয় ইষ্ট দেবতার মন্ত্র বলিতে বলিতে সেই জল তিনবার মাটিতে ছিটাইবে ও সাতবার নিজের মস্তকে ছিটাইবে।

অঙ্গন্যাস

অনন্তর তৎশমুদ্রা দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়া ‘আং হৃদয়ায় নমঃ’ এই মন্ত্র বলিবে। মস্তক স্পর্শ করিয়া ‘ঈং শিরসে নমঃ’ (স্বাহা) এই মন্ত্র বলিবে।

শিখা স্পর্শ করিয়া ‘উং শিখায়ে নমঃ’ (বযট) এই মন্ত্র বলিবে। দুই হাতে অর্থাৎ বাঁ হাত নীচে ও ডান হাত উপরে রাখিয়া ও আপনাকে জড়াইয়া ধরিয়া ‘ঐং কবচায় নমঃ’ (হং) এই মন্ত্র বলিবে। বাঁ হাত চিং করিয়া ও তাহার উপর ডান হাতটিও চিং করিয়া রাখিয়া ডান হাতের তর্জনী দ্বারা দক্ষিণ চক্ষু, মধ্যমা দ্বারা কপাল ও অনামিকা দ্বারা বামচক্ষু স্পর্শ করিয়া ‘ঐং নেত্রত্রয়ায় নমঃ’ (বোষট) এই মন্ত্র বলিবে। ‘অঃ অন্ত্রায় ফট্’ এই মন্ত্র বালিয়া দুইটা হস্তই ঘুরাইয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও তর্জনী দ্বারা বাম হস্তের তলদেশে আঘাত করিবে। বিষ্ণুতিগ্গ নমঃ স্থলে স্বাহা ইত্যাদি বলিবেন।

অঘমর্ষণ

অঘ অর্থাৎ পাপ, মর্ষণ অর্থাৎ মোচন, অঘমর্ষণ অর্থাৎ পাপ ধুইয়া ফেলা। বীজমন্ত্রে ইষ্টদেবতার অঙ্গগ্রাস ও করগ্রাস করিয়া বাম হস্তে একটু জল রাখিয়া, তাহার উপর দক্ষিণ হস্ত চাপা দিয়া ‘হং বং বং লং রং’ এই মন্ত্র তিনবার জপ করিবে। বাম হস্তের অঙ্গুলীর ফাঁক দিয়া ফেঁটা ফেঁটা জল ফেলিতে থাকিবে এবং তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা সেই জল দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া বীজমন্ত্র পাঠপূর্বক সাতবার মন্তকে ছিটাইবে। বামহস্তস্থিত অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া নাসিকার নিকট ধরিয়া মনে মনে চিন্তা করিবে যে, ঐ জল বাম নাসিকা দ্বারা দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার দেহস্থ সমস্ত পাপ ধুইয়া কৃকবর্ণ হইয়া দক্ষিণ নাসিকা দিয়া বাহির হইয়া স্বাসের সহিত ঐ জলে মিশিল। অনন্তর নিজের সম্মুখে একখানা প্রস্তর আছে এই মনে করিয়া ঐ জল কলিত প্রস্তর খণ্ডের উপর ‘ফট্’ বলিয়া (একবার বা তিনবার) নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর পুনরায় হস্তপ্রক্ষালনাদি করিয়া পূর্ববৎ আচমন করিবে।

তর্পণ

তর্পণ স্থানেরই এক অঙ্গ ; কিন্তু মহানির্বাণ তত্ত্বের মতে অনেকে ইহা সঙ্ঘাতোৎ করিয়া থাকেন । যাঁহারা ইহা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কেবল মধ্যাহ্ন সঙ্ঘাত ইহা করিবেন । তর্পণ প্রাতঃসঙ্ঘাত করিবার আবশ্যক নাই ও ত্রীলোকদিগকেও ইহা করিতে হয় না । তর্পণ করিবার সময় নিম্নলিখিত এক একটা মন্ত্র বলিয়া বামহস্তের তবুমুদ্রার উপর প্রত্যেকবার জল দিবে :—

(নমঃ) দেবান্ তর্পয়ামি *। (নমঃ) ঋষীন্ তর্পয়ামি ; (নমঃ) পিতৃন্ তর্পয়ামি । (নমঃ) গুরুন্ তর্পয়ামি । (নমঃ) পরমগুরুন্ তর্পয়ামি । (নমঃ) পরাপরগুরুন্ তর্পয়ামি । (নমঃ) পরমেষষ্ঠীগুরুন্ তর্পয়ামি । অনন্তর শক্তিমন্ত্রে—(নমঃ) হ্রীং অমুকদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ (স্বাহা) এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার জল দিবে । অগ্নি মন্ত্রে—(নমঃ) অমুকদেবতাং তর্পয়ামি (৩বার) । বৈষ্ণবের পক্ষে—নমঃ নারদং তর্পয়ামি (৩বার) । নমঃ পর্শভং তর্পয়ামি (৩বার) । নমঃ বিষ্ণুং তর্পয়ামি (৩বার) । নমঃ নিশাং তর্পয়ামি (৩বার) । নমঃ উদ্ধবং তর্পয়ামি (৩বার) । নমঃ দারুকং তর্পয়ামি (৩বার) । নমঃ বিষ্ণুসেনং তর্পয়ামি (৩বার) । নমঃ শৈবন্যং তর্পয়ামি (৩বার) । নমঃ গুরুং তর্পয়ামি (৩বার) । নমঃ (মূলমন্ত্র) অমুকদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ (৩বার) । সম্পূর্ণ তর্পণে অক্ষয় হইলে নিজ নিজ ইষ্টদেবতার তর্পণ করিলেও চলিতে পারে ।

স্বর্ঘ্যার্থ

ইদমর্ঘ্যং (নমঃ) শ্রীস্বর্ঘ্যায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া স্বর্ঘ্যোদ্দেশে অর্ঘ্য বা সামাগ্নি একটু জল দিবে । (বিজ্ঞাতিগণ—“হ্রীং হংসঃ ইদমর্ঘ্যং স্বর্ঘ্যায় স্বাহা” বলিবেন) । অনন্তর তিনবার গায়ত্রী জপ করিয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবতার উদ্দেশে তিনবার জল দিবে ।

* বিজ্ঞাতিরা সকল স্থানেই প্রথমে নমঃ না বলিয়া শুঁ বলিবেন ।

গায়ত্রী ধ্যান

প্রাতঃসন্ধ্যায় ।

ওঁ উত্তাদাদিত্যসঙ্কশাং পুস্তকান্ধকরাং স্নয়েৎ ।

কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়ন্তারকিতেহম্বরে ॥ ১

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় ধ্যান ।

ওঁ শ্রামবর্ণাং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রলসংকরাম্ ।

গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্যাসনকৃতাপ্রিয়াম্ ॥ ২

সায়ংসন্ধ্যায় ধ্যান ।

ওঁ সায়াক্ষে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্ বতিঃ ।

শুক্রাং শুক্রাঙ্ঘরধরাং বৃষাসনকৃতাপ্রিয়াম্ ।

ত্রিনেত্র্যাং বরদাং পাশং, শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্ ।

বিভ্রতীং করপদ্মেচ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাং ।

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যাহ্নাং, ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যাসেৎ ॥ ৩

ত্রিপুরা বিষ্ণুর ধ্যানে কিছু পার্থক্য আছে। তাহা দীক্ষা গুরুর নিকটে জানিয়া লইবে।

প্রাণানাম

প্রথমে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া বামহস্তে বীজমন্ত্র ৪বার জপ করিবে। তৎপরে দক্ষিণ নাসিকা সেই প্রকার টিপিয়া রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসিকাও টিপিয়া ধরিয়া ১৬বার বীজমন্ত্র জপ করিবে। অতঃপর দক্ষিণ নাসিকা ছাড়িয়া দিয়া ৮বার বীজমন্ত্র জপ করিবে। (৬৬ পৃষ্ঠায় প্রাণায়ামের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য) ।

ঋষ্যাদিন্যাস

তদ্ব্যমুদ্রা দ্বারা নিজ মস্তক স্পর্শ করিয়া (নমঃ) অমুকঋষয়ে নমঃ বলিবে। মুখ স্পর্শ করিয়া (নমঃ) অমুকছন্দসে নমঃ বলিবে। হৃদয়

স্পর্শ করিয়া (নমঃ) অমুকদেবতারি নমঃ বলিবে। যে স্থানে অমুক দেওয়া আছে সেই স্থানে অমুকের পরিবর্তে যে মন্ত্রের যে ঋষি, যে ছন্দঃ ও যে দেবতা, তাহার নাম উচ্চারণ করিবে। দ্বিজাতিগণ প্রথমের (নমঃ) স্থলে ও বলিবেন।

করুণ্যাস

আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া দুই হাতেরই তর্জনী দিয়া অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে। ঙ্গং তর্জনীভ্যাং নমঃ • এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তর্জনী স্পর্শ করিবে। উং মধ্যমাভ্যাং নমঃ † এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মধ্যমা স্পর্শ করিবে। ঐং অনামিকাভ্যাং নমঃ ‡ এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনামিকা স্পর্শ করিবে। ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ § এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠা স্পর্শ করিবে। অঃ অন্ত্রায় কটু এই মন্ত্র বলিয়া দুই হাত ঘুরাইয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা দিয়া বাম হস্তের করতলে আঘাত করিবে।

অঙ্গন্যাস

পূর্বের জ্ঞান। (১২৫ পৃঃ ২২ পং দ্রষ্টব্য)।

ইষ্ট মন্ত্র জপ

মনে মনে ইষ্ট-দেবদেবীর মূর্তি ভাবিয়া গুরু, দেবতা ও মন্ত্র এই তিনটিকেই একরূপ মনে করিয়া ১৮বার বা ১০৮ বার অথবা ১০০৮ বার (সাধ্যানুসারে) ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবে।

জপ সমর্পণ

গর্ভে বা কুশীতে একটু জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে :—

* দ্বিজাতিরা—নমঃ স্থলে স্বাহা, † নমঃ স্থলে ববটু, ‡ নমঃ স্থলে হ্রং, § নমঃ স্থলে বৌষট্ বলিবেন।

(নমঃ) গুহ্যতিগুহ্যগোপ্ত্রীং, গৃহ্যাণাম্ কৃতং জপম্।

সিদ্ধিভবতু মে দেবি, স্বপ্ৰসাদাৎ সুরেশ্বরী ॥

উপযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঐ জল দেবতার বাম হস্ত উদ্দেশে (পুরুষ দেবতা হইলে দক্ষিণ হস্ত উদ্দেশে এবং অনেক হস্ত হইলে নিম্নহস্ত উদ্দেশে) ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর পুনরায় পূর্বের আয় প্রাণায়াম করিয়া ইষ্টদেবদেবীকে ও গুরুকে প্রণাম করিবে।

যদি কেহ সম্পূর্ণ সন্ধ্যা করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে ইষ্টদেবদেবীকে মনে মনে ধ্যান করিয়া ইষ্টমন্ত্র অন্ততঃ পক্ষে ১০৮ বার বা দশবার জপ করিবে।

দ্রষ্টব্য :—শুদ্ধ ও স্ত্রী অঙ্গাস করিবার সময় “স্বাহা” ইত্যাদি না বলিয়া “নমঃ” বলিবে, তাহাদের “ওঁ” উচ্চারণ করা উচিত নহে। তর্পণ করিবার সময় নমঃ বলিবে। তান্ত্রিক সন্ধ্যা ব্রাহ্মণ, দ্বিজ, স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতি সকলেরই একরূপ, কেবল ওঁ ইত্যাদির উচ্চারণে কিছু প্রভেদ আছে ; তাহাও লিখিত হইল।

জপ

জপ তিন প্রকার—বাচিক উপাংশু ও মানস। বাচিক অপেক্ষা উপাংশু এবং উপাংশু অপেক্ষা মানস জপ শ্রেষ্ঠ। অপরে শুনিতে পায় একরূপ জপকে বাচিক, কেবল নিজে শুনিতে পাওয়া যায় একরূপ জপকে উপাংশু এবং জিহ্বা ও ওষ্ঠ চালনা না করিয়া মনে মনে জপকে মানস জপ বলে। বাচিক জপও উচ্চৈঃস্বরে করা নিষিদ্ধ।

প্রাতঃ সন্ধ্যায় বৃকের কাছে বা হাত চিৎ করিয়া তাহার উপর ডান হাত চিৎ করিয়া রাখিয়া, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় বৃকের কাছে ডান হাত কাইৎ করিয়া তাহার উপর বা হাত কাইৎ করিয়া রাখিয়া, এবং সায়ংসন্ধ্যায়

* পুরুষ দেবতা হইলে ‘গোপ্ত্রী’ স্থলে ‘গোপ্তা’ ‘দেবি’ স্থলে ‘দেব’ এবং ‘সুরেশ্বরী’ স্থলে ‘সুরেশ্বর’ বলিবে।

বুকের কাছে ডান হাত উপুড় করিয়া তাহার উপর বাঁ হাত উপুড় করিয়া রাখিয়া ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠে পৈতা জড়াইয়া, উত্তরীয় থাকিলে উত্তরীয়ের তিতর ঐরূপে দুই হাত রাখিয়া ডান হাতেই জপ করিবে।

পুরুষ দেবতার মন্ত্র জপের নিয়ম।—মন্ত্র জপকালে অঙ্গুষ্ঠের অগ্র পর্ব্ব দ্বারা যথাক্রমে অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব্ব, অনামিকার অগ্র পর্ব্ব, মধ্যমার অগ্র পর্ব্ব ও তর্জ্জনীর অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব্ব ধরিয়া জপ করিলে ১০ বার জপ হইবে। প্রত্যেক অঙ্গুলীর পর্ব্ব অর্থাৎ পাব ধরিবে; গ্রহি অর্থাৎ গাঁইট ও অগ্রভাগ ধরিবে না এবং অঙ্গুষ্ঠেরও অগ্রপর্ব্ব দিয়া ধরিবে, অগ্রভাগ দিয়া ধরিবে না।

স্ত্রী দেবতার মন্ত্র জপের নিয়ম।—দক্ষিণ হস্তের বুজাঙ্গুষ্ঠের অগ্র পর্ব্ব দ্বারা যথাক্রমে অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্ব; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব্ব; অনামিকার অগ্র পর্ব্ব, মধ্যমার অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব ধরিয়া জপ করিলে ১০ বার জপ হইবে। এক একটা পর্ব্ব ধরিয়া এক একবার জপ করিবে। প্রত্যেক অঙ্গুলীর পর্ব্ব অর্থাৎ পাব ধরিবে। গ্রহি অর্থাৎ গাঁইট ও অগ্রভাগ ধরিবে না।

জপের সময় অঙ্গুলি সমূহ সংযুক্ত থাকিবে, কাঁক করিয়া রাখিবে না। প্রাতঃকালে হৃদয়ের নিকট চিৎ হাতে, মধ্যাহ্নে কাইৎ (হৃদয়াভিমুখ) হাতে এবং সায়ংকালে উপুড় হাতে বৈদিক মন্ত্র জপ কর্তব্য! অস্ত্রাজ জপ সর্বদা কাইৎ হাতে করিবে। জপকালে হস্তদ্বয় বস্ত্রাভ্যন্তরে রাখিবে। দ্বিজাতিগণ অঙ্গুষ্ঠে পৈতা জড়াইয়া লইবেন। দশবারের নূন জপে কোন ফল হয় না।

জপকালে কথা বলিবে না। ধীরে ধীরে স্পষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জপ করিবে। অপরে যেন শুনিতে না পায় এইরূপে জপ করা প্রশস্ত।

তান্ত্রিক গায়ত্রী

[তন্ত্রসারে কথিত আছে শূদ্র ও স্ত্রী গায়ত্রী জপের পূর্বে ঐ বলিয়া জপ করিবে। যথা—চতুর্দশঃ স্বরো নাদ-বিন্দুভূষিতমন্তকঃ। শূদ্রস্ত্র প্রণবো দেবি কথিতস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥]

দক্ষিণাকালিকার—কালিকায়ৈ বিদ্যহে আশানবাসিতৈ ধীমহি ।

তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ ॥

[অন্থশব্দেন শবঃ প্রোক্তঃ শানং শয়নমুচ্যতে ।

নির্বচন্তি আশানার্থং মূনে শব্দার্থকোবিদাঃ ॥

মহাস্ত্যপি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে ।

শেরতেহত্র শবা ভূত্বা আশানন্ত ততো ভবেৎ ॥ স্বল্পপুরাণ]

দুর্গার—নারায়ণ্যৈ বিদ্যহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি ।

তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ ॥

জগদ্ধাত্রীর—মহাদেব্যৈ বিদ্যহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি ।

তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥

সরস্বতীর—বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্যহে কামরাজ্যায় ধীমহি ।

তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥

তারার—তারায়ৈ বিদ্যহে, মহোগ্রায়ৈ ধীমহি ।

তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥

অন্নপূর্ণার—ভগবত্যৈ বিদ্যহে, মাহেশ্বর্যৈ ধীমহি ।

তন্নোহন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ ॥

গণেশের—তৎপুরুষায় বিদ্যহে, বক্রতুণ্ডায় ধীমহি ।

তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ ॥

শিবের—তৎপুরুষায় বিদ্যাহে, মহাদেবার ধীমহি ।

তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥

কৃষ্ণের ও বিষ্ণুর—ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্যাহে, কামদেবার ধীমহি ।

তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥

গোপালের—কৃষ্ণায় বিদ্যাহে, দামোদরায় ধীমহি

তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥

রামের—দাশরথায় বিদ্যাহে, সীতাবল্লভায় ধীমহি ।

তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ ॥

সূর্য্যের—আদিত্যায় বিদ্যাহে, মার্কণ্ডেয় ধীমহি ।

তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ ॥

ঋষ্যাদি ।

গণেশের—গণকঙ্কষয়ে, নিচুদ্ গায়ত্রীচ্ছন্দসে, গণেশদেবতায়ৈ ।

শিবের—বামদেবকঙ্কষয়ে পঙ্কতিচ্ছন্দসে, ঈশানদেবতায়ৈ ।

ভৃগীর—নারদকঙ্কষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, ভৃগীদেবতায়ৈ ।

জগদ্ধাত্রীর—ভৃগীর জ্ঞায় ।

কালীর—ভৈরবকঙ্কষয়ে, উষ্ণিক্ছন্দসে, দক্ষিণাকালিকা-দেবতায়ৈ ।

বিষ্ণুর—সাধনারায়ণ-কঙ্কষয়ে, দৈবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে বিষ্ণুদেবতায়ৈ ।

কৃষ্ণের—নারদকঙ্কষয়ে, বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দসে, শ্রীকৃষ্ণদেবতায়ৈ ।

রামের—ব্রহ্মকঙ্কষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, শ্রীরামদেবতায়ৈ ।

সূর্য্যের—দেবভাগকঙ্কষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, আদিত্যদেবতায়ৈ ।

অন্নপূর্ণার—ব্রহ্মকঙ্কষয়ে, পঙ্কতিচ্ছন্দসে, অন্নপূর্ণাদেবতায়ৈ ।

স্তোত্রাভ্যাস—মুনি-ঋষিরা বহুকাল গবেষণা করিয়া যেমন জ্যোতঃ
শুণ স্থির করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহারা শব্দসমূহেরও পধ্যালোচনা করিয়া
দেবতাদিগের বীজ মন্ত্রের শুভফল নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন । এই বীজ

মন্ত্র ঐকান্তিকভাবে জপ করিলে শুভফল অনিবার্য। নিয়ে বরদাতাজে
বষ্টপটলে বাহা নির্দেশ আছে, তাহার যথাযথ অর্থ দেওয়া হইল।

বীজমন্ত্রের অর্থ

শ্রীশিব উবাচ। মন্ত্রার্থং কথয়াম্যহং শৃণু পরমেশ্বর। বিনা যেন
ন সিধ্যেত্ সাধনৈঃ কোটিশঃ শিবৈ। আদৌ প্রাসাদবীজস্ত মন্ত্রার্থং
শৃণু পার্শ্বতি ॥

হোং—হ্=শিব। ও=সদাশিব। ৎ=ক্লেশনিবারণ। সদা হিতকারী
শিব আমার ক্লেশনিবারণ করুন।

হ্রী—হ্=শিব। র=প্রকৃতি। ঙ্গ=মহামায়া। ৗ=জগন্মাতা। ৐=
ক্লেশনিবারণ। শিবের শক্তি মহামায়া জগন্মাতা আমার ক্লেশনিবারণ করুন।

হ্রী—হ্=শিব। উ=ভৈরব। ৗ=পরম। ৐=ক্লেশনিবারণ। শিব
বাঁহার ভৈরব, সেই পরমেশ্বরী আমার ক্লেশনিবারণ করুন।

ক্লী—ক্=কালী। ব্=ব্রহ্ম। ঙ্গ=মহামায়া। ৗ=বিশ্বমাতা। ৐=
ক্লেশনিবারণ। মহামায়া বিশ্বজননী কালী আমার ক্লেশ নিবারণ করুন।

ক্লী—শ্=মহালক্ষ্মী। ব্=ধন। ঙ্গ=ভূমি। ৗ=পরম। ৐=
ক্লেশনিবারণ। পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী আমাকে ধন সম্পৎ ও সন্তোষ
দিয়া আমার ক্লেশ নিবারণ করুন।

ক্লী—স্=দুর্গোত্তারিণী। ত্=তারা। ব্=যুক্তি। ঙ্গ=মহামায়া। ৗ=
জগজ্জননী। ৐=দুঃখহরণ। জগজ্জননী মহামায়া যুক্তিদাত্রী দুর্গতিহারিণী
তারা আমার দুঃখ দূর করুন।

দ্রী—দ্র্=দুর্গা, উ=রক্ষা। ৗ=জগজ্জননী। ৐=করুন। হে বিশ্বমাতা:
দুর্গে, আমাকে রক্ষা করুন।

ঐং—ঐ=সরস্বতী। ৎ=দুঃখহরণ। দেবী সরস্বতী, আমার দুঃখ
দূর করুন।

গং—গং—গণেশ । ১=হুংখহরণ । সর্বসিদ্ধদাতা গণেশ আমার হুংখ
দূর করুন ।

ক্লীং—ক্=কৃষ্ণ বা কামদেব । ল্=সুরপতি ইন্দ্র বা ঐশ্বর্যশালী ।
ঈ=তুষ্টি । ১=সুখপ্রদ ও হুংখহরণ । সর্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ বা কামদেব
আমাকে সন্তুষ্ট আর সুখী করিয়া আমার হুংখনাশ করুন ।

:—মন্ত্রে দুইটা বিন্দু থাকিলে, একটা বিন্দুর অর্থ হুংখনাশন ও অপরটার
অর্থ সুখপ্রদ ।

বীজমন্ত্রের সংজ্ঞা

শক্তি=হ্রীং । অস্ত্র=ফট্ । পৃথ্বী=লং । বরুণ=বং । অকুশ=ক্রোং ।
বায়ু=ঘং । কবচ=হং । লজ্জা=হ্রীং । শাপহ=হ্রীং । পাশ=আং । ইন্দ্র
=লং । প্রবন্ধ=ত্রীং হোং । চন্দ্র=ঠং । বর্ষা=হং । কূর্চ্চ=হুং । জয়দ=
ঐং । প্রাসাদ=হোং । রক্ষা=হং । বাগ্‌ভব=ঐং । ভুবনেশী
ও মায়ী=হ্রীং । কাম=ক্লীং । শর্মদ=ক্রীং ক্রীং ।

তর্পণ বিধি

জলদান দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধনের নাম তর্পণ । দ্বিজাতিগণের
ও শূত্রগণের তর্পণ ব্যবস্থা বেদে ও পুরাণে সন্নিবিষ্ট আছে । ইদানীং
বৈদিক তর্পণ কেহই করেন না, সেইজন্য কেবল পৌরাণিক তর্পণেরই
ব্যবস্থা লিখিত হইল । তর্পণ দুইপ্রকার ; বধা,—প্রধান ও
অঙ্গ ।

সন্ধ্যার দ্বারা নিত্য পিতৃযজ্ঞ স্বরূপ যে তর্পণ করিবার ব্যবস্থা আছে,
তাহাকে প্রধান তর্পণ বলে, এবং দ্বানাং কশ্মে যে তর্পণ করিবার ব্যবস্থা
আছে, তাহাকে অঙ্গ তর্পণ বলে ।

দ্বিজগণের সন্ধ্যা বৈরূপ নিত্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত এবং তাহা

না করিলে ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হয়, সেইরূপ পিতৃবল্লভ তর্পণও একান্ত নিত্য কর্তব্য, তাহা না করিলে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। নাস্তিকগণ প্রায়ই বলিয়া থাকেন, মৃতব্যক্তির উদ্দেশে কোন কিছু দান করিলে তিনি তাহা পান না, কিন্তু অভিনিবেশপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, একথার কোন মূল্য নাই। কারণ স্থলদেহেরই ধ্বংস হইয়া থাকে, সূক্ষ্ম দেহের ধ্বংস কখনও হয় না। সুতরাং পাঞ্চভৌতিক দেহক্ষয়ে পিতৃলোকে পিতৃপিতামহগণের আত্মার বিনাশ হয় না; সেই আত্মা এক্ষণে যে শরীরেই অবস্থান করুন না কেন, সেই শরীরেই আমাদের এই হিন্দুশাস্ত্র সঙ্গত শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া দ্বারা তিনি তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের সূক্ষ্মতম অংশ মন্ত্র বলে তাঁহার বর্তমান দেহের আহাৰ্য্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া তাঁহাদের তুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। সেই জন্তই তর্পণ আমাদের নিত্য কর্তব্য।

নিত্যনৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে জ্ঞানও ষেৰূপ তিন প্রকার, সেইরূপ তর্পণও তিন প্রকার। সন্ধ্যা যেমন নিত্য—প্রধান কর্তব্য, তর্পণও সেইরূপ নিত্য—প্রধান কর্তব্য। জ্ঞানান্তে তর্পণ করিলে আর প্রধান তর্পণ করিতে হয় না, তবে একদিনে বহুতীর্থে বা গ্রহগাদি পর্বে অনেকবার কাম্য জ্ঞান হইতে পারে, তাহাতে প্রতি তীর্থেই পৃথক পৃথক তর্পণ করিতে হইবে। বাহাদের পিতা জীবিত আছেন অর্থাৎ জীবৎপিতৃক ব্যক্তির প্রেততর্পণ ভিন্ন অন্য তর্পণ করিতে নাই। অণ্ডচি স্পর্শনিমিত্তক বা স্বেচ্ছাকৃত বহুবার জ্ঞান করিলেও বহুবার তর্পণ করিতে হয় না। প্রত্যহ একবার করিয়া তর্পণ করিবে। জীলোকের তর্পণে অধিকার নাই, কেবল বিধবা জীলোকগণ পুত্র পৌত্রাদির অভাবে স্বামী, স্বস্তর ও স্বস্তরের পিতার এই তিন পুরুষের তর্পণ করিতে পারেন।

জ্ঞানান্তর্পণ জ্ঞানান্তে করা কর্তব্য হইলেও, কিন্তু যদি তখন সন্ধ্যার

কাল সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলে সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যোপস্থানের পর এবং যজুঃ ও ঋক্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যোদয়ের পূর্বে গায়ত্রী অপবিসর্জনের পরে তর্পণ করিবে। তর্পণ অর্থাৎ প্রধান তর্পণ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার অন্ত্যস্তান-কালে উল্লিখিত সময়ে করিতে হয়। বৃষ্টিযুক্ত জলদ্বারা বা বৃষ্টি পতন সময়ে তর্পণ করিতে নাই। জলে তিল-তর্পণ কালে বাম হস্তের লোমশূন্যস্থানে বস্ত্রোপরি তিল রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা অথবা কেবল অঙ্গুষ্ঠ বা তর্জ্জনী দ্বারা তিল লইয়া তর্পণ করিবে। পরিধেয় বস্ত্রে তিল রাখিতে নাই।

রবি ও শুক্রবারে, সপ্তমী ও ষাদশী তিথিতে, শ্রাদ্ধদিনে ও জন্মদিনে তিলতর্পণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। কিন্তু অমাবস্তানিমিত্তক শ্রাদ্ধে, বিষুবায়ন সংক্রান্তিতে ও গ্রহণকালে, গঙ্গা প্রভৃতি সর্স্রপ্রকার তীর্থস্থানে, বুধোৎসর্গে, যুগাদ্যায়, মৃতাহ্নে ও প্রেতপক্ষে নিষিদ্ধ দিনেও তিলতর্পণ করিতে পারা যায়। তর্পণের জল প্রাদেশ প্রমাণ উর্দ্ধ হইতে জলেই নিক্ষেপ করিবে। তর্পণ স্থলে করিলে তাত্রপাত্রে তিল রাখিবে এবং তাত্রাদি পাত্রে বা কুশের উপর তর্পণের জল ফেলিবে। সুবর্ণ, রজত বা কুশনির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিয়া তর্পণ করিবে।

উদ্ধৃত জলে পিতৃতর্পণ করিলে জলের সহিত তিল মিশাইয়া লইবে। অঘারক দক্ষিণ হস্তে দেবতর্পণ ঋষিতর্পণ ও মনুষ্যতর্পণ করিবে। তর্পণকালে তাত্রাদিপাত্র ব্যবহার করিলে উহা হাতের মধ্যেই রাখিবে।

তর্পণকালে তাত্র, রোপ্য বা সুবর্ণ পাত্র (আট আঙ্গুলের কম না হয়) ব্যবহার করা যায়। দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও মনুষ্য তর্পণকালে তিল ব্যবহার নিষিদ্ধ। ইচ্ছা হইলে যব ব্যবহার করিতে পারা যায়। চন্দনযুক্ত জলে তর্পণ করিলে বিশিষ্ট ফল হইয়া থাকে। পৌরাণিক তর্পণ শূদ্র ও বিজাতির সকলের পক্ষেই একপ্রকার। পৌরাণিক তর্পণে যজুর্বেদী ও ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণকে আবাহনে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয় না।

দৈবতীর্থ

- ১। দৈবতীর্থ—অঙ্গুলীর অগ্রভাগের নাম দৈবতীর্থ।
- ২। ব্রাহ্মতীর্থ—অঙ্গুরের মূলের নাম ব্রাহ্মতীর্থ।
- ৩। পিতৃতীর্থ—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনির মধ্যভাগের নাম

পিতৃতীর্থ।

- ৪। প্রজাপতিতীর্থ বা কারতীর্থ—কনিষ্ঠার মূলের নাম কারতীর্থ।

যজ্ঞসূত্র বা উত্তরীয় ধারণ

- ১। যজ্ঞসূত্র বা উত্তরীয় মালায় স্ত্রায় গলদেশে ধারণ করার নাম নিবীতী।
- ২। যজ্ঞসূত্র বা উত্তরীয়কে দক্ষিণ স্বক্ষে রাখার নাম প্রাচীনাবীতী।
- ৩। যজ্ঞসূত্র বা উত্তরীয়কে যথানিয়মে বাম স্বক্ষে রাখার নাম উপবীতী।

ত্রিবেদীয় তর্পণ

(পদ্মপুরাণোক্ত)

দেবতর্পণ

মানান্তে পূর্বমুখে সিক্তবস্ত্রে নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া অথবা শুক বস্ত্র পরিধানপূর্বক এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া উপবেশন পূর্বক উপবীতী হইয়া পূর্বনির্দিষ্ট নিয়মে তিলকধারণ, শিখাবন্ধন, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে। অম্বারক দক্ষিণ হস্তে (দক্ষিণ হস্ত ও বাম হস্ত জোড় করিয়া) দৈবতীর্থ দ্বারা (অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা) নিম্নলিখিত যন্ত্রে প্রত্যেককে এক একবার শুক (তিল ব্যতিরেকে) জল দিবে।

(ঐ) ব্রহ্মা তৃপ্যতাং, (ঐ) বিষ্ণুতৃপ্যতাং, (ঐ) কৃত্ত্বতৃপ্যতাং, (ঐ) প্রজাপতিতৃপ্যতাং ॥ ১

সামবেদী ও বজ্রকর্ষেদীরগণ ঐরূপ করিবেন, কিন্তু ঋগ্বেদীয়রা “তৃপ্যতাং” হলে “তৃপ্যতু” বলিবেন।

তৎপরে ঐরূপ অধারক দক্ষিণ হস্তের দৈবতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি শুদ্ধ জল প্রদান করিবে। যথা—

(ওঁ) দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাশ্বরসোহসুয়াঃ ।

ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিক্রগাঃ খগাঃ ।

বিদ্যাধরা জলাধারান্তথৈবাকাশগামিনঃ ।

নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে ।

ভেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্ দীয়তে সলিলং ময়া ॥২

মনুষ্যতর্পণ

অতঃপর দক্ষিণাবর্তে উত্তরমুখ ও নিবীতী হইয়া (যজ্ঞস্থল বা উত্তরীক্ষ মালায় জায় করিয়া) সামবেদী ব্রাহ্মণেরা পশ্চিমমুখ হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে অধারক দক্ষিণ হস্তের কায়তীর্থ দ্বারা দুই অঞ্জলি শুদ্ধ জল প্রদান করিবে। যথা—

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ।

কপিলশ্চানুরিঃশ্চব বোদ্ধুঃ পঞ্চশিখস্তথা ।

সর্কে তে তৃপ্তিমায়াস্ত মদন্তেনাশ্বনা সদা ॥ ৩

ঋষিতর্পণ

পরে পূর্ব্বার দক্ষিণাবর্তে পূর্ব্বাভিমুখ ও উপবীতী হইয়া অধারক দক্ষিণ হস্তের দৈবতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি শুদ্ধ জল দিবে। বজ্রকর্ষেদী ও সামবেদী ব্রাহ্মণগণ এইরূপ পাঠ করিবেন, ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণগণ “তৃপ্যতাং” হলে “তৃপ্যতু” বলিবেন।

(ওঁ) মরীচিষ্যাতাম্ । (ওঁ) অত্রিষ্যাতাম্ । (ওঁ) অজিরাষ্যাতাম্ ।

(ওঁ) পুলস্ত্যষ্যাতাম্ । ওঁ পুলহস্ত্যাতাম্ । ওঁ ক্রতুয্যাতাম্ । ওঁ

প্রচেষ্টাস্তুপাতাম্ । (ঙ) বশিষ্ঠস্তুপাতাম্ । (ঙ) ভৃগুস্তুপাতাম্ । (ঙ)
নারদস্তুপাতাম্ ॥ ৪

দিব্য পিতৃতর্পণ

তারপরে বামাবর্তে দক্ষিণাভিমুখ ও প্রাচীনাবীতী হইয়া দুই হস্তে অঞ্জলি
করিয়া পিতৃতীর্থ দ্বাৰা নিম্নলিখিত মন্ত্র সমূহের এক একটা পাঠ করিয়া
প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে ।

(ঙ) অগ্নিঋতাঃ পিতরস্তুপাস্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা ।

(ঙ) সৌম্যাঃ পিতরস্তুপাস্তামেতৎ ,, ,, ,,

(ঙ) হবিষ্যন্তঃ পিতরস্তুপাস্তামেতৎ ,, ,, ,,

(ঙ) উদ্বাপাঃ পিতরস্তুপাস্তামেতৎ ; ,, ,,

(ঙ) স্নকালিনঃ পিতরস্তুপাস্তামেতৎ ,, " ,,

(ঙ) বর্হিবদঃ পিতরস্তুপাস্তামেতৎ ,, ,, ;

(ঙ) আজ্যাপাঃ পিতরস্তুপাস্তামেতৎ ,, ,, ,,

যজুর্বেদী ও সামবেদীরা উক্তরূপে করিবেন এবং ঋগ্বেদীরা
“তৃপাস্তাং” স্থলে “তৃপাষ্বেতং” বলিবেন । গঙ্গাজল বা অন্য কোন তীর্থ-
জল দ্বারা তিলতর্পণ করিলে ‘সতিলগঙ্গোদকং’ ইত্যাদি বলিতে
হইবে । ৫

সমতর্পণ ।

দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া দাঁড়াইয়া “এতৎ সতিলোদকং
(ঙ) যমায় নমঃ” এইরূপ মন্ত্র পাঠপূর্বক পিতৃতীর্থ দ্বারা প্রত্যেক নামে
তিন অঞ্জলি করিয়া সতিল জল দান করিবে ।

(ঙ) যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চাস্তকায় চ ।

বৈবস্বতার কালায় সর্বভূতক্ষরায় চ ।

ঔতুষরায় দধ্যায় নীলায় পরমেষ্টিনে ।

বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রশৃঙ্গায় বৈ নমঃ * ॥ ৬

* এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া তর্পণ প্রায় সর্বত্র প্রচলিত, কিন্তু ইহার

ভীষ্মতর্পণ

এই তর্পণ ভীষ্মাষ্টমী অর্থাৎ মাঘী শুক্লাষ্টমীতেই করিতে হয়। অস্ত্রাক্রান্তি যথাক্রমে লিখিত পদ্ধতি অনুসারে এবং ব্রাহ্মণেরা বর্ণজ্যোষ্ঠ বলিয়া পিতৃতর্পণের পরে করিবেন।

(ঙ) বৈরাগ্যপঞ্চগোত্রায় সাঙ্কত্য-প্রবরায় চ।

অগ্নিত্রায় দদাম্যেত্যং সলিলং ভীষ্মবর্ষণে ॥ ৭

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্তরূপে এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে। এবং কৃতাজলি হইয়া প্রার্থনা করিবে। যথা—

(ঙ) ভীষ্মঃ শাস্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।

আভিরম্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্ ॥ ৮

পিতৃলোকের আবাহন

দক্ষিণাভিমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া এবং কৃতাজলিপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহন করিবে।

(ঙ) আগচ্ছন্ত মে পিতরঃ ইমং গৃহ্মণপোহঞ্জলিম্ ॥ ৯

পিতৃতর্পণ—[যজুর্বেদী দ্বিজাতি ও শূদ্রের পক্ষে]।

যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ ও যজুর্বেদানুসারে কন্ধ্যানুষ্ঠাতা দ্বিজাতি ও অগ্ন্য বর্ণ সকল, মৃত পিতৃপুরুষের গোত্র, সপ্তক ও নাম উল্লেখ পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া তিন তিন অঞ্জলি সতিল জলদানপূর্বক তর্পণ করিবে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী

প্রত্যেক নাম বলিয়া তিন অঞ্জলি করিয়া জল প্রদান শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। আশ্বিনী কৃক্কা চতুর্দশীতেই এই মন্ত্রে তর্পণ করিবে। অগ্ন্য দিনে এই মন্ত্রে তর্পণ করিতে হয় না। ভবিষ্যপুরাণে ইহার নিষিদ্ধ প্রমাণ আছে। যথা—

যাং কাকিং সরিতং প্রাপ্য কৃকপক্ষে চতুর্দশীম্।

যমুনায়্যাং বিশেষণে নিরতং তর্পয়েদ্ যমান্ ॥

বুদ্ধপ্রমাতামহী,—এই দ্বাদশ জনের প্রত্যেককে ও বাহাদের শ্রাদ্ধের অধিকারিতা আছে, তাহাদিগকে এবং অশ্রু-বান্ধবদিগের তর্পণ করা কর্তব্য। বাহাদের তর্পণ করা যাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে যদি কেহ প্রেতীভূত হয়, তাহা হইলে তাহার তর্পণ না করিয়া অশ্রু সকলের তর্পণ করিবে। পিতৃকুলের ও মাতামহকুলের মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে তর্পণ করা একান্ত আবশ্যিক।

(বিষ্ণুরোম্) অমুকগোত্র পিতা: অমুকদেবশর্মন্ তৃপ্যস্ব, এতত্তে সতিলোদকং (স্বধা)। এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার সতিলজল দিবে, মন্ত্রও ৩ বার পড়িবে।

(বিষ্ণুরোম্)	অমুকগোত্র	পিতামহ	... ৩ অঙ্গুলি
"	"	প্রপিতামহ	... "
"	"	মাতামহ	... "
"	"	প্রমাতামহ	... "
"	"	বুদ্ধপ্রমাতামহ	... "
"	অমুকগোত্রে	মাতা: অমুকদেবি	... "
"	"	পিতামহি	... "
"	"	প্রপিতামহি	... "
"	"	মাতামহি	... ১ অঙ্গুলি
"	"	প্রমাতামহি	... "
"	"	বুদ্ধপ্রমাতামহি	... "

এইরূপে অশ্রু-বান্ধবগণের তর্পণ করিতে হয়। উল্লিখিত পিতা-মহাদির মধ্যে যদি কেহ জীবিত বা প্রেতীভূত থাকে তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া উক্ত মৃত ব্যক্তিকে ধরিয়া দ্বাদশ সংখ্যা পূরণ করিতে হয়। ক্ষত্রিয়েরা 'দেবশর্মন্' স্থলে 'ত্রাতৃবর্শমন্' ও বৈশ্যেরা 'দন্তভূতে' বা 'শুশ্রূভূতে' বলিবে এবং শূদ্রেরা 'বিষ্ণুরোম্' স্থলে 'বিষ্ণুনর্মঃ' ও 'দেবশর্মন্' স্থলে পদবীর সহিত দাস' যেমন (মিত্রদাস ইত্যাদি), এবং

দেবি স্থলে দ্বাসি এবং 'স্বধা' স্থলে 'নমঃ' বলিয়া তর্পণাদি কার্য সম্পন্ন করিবে । ১০

পিতৃতর্পণ—সামবেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে ।

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা । এইরূপ মন্ত্র বলিয়া তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবে । মন্ত্রও ৩ বার পড়িবে । ১১

পিতৃতর্পণ—ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে ।

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রং পিতরং অমুকদেবশর্মাণং তর্পরামি, এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ । এইরূপ মন্ত্র বলিয়া ৩ অঞ্জলি সতিল জল দিবে । মন্ত্রও ৩ বার বলিবে ।

এইরূপে ষথাক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহীর তর্পণ করিবে । প্রত্যেককে তিন অঞ্জলি করিয়া জল দিবে, কেবল মাতামহী প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে ১ অঞ্জলি জল দিবে এবং অগ্ন্যস্ত্র বহু-বাহুবগণের নাম গোত্রাদি উল্লেখ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে । ১২

ব্রাহ্মণেরা এই সময় ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মতর্পণ করিবে এবং তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে ।

(ঐ) যেহবাহুবা বাহুবা বা যেহুজ্জমনি বাহুবাঃ ।

...তে তৃপ্তিমখিলাং যাত্ত বে চান্নস্তোত্রকাজিণঃ ॥ ১৩

রামতর্পণ

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল দিয়া তর্পণ করিবে ।

(ঙ) আত্রাক্তভুবনার্লোকাঃ দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ ।

তৃপ্যন্ত পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ ।

অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্ ।

ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্ত ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১৪

লক্ষ্মণতর্পণ

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি সতিল জল দিয়া তর্পণ করিবে । রামতর্পণ করিতে অক্ষর হইলে লক্ষ্মণ তর্পণ অবশ্য কর্তব্য ।

(ঙ) আত্রাক্তত্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু ॥

বজ্রনিষ্পাদনোদক

অতঃপর স্থলে উঠিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ
বজ্র-নিষ্পাদন জল একবার ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে
ও যে চাম্রাকং কুলে জাতা অপুত্রা গো
তে তৃপ্যন্ত ময়া দত্তং বজ্র-নিষ্পাদনোদকম্
তারপর পুনরায় জলে নাখিয়া—

পিতৃস্তুতি

কৃতাজলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাড়িয়া পিতৃস্তুতি পাঠ করিবে ।

(ঙ) পিতা স্বর্গঃ পিতা ধম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ ।

পিতরি প্রীতিমাপন্যে প্রীঃ

পিতৃঃ

(ঙ) পিতৃরমণ্যে দিবি যে চ মূর্তাঃ, স্বধাতুজঃ

প্রদানশক্তিঃ স কংগোপ্সতানাং, বিমুক্তিদা দেবভিসংহিতৈশ্চ ॥ ১৮
কাল্যাণশোচে কেবল প্রেততর্পণ করিবে, অথ কোন তর্পণ করিবে না ।

প্রেততর্পণ

সামবেদী প্রেততর্পণঃ—ও অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্যাণং
সাতলোদকেন তর্পর্যামি (১ বার) ।

ঋগ্বেদী প্রেততর্পণ :—(৩) অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্যন্ এতত্তে
 সন্তিলোদকম্ (১বার) ।

যজুর্বেদী প্রেততর্পণ :—(৯) অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্মন এতত্তে
সতিনোদকং তপ্যস্ব (১৪৪)

এইরূপ বাক্য বলিয়া প্রথম দশে এক অঞ্জলি জল দিবে। শূদ্রপক্ষে 'অমুকদাস' বলিবে।

ফলাতিরিক্ত কাশনার প্রাথমিক ও দ্বিতীয় সাতল-অল দিতে পারেন।

গঙ্গার অস্বাভাবিক প্রবাহ

জান এবং আচমন করিয়া উত্তরাভিমুখে কুশতিল জলাদি গ্রহণ করিয়া
 দক্ষিণ করিয়া যথা—“বিস্কুরোম তৎসদদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ
 অমুকঃ” ইত্যাদি অমুকস্য এতদস্থিসমসংখ্যকবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্নস্বর্গাধিকরণক
 দ্বীয়মম অমুকস্য এতান্স্থিখণ্ডানি গলায়াং প্রক্ষিপামি” এইরূপ
 সংকল্পান্তে পুনরাবীতী হইয়া অস্থিগুলি পক্ষগব্যে সিক্ত করিয়া স্বর্ণ
 দণ্ডদ্বারা তৎসংস্থিত সহযোগে মৃত্তিকাভাস্তরস্থ করিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ
 করিয়া তৎপরে দক্ষিণ দিক্ অবলোকন করতঃ “ও নমোহুত মর্শ্যায়” এই
 মন্ত্রোচ্চারণান্তর জলে নামিয়া “স মে প্রীতো ভবতু” বলিয়া পিতৃতীর্থের
 নাম গলায় জলে ফেলিয়া দিবে। তদনন্তর স্নান করিয়া তীরে উঠিয়া
 হর্ষাদেবকে প্রণাম দক্ষিণা দান করিবে।

અધ્યાત્મ મયાત્રુ ।

তৃতীয় অধ্যায়

বিবিধ প্রকরণ

বিপ্রপাদোদক গ্রহণ ও পানের মন্ত্র

ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যে তুঁ যানি তীর্থানি সন্তি বৈ ।
তানি সর্বাণি তীর্থানি সন্তি বিপ্রপাদোদকে ॥
বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবচ্চিষ্ঠতি মেদিনী ।
তাবৎ পুষ্করপাত্রেণ পিবন্তি পিতরোদকম্ ॥

বিষ্ণুচরণামৃত গ্রহণমন্ত্র

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামার্জিনাশন ।
সর্বপাপপ্রশমনং পাদোদকং প্রযচ্ছ মে ॥

বিষ্ণুচরণামৃত পান ও মস্তকে ধারণ মন্ত্র

অকালমৃত্যুহরণং সর্বব্যাবিধিনাশনম্ ।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারণাম্যহম্ ॥

বিষ্ণুচরণামৃত (শালগ্রামের স্নানজল) পূর্বে পান করিয়া পরে মস্তকে দিবে। উহা শঙ্খপাত্রস্থ এবং তুলসীপত্রযুক্ত করিয়া পান করা উচিত। ইহা স্বতঃ পবিত্র, সেই হেতু ইহা পান করিবার পরে পুনরায় আচমনাদি করিবার আবশ্যক নাই। প্রথমে বিপ্রপাদোদক পান করিয়া পরে বিষ্ণুচরণামৃত পান করা উচিত। বিষ্ণুচরণামৃত প্রথমে পান করিয়া পরে মস্তকে ধারণ করিতে হয়।

অশ্বথবৃক্ষে জলদান মন্ত্র

(অশ্বথ বন্দনা)

চক্ষুঃস্পন্দং ভূতস্পন্দং তথা হৃৎস্পন্দদর্শনম্ ।

শত্রুণাঞ্চ সমুখান্নিশ্চয় শময়াণ্ড মে ॥

অশ্বথরূপী ভগবান্নীশীয়াতাং মে জনাৰ্দ্দিনঃ ॥

অশ্বথবৃক্ষে প্রণাম মন্ত্র

ও অশ্বথ বৃক্ষরূপোহসি মহাদেবেতি বিশ্রুতঃ ।

বিষ্ণুরূপধরোহসি ত্বং পুণ্যবৃক্ষ নমোহস্ত তে ॥

তুলসীবৃক্ষে জল দিবার মন্ত্র

গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্ ।

সাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং হরিভক্তিপ্রদায়িনীম্ ॥

বিষ্ণুবৃক্ষে জলদান মন্ত্র

ও শ্রীমল শ্রীনিকতোহসি সদা বিহরবন্ধনঃ ।

ধর্মার্থকামমোক্ষায় সাপয়ামি শিবপ্রিয় ॥

বিষ্ণুবৃক্ষ প্রণাম মন্ত্র ,

ও মহাদেবপ্রিয়করো বাসুদেবপ্রিয়ঃ সদা ।

উমাপ্রীতিকরো বৃক্ষো বিষ্ণুরূপো নমোহস্ত তে ॥

যুগ্মপূজা নিষেধ

একত্রে বিগ্রহদ্বয়, দুই শিব, দুই শক্তি, দুই গণেশ বা দুই সূর্য্যপূজা করিবে না । ঐরূপ যুগ্মপূজা করিলে গৃহী উষেগ প্রাপ্ত হয় ।

উপচার দানবিধি

বামহস্তে বা একহস্তে কোন উপচার দ্রব্য নিবেদন করিতে নাই।
বামহস্ত দক্ষিণহস্তে সংলগ্ন করিয়া নিবেদন করিতে হয়। আসন—রজতাদি
নির্মিত নূনকল্পে ৪ অঙ্গুলি দীর্ঘে এবং ৪ অঙ্গুলি প্রস্থে। পাত্ত—শ্রীমাংস,
পদ্ম ও অপরাঞ্জিতায়ুক্ত জল অথবা কেবল জল। অর্ঘ্য—গন্ধ, পুষ্প,
আতপতগুল, যব, কুশাগ্র, তিল, শ্বেতসর্ষপ এবং দুর্কা ইহাই অষ্টাঙ্গ
অর্ঘ্য। অগ্ন্যস্ত্র দ্রব্যের অভাব হইলে কেবল আতপতগুল ও দুর্কাদ্বারা
অর্ঘ্য দেওয়া হয়। অর্ঘ্য দেবতার মস্তকে দিতে হয়। আচমনীয়—
জায়ফল, লবঙ্গ, কটফলচূর্ণসহ জল কিংবা কেবল জল। বিশেষমধুপর্ক—
পাঁচ ছটাক চূর্ণাদি ধরে এইরূপ কাংশ্রবাটীতে দধি, মধু, ঘৃত,
চিনি ও জল, সর্বাংগে অধিক পরিমাণে মধু এবং সর্বাংগে
কম পরিমাণে জল; ঘৃত, দধি ও চিনি সমুভাবে দিবে।
সাধারণ মধুপর্কে কাংশ্রপাত্রে দধি মধু ও ঘৃত দিতে হয়। স্নানীয়—
কপূরাদি গন্ধদ্রব্যাবাসিত জল অল্পমান ২১০ সের। গন্ধ—কনিষ্ঠার
অগ্রভাগে লইয়া অঙ্গুষ্ঠ সংযোগে ছিটাইয়া দিতে হয়। তাত্ত্বিক পূজায়
অনামিকা মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রের দ্বারা গন্ধ দিতে হয়। দেবপূজার
চন্দন হইতে নিজে ব্যবহার করিবে না, কারণ উহা উচ্ছিষ্ট হয়।
পুষ্প—যে ভাবে উৎপন্ন হয় সেইভাবে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা দিতে
হয়, কিন্তু একত্রে বহু পুষ্পদানে কোনও নিয়ম নাই। বামহস্তে পুষ্প
রাখিয়া বা ছিঁড়িয়া সেই পুষ্প দিবে না। তুলসী চিং করিয়া এবং
বিরপত্র উপুড় করিয়া দিবে। ধূপ—(চিনি, গব্যঘৃত, যধু, শুগগুল,
অশুরকাষ্ঠ ও শ্বেতচন্দন কাষ্ঠ একত্রে বাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে বড়ঙ্গ
ধূপ হয়, বড়ঙ্গধূপই দেবকার্য্যে প্রশস্ত), ধূপ দেবতার বামদিকে এবং
দীপ দক্ষিণ দিকে দিবে। ধূপ এবং দীপ ভূমিতে রাখিতে নাই, কোন
আধারে স্থাপন করিবে। নৈবেদ্য—দেবতার দক্ষিণে বামে ও সম্মুখে

দিবে, পৃষ্ঠে দিবে না। ষোড়শোপচারের প্রত্যেক দ্রব্য অর্চনা করিয়া দিতে হয়। যথা—বামহস্তে (দেবকাণ্ডে উপুড় হাতে, পিতৃকার্য্যে চিং হাতে) ধরিয়া ‘বৎ এতন্মৈ রজতাসনায় নমঃ’ তিনবার বলিয়া ত্রিপত্র-দ্বারা তিনবার জলের ছিটা দিতে হয়, পরে গন্ধপুষ্প লইয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতন্মৈ রজতাসনায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ অমুকদেবায় নমঃ,” অনন্তর ‘এতদ্ রজতাসনং ওঁ অমুকদেবায় নমঃ’। তাস্মিকপূজায় অগ্রে মূলমন্ত্র, তৎপরে দ্রব্যো নাম, তৎপরে নিবেদন করিতে হয়। যথা—ক্রীং এতৎ পাশ্চৎ ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ। বায়ুকোণ বা ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তাহার উপর নৈবেদ্য রাখিতে হয়। নৈবেদ্য কখনও নিক্রপকরণ দিও না। যদি উপকরণ না থাকে, তাহা হইলে একটু জল দিয়াও সোপকরণ বলিবে।

ভোগ দেওয়া

(ইহা কেবল ব্রাহ্মণেরই কর্তব্য) ‘বৎ এতন্মৈ সোপকরণায় নমঃ’ তিনবার বলিয়া অগ্নাদিতে তিনবার জলের ছিটা দিবে, পরে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতন্মৈ সোপকরণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুকদেবায় নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্প দিবে। পরে সেই দেবতার মন্ত্র (বাহ্য পূজার মন্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে) দশবার জপ করিবে। “ইদং সোপকরণায় ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ” বলিয়া অগ্নাদিতে একবার জলের ছিটা দিবে। “ওঁ অমৃতো-পস্তোরণমসি স্বাহা” বলিয়া একটু জল ফেলিবে এবং বামহস্ত চিং করিয়া গ্রাস তুলিবার আকারে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে পঞ্চপ্রাণাহতি মুদ্রা প্রদর্শন করত পঞ্চমন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায়

স্বাহা। পরে ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা বলিয়া একটু জল ফেলিবে, পরে ইদং পানার্থোদকং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইদং আচমনীয়ং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইদং তাম্বুলং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া ততদ্ দ্রব্যে জলের ছিটা দিবে। নৈবেদ্য ভোগ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য নিবেদন করিবার এই নিয়ম। সোপকরণায়ের পরিবর্তে সেই সেই দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিতে হয়। যেমন—নৈবেদ্য, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, উপকরণ, কুসরায় (খিচুড়ি) ইত্যাদি। কোন দ্রব্যের সংস্কৃত নাম জানা না থাকিলে নৈবেদ্য বলিয়াই নিবেদন করিবে।

আরাত্রিকবিধি

পূজার শেষে দেবতাদিগকে পঞ্চাঙ্গ আরতি করিতে হয়। প্রথম—দীপমালা (পঞ্চপ্রদীপ ও কপূর সহ); দ্বিতীয়—জলপূর্ণ শঙ্খ (অভাবে, কুশী); তৃতীয়—ধোতবস্ত্র; চতুর্থ—পল্লব; ইহার পর চামরাদি দ্বারা বাতাস করিবে ও এই সময়ে প্রদক্ষিণও করিবে; পঞ্চম—দেব-দেবীকে প্রণাম।

আরতি করিবার সময় প্রথমে কোশার বামভাগে একটা দ্বিকোণ মণ্ডল আঁকিবে, পরে তাহার উপর দীপমালা অর্থাৎ পঞ্চপ্রদীপাদি রাখিয়া ‘(ওঁ) এতশ্রু আরাত্রিক-দাপমালায়ৈ নমঃ’ এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার জলের ছিটা দিবে। পরে দেব-দেবীর মূলমন্ত্র (ধ্যানমালা দেখ) দশবার জপ করিবার পর দক্ষিণ পদ আসনে এবং বাম পদ ভূমিতে রাখিয়া দাঁড়াইবে; বামহস্ত দ্বারা ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দেবতার আরতি করিবে।

অগ্রে দেবতার পদতলে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে তিনবার, তৎপরে সর্বগাত্রে সাতবার আরাত্রিক করিতে হয়। চরণ, নাভি, মুখ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত আরাত্রিক করিতে হয়।

সন্ধ্যার সময় আরতির পর দেবতার শীতল দিবে। শীতল দিবার সময় ভোগের নিয়মে নিবেদন করিবে।

প্রদক্ষিণ বিধি

দেব-দেবী প্রভৃতিকে নিজের দক্ষিণদিকে রাখিয়া পার্শ্বভ্রমণ করার নাম প্রদক্ষিণ। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ্যসহ শঙ্খ ধারণ করিবে এবং বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইবে ও মুখে স্তব বলিবে। শক্তিকে একবার, সূর্য্যদেবকে সাতবার ও অন্যান্য দেব-দেবীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে; শিবকে অর্ধচন্দ্রবৎ (দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় পিছনদিকে দক্ষিণে ফিরিয়া আসিয়া) প্রদক্ষিণ করিবে। শিবের পিনেটের অগ্রভাগকে প্রণাল বলে। উহা উত্তরাভিমুখে থাকে। সূত্রাৎ ঐ দিক্ ডিঙ্গাইবে না।

প্রণাম বিধি

প্রণাম তিন প্রকার; যথা—(১) অষ্টাঙ্গ, (২) পঞ্চাঙ্গ এবং (৩) ত্রাঙ্গ।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম—চক্ষু দ্বারা মূর্ত্তিদর্শন ও মন দ্বারা মূর্ত্তির চিন্তা এবং পদদ্বয়, জাহ্নুদ্বয়, হস্তদ্বয়, বক্ষ ও মস্তক এই পাঁচ অঙ্গ দ্বারা ভূমিস্পর্শ ও বাক্য দ্বারা প্রণাম মন্ত্র বলিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবার নাম অষ্টাঙ্গ প্রণাম।

পঞ্চাঙ্গ প্রণাম—চক্ষু দ্বারা মূর্ত্তিদর্শন ও বাক্য দ্বারা প্রণাম মন্ত্র বলিয়া এবং জাহ্নুদ্বয়, করদ্বয় ও মস্তক দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণামের নাম পঞ্চাঙ্গ প্রণাম।

ত্রাঙ্গ প্রণাম—মস্তকে অঞ্জলি রাখিয়া যে প্রণাম, তাহার নাম ত্রাঙ্গ প্রণাম।

ইহাদের মধ্যে অষ্টাদশ প্রণাম উত্তম, পঞ্চাদশ প্রণাম মধ্যম ও ত্র্যাদশ প্রণাম অধম।

শক্তি ও শিবকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া ও অজ্ঞাত দেব-দেবীকে বাম দিকে রাখিয়া প্রণাম করিতে হয় অথবা সকল দেব-দেবীকেই সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিতে পারা যায়। দেব-প্রতিমা ও গুরুজনকে দেখিলেই প্রণাম করিতে হয়। মাতাপিতা, পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতিকে সকালে ও সন্ধ্যায় প্রণাম করিতে হয়। গুরুজনকে সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিতে হয়। বিমাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া ও গুরুপত্নী বয়সে ছোট হইলেও প্রণাম করিতে হয়।

ব্রাহ্মণে প্রণাম করিলে “বিক্ষেবে নমঃ” বলিয়া প্রতিপ্রণাম করিতে হয়। পুত্রাদি প্রণাম করিলে স্বস্তি বলিতে হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে “আয়ুর্য়ান্ ভব” বৈশ্যকে “বর্দ্ধতাং” এবং শূদ্রকে “আরোগ্যমস্ত” বলিয়া আশীর্বাদ করিবার রীতি আছে। আশীর্বাদ করিবার সময় দক্ষিণ হস্ত চিৎ করিয়া অধঃপ্রসারিতভাবে বুদ্ধাগ্রুষ্ঠ দ্বারা অনামিকার মূলপর্ব স্পর্শ করিয়া বরমুদ্রা দেখাইতে হয়। রাত্রিতে প্রণাম ও আশীর্বাদ নিষিদ্ধ। তজ্জন্তু রাত্রিতে “প্রাতঃ প্রণাম” ও প্রাতঃস্নানোহস্ত” বলিবে।

প্রণামে নিষেধ

গুরুজন বা ব্রাহ্মণ অপবিত্র থাকিলে, বেগে গমন করিলে, তৈল মাখিলে, অশ্রুমনস্ক থাকিলে, হস্তে অন্ন, জল, অগ্নি, পুষ্ণ, কুশ, মৃত্তিকা থাকিলে প্রণাম করিও না। কাহাকেও পশ্চাত্তাণ্ডে কিংবা এক হস্তে প্রণাম করিও না। পিতৃব্য, মাতুল, মাতৃষসী ও পিতৃষসী বয়সে ছোট হইলে প্রণাম করিও না। মাতা ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকের পদধূলি লইতে নাই।

অস্ত্যঙ্গন

তুলসী দেওয়া

প্রথমে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, গন্ধাদি এবং নারায়ণ প্রভৃতির অর্চনা করিয়া পরে সঙ্কল্প করিবে। অগ্রে কোশার জলে কুশ, তিল ও হরীতকী প্রদান করিয়া, ঐ জল বামহস্তে সংযুক্ত দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাজুলি দ্বারা (নখ যেন স্পর্শ না হয়) কিংবা কুশ দ্বারা স্পর্শ করিয়া ‘বিষ্ণুরো তৎসং অম্র অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (অমুকস্থলে জ্ঞান বলিবে) অমুকগোত্রস্ত শ্রী-অমুকদেবশর্ম্মণঃ * শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিপূর্ব্বকসর্ক্বাপচ্ছান্তিকামঃ ওঁ নমস্তে বহুরুপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকপঠিতেন অষ্টাবিংশতি- (অষ্টোত্তরশত-) সংখ্যক-সচন্দন-তুলসীপত্রাণামেকৈকেন হরিপূজন-কর্ম্মাহং করিষ্যামি।

অনন্তর জলশুদ্ধি বা সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি এবং গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া বিষ্ণুর দশোপচারে বা ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়। অতঃপর তুলসীপত্রগুলি গণনা করিয়া চন্দনে ডুবাইয়া একটা পাত্রে সাজাইয়া রাগিবে; তাহার পর ঐ গুলিকে অর্চনা করিয়া অমুষ্ঠ, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা এক একটা তুলসীপত্র ধরিয়া ‘এতৎ সচন্দনতুলসী-পত্রং ওঁ নমস্তে বহুরুপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা’ এই মন্ত্র বলিয়া শালগ্রামের উপর প্রদান করিবে (পূর্বে যে তুলসী দেওয়া হইয়াছে তাহা সরাইয়া এবং হস্ত ধৌত করিয়া অপর তুলসী দিবে)। অনন্তর মূলমন্ত্র জপ ও প্রণাম করিবার পর দক্ষিণা দিবে। দক্ষিণা দিবার সময়

* নিজের জন্ত হইলে ‘অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ’ বলিবে না ও ‘করিষ্যামি’ না বলিয়া ‘করিষ্যে’ বলিবে।

‘এতে গন্ধেপুষ্পে ও কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ’ এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণার দ্রব্য অর্চনা করিয়া পূর্বোক্তরূপে (সকলের হায়ে) জল স্পর্শ করিয়া ‘বিষ্ণুরে’। তৎসংসর্কাপচ্ছাস্তিকামনয়। কৃতৈতৎ সন্ত্যয়নকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদেবতমহং শ্রীহরয়ে তৃত্যং দদানি’ এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণার দ্রব্যে সামাগ্র জলের ছিটা দিবে। অনন্তর ঘোড় হস্তে ‘ও কৃতৈতৎ-সন্ত্যয়ন-কর্মাচ্ছিদ্রমস্ত’ এই মন্ত্র বলিবে

পঞ্চাঙ্গ সন্ত্যয়ন

(কঠিন পীড়ায় ইহা করা কর্তব্য)

প্রথম—নারায়ণকে এক হাজার বা একশত আটটি সচন্দন তুলসীপত্র দিতে হয়। দ্বিতীয়—একহাজার বার দুর্গা নাম জপ করিতে হয়। তৃতীয়—একহাজার বার মধুহৃদন নাম জপ করিতে হয়। চতুর্থ চারিটি পার্থিব-শিবলিঙ্গ পূজা করিতে হয় এবং পঞ্চম—পাঁচবার বা তিনবার চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। এই পাঁচ প্রকারে দেবতাদের অর্চনার নাম পঞ্চাঙ্গ সন্ত্যয়ন। অনেকে যথাক্রমে চণ্ডীপাঠ, চণ্ডীনাম জপ, পার্থিব শিবপূজা, নারায়ণকে তুলসীদান ও মধুহৃদন নাম জপকে পঞ্চাঙ্গ সন্ত্যয়ন বলিয়া থাকেন।

অগ্রে নারায়ণাদির অর্চনা ও স্থতিবাচন করিয়া সংকল্প করিতে হয়। প্রথম—বিষ্ণুরে। তৎসদগ্ধ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুবদেব-শর্ম্মণঃ জীবদেতৎস্থলশরীরাবিরোধেন ঝটিতি সর্বরোগ-প্রশমনপূর্বক-শতায়ুইকামঃ ও নমস্তে বহুক্রপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকপাঠিতেন সহস্র- (বা অষ্টোত্তরশত-) সংখ্যক-সচন্দন-তুলসীপত্রাণা-মেকেকেন হরিপূজনমহং করিষ্যামি। দ্বিতীয়—বিষ্ণুরে।... ..সহস্র-কৃত্যঃ হুর্গেতিদ্ব্যক্ষর-নামোচ্চারণমহং করিষ্যামি। তৃতীয়—বিষ্ণুরে।...

সহস্রকৃত্যঃ মধুসূদনেতি-পঞ্চাঙ্গর-নামোচ্চারণমহং করিষ্যামি । চতুর্থ—
বিষ্ণুরোঁ..... পার্শ্বব-শিবলিঙ্গ-পূজনমহং করিষ্যামি (চারিটার পূজা
এক সঙ্কল্পেই করিতে হয়) । পঞ্চম—বিষ্ণুরোঁ.....শ্রীকৃষ্ণদৈপায়না-
ভিধান-মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রোক্ত-জয়াখ্য-মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিঃ সূর্য্য-
তনয় ইত্যাদি-সাবর্ণি-উবিতা মহুরোমিত্যন্ত-দেবীমাহাত্ম্যস্ত পঞ্চকৃত্যঃ (বা
ত্রিঃ) পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যামি । অনন্তর গণেশাদি পঞ্চদেবতা এবং উক্ত নারী-
য়ণাদি পঞ্চদেবতার পূজা সমাপনান্তে সঙ্কল্পিত কার্য্য শেষ করিয়া দক্ষিণা-
দান, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈশ্ণব্যসমাপন করিবে । শিবপূজার শেষে
মহিষদেব (স্তবমালা দেখ) পাঠ করিতে হয় ।

হরিলুট প্রদান

আচমনান্তে বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক বাহার মানসিক আছে, তাহার
নাম বলিয়া সঙ্কল্প করিবে ; যথা—বিষ্ণুরোঁ ; তৎসদগু অমুকে মাসি (মুখ্য-
চাক্সমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা
(পরের হইলে “অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশর্মনঃ”) অভীষ্টসিদ্ধিকামো
মানসিকহরিপূজনমহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি) । সঙ্কল্পান্তে পূজা
করিয়া ভোগদানের নিয়মে মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিবে, পরে হরিধ্বনি
সহকারে মিষ্টান্নের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তিনবার ছড়াইয়া দিয়া পরে “ওঁ
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে ।

গ্রহণপূরশ্চরণ সঙ্কল্প

ওঁ অগ্নেত্যাদি রাহগ্রস্তে দিবাকরে নিশাকরে বা অমুকগোত্রঃ শ্রীমুক-
দেবশর্মা অমুকদেবতায়। অমুকমন্ত্রসিদ্ধিকামো গ্রাসাদিমুক্তিপার্য্যন্তং অমুকমন্ত্র-
অপরূপপূরশ্চরণমহং করিষ্যে । ইতি সঙ্কল্প্য জপেৎ । ততস্তদ্দিনে পরদিনে বা
স্নানং বিধায় ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকমন্ত্রস্ত কৃতৈতদ্গ্রহণকালীনেয়ং—সংখ্যক-

অপত্যদশাংশহোমতদশাংশঃ পূর্ণতদশাংশাভিষেকতদশাংশত্রাক্ষণভোজন-
কৰ্ম্মাহং করিষ্যে, ইতি সঙ্কল্প্য হোমাদিকং কৰ্ম্ম কৃত্বা দক্ষিণাদিকং
কুর্যাদিতি পুরশ্চরণপ্রয়োগঃ ।

নূতন খাতাপূজা

১লা বৈশাখ যথাবিধানে ঘটে বা শালগ্রামের নিকট খাতা রাখিয়া
লক্ষ্মীনারায়ণ গণেশ ও শিবভূজা পূজা করিবে। তৎপরে বিষ্ণুহোমাদি
করিবে। খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় সিন্দুরের পুতলিকা আঁকিবে ও টাকার
ছাপ এবং চন্দনের তিলক দিবে।

একতার্না দর্শনদোষক্ষয়

নভোমণ্ডলে কেবল একটা তারা দেখিলে সাতবার কপিলমুনিকে অথবা
দেববি নারদকে স্মরণ করিতে হয়।

নষ্ট চন্দ্রদর্শনে

নষ্ট চন্দ্র দেখিলে সামান্য পরিমাণ জল হস্তে গ্রহণপূর্বক নিম্নলিখিত
মন্ত্র বলিয়া সেই জল পান করিতে হয়। মন্ত্র, যথা—

সিংহঃ প্রসেনমবধৌং সিংহো জাম্ববতা হতঃ ।

সুকুমারক মা রোদী স্তব হোষ শ্রমন্তকঃ ॥

শ্রাদ্ধকাল

পূর্নানু—অষ্টমীকা ও শুক্লপক্ষ বিহিত শ্রাদ্ধের। অপরাহ্ন—সপিত্তীকরণ
ও অমাবস্যা দি পার্শ্বশ্রাদ্ধের। মধ্যাহ্ন—একোদ্ভিষ্টশ্রাদ্ধের এবং প্রাতঃ
—এক দণ্ড ও এক মুহূর্ত্ত বাদ দিয়া প্রথম তিন মুহূর্ত্ত বুদ্ধিশ্রাদ্ধের
কাল। তন্মধ্যে একোদ্ভিষ্ট শ্রাদ্ধে অষ্টম মুহূর্ত্ত প্রশস্ততম, নবম মুহূর্ত্ত
প্রশস্ততর, সপ্তম মুহূর্ত্ত প্রশস্ত। পার্শ্বশ্রাদ্ধে একাদশ ও দ্বাদশ মুহূর্ত্ত
প্রশস্ততম, নবম ও দশম মুহূর্ত্ত প্রশস্ততর, অষ্টমাদি মুহূর্ত্ত প্রশস্ত; রাত্রি,
সন্ধ্যা ও সূর্যোদয়ের পর দেড় মুহূর্ত্ত ভিন্ন অন্ত সময় বিহিতকাল।

শ্রাদ্ধপূর্বদিন কৃত্য

শ্রাদ্ধপূর্বদিনে হবিষ্কার বা নিরামিষ একবার মাত্র ভোজন করতঃ সংযমী (মৈথুনাদি ত্যাগী) হইয়া থাকিবে।

শ্রাদ্ধদিনে ত্যাজ্য

শ্রাদ্ধদিনে শ্রাদ্ধকর্তা দস্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না। তিলের তৈল মাখা নিষিদ্ধ। শ্রাদ্ধ করিয়া সেই দিবস দ্বিতীয়বার ভোজন, এক ক্রোশের অধিক গমন, পাশা খেলা, অধ্যয়ন, মৈথুন, দান, প্রতিগ্রহ এবং সায়ংসন্ধ্যা এই আটটি কার্য ত্যাগ করিবে।

অকালে কর্তব্যাকর্তব্য

উপস্থিত দিনের মত দিনান্তর পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে, নিরবকাশ অর্থাৎ নিম্নলিখিত কার্যাদি অকালেও করা যায়; যথা—রজঃস্রাবের ৪র্থ দিন হইতে দ্বাদশ দিনের মধ্যে করণীয় প্রথম গর্ভাধান, ষষ্ঠমাসে করণীয় মুখ্যায়প্রাশন, জাতকন্দাদি ও মাসিকশ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত এবং সন্ধ্যা ও পঞ্চমহাযজ্ঞাদি, নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম এবং গ্রহগমন, শাস্তিস্বস্ত্যয়নাদি।

সাবকাশ নিত্য নৈমিত্তিক কার্য অর্থাৎ উপস্থিত দিন অপেক্ষা যে সকল কার্যের জগ্ন উৎকৃষ্টতর দিন পাইবার সম্ভাবনা, তাহা অকালে করিতে নাই। যথা,—উপনয়ন, দেবতা প্রতিষ্ঠা, গয়া ও গঙ্গাভিন্ন তীর্থ বা দেবতাদি দর্শন, মহাদান, যে অন্নপ্রাশনের দিন গত হইয়া গিয়াছে, তাহা অকালে নিষিদ্ধ।

ভোজনবিধি

হস্ত পদ ও মুখ ধৌত করিয়া পরিকৃত স্থানে পূর্ব বা পশ্চিমমুখ হইয়া উপবেশনপূর্বক নিঃশব্দে পঞ্চাঙ্গুলি দ্বারা ভোজন করিবে।

উত্তর মুখে ও কোণাভিমুখে ভোজন করা বিধেয় নহে। পিতা ও মাতা জীবিত থাকিলে দক্ষিণমুখে বসিয়া ভোজন করিতে নাই। অন্নপাত্র রাখিবার স্থানে ব্রাহ্মণে চতুষ্কোণ, ক্ষত্রিয়ে ত্রিকোণ ও বৈশ্ণবে গোলাকৃতি মণ্ডল করিয়া তত্‌পরি ভোজনপাত্র স্থাপন করিবে। অনিবেদিত অন্ন ভোজন করা উচিত নহে। উপনীত ব্রাহ্মণ গণ্ডুষের পূর্বে ভোজনপাত্র বাম হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া লইবে। ব্যঞ্জনাদি একই সময় লইতে হয় এবং সকলদ্রব্যই ভোজনপাত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। উপনীত ব্রাহ্মণকে ভোজনের পূর্বে গণ্ডুষ ও পঞ্চগ্রাস এবং ভোজনের শেষে গণ্ডুষ করিতে হয়।

আহারকালীন উদরের অর্দ্ধাংশ অন্নের দ্বারা, চতুর্থাংশ জল দ্বারা এবং অবশিষ্টাংশ বায়ুদ্বারা পূর্ণ করিবে। বামহস্ত দ্বারা জলপান করিতে নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে, দাঁড়াইয়া, শাশানে, বানে, আর্দ্র বস্ত্রে, আর্দ্র মস্তকে শয়নাবস্থায় পান্ধকা পরিধান করিয়া, দেবগৃহে, চর্যাসনে বসিয়া ও পা ছড়াইয়া ভোজন করিতে নাই। সাংগালে প্রত্যবে আহার করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। এক পটুজিতে অনেকে খাইতে বসিয়া কাহাকেও রাখিয়া কেহ যদি উঠে, তাহা হইলে তাহার অপরের পাত্রেচ্ছিষ্ট ভোজন করা হয়। কিছু অন্নপাতে রাখিয়া আহার শেষ করিতে হয়। ক্ষীর, দ্রব, দধি, জল, ঘৃত, মধু, ছাতু ও শাকের নিঃশেষেই ভোজন করা উচিত। এই সকল জিনিষের ভুক্তাবশিষ্ট অপর লোককে ভোজন করিতে দিতে নাই। উচ্ছিষ্টপাত্রে ঘৃত গ্রহণ ও রাত্রিকালে দদিভোজন করিতে নাই। দিবসে একবার ও রাত্রিতে একবার ভোজন করিবে।

গণ্ডুষ ও পঞ্চগ্রাসের মন্ত্র

অন্নভোজনের পূর্বে উপনীত দ্বিজাতিগণকে নম্রপাঠ সহকারে জল-গণ্ডুষ পান ও পঞ্চ গ্রাণহতি দান করিতে হয়।

প্রথমতঃ আচমন পূর্বক—‘ও অম্মাকং নিত্যমম্বতং’ এই মন্ত্র বলিয়া ব্যঞ্জনাদি মিশ্রিত কিঞ্চিৎ অন্ন হস্তে লইয়া ‘ও’ ভুবঃপতয়ে স্বাহা, ও’ ভুবনপতয়ে স্বাহা, ও’ ভূতানাংপতয়ে স্বাহা’ বলিয়া ভূমিতে কিছু কিছু ফেলিয়া দিবে। পরে মাটির উপর অন্ন পরিমাণ অন্ন পাঁচ ভাগে রাখিয়া এক গণ্ডুষ জল লইয়া ওঁ নাগায় নমঃ, ওঁ কুর্মায়ে নমঃ, ওঁ কুকরায় নমঃ, ওঁ দেবদত্তায় নমঃ, ওঁ ধনস্বয়ায় নমঃ এই পাঁচটি মন্ত্রের এক একটি মন্ত্র বলিতে বলিতে এক এক ভাগ অন্ন সামান্য একটু করিয়া জল দিবার পর অবশিষ্ট জল ওঁ অমৃতোপস্রবণমসি স্বাহা’ এই মন্ত্র বলিয়া অর্ধেক পান করিবে ও অপরাংশ মাটিতে নিক্ষেপ করিবে।

পরে পঞ্চ প্রাণাহতি মুদ্রা দ্বারা অন্ন অন্ন অন্ন লইয়া ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা মন্ত্র বলিয়া পাঁচবার ভোজন করিবে এবং প্রত্যেকবারে ভুক্তাবশেষ কিঞ্চিৎ অন্ন ভূমিতে ঐ জলের উপর ফেলিবে। তৎপরে ভোজন শেষ হইয়া গেলে অন্নযুক্ত হস্তে এক গণ্ডুষ জল হইয়া ‘ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা’ মন্ত্র বলিয়া অর্ধেক জল পান করিবে ও অপরাধি ভূমিতে ফেলিয়া দিবে।

মৎস্য মাংসাদি ভোজন করিলে দ্বিতীয় গণ্ডুষ গ্রহণের পূর্বে হস্ত ধোত করিবার পর জলগণ্ডুষ পান করিবে।

মাংস ভোজন ব্যবস্থা।

মহানবমীতে দেবীকে মৎস্যমাংসাদি নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ দ্বারা মাংসভোজী পারণ করিবেন। শীনাঙ্গ, বিকৃতান্গ, স্বয়ংমৃত, পীড়িত এবং দেবতা বা পিতৃলোকের উদ্দেশে অনিবেদিত, পৃষ্ঠমাংস, শুকমাংস, নাক্তী এবং স্ত্রীপুত্র মাংস অভক্ষ্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাংস ভোজন একেবারেই নিষিদ্ধ, অতথা ঘোর নরকগামিনী হইতে হয়।

মাংসশোধন

নিম্নোক্ত মস্ত্রে মাংসের উপর জলের ছিটা দিবে, যথা—

ও প্রতদ্বিকৃতবকে বীৰ্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ ।

যন্তোরুশু ত্রিষু বিক্রমণেষধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিম্বাঃ ।

অভক্ষ্য

লতন, গৃজন, (গাঁজর পুঁ, পোলাপু (পেঁয়াজ), কবক (ভুঁই ছাতু)
এবং বৃথা মাংস খাইতে নাই । বৈষ্ণবের পক্ষে সাদা বেগুন অথাঙ্গ ।

তিথি বিশেষে অভক্ষ্য

প্রতিপদে কুয়াণ্ড (কুমড়া), দ্বিতীয়াতে বৃহতী (ব্যাকুড় বিশেষ),
তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে
তাণ, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলসীশাক
একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দশীতে
মাষকলাই, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়া মাংস খাইবে না । রবিবারে মৎস্য
মাংস, মাষ, মসুর, নিম্ব, আর্দ্রক ও দধ্বদ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ ।

হবিষ্য

আতপ তুল, খই, কাঁচামুগ, তিল, ঘব, মটর, বাস্তুক (বেতোশাক)
ধিঞ্চা, লতাদির মূল, সৈন্ধবলণ, গব্য-দুগ্ধ (সর তোলা না হয়), গব্য-দধি
গব্যদুত, কাঁটাল, আত্র, কদলী, লবলী (নোড়), আমলকী,
জীরা, তেঁতুল, ইক্ষু (আক), ইক্ষুর চিনি (শুড় নহে)
হবিষ্য দ্রব্য ।

উপবাসানুকল্প

উপবাসে অশক্ত হইলে জল, ফল, মূল, দুগ্ধ, ঘৃত এবং ব্রাহ্মণে
লইয়া রাত্রিতে হবিষ্য ভোজন করিতে পারা যায় ।

শরৎকাল

শরৎকালে ভোজনান্তে স্বপ্ন ও হস্তপদ প্রকালন করিয়া উত্তমরূপে মুছিয়া শয়ন করিবে। বিষ্ণুকে ও বেটদেবতাকে প্রণাম করিয়া তদীয় মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রা হইবে। পশ্চিম ও উত্তরদিকে মাথা করিয়া শয়ন করিবে না। কিন্তু প্রবাসে পশ্চিমদিকে মাথা করিয়া শুইতে পারা যায়। প্রাতঃকালে, সায়ংকালে, উত্তানভাবে অর্থাৎ চিৎ হইয়া, উল্লঙ্ঘন অবস্থায় এবং তৈলাক্ত মস্তকে শয়ন করা নিষিদ্ধ। আহারের পরে কিছুকাল বামপার্শ্বে শয়ন করিবে।

জ্যৈষ্ঠসংসর্গ

চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিকে পূর্ণ বলি। পূর্ণ-দিনে, দিবাভাগে, প্রভাতে, সায়ংকালে, ত্রতদিনে, শ্রাদ্ধদিনে, ত্রত ও শ্রাদ্ধের পূর্বদিনে এবং ক্রম্যবস্থায় জ্যৈষ্ঠসংসর্গ নিষিদ্ধ। রজস্বলা (প্রথম ৩ দিন) ও পূর্ণগর্ভা স্ত্রীতে উপগত হইবে না। সংসর্গকালে স্ত্রীপুংস্বরের দেহ পবিত্র, মন প্রেম ও ভগবচ্ছিত্তানিয়ত থাকি আবশ্যক। সংসর্গকালে মনে পাপচিন্তা থাকিলে ও মন রিপুগ্নবশ হইলে সমস্তান পাপিষ্ঠ ও লম্পট হয়।

শ্রাদ্ধকাল

বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবারে শ্রাদ্ধকর্ম করিতে নাই।

পূর্বাহ্নে শ্রাদ্ধকর্ম করিবে। নাপিতের গৃহে হাইয়া

না। অগ্রে কেশ, তৎপরে শ্রাদ্ধ (দাড়ি ও গোঁপ)

শেষে নব এইরূপে শ্রাদ্ধকর্ম করা কর্তব্য। অপৌচাত্ত্যাদি

নিষিদ্ধ ব্যারেও শ্রাদ্ধকর্ম করা বিধেয়। অনর্থক কেশ

করা উচিত নহে; মাতা পিতার মরণে শিখা রাখিয়া কেশ-মুণ্ডন

করা উচিত। কোনরূপ কামনা করিয়া কেশ ও গোঁপ-দাড়ি রাখিলে তাহা মুণ্ডন করিতে নাই; তবে পিতা-মাতার মরণে, অশৌচাস্তাদিকারণে মুণ্ডন করিয়া পুনরায় কেশ ও গোঁপদাড়ি রাখিবে। প্রয়াগে, প্রায়শ্চিত্তের পূর্বদিনে, চড়াকরণ ও উপনয়নে শিখা সহিত কেশমুণ্ডন করিবে। কস্তা ও সধবার পক্ষে কেশ মুণ্ডনের পরিবর্তে সমস্ত কেশের অগ্রভাগের অঙ্গুলিদ্ধয় পরিমাণ ছেদন করিবে। বিধবাগণের কেশ ধারণ করা উচিত নহে।

ক্ষৌরকার্য্য করিয়া স্নান করিবে, কারণ ক্ষৌরকার্য্যের পর শরীর অপবিত্র হইয়া থাকে।

যথাবিধি তীর্থে গমন করিলে সকল তীর্থেই কেশমুণ্ডন করিবে, কেবল গয়া, গঙ্গা, বদরিকাশ্রম (বিশালা) ও পুরীতে (বিরজায়) কেশমুণ্ডন করিতে নাই। দশমাসের ভিতর পুনরায় তীর্থ যাত্রা করিলে কেশমুণ্ডন করিতে হইবে না।

পঞ্চগব্য

গোমূত্র, গোময়, গবাদুগ্ধ, গবাদধি ও গবাদ্ব্যত—এই পাঁচটি দ্রব্যকে পঞ্চগব্য বলে। ইহাদের সহিত কুশোদক দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

পঞ্চগব্য পরিমাণ

গোময়ের দ্বিগুণ গোমূত্র, চতুর্গুণ ঘৃত, দধি এবং দুগ্ধ অষ্টগুণ করিবে। মৃত্যান্তরে সমানভাগে দিবার ব্যবস্থাও আছে।

সামবেদীয় পঞ্চগব্য শোধান মন্ত্র

গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ করিয়া দিবে। গোময়—ওঁ গাবশ্চিদ্বা সমস্তবঃ সজাতোন্ মরুতঃ সব্রহ্মবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ। দুগ্ধ—ওঁ গব্যো যু গে যথা পুরা-খরোত রথয়া। বরিবস্তা মহোনাং। দধি—ওঁ

দধিক্রাব্ণো অকারিষ্য জিহ্বারম্ভ্য বাজিনঃ। স্মরতি নো মুখকরং
প্রণ আয়ুংষি তারিষ্য। যুত—ও যুতবতী ভুবনানামধিশ্রিনোৰ্বী,
পৃথ্বী মধুহুবে অপেশসা। জাবাপৃথিবী বরুণস্ত ধর্মণা, বিকাভতে
অজরে ভ্রিরেতসা। কুশোদক—ও দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহ্মি-
নোৰ্বাহভ্যাং, পৃকো হস্তাভ্যাং গৃহ্মামি। পরে গায়ত্রী পাঠ দ্বারা
সমস্ত একত্র মিশাইবে।

যজুর্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধান মন্ত্র

গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ। গোময়—ও গরুরাং ছরাধর্ষাং নিত্যপুষ্ণাং
করীষিণীং। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে প্রিয়ম্। হুধ—
ও আপ্যায়ন্ত সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমসুক্ষ্মম্। ভবা বাজস্ত সংগথে।
দধি—ও দধিক্রাব্ণো ইত্যাদি। যুত—ও তেজোহসি শুক্রমস্তমৃতমসি
শ্যাম নামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাপুষ্ণং দেবযজনমসি। কুশোদক—ও
দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহ্মিনোৰ্বাহভ্যাং পৃকো হস্তাভ্যামাদদে। পরে
গায়ত্রী পাঠ দ্বারা সমস্ত একত্র মিশাইবে। কত্রিয় বৈশ্ত ও শূদের কার্যে
যজুর্বেদের মন্ত্র পাঠ করিবে।

ঋগ্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধান মন্ত্র

গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ। গোময়—ও গাবশ্চিদঘা ইত্যাদি। হুধ—
ও আপো অস্তাশ্চাতিষ্যং রসেন সমগম্মহি। পয়স্বানম্ আ গহি,
তং মা সাসৃজ বর্চসা। দধি—ও উৰূধ্যাধ্বং সমনসঃ সধায়ঃ, সমগ্নিমিজ্জং
বহবঃ সনীড়াঃ। দধিক্রামগ্নিসুধসঞ্চ দেবীমিত্রাবতোহবসে নি হ্বয়ে বঃ।
যুত—ও অগ্নিরগ্নি জন্মনা জাতবেদা, যুতং মে চকুরমৃতং ম আসন্।
অর্কজিধাহু রজসো বিধানোহজ্ঞস্তো ষষ্ঠো হবিরগ্নি নাম ॥ কুশোদক—
ও যোগে যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে। সধায় ইজ্রমুতয়ে।
গায়ত্রী পাঠ দ্বারা সমস্ত একত্র মিশাইবে।

পঞ্চামৃত

দধি, ছফ্ফ, য়ত, শর্করা (চিনি) ও মধু—এই পাঁচটা দ্রব্যকে পঞ্চামৃত বলে ।

ত্রিবেদীয় পঞ্চগব্য শোষণমন্ত্র

যে যে বেদোক্ত পঞ্চগব্যশোধনে দধি ছফ্ফ প্রভৃতির শোধন মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে, পঞ্চামৃত শোধনেও তন্মন্ত্র প্রয়োগ করিবে । কুশোদক শোধনের মন্ত্রে শর্করা শোধন করিবে । মধুশোধনের মন্ত্র—ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু কুরন্তি সিদ্ধবঃ । মাধ্বীনঃ সস্বোষধীঃ । ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুং পার্থিবং রজঃ । মধু দ্যৌরন্ত নঃ পিতা । ওঁ মধুমাম্মো বনস্পতির্মধুমান্ অস্ত সূর্গাঃ । মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ । ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু ॥

গর্ভবতীর পঞ্চগব্য প্রাশন মন্ত্র

ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি ।

গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা বা ধন্তাং পুরুষশ্রজা ॥

(সামবেদীয়—পুরুষশ্রজো) ।

গর্ভবতীর পঞ্চামৃত প্রাশন মন্ত্র

ওঁ পিব পঞ্চামৃতং দেবি যতন্তং গর্ভধারিণী ।

দীর্ঘায়ুঃ বংশধরং পুত্রং জনয় সূত্রতে ॥

ভূতচতুর্দশী

এই দিনে ভূতের উপদ্রব বেশী হয় বলিয়া কথিত আছে, এই নিমিত্ত এই দিনকে ভূতচতুর্দশী বলে ।

ভূতচতুর্দশী দিনে সন্ধ্যার সময় দেবতার মন্দিরে, নিজের ঘরের

প্রাক্‌গে, সক্ষম হইলে নদীতীর প্রভৃতি স্থানে প্রদীপ দিলে নরক-দর্শন করিতে হয় না। স্বানের পর যমতর্পণ করিতে হয়।

আ গম্যপ্রদীপ দান

কার্তিকমাসে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া শূণ্ডে প্রদীপ দিতে হয়। প্রদীপ দিবার প্রথম দিনে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়।

দীপদান মন্ত্র

ও দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ ।

প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোহনস্তায় বেধসে ॥

ঘটোৎসর্গ

মহাবিশুবসংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্রমাসের শেষ দিন, অক্ষয়তৃতীয়া কিংবা সৌরবৈশাখ মাসের যে কোন দিনে মৃত পিতৃপিতামহ প্রভৃতি পূর্কপুরুষের, স্বামীর ও ইষ্টদেবদেবীর উদ্দেশে কিংবা নিজের নিমিত্ত সভোজ্য বা শক্তুসহ (ছাতুর সহিত) এবং সোপকরণাদি (তালবুস্তাদি সহিত) জলপূর্ণঘট উৎসর্গ করিতে হয়। উৎসর্গের সময় পূর্বমুখে উপবেশন করিয়া আচমন ও বিষ্ণু স্মরণপূর্বক গঙ্গাদির ও নারায়ণ প্রভৃতির আরাধনা করিয়া ঘটে চন্দনের প্রলেপ দিবে। চন্দন লেপনের মন্ত্র—

ঘট ত্বং ধর্মরূপেণ ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পুরা ।

ত্বয়ি লিপ্তে সন্ত লিপ্তা-শ্চন্দনৈঃ সর্বদেবতাঃ ॥

অনন্তর বাম হস্তে (উপুড় করিয়া) ঘটটী ধরিয়া ‘এতস্মৈ সভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণ-ঘটায় নমঃ (যদি উৎসর্গে গাম্ভা থাকে, তাহা হইলে ‘এতস্মৈ সবস্ত্র-ভোজ্য’ ইত্যাদি, গঙ্গাজল হইলে ‘গঙ্গাজলপূর্ণ’ ইত্যাদি)

৩ বার পাঠ করিয়া ঘণ্টে ৩ বার জলের ছিটা দিবে। অনন্তর এতে গন্ধ-পুষ্প (ঙ) এতদ্বৈ সভোজ্য-সোপকরণজলপূর্ণ-ঘটায় নমঃ,...এতদধিপত্যে (ঙ) শ্রীবিষ্ণুবে নমঃ,...এতৎ সম্প্রদানায় (ঙ) ব্রাহ্মণায় নমঃ' এই সকল মন্ত্র বলিয়া পূজা করিবে। পরে দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র লইবে, ঐ ত্রিপত্র জলে ধরিয়া 'বিষ্ণুরেঁ। তৎ সৎ অশ্বেতাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকশা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ (স্ত্রীলোক হইলে শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা) ইমং সভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণ-ঘটমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদেবতমহং যথাসম্ভব-গোত্র-নায়ে ব্রাহ্মণায় দদানি, এই বলিয়া ঘণ্টে জলের ছিটা দিবে। তারপর যথাসম্ভব দক্ষিণা দিবে। কাঞ্চন-মূল্যকে অর্চনা করিয়া—“বিষ্ণুরেঁ। তৎসৎ অশ্ব... শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ সভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণঘটদানকর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদেবতমহং যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় দদানি” বলিয়া দক্ষিণায় জলের ছিটা দিবে। অনন্তর যোড়হস্তে “(ঙ) কৃতৈতৎ সভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণ-ঘটদানকর্মণা-চ্ছিদ্রমস্ত” বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। এইরূপে পিতামহ প্রপিতামহ, মাতামহ প্রমাতামহ, বরুপ্রমাতামহ প্রভৃতি প্রত্যেকের নামে পৃথক পৃথক ঘট উৎসর্গ করিবে, কিংবা পিতৃপক্ষের তিন জনের নামে একটি ও মাতামহপক্ষের তিন জনের নামে একটি ঘট উৎসর্গ করিলেও চলিতে পারে। পত্নীর স্বামীর জন্ত উৎসর্গ বাক্য—ভর্তৃঃ । ইষ্টদেবদেবীর জন্ত বাক্য...অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ (স্ত্রীলোক হইলে...গোত্রা, দেবী বা দাসী) শ্রীমদিষ্টদেবতা শ্রীতিকামঃ (স্ত্রীলোক হইলে শ্রীতিকামা) শ্রীমদিষ্টদেবতায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে বলিবে। অনন্তর যোড়হস্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—

পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ ।

পানীয়স্য প্রদানেন প্রীযতাং মে জনাধিনঃ ॥

নিজের নিমিত্ত এই বাক্য.....অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মনোরথসফলত-

কামঃ.....বথাসম্ভবগোত্রনার্হেত্রাক্ষণায়াহং সম্প্রদদে । তারপর দক্ষিণাস্তে
'পানীয়ং প্রাণিনাং' ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া শেষে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—

এষ ধর্ম্মঘটো দত্তো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাঙ্ঘ্রকঃ ।

অস্য প্রদানাং সফলা মম সন্ত মনোরথাঃ ॥

অনন্তর 'পিতা ধর্ম্মঃ পিতা ধর্ম্মঃ' ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া পিতৃস্তুতি ও
পিতৃপ্রণাম (তর্পণবিধি দেখ) করিবে। পরে হস্তে এক গণ্ডূষ জল
লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—

প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ ।

তস্মিন্হৃষ্টে জগত্ৰুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ ॥

এতৎ কর্ম্মফলং ত্রীকৃষ্ণায়ার্পিতমস্তু ।

উপর্য্যুক্ত মন্ত্র বলিয়া মাটিতে জলগণ্ডূষ নিক্ষেপ করিবে। শেষে
'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ' ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া বিষ্ণুকে
প্রণাম করিবে।

দানোৎসর্গ

নিজের, অন্নের কিংবা প্রেতের নিমিত্ত ষোড়শ দান, দ্বাদশ দান
কিংবা অন্ন-জল-বস্ত্র উৎসর্গ করিবার নিগম শাস্ত্রে আছে।

ষোড়শদানের দ্রব্য

(১) ভূমি (অভাবে—খাজ, যন্ত্রিকা ও ভূমির মূল্য), (২)
আসন, (৩) জল, (৪) বস্ত্র, (৫) দীপ (৬) অন্ন, (৭)
তাষল, (৮) ছত্র, (৯) গন্ধ, (১০) মালা (স্নেতপুষ্প), (১১) ফল
(ছইটি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে), (১২) শয্যা, (১৩) পাটকা (পাটকা-
যুগল বা উপানদ্যুগল), (১৪) গো অথবা গোমূল্য ১০ আনা বা ধেনুমূল্য
১০ আনা, (১৫) কাঞ্চন ও (১৬) রজত (কাঞ্চন ও রজত এক
রত্নির কম না হয়)।

দ্বাদশদানের দ্রব্য

(১) ভূমি, (২) আসন, (৩) জল, (৪) অন্ন, (৫) বস্ত্র
(৬) তাম্বুল, (৭) ফল, (৮) গন্ধ, (৯) ছত্র, (১০) পাছকাযুগল,
(১১) শয্যা ও (১২) গোমূত্র।

উপর্যুক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে সশস্য-ভূমিমূত্রা, জল, দীপ, অন্ন, তাম্বুল, গন্ধ, মালা, ফল, গোমূত্রা, কাঞ্চন ও রজত তৈজসসাধারে অর্থাৎ পিত্ত-লাদি ধাতুপাত্রে রাখিয়া দান করিবার বিধি আছে। অনেকে মাটির মালসায় ভূমিমূত্রা ও গোমূত্রা দান করিয়া থাকেন, তাহা করা উচিত নহে। ষটোৎসবের দ্বায় সবদ্রব্য ঐ সকল দ্রব্য উৎসর্গ করিতে হয়। উৎসর্গের সময় বাক্য—ইদং সবদ্রব্য-তৈজসসাধার-সশস্যভূমিমূত্রাং (কোন ধাতুনির্মিত আধার তাহার নাম করিতে হইবে), সবদ্রব্য-তৈজসসাধার-জলং (গঙ্গাজল হইলে ‘গঙ্গাজলং’ বলিতে হইবে) ইত্যাদি বলিবে। যদি নিজের জন্য উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার বাক্য...‘অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ স্বর্গকামঃ . সম্প্রদদে’ এইরূপ মন্ত্র বলিবে। অতঃপর কিংবা প্রেতের জন্ত করিলে তাহার বাক্য—...অমুকগোত্রস্য অমুকস্য প্রেতস্য, স্বর্গকামঃ ...দদানি এইরূপ মন্ত্র বলিবে। গ্রহণ সময় দানে—(সুযাগ্রহণে) অমুক-দ্রব্যদশলক্ষদানজন্ত-ফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ এবং (চন্দ্রগ্রহণে) অমুক-দ্রব্যলক্ষদানজন্ত-ফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ ; চূড়ামণিযোগে—অনন্তামুকদ্রব্য-দানজন্তফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ। দীপ ও গন্ধ উৎসর্গ করিবার সময় এই বাক্য—‘ইদং’ স্থলে ‘ইমং’ বলিবে। শয্যা উৎসর্গ করিবার সময় এত বাক্য—‘এতং’ স্থলে ‘এতস্যৈ’ বলিবে ; ‘ষটায়’ স্থলে ‘শয্যায়ৈ’, ‘ইমং’ স্থলে ‘ইমং’ ও ‘শ্রীবিষ্ণুদৈবতং’ স্থলে ‘শ্রীবিষ্ণুদৈবতাকং’ বলিবে।

ব্রাহ্মণের নামে উৎসর্গকৃত দান-দ্রব্য ব্রাহ্মণকেই দিতে হয়, অন্য কাহাকেও দিতে নাই।

দোষে দান

চন্দ্রশুদ্ধি না থাকিলে (চন্দ্রদোষে) শস্য, তারাগুদ্ধি না থাকিলে লবণ, নক্ষত্র করণ ও বারদোষে ধান্য, অন্তঃকরণে তিল, লগ্নদোষে কাঞ্চন ও মণি এবং তিথিদোষে আতপতণ্ডুল দান করিতে হয়। কাঞ্চন ও রৌপ্য অমৃতঃ এক রতি এবং লবণ, ধান্য, তিল ও আতপ তণ্ডুল পরিমাণে একসের হওয়া চাই।

কুমারী পূজা

অনুতা অর্থাৎ অবিবাহিতা ও অনাগতর্কবা অর্থাৎ বাহার ঋতু হয় নাই এরূপ কন্যাকে কুমারী বলে। বয়োভেদে কুমারীর বিশেষ বিশেষ নাম আছে। যথা—একদশবয়স্কা সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষা সরস্বতী, ত্রিবর্ষা ত্রিধামুর্তি, চতুবর্ষা কালিকা, পঞ্চবর্ষা সুভগা, ষড়্‌বর্ষা উমা, সপ্তবর্ষা মালিনী, অষ্টবর্ষা গৌরী (কুঞ্জিকা), নববর্ষা রোহিণী (কালসন্দর্ভা), দশবর্ষা অপরা-জিতা, একাদশবর্ষা রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষা ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষা মহালক্ষ্মী, চতুর্দশবর্ষা পীঠনারিকা, পঞ্চদশবর্ষা ক্ষেত্রজ্ঞা, ষোড়শবর্ষা অম্বিকা।

কুমারী-পূজা সঙ্কল্পিত পূজাদির সম্পূর্ণ ফললাভ কামনায় করা হয়। পূজক স্বয়ং পূর্বমুখে বা উত্তরমুখে বসিয়া এবং কুমারীকে সম্মুখে বসাইয়া সঙ্কল্প পূর্বক পূজাবিধির নিয়মানুসারে পূজা করিবে। পরে কুমারীকে নব বস্ত্র পরাইয়া ভোজন করাইবে এবং কুমারীকে প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণা প্রদান ও প্রণাম করিবে।

চাভুন্মাস্য ব্রত

এই ব্রত মুখ্যচান্দ্র আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশী হইতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত, কিংবা আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত, অথবা কর্কট সংক্রান্তি হইতে বৃশ্চিক সংক্রান্তি পর্য্যন্ত চারি মাস যাবৎ করিতে হয়। এই ব্রতে তৈল

ত্যাগ করিলে সৌন্দর্য্য, শুড় ত্যাগ করিলে মিষ্টস্বর, অন্ন ত্যাগ করিলে দীর্ঘজীবী বলিষ্ঠ সন্তান, মধুমাংস ত্যাগে সুস্থ শরীর ও বিষ্ণুভক্তি, নখ এবং চুল রাখিলে প্রত্যহ গঙ্গাস্নানের ফল, এবং একদিন অন্তর উপবাস করিলে বৈদুর্ভ লাভ হয়। 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিলে উপবাস ফল, মাংস বর্জন করিলে আয়ুঃ, বশ ও বললাভ এবং বিষ্ণুকে প্রণাম করিলে গোদানৈব ফল লাভ হয়। এই ব্রত করিলে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিতে হইবে।

ব্রত আরম্ভদিনে প্রাতঃকালে স্নানাদি নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্ম করিবার পর স্তুতি-বাচনান্তে 'সূর্য্যঃ সোমঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হয়। সঙ্কল্পের বাক্য যথা—বিষ্ণুর্নৈ। তৎসৎ অন্ন আষাঢ়ে মাসি শুক্রে পক্ষে দ্বাদশ্যাং তিথৌ [বা পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ কিংবা অমুকতিথৌ (তিথিদ নাম) দক্ষিণায়নসংক্রান্ত্যাং] আরভা চতুর্দশ্যাং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুকঃ কীর্ত্ত্যায়ুর্যশোবলা-বাশ্তিকামঃ (অথবা দীর্ঘজীবিসংস্থানকামঃ বা মধুরস্বরকামঃ ইত্যাদি কিংবা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ) চাতুর্দশ্যাব্রতমহং করিষ্যে। অনন্তর ঘোড়হস্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—

(ওঁ) ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতত্ত্বব।

নির্কিঙ্করাং সিদ্ধিমাশ্নোতু প্রসাদাত্তব কেশব ॥

(ওঁ) গৃহীতেহস্মিন্ ব্রতে দেব যজ্ঞপূর্ণে ত্বহং ত্রিণে।

তন্মে ভবতু সম্পূর্ণং ত্বংপ্রসাদাজ্জনাদিন ॥

ব্রতের শেষ দিনে কৃতাজ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—

(ওঁ) ইদং ব্রতং ময়া দেব তব প্রীতৌ কৃতং বিভো।

নুনং সম্পূর্ণতাং যাতু ত্বংপ্রসাদাজ্জনাদিন ॥

অনন্তর ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে।

চা চূর্ণাদ্ব্যত্নত অফালেও করা বাইতে পারে। এই চারিমাস শাক, কুমড়া, মাষকলাই, খেত শিখী, পটোল ফল, বরুটী, মূলা, বেগুন, নেবু, মশুর, তুণ্ড, তেঁতুল, দধি ও আক খাইতে নাই।

দক্ষিণার নিয়ম : - প্রাতঃকালে স্নানে, ছাতু ও স্নত, আমিষ ত্যাগ করিলে সবৎসা ধেনু বা তম্বুলা অন্ততঃ বার আনা, ফল খাইলে দাত্ত, একদিন অন্তর খাইলে ছাগী বা তাহার মূল্য অন্ততঃ দুই আনা ও শাক ত্যাগ করিলে রোপাধানে প্রত দক্ষিণা দিতে হয়। আবার সৰ্ব্বত্রই স্বর্ণ বা তাহার মূল্য ধরিয়া দিলেও চলে।

পূজাদির উপচার

পূজোপকরণের দ্রব্যাদিকে “উপচার” কহে। প্রায় দেবতাদিগের অর্চনাতে ষড়্‌বিধ উপচারের শ্রেণীভেদ নির্দ্ধারিত আছে, কিন্তু তাহা থাকিলেও প্রায় সৰ্ব্বত্রই উপচারের ত্রিবিধ শ্রেণীভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বীদেবতার পূজায় চতুঃষষ্টি উপচারে ফলাধিক্য, কোন কোন নিয়মে ষট্‌ত্রিংশ উপচারে পূজাদ্বারাও ফলাধিক্য নির্দ্ধারিত আছে ; কিন্তু সেই সকল সংগ্রহ করা সাধারণের পক্ষে কষ্টকর। সাধারণতঃ ত্রিবিধ উপচারই বিশেষরূপে প্রচলিত আছে।

ষোড়শোপচার

যথা :—(১) আসন, (২) স্বাগত, (৩) পাদ্য, (৪) অর্ঘ্য, (৫) আচমনীয়, (৬) মধুপর্ক, (৭) আচমনীয়, (৮) স্নানীয়, (৯) বস্ত্র, (১০) আভরণ, (১১) গন্ধ, (১২) পুষ্প, (১৩) ধূপ, (১৪) দীপ, (১৫) নৈবেদ্য, (১৬) বন্দন, অর্থাৎ অগ্ন্যান্য নিবেদ্য বস্ত্র নিবেদন ও স্তব কবচাদি পাঠকপূর্বক প্রণাম।

দশোপচার

যথা :—(১) পাদ্য, (২) অর্ঘ্য, (৩) আচমনীয়, (৪) স্নানীয়, (৫) গন্ধ, (৬) পুষ্প, (৭) হুপ, (৮) দীপ, (৯) নৈবেদ্য, (১০) বন্দনা।

পঞ্চোপচার

যথা :—(১) গন্ধ, (২) পুষ্প, (৩) হুপ, (৪) দীপ, (৫) নৈবেদ্য।

উপচার নিবেদন করিবার পূর্বে দ্রব্যাদিকে অর্চনা করিয়া পরে নিবেদন করিবে। অর্চনার প্রণালী—“ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ” এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার আসনের উপরে জল দিয়া একটা পুষ্প হস্তে লইয়া ‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ’ বলিয়া রজত আসনের উপর ফুলটা দিবে, পরে পুনঃ ‘এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় অমুকদেবতায়ৈ বা অমুকদেবায় নমঃ’ বলিয়া সেই দেবতার উপর ফুল দিয়া পরে “এতৎ রজতাসনং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ” বলিয়া আসনে নিবেদন করিয়া দিবে। এই প্রকারে সকল দ্রব্যই অর্চনা করিয়া নিবেদন করিবে।

ষড়ঙ্গধূপ

ধূপ বহুপ্রকার আছে, কিন্তু পূজাদিতে ষড়ঙ্গ ধূপই প্রশস্ত। চিনি, মধু, গব্যায়ত, স্বেত চন্দনকাষ্ঠ, অগুরুকাষ্ঠ ও গুগ্গুল—এই সকল দ্রব্য একসঙ্গে বাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ষড়ঙ্গ ধূপ প্রস্তুত করিবে।

নামোচ্চারণ

ব্রাহ্মণের নামের পর ‘দেবগন্ধা’, ক্ষত্রিয়ের নামের পর ‘ত্রাতুবন্ধা’, বৈশ্যের নামের পর ‘দত্তভূতি’ বা ‘গুপ্তভূতি’ এবং শূদ্রের নামের পর উপাধি ও শেষে ‘দাস’ বলিবে। দ্বিজাতি-কণ্ঠ্য নামের পর ‘দেবী’

এবং শূদ্রকৃত্যের নামের পর ‘দাসী’ বলিতে হয়। সকল প্রভৃতি করিবার সময় যেখানে ‘অমুকঃ’ আছে, সেখানে জাতি অনুসারে পুরুষ হইলে নামের পর দেবশর্মা, ত্রাতৃবর্মা, দত্তভূতিঃ বা গুপ্তভূতিঃ এবং স্ত্রীজাতি হইলে দেবী বা দাসী বলিবে। যেখানে ‘অমুকস্ত’ আছে, সেখানে জাতি অনুসারে পুরুষ হইলে নামের পর দেবশর্মাণঃ, ত্রাতৃবর্মাণঃ, দত্তভূতেঃ বা গুপ্তভূতেঃ এবং স্ত্রী-জাতি হইলে দেব্যাঃ বা দাস্যঃ বলিবে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ

দেবতার উদ্দেশে যে কৰ্ম সম্পাদন করা হইল, তাহা যে অচ্ছিদ্র অর্থাৎ নির্দোষ হইয়াছে, ত্রাক্ষণের সম্মতি লইয়া সেই বিষয়ের অবধারণকে (নিশ্চয় করাকে) অচ্ছিদ্রাবধারণ কহে। দাক্ষিণাদি দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হইবে। ইহার বাক্য—(যোড় হস্ত হইয়া) (ওঁ) কৃত্তেতল্লক্ষ্মী-পূজন-কৰ্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। পুরোহিতকে ‘ওঁ অস্তু’ বলিতে হইবে। কোন কোন কৰ্ম্মে অচ্ছিদ্রাবধারণের পর বৈশ্বণ্যসমাধান করিবার বিধি আছে।

বৈশ্বণ্যসমাধান

বৈশ্বণ্য-সমাধান অর্থাৎ ক্রটি মার্জনার বামহস্তযুক্ত দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র ও হরীতকী জলে ধরিয়া বলিবে; যথা—(‘বিষ্কুরো তৎ সৎ’) অস্ত্র অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রঃ স্ত্রীঅমুক-দেবশর্মা কৃত্তেতল্লক্ষ্মী কৰ্ম্মণি যদবৈশ্বণ্যং জাতং তদদোষপ্রশমনায় বিষ্কুরণমহং করিষ্যে। ‘ওঁ তদ্ বিষ্কোঃ পরমং পদং’ ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া দশবার ‘ওঁ বিষ্কুঃ’ (স্ত্রী ও শূদ্র ‘ওঁ’ স্থলে ‘নমো’ বলিয়া) এই মন্ত্র বলিয়া স্রপ সমাপনপূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিষ্কুর উদ্দেশে ঐ জল মাটিতে কেলিয়া দিবে। মন্ত্র, যথা—

(ঙ) অজ্ঞানাদ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ ।

অরণ্যাদেব তদ্ বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং জ্ঞাদিত্তি ক্রতিঃ ॥

(চ) যদমাঙ্গং কৃতং কন্ম জ্ঞানতা বাপ্যজ্ঞানতা ।

সাম্ভং ভবতু তৎ সৰ্বং হরেন্নামামুর্কীৰ্ত্তনাৎ ॥

শ্রীচরিত্রিঃ শ্রীচরিত্রিঃ শ্রীচরিত্রিঃ । পরে হস্তে এক গণ্ডু বজ্র লইয়া—

(ট) প্রবতাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সৰ্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ ।

তস্মিন্জ্যেষ্ঠে জগতুর্দ্বং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ ॥

এতং কন্ম শ্রীকৃষ্ণায়ার্পিতমস্তু ॥ এই মন্ত্র বলিয়া জল ফেলিবে।

নূতন বস্ত্র পরিধান

বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। অশু-
বারে পরিতে নাই। তবে শ্রাদ্ধানি ক্রিয়াতে বার দোষ ঘটে না।

যজ্ঞোপবীত ধারণ

পইতাকেই যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞমুত্র বা ব্রহ্মমুত্র কহে। ত্রিদত্তীতে
(তিন ফের সূতায় একটা গ্রন্থি) একটা যজ্ঞোপবীত হয়।
ব্রহ্মচারীকে একটা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে হয়। সমাবর্তনের পর
একটা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে নাই, দুইটা বা তদধিক ধারণ করিবে।
ভৃতীয় যজ্ঞমুত্রে উত্তরীয় বস্ত্রের অভাব মোচন করে। অপবিত্র, ছিন্ন
ও ভোজনের শেষে প্রস্তুত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে নাই। নূতন
যজ্ঞোপবীত মন্ত্রপুত করিয়া ধারণ করিবে এবং অব্যবহার্য যজ্ঞোপবীত
পঞ্চতল দিয়া গলাইয়া জলে দিবে। যজ্ঞোপবীতের পরিমাণ সামবেদীয়
পাছার নিম্নদেশ পর্যন্ত এবং বজ্রকর্ষদী ও ঋগ্বেদীয় নাভিদেশ পর্যন্ত
হইবে। যজ্ঞোপবীত কণ্ঠচ্যুত করা, মালার জায় গলায় ধারণ করা বা
কোমরে গুঁজিয়া রাখা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। মলমূত্র তাগকালে দক্ষিণ কর্ণে
বা দুই ভাঁজে মালার জায় করিয়া পৃষ্ঠদেশে বুলাইয়া রাখিতে হয়।

তৈলমর্দনকালে, স্নান করিবার সময় ও গাঞ্জের ময়লা তুলিবার সময় যজ্ঞোপবীত কষ্টচ্যুত করিলে কোনরূপ দোষ হয় না। যদি ভ্রমবশতঃ মলমূত্র ত্যাগের সময় যজ্ঞোপবীত বর্থে বা পৃষ্ঠে না রাখা হয়, তাহা হইলে সেই যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া নূতন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। যজ্ঞোপবীত গ্রন্থি দিবার পর উহা ধরিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে। যজ্ঞোপবীত দুই প্রকারের হয়। যথা—সাবিত্রীগ্রন্থি ও ব্রহ্মগ্রন্থি। সাবিত্রী-গ্রন্থিতে প্রবরসংখ্যানুসারে পাক দিয়া গাইট দিতে হয়। সাবিত্রীগ্রন্থি ও ব্রহ্মগ্রন্থি কাহারও নিকট দেখিয়া শিক্ষা করিতে হয়, কারণ লিখিয়া ব্ৰহ্মান কঠিন। সামবেদীরা সাধারণতঃ সাবিত্রীগ্রন্থি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

যজ্ঞোপবীত ধারণমন্ত্র

ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্ত ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপনহ্যামি।

ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং, প্রজাপত্যৈর্হং সহজং পুরাত্নং।

আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং, যজ্ঞোপবীতং বলমস্ত তেজঃ ॥

যজ্ঞোপবীত মার্জ্জন

যজ্ঞসূত্র কর্ণলব্ধিত করিয়া ডব্ব, ঘু হ, দধি, সর্ষপতৈল, পিটুলি বা বেলের আটা দিয়া মার্জ্জন করিবে।

অঙ্গীর্ণতা নিবারণ

অগস্তিকৃগ্নির্বিড়বানলশ্চ, ভুক্তং ময়ান্নং জরয়হশেষম্।

স্বখঞ্চ মে তৎপরিণামসম্ভবং, যচ্ছবরোগঃ মম চাস্ত দেহে ॥১

আতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিচ মহাসুরঃ।

সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেহগস্ত্যঃ প্রসীদতু ॥ ২

অঙ্গীর্ণতায় উপযুক্ত মন্ত্র দুইটি বা একটা বলিয়া পেটে হাত বুলাইতে হয়।

বজ্রভয় নিবারণ

কৈশিনি মূনির অরণে বা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠেও বজ্রভয় নিবারণ হয় ।

রামঃ স্বনং হনুমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরম্ ।

যে অরন্তি বিরূপাক্ষং ন তেবাং বৈদ্র্যতাদ্ ভয়ম্ ।

দুঃস্বপ্ন দর্শনে

গোবিন্দ অরণ ও অশ্বথ বন্দনা করিতে হয় । “চিত্রং দেবানাং” ইত্যাদি (সঙ্কোক্ত) মন্ত্র পাঠ করিলেও দুঃস্বপ্নের শান্তি হইবে । স্ত্রী ও শূদ্র নিজ নামে সঙ্গ করাইয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা উক্ত মন্ত্র পাঠ করাইবে ।

সুখপ্রসব

নিম্নলিখিত মন্ত্রে জল পড়িয়া গর্ভিণীকে খাওয়াইলে প্রসব কষ্ট নিবারণ হয় । মন্ত্র, যথা—

অস্তি গোদাবরীতীরে জম্বল। নাম রাক্ষসী ।

তস্তাঃ অরণমাত্রেণ বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ ॥

গোপ্রাসদান মন্ত্র

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) গোভ্যো নমঃ ।

সৌরভেয়াঃ সর্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরায়ঃ ।

প্রতিগৃহস্থ য়ে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ ।

প্রণাম

নমো গোভ্যঃ শ্রীমন্তীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ ।

নমো ব্রহ্মহুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ ॥

দীপান্বিতা অমাবস্ত্যা

দীপান্বিতা অমাবস্ত্যার পার্শ্ব প্রাক করিয়া উদ্ধাদান অর্থাৎ আজল-

পিঁজল, সন্ধ্যার সময় অলক্ষ্মীর পূজা" ও হৃদয় অর্থাৎ কুলা বাজাইয়া তাহাকে গৃহের দীপ্য হইতে বাহির করিবার পর লক্ষ্মীপূজা, এবং লক্ষ্মীর প্রীতির জন্য গৃহাদিতে দীপদান করিবে।

সমুদ্রমন্ডন সময়ে লক্ষ্মী উঠিবার পূর্বে অলক্ষ্মী উঠিয়াছিল। সেইজন্য এইদিনে লক্ষ্মীর পূর্বে অলক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়। অলক্ষ্মীর পূজাকালে উঠানে গোময় পুত্রলিকাকে বামহস্ত দ্বারা কৃষ্ণপুষ্প দিয়া এবং অলক্ষ্মীর বিপরীত দিকে মুখ করিয়া 'ওঁ অলক্ষ্ম্যৈ নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া পূজা করিবে।

দীপদান

অং জ্যোতিঃ শ্রীরবিষ্টক্রে। বিদ্যাসৌবর্ণতারকাঃ ।

সর্বেষাং জ্যোতিষাং জ্যোতি-দীপজ্যোতিঃস্থিতে নমঃ ॥

উল্কাগ্রহণ

শত্ৰুশত্রুহতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতদর্শনোঃ ।

উজ্জল-জ্যোতিষা দেহং দেহয়ঃ ব্যোমবহিনা ॥

উল্কাদান

অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম ।

উজ্জলজ্যোতিষা দগ্ধা স্তে যান্ত পরমাং গতিম্ ॥

পিতৃবিসর্জন

যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে ।

উজ্জলজ্যোতিষা বন্ধু প্রপশ্যন্তো ব্রজন্ত তে ॥

ব্রাহ্মদ্বিতীয়া

কাগীপূজার পর কার্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভগিনী ভ্রাতাকে প্রথমে তিলক দিবে, পরে অন্ন দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—

ভ্রাতৃত্ববাগ্নজাতাহং ভূত্বক ভক্তমিদং শুভম্ ।

প্রীত্যে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ ॥

যদি কনিষ্ঠাভগিনী হয়, তাহা হইলে ‘ভ্রাতৃত্ববাগ্ন-জাতাহং’ না বলিয়া ‘ভ্রাতৃত্ববান্নজাতাহং’ বলিবে। ভ্রাতারও ভগিনীকে কিছু দিতে হয় ।

এই দিনে যমুনা দেবী তাঁহার নিজ ভ্রাতা যমকে ভোজন করাইয়া-
ছিলেন । ভ্রাতৃত্বিতীয়ার দিনে ভ্রাতা এবং ভগিনীর পুনর্ভোজন ও অধ্যয়ন
শাস্ত্রনিষিদ্ধ । যদি ভ্রাতৃত্বিতীয়ার পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে ভোজনের
পূর্বে ভ্রাতা নিজে তাহা করবে এবং ভ্রাতৃপূজা দ্বারা করাইবে । সকল
কর্মসম্বন্ধে সময় ‘স্বরক্ষণকামো যমাদিপূজনমহং করিষো’ । অনন্তর ‘ওঁ
যমায় নমঃ’ এই মন্ত্র বলিয়া পাদাদি দ্বারা পূজাস্তে ‘অর্ঘ্য লইয়া ‘এষোহর্ঘ্যঃ’
(সামবেদী ও ঋগ্বেদীরা ইদমর্ঘ্যঃ) বলিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্র বলিবে ।

(ওঁ) এহোহি মার্গগুজ-পাশহস্ত, যমাত্মকালোদধরামণেণ ।

ভ্রাতৃত্বিতীয়া কৃত-দেবপূজাং গৃহাণ চার্ঘ্যং ভগবত্মনস্তে ॥

অনন্তর ‘ওঁ যমায় নমঃ’ বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে ।

প্রণাম

(ওঁ) ধর্মরাজ নমস্তস্ত্যং নমস্তে যমুনাগ্নজ ।

পাহি মাং কিকরৈঃ সার্কিং সূর্যাপুত্র নমোহস্ত তে ॥

তারপর চিত্রগুপ্তকে ‘চিত্রগুপ্তায় নমঃ’, যমদূতকে ‘যমদূতভ্যো নমঃ’
ও যমুনাকে ‘যমুনায়ৈ নমঃ’ বলিয়া পূজা করিবে ।

যমুনার প্রণাম

(ওঁ) যমস্বসনমস্তেহস্ত যমুনে লোকপুঞ্জিতে ।

বরদা ভব মে নিত্যং সূর্যাপুত্র নমোহস্ত তে ॥

ভোজ্যদান বিধি

যাহাতে একজন ব্রাহ্মণের তৃপ্তিব সহিত ভোজন হইতে পারে সেই পরিমাণে একটি ভোজ্য প্রস্তুত করিবে, তৎপরে ভোজ্য অর্চনাপূর্বক বাহার যে কামনা থাকে, সেই কামনা উচ্চারণ করিয়া মাস, তিথির উল্লেখপূর্বক ব্রাহ্মণকে ভোজ্য দান করিবে ও তৎপরে দক্ষিণা দিবে।

আমিষ দ্রব্য

মৎস্য ও মাংস এই দুইটাই প্রধান আমিষ। আবার পাণ, রাজানটে, গৌড়ানেবু ও দধিবস্ত আমিষের মধ্যে গণ্য হয়।

পাণের বোটা থাইলে পীড়া, শিরা থাইলে বুদ্ধিনাশ ও অগ্রভাগ থাইলে পাপ হয়, এবং শুক পাণ থাইলে আয়ুঃক্ষয় হয়।

প্রায়শ্চিত্ত বিধি

পূর্বজন্মার্জিত ও ইচ্ছাকালার্জিত দুষ্কর্মাতির পাপক্ষয় জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। পাপক্ষয়ে স্বাস্থ্যোন্নতি ও সংসারের আর্থিক উন্নতি প্রকৃতি হইয়া পাকে। প্রায়শ্চিত্তকারী পূর্বদিনে মস্তক-মুণ্ডন প্রভৃতি কৌরকর্ম করিয়া উপবাস করিয়া থাকিবে। প্রায়শ্চিত্তের পূর্বদিনে সন্ধ্যার সময় ঘৃত-প্রাণ করিতে হয় এবং ত্রি দিন কর্মজনিত পাপক্ষয়ার্থে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাাদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট হইতে আনিয়া রাখিবে। প্রায়শ্চিত্তদিবসে যথানিয়মে প্রায়শ্চিত্তে করিয়া গোখাস দান ও পার্জন শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তে স্ত্রীলোকের মস্তকমুণ্ডন ও পার্জন শ্রাদ্ধ করিতে নাই। বিধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে মস্তক মুণ্ডন

বিধেয়। অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে প্রারম্ভিত করিতে নাই। প্রারম্ভিতে অক্ষয় ব্যক্তির পক্ষে অল্পকে অর্থাৎ পুত্র কিংবা সপিতৃ জাতিকে শাস্ত্রানুযায়ী প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারা যায়। প্রারম্ভিতে ধেনুদান করিতে অক্ষয় হইলে তাহার যথাশাস্ত্র মূল্য অথবা কড়ি, তাম্র, রৌপ্য বা কাঞ্চন দান করিলেও চলিতে পারে।

বিবাদে জয়লাভ করা

মোকদ্দমা প্রভৃতি অশান্তি উপস্থিত হইলে বগলামুখী স্তব (স্তবমালা দেখ) পাঠ করিতে হয়।

ও কর্তব্যোহস্মিন্ শ্রীবগলামুখীস্তবপাঠকর্ম্মণি ইত্যাদি পাঠ করিয়া স্থিতিবাচন সমাপনান্তে সঙ্কল্প করিবে। যথা—বিষ্ণুর্বে। তৎসদন্ত...অমুক-পোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিপক্ষেণ সহ বিবাদে জয়লাভকামঃ কৃত্রয়ামলোক-শ্রীবগলামুখীস্তবপাঠকর্ম্মাং করিষ্যে। অনন্তর বগলামুখী দেবীর পূজা করিয়া স্তবপাঠপূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান করিবে। বগলামুখী দেবী পীতপুষ্পে (হলদে ফুলে) অতীব প্রীতা হন।

আপদছদ্ধার

আপদ উদ্ধারের জন্ত সঙ্কল্পপূর্ব্বক বটুকভৈরব, দুর্গাষ্টক ও সঙ্কটাস্তব (স্তবমালা দেখ) পাঠ করিবার পর দক্ষিণা প্রদান করিবে।

কর্ম্মাক্রমে প্রতিনিধি

কোনরূপ বিষ উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বাহ্নে পবিত্র অবস্থায় প্রতিনিধি নিয়োগ করিবে। পুত্র ও সহোদর ভ্রাতাই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

জ্ঞাতিগণ প্রতিনিধি হইতে পারে, যদি ইহাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি সংগৃহীত না হয়, তাহা হইলে জামাতা, ভাগিনের, পুরোহিত

কিংবা ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধি করিয়া কার্য সমাপন করাইবে। অন্তর্গত অবস্থার প্রতিনিধি হইতে পারে না।

কর্মান্বয়ে যে রূপ প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ দ্রব্যাদির অভাব হইলেও প্রতিনিধির ব্যবস্থা আছে। যথা—মণ্ডুর অভাবে ইক্ষুশুড়, কুশের অভাবে কেশে, ঘূতের অভাবে কোন কোন পুঞ্জায় তিল তৈল, সকল পুষ্পের অভাবে দুর্ধা, তণ্ডুল ও জল, সর্বদ্রব্যের অভাবে যব, এবং সকল বাণ্যের অভাবে ঘণ্টাট প্রতিনিধি হইয়া থাকে। যখন প্রতিনিধি দ্রব্যের নিবেদন করা হয়, তখন মূল দ্রব্যেরই নাম উল্লেখ করিতে হয়।

সর্পভয় নিবারণ

নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলির পাঠে সর্পভয় দূর হয়।

অসিতকান্তিমন্ত্রঃ সুনীথং বাপি যঃ স্মরেৎ ।

দিবা বা যদি বা রাত্রে নাস্তি সর্পভয়ং ভবেৎ ॥

যো জরৎকারুণা জাতো জরৎকারো মহাবিশাঃ ।

আস্তীকঃ সর্পসত্রে বঃ পন্নগান্ যোহভ্যরকত ।

তং স্মরন্তং মহাভাগা ন মাং হিংসিতুমর্হথ ॥

সর্পাপসর্প ভদ্রং তে দূরং গচ্ছ মহাবিশ ।

জনমেজয়স্ত যজ্ঞান্ত আস্তীকবচনং স্মর ॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায়

পূজাবিধি

ব্রাহ্মণগণের বিষ্ণু ও শিবপূজা অবশ্য কর্তব্য। প্রাতঃসন্ধ্যা ও তর্পণাদিকারী তর্পণ পর্য্যন্ত শেষ করিবার পর বিষ্ণু ও শিবপূজা করিবেন। যাহারা দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহারা শিবপূজা করিবার পর গুরু ও নিজ নিজ ইষ্ট দেব-দেবীর পূজা করিবেন। নারায়ণ বা বাণেশ্বর কিংবা প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের উপর স্ব স্ব ইষ্টদেব-দেবীর পূজা করা চলিতে পারে। যদি শিব না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিষ্ণুর উপর শিব প্রভৃতি সকল দেব-দেবীর পূজা করিবে। যাহারা দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহারা যদি পাথিব (মৃত্তিকা গঠিত) শিব সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে বাণেশ্বরের কিংবা বিষ্ণুর উপর শিবপূজা করিবেন।

পূজা কার্যে সর্বাগ্রে ভূতশুদ্ধি না করিয়া অত্র কোন পূজার অধিকার হয় না, বা পূজা জন্ম কোন ফললাভ হয় না। যে সকল দেব-দেবীর স্থাপিত মূর্ত্তি, ঘট বা পট থাকে, সেই সকল দেবতার অর্চনা করিতে হইলে তত্তৎ মূর্ত্তি প্রভৃতির উপর পূজা করিবে। প্রতিমা, ঘট, পট, বস্ত্র, শালগ্রাম প্রভৃতি না থাকিলে জলের উপর সকল দেব-দেবীর পূজা করা চলিতে পারে। প্রতিষ্ঠিত ঘটাদি ও নারায়ণ পূজা করিবার সময় আবাহন করিবার আবশ্যক হয় না। পাথিব শিবলিঙ্গের উপর শিবপূজা ভিন্ন অন্য কোন দেব-দেবীর পূজা করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। শিবপূজা উত্তরাভিমুখে এবং অন্ত্রান্ত দেব-দেবীর পূজা পূর্ব ও উত্তরমুখে বসিয়া করা যাইতে পারে।

স্ত্রীদেবতার পূজা করিবার সময় তুলসী ব্যবহার করিবে না। শিবকে কেবল তিনটি তুলসী দিয়া পূজা করা বাইতে পারে, গণেশপূজায় তুলসী এবং সূর্য্যদেবের পূজায় বিষ্ণু ব্যবহার করিবে না। পর্য্যুষিত বা বাসি ফুলে কোন পূজা চলে না। নাচায়ণপূজায় রক্তপুষ্প বা যক্ষপুষ্প ব্যবহার করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। নিত্য-কর্তব্য পূজার পুষ্পাদি না থাকিলে কেবল জল দিয়া পূজা করিলেও পূজা সিদ্ধ হইবে।

সকল প্রকার নিত্য দেব-দেবীর পূজা যদি পূর্কালে সম্ভাবিত না হয়, তাহা হইলে যখন সময় হইবে তখনই পূজা করিবে। অসময়ে পূজা করিলে ফলের কিছু ন্যূনতা হয় বটে, কিন্তু সেজন্য অকরণ জন্ত কোন দোষ হইবে না।

উপনীত ব্রাহ্মণ ব্যতীত প্রাতিমা ও শালগ্রাম পূজায় অধিকার কাহারও নাই। স্ত্রী ও শূদ্রাদির শালগ্রাম পূজায় কোন অধিকার নাই। তাহারা তাহাদের ইষ্টদেব-দেবীর পূজা পটে ঘটে মূর্তিতে বা জলে সম্পন্ন করিবে।

যদিও পূজার চতুঃষষ্টি, ষট্‌ত্রিংশৎ, অষ্টাদশ, ষোড়শ, দশ, পঞ্চ প্রভৃতি ভেদে উপচার নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু যখন যেরূপ সম্ভব হইবে, তখন সেইরূপ উপচারে পূজা করিলেও সিদ্ধ হইবে। কোন উপচারের অভাব হইল বলিয়া পূজায় প্রত্যাবার হইবে এরূপ মনে করিবে না।

আসন :—কাষ্ঠাসনে বসিয়া পূজা করিতে নাই। কুশাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কৃষ্ণাজিন বা কষল আসন পূজায় প্রশস্ত। পূজা করিতে বসিয়া সর্বাঙ্গে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, নবগ্রহ, দশদিক্‌পাল এই সকল দেব-দেবীর পূজা সমাপন করিবার পর ইষ্টপূজা করিবে। যদিও পঞ্চদেবতার পূজার সময় শিবপূজা ও বিষ্ণুপূজা নির্দিষ্ট আছে, তাহা হইলেও মঙ্গলার্গী ব্যক্তিগণ পুনরায় পৃথক্ ভাবে শিব ও বিষ্ণুর পূজা করিবে, না করিলে নিত্য পূজার কোন ফল

তয় না। বিষ্ণুপূজাদি করিবার সময় মধুপর্কে নারিকেলের জল দিবে না ; নারিকেলের জল দেওয়া কেবল বীরাচারীদের পূজায় বিধি আছে। বিষ্ণু বা তাঁহার অবতারগণকে বিদ্বদ্ভক্ত প্রদান করিবে না।

পূজার সাধারণ পদ্ধতি

পূজার ক্রম—পূজা করিতে হইলে অগ্রে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, গন্ধাদি-অর্চনা, নারায়ণাদি অর্চনা, স্থিতিবাচন, সঙ্কল্প, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, গুরুপঙ্কতি প্রণাম, করশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, ভূতাপসারণ, দিগ্ধক্ষন, ভূতশুদ্ধি, ত্রাস, প্রাণায়াম ও মানসপূজাদি, গণেশাদি পঞ্চদেবতা [গণেশ, শ্যামা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা], নবগ্রহ, দশদিক্‌পাল, সর্বদেবদেবীর ও পীঠপূজা (গন্ধপুষ্পদ্বারা বা পঞ্চোপচারে পূজা) করিয়া পুনর্দ্বার্ন আবাহন ও প্রধান পূজা কর্তব্য। একাসনে বসিয়া অনেকগুলি দেবদেবীর পূজা করিতে হইলে আচমনাদি ও পঞ্চদেবতাদির পূজা একবার করিলেই চলিবে। নারায়ণাদি নিত্যপূজায় অনেকেই ত্রাসাদি করেন না এবং সংকল্প করিবার আবশ্যক নাই। সকল সম্প্রদায়েরই প্রথমে শিবপূজা কর্তব্য।

একটি প্রদীপ জালিয়া শুদ্ধ আসনে পূর্বাভিমুখে বসিয়া—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি সুরয়ঃ দিবীং চকুরাততম্। এই মন্ত্র বলিয়া আচমনের নিয়মামুসারে আচমন করিবে। অনন্তর একটি অর্ঘ্য সাজাইয়া কুশীর মধ্যে জল সহ ঐ অর্ঘ্যটী গ্রহণ করিয়া দুই হাতে ঐ কুশীটীকে ধরিয়া—এবোহর্ঘ্যঃ ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে সূচ্যে, সবিত্রে কৰ্ম্মদায়িনে ॥ নমো ভগবতে স্ত্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥

এই প্রকারে একটি সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া “ওঁ জবাকুহুমসঙ্কশং কাশ্রপেয়ং মহাহ্যতিম্” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিবে।

গন্ধাদির অর্চনা

কোন দ্রব্যের পুত্র না করিয়া দেবতাকে উৎসর্গ করিতে নাই, করিলে তাহা অশ্রুদিগের ভোগ্য হয়, দেবতার উহা গ্রহণ করেন না। প্রথমে “বৎ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ” তিনবার বলিয়া গন্ধাদির উপর তিনবার জলের ছিটা দিয়া পরে গন্ধপুষ্প লইয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপত্যে বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎসম্প্রদানেভ্যো পূজনীরদেবতাভ্যো নমঃ” বলিয়া এক একটি গন্ধপুষ্প প্রক্ষেপ করিবে।

নারায়ণাদির অর্চনা

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক একটা গন্ধপুষ্প প্রক্ষেপ করত নারায়ণাদির অর্চনা করা কর্তব্য, যথা এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীশংকরে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।

স্বস্তিবাচন

তৎপরে চন্দনমিশ্রিত কিছু চাউল হাতে লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া স্বস্তিবাচন করিবে।

“ওঁ কর্তব্যোহগ্নিন্ অমুককর্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্মণ্ড” এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া যজমান ব্রাহ্মণদ্বারা (পুরোহিতাদির দ্বারা) ‘ওঁ পুণ্যাহং’ এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইয়া ততুল ছড়াইবে। অন্ত ব্রাহ্মণের অভাবে কর্মকর্তা ব্রাহ্মণ হইলে “পুণ্যাহং” ইত্যাদি মন্ত্র স্বয়ং

পাঠ করিবেন। পুনরায় আতপতগুল লইয়া “ও কর্তব্যেহ্মিন্ অমুক-
কৰ্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তো ক্রবন্তু” তিনবার বলিয়া ঐরূপ ব্রাহ্মণদ্বারা “ও
ঋদ্ধ্যতঃ” এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইয়া তগুল ছড়াইবে। পরে “ও
কর্তব্যেহ্মিন্ অমুককৰ্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্তু” তিনবার বলিয়া ব্রাহ্মণ
দ্বারা “ও স্বস্তি” এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইয়া আতপতগুল ছড়াইবে।
ঐহা যজুর্বেদীদিগের পক্ষে। ঋগ্বেদী ও সামবেদী ব্রাহ্মণগণ প্রথমে
“পূণ্যঃ...ক্রবন্তু” পরে “স্বস্তি.....ক্রবন্তু” তৎপরে “ঋদ্ধিং... ..ক্রবন্তু”
এইরূপ ক্রমে বলিবেন। পরে যজ্ঞমান ব্রতী ব্রাহ্মণদিগের সহিত (অভাবে
একাদী) স্বস্তি সূক্তাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন।

সামবেদী স্বস্তিসূক্ত

ও সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমম্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং
ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥

ঋগ্বেদী স্বস্তিসূক্ত

ও স্বস্তিনো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ, স্বস্তি দেব্যাদিতিরণক্ৰণঃ। স্বস্তি পুষা
অহরো দধাহু নঃ, স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সৃচেনা ॥

ও স্বস্তয়ে বায়ুরূপব্রবামহে, সোমং স্বস্তি ভুবনস্ত যম্পতিঃ। বৃহস্পতিং
সর্গাণং স্বস্তয়ে, স্বস্তয়ে আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ ॥

ও বিশ্বেদেবা নো অগ্ন্যা স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো বহুরগিঃ স্বস্তয়ে। দেবা
অবস্তুভবঃ স্বস্তয়ে, স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাতংহসঃ ॥

ও স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তি পথ্যে রেবতি।

স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্যামিষ্ট, স্বস্তিনো অদিতে কৃধি ॥

ও স্বস্তি পশ্যামহুচরম, সূর্য্যাচন্দ্রমদাবিব।

পুনর্দদতা স্নতা, জ্ঞানতা সঙ্গমেমহি ॥

ও অন্ত্যায়নং তাক্ষ্যগরিষ্ঠেনেমিঃ, মহন্তুতং বায়সং দেবতানাম্ । অন্ত্যায়-
মিত্রসখং মহৎসু, বৃহদযশো নাব্যমবা কুহুম ॥

ও অংহো মুচমাত্রিসং গয়ক, স্বত্যাংত্রয়ং মনসা চ তাক্ষ্যম্ । প্রযত-
পঃগিঃ শরণং প্রণদ্যে, স্বস্তিসম্বাদেষভয়ং নো অস্ত ॥

ষড়্বেদী স্বস্তিসূক্ত

ও গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে । প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে ।
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে । নসো যম ।

পরে সর্ববেদী ব্রাহ্মণই এই মন্ত্র পাঠ করিলেন ।

ও স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃক্শ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পুমা বিশ্ববেদাঃ । স্বস্তি নস্তাক্ষ্যো
অরিষ্টেনেমিঃ, স্বস্তিনো বৃহস্পতির্দধা ? ॥ ও স্বস্তি ও স্বস্তি ও স্বস্তি ॥

এইরূপে সকলে স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্র বালগা হস্তস্থিত ঐ চন্দন মিশ্রিত
চাউল তাত্রপাত্রে তিনবার ফেলিয়া কৃতাজ্জলিপূর্বক পাঠ করিলে ।

ও সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধো ভূতানাহঃ ক্ষপা ।

পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরঃ ॥

ব্রাহ্মণ শাসনমাস্ত্রায় কল্পধর্মিহ সন্নিধিम् ।

ও তৎসং অরমারমন্তঃ শুভায় ভবতু ॥

সকল বেদীয় ব্রাহ্মণই কেবল ও 'স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃক্শ্রবাঃ' এই স্বস্তিসূক্ত-
পাঠ করিলেও চলিবে ।

শূদ্ভের স্বস্তিবাচন

নমঃ কর্তব্যোহস্মিন্ অমুকপূজাকর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্ত্যো ক্রবন্তু (৩ বার
বলিবে), পুরোহিত নমঃ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি বলিবেন । অনন্তর পুরোহিত

ঘণ্টাধ্বনি সহকারে স্বস্তিহৃত পাঠ করিয়া আতপতগুল নিক্ষেপ করিবেন। স্ত্রী ও শূদ্র স্বস্তি-হৃত মন্ত্র পাঠ না করিয়া নমঃ নমঃ বলিবেন।

সঙ্কল্পবিধি

তদনন্তর উত্তরায়ণ হইয়া দক্ষিণজাহ্ন ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া কুশ-তিল ফল-পুষ্পসহ জনপূর্ণ তাত্রপাত্র বামহস্তে গ্রহণপূর্বক দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্প করিতে হরীতকীই প্রশস্ত, তদভাবে রস্তা দিবে, কিন্তু সুপারি কদাচ দিবে না। জলাশয়, উপবন কূপপ্রতিষ্ঠা কালে পূর্বমুখ হইয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকফল-প্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রাতিকামো বা) অমুককর্ম (ব্রতং বা পূজনং ইত্যাদি কর্মের উল্লেখ করিবে) অহং করিষ্যে।” (বলা বাহুল্য যে “অমুক” এই কথা স্থলে নিজ নাম প্রভৃতি উল্লেখ করিবেন, কৃষ্ণে বা শুক্রে পক্ষে পঞ্চম্যাস্তিথৌ এইরূপ বলিবেন। আর পরার্থে সঙ্কল্প করিতে হইলে এইরূপ হইবে; উদাহরণ—যেখানে কাশ্যপগোত্রশ্রীরমানাথদেবশর্মা পুরোহিত আর যজমান বাৎস্রগোত্রশ্রীকালীপদদেবশর্মা সেখানে পুরোহিত বিষ্ণুরোম্...অমুকতিথৌ কাশ্যপগোত্রঃ শ্রীরমানাথদেবশর্মা’ বাৎস্রগোত্রঃ অমুকফলপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীকালীপদদেবশর্মাঃ...করিষ্যামি’ এইরূপ বলিবে)। এই নিয়মে সঙ্কল্প করিয়া পাত্রস্থ জলের কিঞ্চৎ জৈশানকোণে ভূমিতে ফেলিয়া স্বশাখোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন। সঙ্কল্প হৃত্ত যথা—

সামবেদীয় সৎকল্পমন্ত্র

ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ, পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্ । উদ্বা লিক্ধ্বমুপ বা পূণধ্ব-মাদিছো দেব ওহতে ॥

যজুর্বেদীয় সংকল্পসূত্র

ওঁ যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদেতি দৈবং, তদ্ব হৃদস্য তথৈবৈতি । দূরং গমং
জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমন্ত ॥

ঋগ্বেদীয় সংকল্পসূত্র

ওঁ যা শুদ্ধর্য্যা সিনীবানী, যা রাক্ষা যা সরস্বতী । ইন্দ্রাণীমহু উত্তরে,
বরুণানীঃ স্বস্তয়ে ।

পরে—‘সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধাঃ সন্ত’ এই বলিয়া আবশ্যক থাকিলে
ঘটস্থাপনা করিবে । নারায়ণাদি নিত্যপূজায় ঘটস্থাপন, স্বস্তিবাচন ও
সংকল্পের আবশ্যক নাই ।

সামান্যার্থ

মাটিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর একটি গোলাকার
এবং তাহার উপরেই একটি চতুর্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া চন্দন মিশ্রিত
তণ্ডুল হস্তে লইয়া “ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ
নমঃ, ওঁ কুর্য়্যায় নমঃ” এই সকল মন্ত্রে অর্চনা করিয়া ‘ফট্’ এই মন্ত্র বলিয়া
কোশা প্রক্ষালনপূর্ব্বক তাহার উপর রাখিবে । অনন্তর ‘ওঁ’ এই মন্ত্র
বলিতে বলিতে তিনবার জল দিয়া কোশা পূর্ণ করিবে । অতঃপর কোশার
অগ্রভাগে একটি অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া “ওঁ মং বজ্রিমণ্ডলায় দশকলায়ুনে নমঃ,
অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ুনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় বোড়শকলায়ুনে
নমঃ” এই সকল মন্ত্র বলিতে বলিতে গন্ধপুষ্প দিয়া অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা
নিম্নলিখিত মন্ত্রে জল শুদ্ধ করিবে—

ওঁ গন্ধে চ ধমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি ।

নশ্বদে সিদ্ধুকাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

এই মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিয়া “ওঁ” এই মন্ত্রে জলে গন্ধপুষ্প দিয়া বৎ মন্ত্র বলিয়া ধেনুযুগ্মা দেখাইয়া মন্ত্রযুগ্মা দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ ‘ওঁ’ এই মন্ত্র অর্ঘ্যের উপর দশবার জপ করিবে।

উপসংক্রান্ত মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিয়া এবং সেই জল পূজার ক্ষণ্ত যে সকল দ্রব্য আছে সেই সকল দ্রব্যের উপর ‘ওঁ’ নিজ মন্ত্রকে সামান্য পরিমাণে ছিটাইবে।

আসন শুদ্ধি

অতঃপর সুগন্ধি একটি ফুল হাতে লইয়া—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তি-কমলাসনায় নমঃ। এই মন্ত্র বলিয়া আসনের উপর ফুলটি নিক্ষেপ করিয়া আগন স্পর্শ করিয়া—

আসনমন্ত্রস্ত মেকপৃষ্ঠঋষিঃ সূতলং ছন্দঃ কুশ্মৌ দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পৃথ্বী ভূমি ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।

ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিবে পরে করযোড়ে (বামে) ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্টীগুরুভ্যো নমঃ, (দক্ষিণে) ওঁ গণেশায় নমঃ, (উদ্ধে) ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, (অধঃ) ওঁ অনন্তায় নমঃ, (মধ্যো) ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ বলিবে।

করশুদ্ধি

গন্ধ পুষ্প লইয়া “ঐং বৎ অস্থায় ফট্” এই মন্ত্রে দুই হস্তে পেষণ করিয়া বামে নিক্ষেপ পূর্বক গদাজলের ছিটা দিতে হয়।

পুষ্পশুদ্ধি

পুষ্পপাত্রস্থিত পুষ্পসকলের উপর হাত রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া পুষ্পশুদ্ধি করিবে।

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে ॥

পুষ্পপ্রচয়াবকীর্ণে হুঁ ফটু স্বাহা ॥

দ্বারদেবতাদি পূজা

গন্ধপুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে ‘ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ’ এই মন্ত্রে পূজাগৃহের দ্বারদেশে নিক্ষেপ করিবে। পরে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুপুংসায় নমঃ। এই বলিয়া পূজা করিবে।

ভূতাপসারণ ও দিগ্বন্ধন

প্রথমে একটা পুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ, “এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ” এই মন্ত্রে মাষভক্তবলি নিবেদন করিয়া “ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহস্থ যয়া দন্তো বলিরেখ প্রসাধিতঃ ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাঽন্তে-বলিভিস্তপিতাস্তথা। দেশা-দম্পাদ্বিনিহত্য পূজাং পশ্যন্ত মংকুতাম্। এই মন্ত্র পাঠ করতঃ শ্বেতসর্ষপ গ্রহণ করিয়া ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সুরীক্ষপাঃ। অপসর্পন্ত তে সর্ষে নারসিংহেন (চণ্ডিকাধ্বজেন) তাড়িতাঃ। ওঁ বিনায়কা বিয়করা মহোগ্রা যজ্ঞদ্রিষো যে পিশিতাশনাশ্চ। সিদ্ধার্থকৈবজ্জয়মানকল্পৈ-ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়াস্ত ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দশদিকে শ্বেতসর্ষপ ছড়াইবে। পরে ভূমিতে তিনবার বামপদের গোড়ালীর আঘাত করিয়া “ফটু” মন্ত্রে মস্তকের উপর তিনবার করতালি দিবে এবং দশদিকে তুড়ি দিয়া দিগ্বন্ধন করিবে।

সংক্ষেপে ভূতাপসারণ ও দিব্যজ্ঞান

যেতসর্বপ লইয়া ওঁ অপসর্পস্ত তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ ।
যে ভূতা বিঘ্ন-কর্তারস্তে নশস্ত শিবাজ্জয়া ॥ এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে
চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিবে, পরে ভূমিতে তিনবার পদাঘাত করিয়া ও
মন্ত্রকের উপর তিনবার “ফট্” মন্ত্রে করতালি দিয়া ভূতাপসারণ ও তুড়ি
ঘারা দশদিক বন্ধন করিতে হয় ।

ভূত শুদ্ধি

“রং” মন্ত্রে আপনার চতুর্দিকে জলধারা দিয়া আপনাকে
বহুপ্রাচীরের মধ্যবর্তী ভাবনা করিবে, পরে নিবিষ্টচিত্তে
এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—১।—ওঁ মূলশৃঙ্গাটচ্ছিন্নঃ সুষুম্ণাপথেন
জীবশিবং পরম-শিবপদে যোজয়ামি স্বাহা । ১। ওঁ যং লিঙ্গশরীরং
শোষয় শোষয় স্বাহা । ২। ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা ।
ওঁ পরমশিব সুষুম্ণাপথেন মূলশৃঙ্গাটমূলসোল্লস জল জল প্রজল প্রজল মোহং
হংসঃ স্বাহা ।

কৃষ্ণবিষয়ক সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি

অকীয়-হৃদয়ে ধ্যায়েৎ শ্রীকৃষ্ণচরণাষ্টকং । ভূতশুদ্ধিরিযং প্রোক্তা
সর্বাগমনিগারদৈঃ ॥ নিজ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণদেবের চরণাষ্টক ধ্যান করিলেই
ভূতশুদ্ধি হয় ।

প্রকারান্তরে ভূতশুদ্ধি

(তন্ত্রমতে পূজায়) “ওঁ ধর্মকন্দমুদ্রুতং জ্ঞাননালং সুশোভনম্ ।
ঐশ্বর্য্যাহ্নলোপেতং পরবৈরাগ্যকর্ষিকম্ ॥ স্বীয়হৃৎকমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেন
প্রকাশিতম্ । কৃপা তৎপণিকাসংস্থং প্রদোপকলিকানিতম্ । জীবাশ্রয়ানং

হৃদি ধ্যানা মূলে সংচিন্ত্য কুন্তলীম্ । স্বেদ্যাবস্রাবান্মানং পরমাস্রনি
যোজয়েৎ ॥

মাতৃকাত্ৰাস

অশ্রু মাতৃকামন্ত্রশ্রু ব্রহ্মবির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো
বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকাত্ৰাসে বিনিয়োগঃ । শিরসি—ওঁ ব্রহ্মণে
ঋষয়ে নমঃ, মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি—ওঁ মাতৃকাসরস্বতৌ
দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে—ওঁ হৃৎভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ—ওঁ
স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ, সর্বাঙ্গে—ওঁ অব্যাক্তকীলকায় নমঃ ।

পরে করত্ৰাস অঙ্কত্ৰাস ও প্রাণায়াম করিবে । করত্ৰাস ১২২ পৃঃ
৬ পং ও অঙ্কত্ৰাস ১২৫ পৃঃ ২৩ পং দেখ । প্রাণায়াম ১২৮ পৃঃ ১৭ পং
দেখ । তৎপরে ধ্যান, মানস পূজা, পঞ্চদেবতা পূজাদি করিয়া পুনর্বার
ধ্যানান্তে যথাশক্তি পূজা প্রণামাদি করিবে ।

পার্শ্ব শিবপূজা

মুদাহরণ ও গঠন

‘(নমঃ) হরায় নমঃ’ এই মন্ত্র বলিয়া এক তোলা বা দুই তোলা মৃত্তিকা
গ্রহণ করিয়া, ‘(নমঃ) মহেশ্বরায় নমঃ’ এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত
শিবলিঙ্গ গঠন করিয়া, মাথাটা সামান্য টিপিয়া দিয়া তাহার উপরে বজ্র
অর্থাৎ একটা মাটির গুল স্থাপন করিয়া কাঁসার পাত্রে উপর বিষপত্রের
সোজা মসৃণ পৃষ্ঠে শিবটিকে বসাইবে । বিষপত্রের মাঝের পাতাটা এবং
পিনেটটা উত্তরদিকে থাকিবে ।

অনন্তর মৃত্তিকা বা শোধিত ভস্ম কিংবা চন্দন দ্বারা, অস্তাবে জল দ্বারা

এলাটে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ত্রিখণ্ড করিয়া এবং গলায় শোধিত রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া শিবপূজা করিবে।

শিবপূজার পুষ্পাদি আয়োজন করিয়া বসিবে। যদি কোনও দ্রব্যের অভাব হয়, তাহা হইলে জল দিলেই চলিবে। শিবলিঙ্গ গড়া না হইলে জলেই পূজা করিবে। জলে পূজা করিলে আবাহন ও বিসর্জন করিতে হইবে না।

অনন্তর 'ওঁ আত্মত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবত্বায় স্বাহা' এই তিনটি মন্ত্রে উত্তরাভিমুখে বসিয়া এবং এক একবার জল পান করিয়া আচমন করিবে। তৎপরে স্বশ্রবেন্দোক্ত স্বস্তিবাচন, সূর্য্যার্ঘ্য, অর্ঘ্য স্থাপন, আসনশুদ্ধি ও পুষ্পশুদ্ধি প্রভৃতি আবশ্যকীয় অমুষ্ঠানাদি সম্পাদন করিয়া গণেশাদি দেবতার পূজা করিবে।

সকল হইলে পুষ্পাদিভাস, করভাস ও অঙ্গভাস, হৌং মন্ত্র বলিয়া প্রাণায়ামও করিতে পারা যায়।

প্রতিষ্ঠা

গন্ধ মিশ্রিত তণ্ডুল, দুর্বা ও পুষ্প শিবলিঙ্গের মস্তকের উপর ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র, যথা—

‘নমঃ শূলপাণে ইহ সূপ্রতিষ্ঠিতো ভব’ বলিয়া শিবের উপর ঐ তণ্ডুল, দুর্বা ও পুষ্প নিক্ষেপ করিবে।

আবাহন

নমঃ পিণাকধ্বক্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ; ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ; ইহ সন্নি-
ধেহি ; ইহ সন্নিধ্যস্ব ; অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, অম পূজাং গৃহাণ, এই মন্ত্র

বলিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুজা দ্বাৰা আবাহন কৰিবে। (মুজাপ্ৰকৰণ দ্ৰষ্টব্য)।

অপন

‘ইদং স্নানীয়জলং নমঃ পশুপতয়ে নমঃ’ এই মন্ত্ৰ বলিয়া শিবলিঙ্গের উপৰ জল দিয়া এবং ‘নমঃ বজ্জায় ফট্’ এই মন্ত্ৰ বলিয়া বজ্জটী নামাইয়া পিনেটের উপৰ ৰাখিবে।

পঞ্চদেবতাৰ পূজা

গণেশ—এষ গন্ধঃ নমঃ গণেশায় নমঃ বলিয়া শিবের উপৰ দিবে।
এতৎ পুষ্পং নমঃ গণেশায় নমঃ, এষ ধূপঃ নমঃ গণেশায় নমঃ, এষ দীপঃ নমঃ গণেশায় নমঃ, এতন্মৈবেত্তং নমঃ গণেশায় নমঃ। নমঃ গণেশায় নমঃ বলিয়া প্ৰণাম কৰিবে।

এই প্ৰকাৰ পঞ্চোপচাৰে পূজা কৰিতে অসমৰ্থ হইলে ‘এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ গণেশায় নমঃ’ বলিয়া কেবল গন্ধপুষ্পে পূজা কৰিলেও চলিতে পাবে।
সূৰ্য্যাদি দেবতাগণের পক্ষেও এই প্ৰকাৰ।

সূৰ্য্য—এষ গন্ধঃ নমঃ সূৰ্য্যায় নমঃ। পৰে গণেশের পূজাৰ ত্ৰায়।

অতঃপৰ অৰ্থ্য হস্তে লইয়া ইদমৰ্থ্যং (যজুৰ্বেদী পক্ষে এষোহৰ্থঃ) নমঃ এতি সূৰ্য্য সহস্ৰাংশো, তেজোৰাশে জগৎপতে। অমুকম্পয় মাং ভক্তঃ, গৃহাগৰ্থ্যং দিবাৰ ॥ এই মন্ত্ৰ পাঠ কৰিয়া শিবলিঙ্গের মন্ত্ৰকে দিবে।

বিষ্ণু—এষ গন্ধঃ নমঃ বিষ্ণবে নমঃ। তাৰপৰ গণেশের পূজাৰ ত্ৰায়।

শিব—এষ গন্ধঃ নমঃ শিবায় নমঃ। পৰে গণেশের পূজাৰ ত্ৰায়।

দুৰ্গা—এষ গন্ধঃ নমঃ দুৰ্গায়ৈ নমঃ। তাৰপৰ গণেশের পূজাৰ ত্ৰায়।

অনন্তৰ এষ গন্ধঃ সূৰ্য্যাদিনবগ্ৰহেভ্যঃ নমঃ ইত্যাদি। এষ গন্ধঃ ইন্দ্ৰাদি-

দশদিকপালোভ্যঃ নমঃ ইত্যাদি। এষ গন্ধঃ নমঃ সৰ্বদেবতাভ্যো নমঃ ইত্যাদি (গণেশের পূজার ত্রায়) এই মন্ত্র বলিয়াও পূজা করিবে।

অতঃপর শিবলিঙ্গের মস্তকে 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই মন্ত্র ১০ বার জপ করিয়া অঙ্গভাস, করভাসপূর্বক কুর্ম্মুদ্রা দ্বারা পুষ্প বা বিষ্ণুপত্র লইয়া বুদ্ধের কাছে ধরিয়া এই মন্ত্রে মনে মনে ধ্যান করিবে। ধ্যান মন্ত্র, যথা—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চাক্রচন্দ্রাবতংসম্।

রত্নাকল্লোজ্জ্বলাসং পরশু-মৃগ বরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।

পদ্মাদীনং সমস্তাং স্ততমমরগণৈর্ব্যাস্ত্রকৃষ্ণং বসানং,

বিশ্বাত্মং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

এই ধ্যান মন্ত্র পাঠান্তে পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়া মানস পূজা করিবে (অর্থাৎ তাঁহাকে হৃৎপরে বসাইয়া তাঁহার চরণে দেহ মন প্রাণ ইন্দ্రిয় সমস্তই মনে মনে অর্পণ করিবে)। পুনর্বার কুর্ম্মুদ্রায় পুষ্প লইয়া ঐরূপ ধ্যান করিয়া পুষ্পটি নাসিকার নিকটে ধরিয়া হৃদয়স্থ দেবতা নিশ্বাস দ্বারা নির্গত হইয়া ঐ পুষ্পে অধিষ্ঠান করিলেন ভাবিয়া পুষ্পটি শিব-লিঙ্গের উপর রাখিয়া পূজা করিবে।

এতৎ পাঠ্য ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া জল দিবে। এই প্রকার সকল উপচার দিয়া পূজা করিতে হয়। 'এষোহর্থঃ' স্থলে সামবেদীরা 'ইদমর্থং' বলিবে। ইদং আচমনীয়জলং, ইদং স্নানীয়জলং, এষ গন্ধঃ, এতৎ সচন্দনপুষ্পং, এতৎ সচন্দনবিষ্ণুপত্রং, এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, এতৎ সোপকরণামাগ্ননৈবেদ্যং, ইদমাচমনীয়জলং, ইদং পানার্থজলং, এতৎ তাবুলম্—ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। (শিবের অর্থে বিষ্ণুপত্র ও বোটার সহিত কাঁটালী কলাও দেওয়া যায়)।

গৌরী-পূজা

অনন্তর গৌরীপীঠে (পিনেটের মূলে) এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ গৌর্যৈ নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া পূজা করিবে ।

অষ্টমূর্তি-পূজা

(পূর্বদিকে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বায ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ ।

(ঈশানকোণে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ ।

(উত্তরে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ ।

(বায়ুকোণে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ ।

(শক্তি লভ্যন না করিয়া)

(পশ্চিমে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ ।

(নৈঋতে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ ।

(দক্ষিণে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহাদেবায় সৌমমূর্তয়ে নমঃ ।

(অগ্নিকোণে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ ।

অথবা এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অষ্টমূর্তিগণেভ্যো নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া অষ্টমূর্তির পূজাদি করিবে ।

শিবপূজার পর এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) ব্রাহ্মাঋষ্টমাতৃকাভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) বৃষভায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) গণেভ্যো নমঃ এই প্রকারে পঞ্চোপচারে পূজা করিতে হয় ।

অতঃপর “এষ সচন্দন-পুষ্পবিশপত্রাজ্জলিঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ” এই মন্ত্রে ৩বার, অভাবে ১৫বার অঞ্জলি দিয়া ‘ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ’ মন্ত্র ১৭ বার জপ করিবে ; অনন্তর হাতে বা কুশীতে এক গণ্ডুষ জল গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া শিবের নিয় দক্ষিণ হস্ত উদ্দেশে ভূমিতে জল ফেলিবে ।

ওঁ গুহ্যতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাম্মংকৃতং জপম্ ।

সিদ্ধিৰ্ভবতু মে দেব ত্বং প্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়া অনন্তর বম্ বম্ শব্দে দক্ষিণ গালবাঁজ ও বাম
কক্ষ বাঁজ করিবে, পরে শিব স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে ।

প্রণাম মন্ত্র

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে ।

নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিত্বং পরমেশ্বর ॥

ওঁ নমস্ত্ব্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুসে ।

নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥

ওঁ নমস্তে ত্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্ ।

পুংসামপূর্ণকামানাং কামপুরামরাজ্যম্ ॥

ক্ষমাপ্রার্থনা

আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্ ।

বিসর্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ॥

বিসর্জন

অনন্তর “(নমঃ) মহাদেব ক্ষমস্ব” এই মন্ত্র চারিবার বলিয়া শিব-
লিঙ্গের মস্তকে জল দিয়া উহাকে উত্তর শিয়রে শয়ন করাইবে। পরে
সংহারমুদ্রা দ্বারা নির্খাল্য হইতে একটি ফুল হাতে লইয়া আত্মাণ করিতে
করিতে মনে করিবে, যেন তাহা হইতে তেজোময় দেবতা স্বাসবায়ুধোণে
হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর ফুলটি ফেলিয়া দিয়া হস্ত প্রক্ষালন
পূর্বক ঈশানকোণে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া এবং কিছু নির্খাল্য

লইয়া “(নমঃ) চণ্ডেশ্বরায় নমঃ” এই মন্ত্র বলিয়া ঐ মণ্ডলের উপর স্থাপন করিবে। পরে ঐ শিবলিঙ্গ এবং নির্মাণ্য সমূহ জলে বা কোন বৃক্ষমূলে ফেলিয়া দিবে।

পাষাণাদি নিৰ্ম্মিত প্রতিষ্ঠিত শিবপূজা

[পাষাণ, স্বর্ণ, রজত, পারদ, মুক্তা বা স্ফটিক দ্বারা নিৰ্ম্মিত।

পাষাণাদি নিৰ্ম্মিত শিবপূজায় জলগুহি হইতে অঙ্গস্ত্যাস পর্য্যন্ত সমাপন করিয়া “ইদং স্নানীয়জলং (নমঃ) শিবায়” বলিয়া প্রতিষ্ঠিত শিবকে স্নান করাইবে। অতঃপর গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজা হইতে প্রণাম পর্য্যন্ত সমাপন করিবে। শিবের কোনও পৃথক্ নাম থাকিলে তাহাও উচ্চারণ করিবে। যেমন—(নমঃ) বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ, (নমঃ) ষণ্ডেশ্বরায় শিবায় নমঃ ইত্যাদি। পাষাণাদি নিৰ্ম্মিত শিবকে বিষ্ণপত্রের উপর বসাইতে হয় না, এবং পূজার শেষে সংহারমুদ্রাও দেখাইতে হয় না।

পাষাণাদি নিৰ্ম্মিত শিবপূজা এবং প্রতিষ্ঠিত শিবপূজায় প্রভেদ এট যে, পার্থিব শিবলিঙ্গ গঠন সময়ে ‘ওঁ হরায় নমঃ’ ইত্যাদি কয়কটা মন্ত্র বলিতে হয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত শিবপূজায় তাহা বলিতে হয় না; ইচ্ছান্তে আবাহন ও বিসর্জন কিছুই করিতে হয় না।

বাণলিঙ্গ পূজাবিধি

শিবপূজা-প্রকরণে লিখিত জলগুহি হইতে অঙ্গস্ত্যাস পর্য্যন্ত সমাপন করিবে। গুরুপদ্ধতি প্রণাম করিবার কালে (মধ্যে) হৌং বাণেশ্বরায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া প্রণাম করিবার পর “বাং” ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গস্ত্যাস ও করস্ত্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে বাণলিঙ্গ শিবের ধ্যান করিবে :—

ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাথ্যঞ্চ মহাপ্রভম্ ।

কামবাণাঘ্নিতং দেবঃ সংসার-দহনক্ষমম্ ।

শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং ভাবয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥

অতঃপর ‘এতৎ পাদাং ওঁ বাণেশ্বরায় নমঃ’ এই মন্ত্র বলিয়া পাদ্যাদি উপচারে পূজা সমাপন করিয়া জপ করিবে ও পূর্বোল্লিখিত জপবিসর্জনে মন্ত্র বলিয়া জপ বিসর্জন করিবে। অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে বাণলিঙ্গ শিবকে প্রণাম করিবে।

প্রণামমন্ত্র

ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণব-তারণায়, জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায় ।

কপূর-কুন্দধবলেন্দু-জটাধরায়, দারিদ্ৰ্য্যহঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥

বাণেশ্বরের পূজাতেও ক্ষমস্বাদি নাই। বাণেশ্বরের উপরে নিত্য-শিবপূজা করিতে পারা যায়। কিন্তু অগ্রে বাণেশ্বরের পূজা শেষ করিয়া নিত্য-শিবপূজা করিবে। শিবপূজার সময়ে সংশোধিত রুদ্রাক্ষ ও ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া পূজা করিতে হয়।

দুইটী শিবলিঙ্গ ও দুইটী শালগ্রাম শিলা একত্রে পূজা করিতে নাই। উহাদের পৃথক পৃথক পূজা করিতে হয়। “আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়না-ল্লিঙ্গমুচ্যতে” (স্কন্দপুরাণ)। সকল দেবতার মূল বলিয়া এবং সকলেই উহাতে লীন হয়, এই নিমিত্ত উহাকে লিঙ্গ বলে। চরলিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণের কম হইবে না এবং স্থাবর লিঙ্গ হস্ত প্রমাণের কম কবিবে না।

শিবরাত্রিতে শিবপূজা

প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া, প্রাতঃকালেই স্বস্তি-বাচন পূর্বক সংকল্প করিতে হয়। সংকল্প বিধি অল্পসারে কুশতিল ফল পুষ্পাদি সহ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া—

(বিষ্ণুরেণ তৎসং) অদ্য ফাল্গুনে মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং তিথৌ
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীশিবপ্রীতিকামঃ শিবরাত্রিব্রতমহং করিষ্যে ।
পরে সংকল্প সূক্ত পাঠান্তে কৃতাজলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ
করিবে ।

ওঁ শিবরাত্রিব্রতং হ্যেতং করিষ্যেহহং মহাফলম্ ।

নির্কিয়মস্তু মে চাত্র ত্বং প্রসাদাজ্জগৎপতে ॥

চতুর্দশ্যাং নিরাহারো ভক্তা শস্তো পরেহহনি ।

ভোক্ষ্যেহহং ভুক্তিমুক্তার্থং শরণং মে ভবেশ্বর ॥

পাষাণাদি নির্মিত অথবা পার্থিব শিবলিঙ্গে রাত্রিতে চারি প্রহরে
চারি বার পূজা করিবে । চারি প্রহরে পূজা কবিত্তে অক্ষম হইলে প্রথম
প্রহরেই পর পর চারিবার শিবপূজা করিবে । পার্থিব শিবলিঙ্গ প্রাতিবারে
গড়িয়া লইবে ।

শিবরাত্রি ব্রতের পূজায় প্রত্যেক প্রহরেই ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য দ্বারা স্নান
ও অর্ঘ্যদানের সময় পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র বলিতে হয় । স্নানের দ্রব্য দিয়া
অগ্রে স্নান করাইয়া পুনর্ব্বার জল দিয়া স্নান করাইবে । এঃ শিবপূজাও
পূর্নলিখিত শিবপূজার ত্রায় করিবে । স্নানান্তে অর্ঘ্যদান করিবে এবং
পরে দশোপচারে পূজা করিয়া পার্থিব শিব বিসর্জন দিবে । পাষাণাদি
নির্মিত শিব বিসর্জন দিবে না ।

শিবরাত্রি ব্রতের প্রথম প্রহরে ঢঙ্ক দ্বারা—‘ইদং স্নানীয়ত্বঞ্চ ওঁ
হৌ ঈশানায় নমঃ’ এই মন্ত্র বলিয়া শিবকে স্নান করাইবে । একটা
অর্ঘ্য হস্তে লইয়া (সামবেদী ইদমর্ঘ্যং) এষোহর্ঘ্যঃ—

ওঁ শিবরাত্রিব্রতং দেব পূজাজপপরায়ণঃ ।

করোমি বিধিবদ্ভক্তং গৃহাণার্থ্যং মহেশ্বর ॥

ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া অর্ঘ্য দিবে।

দ্বিতীয় প্রহরে দধি দ্বারা—‘ইদং স্নানীয়ং দধি ওঁ হৌ অম্বোরায় নমঃ’ এই মন্ত্র বলিয়া শিবকে স্নান করাইবে। একটা অর্ঘ্য হস্তে লইয়া (সামবেদী ইদমর্ঘ্যং) এবোধ্যঃ—

ওঁ নমঃ শিবায় শান্ত্যায় সর্বপাপহরায় চ।

শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রদীদ উময়া সহ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া শিবের উপর দিবে।

তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দ্বারা—ইদং স্নানীয়ং ঘৃতং ওঁ হৌ বামদেবায় নমঃ। এই মন্ত্র বলিয়া শিবকে স্নান করাইবে, পরে পূর্বের জায় অর্ঘ্য দিবে। অর্ঘ্য দান মন্ত্র—

ওঁ ত্রুংখদারিদ্য়-শোকেন দক্ষোহহং পার্শ্বভীষ্বর।

শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং, উমাকান্ত গৃহাণ মে ॥

চতুর্থ প্রহরে মধু দ্বারা—ইদং স্নানীয়ং মধু ওঁ হৌ সন্তোজাতায় নমঃ। এই মন্ত্র বলিয়া শিবকে স্নান করাইবে; পরে পূর্বের জায় অর্ঘ্য দিবে।

অর্ঘ্য দান মন্ত্র—

ওঁ যয়া কৃতান্তনেকানি গাপানি হর শঙ্কর।

শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যম্মাকান্ত গৃহাণ মে ॥

চতুর্থ প্রহরের পূজা সম্পন্ন করিয়া প্রভাতে কৃতাজ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে; মন্ত্র যথা—

ওঁ অবিঘ্নেন ব্রহ্মং দেব ত্বংপ্রসাদাৎ সমপিতম্।

ক্ষমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হর ॥

যন্ময়াদ্য কৃতং পুণ্যং তদ্রুদ্রস্ত নিবেদিতম্।

ত্বং প্রসাদান্ময়া দেব ব্রতমদ্য সমাপিতম্ ॥

প্রসন্নো ভব মে শ্রীমন্ মছুতিঃ প্রতিপাদ্যাতাম্ ।

ত্বদালোকন-মাত্রেন পবিত্রোহস্মি ন সংশয়ঃ ॥

শিবরাত্রি বিহিত শিবপূজার পর সমর্থ হইলে মন্ত্রিস্তোত্র পাঠ করা কর্তব্য ।

অনন্তর পার্শ্বব শিব বিসর্জন দিয়া শিবরাত্রি ব্রতকথা শ্রবণ করিয়া দক্ষিণা দিবে । দেয় দক্ষিণায় ‘(ও) এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ’ এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার জলের ছিটা দিবে । অনন্তর ‘এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ’ বলিয়া এবং এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া এক একটা সচন্দন পুষ্প ঐ দক্ষিণায় নিক্ষেপ করিবে । পরে বামহস্তে (উপুড়হাতে) ঐ দক্ষিণা ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কুশ (ত্রিপত্র) লইয়া কোশার মধ্যে দিয়া এবং বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্ত স্পর্শপূর্বক বিষ্ণুরোঁ তৎ সং অগ্ন অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তির্ণো শ্রীশিবপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতচ্ছিবরাত্রিব্রতকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামেতং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং শ্রীশিবায় তুভ্যং সম্প্রদদে । (পরার্থে...দদানি ইতি বিশেষঃ) । পরে দক্ষিণ হস্তে সামান্য জল লইয়া ‘ওঁ কৃতৈঃ শিবরাত্রি ব্রতমচ্ছিদ্রমস্ত’ এই মন্ত্র বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে । পরদিনে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, চতুর্দশী থাকিলে তাহার মধ্যে, অগ্ন্যায় অমাবস্তায় নিজে পারণ করিবে । শিবরাত্রির পারণের মন্ত্র—

(ওঁ) সংসার-ক্লেশদগ্ধস্ত ব্রতেনানেন শকর ।

প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥

শিবরাত্রি প্রভৃতি ব্রতকথা পরে লিখিত হইতেছে ।

দ্রষ্টব্য—উপবাস-দিনে তৈলমর্দন, দিবানিদ্ৰা, স্ত্রী-পুরুষ সহবাস বিলাসদ্রব্য উপভোগ, পাশা খেলা প্রভৃতি নিষিদ্ধ । যে দিন

পারণ করিতে হয়, সেই দিনে দুইবার খাওয়া, স্ত্রীপুরুষ-সহবাস, ক্লেশকর কর্ম, দিবানিত্রা, পরান্নভোজন, দূরপথে গমন প্রভৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ। পুনঃ পুনঃ জলপান করিলে কিংবা দিবসে নিত্রা গেলে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিতে হয়।

উপবাস দিতে যদি প্রাণসংশয় হয় কিংবা উপবাসে অক্ষম হইলে জল, দুগ্ধ, ফল, মূল, দ্রুত ও ঔষধ খাওয়া চলিতে পারে। গুরু কিংবা ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া রাত্রে বা পূজার শেষে হবিম্যন্ন খাইলে ব্রতভঙ্গ-দোষ হয় না।

সধবা স্ত্রীলোকের শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, সাবিত্রী চতুর্দশী প্রভৃতি ব্রত, বাহাতে উপবাস করিতে হয়, এমন কোন ব্রত করিতে নাই, করিলে স্বামীর আয়ুঃক্ষয় হয়। তবে যদি একান্ত ব্রত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে স্বামীর অনুমতি লইতে হয়। স্বামীর অনুমতি না লইয়া সধবা স্ত্রীলোকের উপবাস জনিত কোন ব্রতই করিতে নাই।

বিষ্ণুপূজা

পূজার সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, আসনগুচ্ছ ও জলগুচ্ছ প্রভৃতি করিয়া তামার টাটে বিষ্ণুকে (শালগ্রাম শিলাকে) স্থাপন করিয়া ঘণ্টাধ্বনি সহকারে স্নান করাইবে। [সক্ষম হইলে পুষ্পগুচ্ছ ও ঘণ্টা পূজা করিবে। পূজাকালে 'হাং হীং হুং ফট্' এই মন্ত্র বলিয়া পুষ্প-নৈবেদ্যাদিতে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে। অনন্তর 'ওঁ জয়ধ্বনি-মন্ত্র-মাতঃ ধাঃ' এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া ঘণ্টাতে একটা সচন্দন ফুল প্রদান করিবে।]

অনন্তর নিম্নলিখিত স্তোন মন্ত্র পাঠ করিবে :—

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ।

স ভূমিং সর্বতো বৃত্তাত্যতিষ্ঠদশাজূলম্ ॥

[ঋগ্বেদীরা ‘সৰ্ব্বতো বুদ্ধা’ স্থলে ‘বিন্ধতোবুদ্ধা’ বলিবেন এবং যজু-বেদীরা ‘স ভূমিঃ’ স্থলে ‘স ভূমিষ্ঠ’ ও ‘সৰ্ব্বতো বুদ্ধা’ স্থলে ‘সৰ্ব্বতঃ স্পৃহা’ বলিবেন ।]

উক্ত মন্ত্র বলিয়া ‘এতঃস্মানীয়জলং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ’ বলিয়া বিষ্ণুকে স্মান করাইবে। যদি সেই স্থানে অগ্নি দেবতা থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও স্মান করাইবে।

অনন্তর চন্দনমিশ্রিত একটা তুলসী পত্র চিৎ করিয়া তাহার উপরে বিষ্ণুকে বসাইবে। পরে বিষ্ণুর উপরেও একটা চন্দন মিশ্রিত তুলসী চিৎ করিয়া দিবে। অতঃপর তাঁহাকে পইতা পরাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া গন্ধাদি দ্বারা পঞ্চদেবতার পূজা করিবে। অনন্তর কুশ্মুদায় পুষ্প লইয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-সধ্যাবর্তী,
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ ।
কেয়ুরবান্ মকর-কুণ্ডলবান্ কিরীটী,
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধ্বতশ্চক্রঃ ॥

ঐ পুষ্প আপনার মস্তকে দিয়া হৃদয়ে হাত দুইটা রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া মানস পূজা করিবে। *

অনন্তর পুনরায় ধ্যান করিয়া দশোপচারে পূজা করিবে।

* মানসপূজা—আসন—হৃৎপদ্ম। শিরস্থ অধোমুখ সহস্রদলপদ্ম হইতে গলিত যে অমৃত, তাহা পাদ্য। অর্ঘ্য—মন। আচমনীয়—উক্ত অমৃত। স্মানীয় জল—উক্ত অমৃত। বস্ত্র—দেহস্থ আকাশতরু। গন্ধ—ক্ষিতিতরু। পুষ্প—চিত্ত (বুদ্ধি)। ধূপ—প্রাণবায়ু। দীপ—তেজস্বিত্ব। নৈবেদ্য—হৃদয়ের কল্পিত সুখাসমুদ্র। বাদ্য—অনাহতধ্বনি (বক্ষঃস্থলের শব্দ)। চামর—

পূজা যথা—এতৎ পাত্তং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, † ইদমর্ঘ্যং (যজুর্বেদী
পক্ষে ঐমোহর্ঘ্যঃ) ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদং আচমনীয়ং ওঁ বিষ্ণবে
নমঃ, এস মধুপর্কঃ (অভাবে জল) ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদং আচমনীয়ং
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ গন্ধঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ
বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরুপায় বিষ্ণবে
পরমাত্মনে স্মাৎ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ
দীপঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদং আচমনীয়ং
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদং পানার্থজলং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।

অনন্তর 'এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার
পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মূল মন্ত্র সাধায়াস্বারে
জপ করিবার পর নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে :—

ওঁ গুহ্যতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাম্যংকৃতং জপম্ ।

সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বং প্রসাদাজ্জনার্দন ॥

উপদ্যাক্ত মন্ত্র বলিয়া বিষ্ণু নিম্ন দক্ষিণ হস্তের উদ্দেশ্য করিয়া
জলগণ্ডূষ প্রদান করিয়া কৃত্যাজলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে ।
মন্ত্র, যথা—

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাক্ষণ-হিতায় চ ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

বায়ুতন্ত্র । ছত্র—শিরস্থ সহস্রদল পদ্ম । গীত—শমতন্ত্র । নৃত্য—ইন্দ্রিয়কর্ষ ।
অর্থাৎ দেহের মধ্যেই পূজার উপকরণ সব আছে, সেই সব মনে মনে
চিন্তা করিবে ।

† শালগ্রাম শিলার অনেক প্রকার নাম আছে, যথা—লক্ষ্মীজনার্দন,
শ্রীধর, রঘুনাথ, দাসোদর প্রভৃতি ; যে শালগ্রামের যা নাম, পূজার সময়
সেই নাম উচ্চারণ করিতে হয় ।

অতঃপর লক্ষ্মী, সরস্বতী, গরুড় ও আবরণ দেবতাগণের পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। যদি লক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি থাকে, তাহা হইলে তাহাতেই পূজা করিবে। মন্ত্র—ওঁ লক্ষ্মীদেবো নমঃ, ওঁ সরস্বতৌ নমঃ, ওঁ গরুড়ায় নমঃ, ওঁ আবরণদেবতাভ্যো নমঃ।

অনন্তর সন্ধ্যা হইলে নিম্নলিখিত মন্ত্র কৃতাজ্জলি হইয়া পাঠ করিবে।
মন্ত্র, বণা—

ওঁ যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া স্কৃত-দ্রুতম্।
তৎ সৰ্বং ত্বয়ি সংযন্তং ত্বংপ্রযুক্তং করোম্যহম্॥
ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনাৰ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদন্ত মে॥

অত্ৰাং দেবতা থাকিলে তাঁহাদেরও পূজা করিবে।

দ্রষ্টব্য।—মেঘ সংক্রান্তি হইতে বৃষ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত পুরুষ দেবতাপ দাতুময়ী বা পাবানময়ী মূর্তিকে প্রত্যহ পূজা ও ভোগের পর ধারায় বা ধারায় বসাইতে হয়। অনন্তর বৈকালে সেই মূর্তিকে ধারা হইতে উঠাইয়া বৈকালিক ফলমূলাদি উপকরণ দিয়া অর্চনা করিবে।

কোন দেবতার যদি এক দিন কোন কারণ বশতঃ পূজা না হয়, তাহা হইলে পর দিন পূজা করিবার সময় দুইবার পূজা করিতে হইবে। এইরূপে দুই দিন পূজা না হইলে চারিবার এবং তিন দিন পূজা না হইলে ছয় বার পূজা করিতে হইবে। যদি তিন দিনের পর ছয় মাস পর্য্যন্ত পূজা না হয়, তাহা হইলে পূর্বে দেবতাকে অষ্ট কলসের জলে স্নান করাষ্টবে, তারপর বিশেষরূপে পূজা করিবে। ছয় মাসের অধিক যদি পূজা না হয়, তাহা হইলে যথাবিধি সংস্কার বা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। অগ্নহীন, ভগ্ন, দূষিত স্থানে পতিত, ক্ষুণ্ণ বা ফাটা এবং কুষ্ঠরোগী যে দেবতাকে স্পর্শ

করিয়েছে, সেই দেবতার পূজা কবা চাইবে না। অঙ্গহীন, ভগ্ন, ক্ষুণ্ণিত অথবা দেবতাকে জলে দিবে, কেবল শালগ্রাম শিলার যদি চক্র নষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাঁহার পূজা করা চলে এবং কোন স্পর্শদোষ ঘটিলে পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া পূজা করা চলে। বরাহপুরাণে উক্ত আছে—

শালগ্রামশিলা ভগ্না পূজনীয়া সচক্রিকা।

খণ্ডিতা ক্ষুণ্ণিতা বাপি শালগ্রামশিলা শুভা ॥

অনাদিলিঙ্গে ও মহাপীঠে কোন স্পর্শ দোষ হয় না।

ইষ্টদেবতা ও গুরুর পূজা

[সংক্ষেপে]

প্রাতঃসন্ধ্যা ও শিবপূজা সমাপনান্তে তান্ত্রিক আচমন করিতে হইবে। পরে 'এতে গুরুপুষ্পে (নমঃ) দ্বারদেবতাত্যো নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া দ্বারদেশে সচন্দন পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিত্যাস, করতাস ও অঙ্গতাস করিতে হইবে। অনন্তর কুর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া গুরুর ধ্যান করিয়া সেই ফুল আপনার মস্তকে দিয়া কৃতাজলি হইয়া গুরুর মানস পূজা করিবে। পুনরায় কুর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া গুরুর ধ্যান করিবে। গুরু উপস্থিত থাকিলে সেই ফুলটী তাঁহার চরণে দিবে, আর গুরু উপস্থিত না থাকিলে সেই ফুলটী জলে দিয়া মনে মনে গুরুর পূজা করিবে। পূজার মন্ত্র, যথা—

ঐং এতৎ পাঠ্যং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। এই প্রকার ঐং ইদমর্ঘ্যং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ*। ঐং ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ†। ঐং এষ মণ্ডপকঃ (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ‡। ঐং ইদমাচমনীয়ং (নমঃ)

* দ্বিজাতিরা 'নমঃ' স্থানে 'স্বাহা' উচ্চারণ করিবেন। † দ্বিজাতিরা 'নমঃ' স্থলে 'স্বধা' বলিবেন। ‡ দ্বিজাতিরা 'নমঃ' স্থলে 'বোমট' বলিবেন।

শ্রীশ্বরবে নমঃ ॥ ঐং এষ গন্ধঃ (নমঃ) শ্রীশ্বরবে নমঃ । ঐং এতৎ
পুষ্পং (নমঃ) শ্রীশ্বরবে নমঃ । ঐং এষ ধূপঃ (নমঃ) শ্রীশ্বরবে নমঃ । ঐং
এষ দীপঃ (নমঃ) শ্রীশ্বরবে নমঃ । ঐং এতৎ নৈবেদ্যং (নমঃ)
শ্রীশ্বরবে নমঃ । ঐং ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীশ্বরবে নমঃ । ঐং ইদং
পানার্থজলং (নমঃ) শ্রীশ্বরবে নমঃ । ঐং ইদং তাম্বুলং (নমঃ)
শ্রীশ্বরবে নমঃ ।

অনন্তর এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) গুরুভ্যো নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে
নমঃ পরমগুরুভ্যো নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) পরাপরগুরুভ্যো
নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) পরমেষ্টীগুরুভ্যো নমঃ । এতে গন্ধ-
পুষ্পে (নমঃ) পীঠদেবতাভ্যো নমঃ । তারপর ভক্তিপূর্বক গুরুকে
প্রণাম করিবে ।

অতঃপর কুর্শমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবদেবীর ধ্যান করিয়া
সেই পুষ্প নিজের মস্তকে রাখিয়া মানস পূজা করিবে । তাহার পর
পুনরায় কুর্শমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণপূর্বক ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প ঘটে, পটে,
ষত্রে বা জলে দিয়া পূজা করিবে । পূজার মন্ত্র, যথা,—

(ইষ্টমন্ত্র) এতৎ পাদ্যং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ ।
(ইষ্টমন্ত্র) ইদমৰ্ঘ্যং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ । (ইষ্টমন্ত্র)
ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ । (ইষ্টমন্ত্র) এষ মধুপর্কঃ
(নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ । (ইষ্টমন্ত্র) ইদমাচমনীয়ং (নমঃ)
শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ । (ইষ্টমন্ত্র) এষ গন্ধঃ (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ
নমঃ । (ইষ্টমন্ত্র) এতৎ পুষ্পং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ ।
(ইষ্টমন্ত্র) এষ পুষ্পাজলিঃ নমঃ শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ । (ইষ্টমন্ত্র)
এষ ধূপঃ (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ । (ইষ্টমন্ত্র) এষ দীপঃ
(নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ । (ইষ্টমন্ত্র) এতৎ নৈবেদ্যং (নমঃ)
শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ । (ইষ্টমন্ত্র) ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীঅমুক-

দেবতায়ৈ নমঃ । (ইষ্টমন্ত্র) ইদং পানার্থজলং (নমঃ) শ্রীঅমুক-
দেবতায়ৈ নমঃ । (ইষ্টমন্ত্র) ইদং তাম্বূলং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ
নমঃ । অনন্তর এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ আবরণদেবতাভ্যো নমঃ বলিবে ।

অনন্তর ইষ্টমন্ত্র জপ ও “গুহ্যতিগুহ্য” মন্ত্র পাঠ করিয়া জপ সমাপন
করিবে । জপ সমাপন করিয়া (চিচ্ছা হইলে স্তব পাঠ করিয়া)
পুনরায় প্রাণায়াম করিয়া স্ব স্ব ইষ্টদেব-দেবীকে প্রণাম করিবে ।

দ্রষ্টব্য :—দ্বিজাতিরা হস্তে এক গণ্ডুষ জল লইয়া “ওঁ ইতঃপূর্বং
প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎসপ্নস্থযুধ্যবস্থান্ মনসা বাচা হস্তাভ্যাঃ
পদ্মায়ুদধরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যত্কৃতং যৎ কৃতং, তৎ সর্বং ব্রহ্মার্চনং ভবতু
স্বাহা ; মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ামি ।
ওঁ তৎসৎ । এই মন্ত্র বলিয়া ইষ্টদেবতার শ্রীচরণ উদ্দেশ করিয়া সেই
হস্তস্থিত জল গণ্ডুষ মাটিতে নিক্ষেপ করিবে ।

বরণ

যদি কেহ নিজেই পূজা করে কিংবা পুরোহিত স্বয়ং যজমানের নামে
সকল করেন, তাহা হইলে বরণ করিবার আবশ্যক হয় না । যদি যজমান
নিজেই সকল করে, এবং পুরোহিত দ্বারা পূজা করান হয়, তাহা হইলে
পুরোহিতকে বরণ করিতে হয় ; পুরোহিত আচমনান্তে উত্তরাভিমুখে
বসিবেন এবং যজমান পূর্বাভিমুখে বসিয়া কুতাঞ্জলি পূর্বক পুরোহিতকে
নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিবে । যথা—ওঁ সাধু ভবানান্তাম্ । পুরোহিত
বলিবেন—ওঁ সাধবহমাসে । যজমান—ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্ ।
পুরোহিত—ওঁ অর্চয় বলিবেন ।

অনন্তর যজমান—এতানি গন্ধপুষ্পাদীনি (ওঁ) ব্রাহ্মণায় নমঃ” এই মন্ত্র
বলিয়া পুরোহিতকে গন্ধ, পুষ্প, যজ্ঞোপবীত (সক্ষম হইলে অঙ্গুরীয়)
এবং বস্ত্র প্রদান করিবে ।

পরে পুরোহিতের দক্ষিণ জাহুতে আতপ-তণ্ডুল দিয়া তাহার উপর হস্ত উপড় করিয়া ধরিয়া অর্থাৎ ডান হাতের পৃষ্ঠে বাম হাত স্থাপন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিবে—

বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা (শূদ্র হইলে দাসঃ, স্ত্রী হইলে—অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী
বা দাসী) মৎসক্লিহিত-অমুকদেবতাপূজনকর্ম্মণি পূজাদিকর্ম্মকরণায় অমুক-
গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাণম্ (পুরোহিতের গোত্র ও নাম বলিতে হইবে)
অভ্যর্চ্যা ভবন্তুমহং বৃণে । এই মন্ত্র বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে ।

অনন্তর পুরোহিত বলিবেন—ওঁ বৃতোহস্মি । অতঃপর যজমান
কৃত্যঞ্জলিপূর্ব্বক “ওঁ যথাবিহিতং কর্ম্ম কুরু” এই মন্ত্র বলিলে পুরোহিত
বলিবেন—ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি ।

অনন্তর পুরোহিত আচমন করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিবেন ।

শেষে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তাহা পূজাস্থানে প্রোক্ষণ পূর্ব্বক
ঘটস্থাপন করিতে হয় । স্থাপিত ঘট “কটু” মস্ত্রে প্রোক্ষণ করিা
“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুস্তায় নমঃ” এই মন্ত্র বলিয়া ঘটে গন্ধপুষ্প অর্পণ
করিয়া ‘ওঁ’ উচ্চারণ পূর্ব্বক ভূমি প্রভৃতি প্রত্যেকটী জিনিষ স্পর্শ করিয়া
সেই সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় ।

ঘটস্থাপন

শিব ও নারায়ণ পূজাদিতে ঘটস্থাপনার আবশ্যক না থাকিলেও
প্রতিমা পূজাদি কার্য্যে ঘটস্থাপনার প্রয়োজন আছে ।

পঞ্চগুড়ি দিয়া অষ্টদলপদ্ম মণ্ডল আঁকিয়া তাহার উপর মৃত্তিকা
ও পঞ্চশস্ত্র (ধাতু, মাষকলাই, তিল, মুগকলাই, যব) দিয়া তদুপরি
জলপূর্ণ ঘট বসাইবেন । ঘটের মুখে পঞ্চপল্লব (আম্র, অশ্বথ, বট, পাকুড়,
যজ্ঞোড়ু স্বর) অভাবে কেবল অম্রশাখা দিবেন ও তাহার উপর একসরা আতপ
চাউল, সশীষ ডাৰ, সিন্দূর ও পুষ্প দিবেন । ঘটের বক্ষঃস্থলে সিন্দূর দিয়া

পুস্তলিকা আঁকিবে এবং দধি ও আতপচাউল দিবেন। গলায় হতা বাঁধিবে ও বস্ত্র (অভাবে গামছা) দ্বারা আচ্ছাদন করিবেন।

ঘটমধ্যে নবরত্ন বা পঞ্চরত্ন প্রদান করিতে হয়। তদভাবে কেবল স্রবর্ণ প্রদান করিলেও চলিতে পারে।

* বিস্তারে ষট্‌ত্রিংশং (৩৬) অঙ্গুলি, উচ্চে ষোড়শ (১৬) অঙ্গুলি, কণ্ঠ চারি অঙ্গুলি, মুখের বিস্তার ছয় অঙ্গুলি এবং তলদেশ পঞ্চাঙ্গুলি পরিমিত, স্বর্ণ, † রৌপ্য, তাম্র, কাংশু, মৃত্তিকা, পাষণ বা কাচনির্মিত ঘট স্থাপন করিবেন। দেবতার প্রীতির জন্য ঘট নিৰ্ম্মাণে বিত্ত-শাঠতা করিবে না—অর্থাৎ অবস্থানুযায়ী ঘট প্রস্তুত করাইয়া স্থাপন করা কর্তব্য ‡। ঘট সূদৃশ ও অক্ষত হওয়া আবশ্যক।

স্বর্ণনির্মিত ঘট ভোগপ্রদ, রত্ননির্মিত ঘট মোক্ষপ্রদ, প্রীতিকর কার্যে তাম্রনির্মিত, পুষ্টিবন্ধনে কাংশ্যনির্মিত, বশীকরণে কাচনির্মিত ও স্তম্ভন কার্যে পাষণনির্মিত ঘট প্রশস্ত। পরিস্কৃত ও সূদৃশ মৃত্তিকানির্মিত ঘট সৰ্ব্বকার্যে প্রশস্ত।

* ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং ষোড়শাঙ্গুলমুচ্চকৈঃ। চতুরঙ্গুলকং কণ্ঠং মুখস্তথ ষড়ঙ্গুলম্। পঞ্চাঙ্গুলিমিতং মূলং বিধানং ঘটনিৰ্ম্মিতেঃ ॥ ইতি মহানিৰ্ব্বাণতন্ত্রম্।

† সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংশুজং মৃত্তিকোদ্ভবম্। পাষণ-কাচজং বাপি ঘটমক্ষতমব্রণম্ ॥ কারয়েদেবতাপ্রীত্যে বিত্তশাঠ্যং বিবৰ্জ্জয়েৎ ॥

‡ সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদায়কম্। তাম্রং প্রীতিকরং জ্ঞেয়ং কাংশুজং পুষ্টি-বন্ধনম্। কাচং বশ্যকরং প্রোক্তং পাষণং স্তম্ভকঞ্চ। মৃন্ময়ং সৰ্ব্বকার্যেষু সূদৃশ্যং সুপরিস্কৃতম্ ॥

সামবেদি-ঘটস্থাপন

হমিতে হাত দিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ মহি ত্রীণামবরন্ত হ্যক্ষং
মিত্রত্বার্থামগ্নঃ । হ্রাদধৰ্মং বরুণস্ত্র ।” *

ধাতু স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ ধানাবস্থং করস্তিগ-মপূবস্তমুখিনং ।
ইন্দ্র প্রাতজুর্ষম নঃ ॥

উভয় হস্তদ্বারা ঘটধারণ করত পাঠ করিবেন—ওঁ আবিশন্ কলশং
সুতো বিশ্বা অর্ধমভিশ্রিয়ঃ । ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে ।

জল স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা যুতৈর্গব্যুতি-
মুক্তং । মধবা রজ্ঞাসি সূক্ততু ॥

পল্লব ধরিয়া পাঠ করিবেন—অয়মুর্জীবতো বৃক্ষ, উর্জীব ফলিনী ভব ।
পর্ণং বনস্পতে হুত্বা, হুত্বা চ সূর্যতঃ রয়িঃ ।

ফল ধারণ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে
যংপার্যা যনজতে ধিয়স্তাঃ । শূরো নৃষাতা শবসশ্চকান আ গোমতি
ব্রজে ভজা স্বং নঃ ।

বস্ত্র স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ যুবা স্তবাসাঃ পরিদীপ আ গাং
স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ । তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা
দেবরন্তঃ ।

পুষ্প স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ পবমান বাধুহি রশ্মিভির্বীজসা
তমঃ । দধৎ স্তোত্রে স্ববীর্যম্ ।

সিন্দূর স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ সিদ্ধোরুচ্ছ্রাসে পতয়ন্তুমক্ষণম্ ।
হিরণ্যপাবাঃ পশুমন্সু গুত্ণতে ।

স্থিরীকরণ (ঘট ধারণ করিয়া পাঠ করিবেন,)—ওঁ স্বাবতঃ পুরুবসো
বয়গিন্দ্র প্রণেতঃ । অসি স্থাতহরীণাম্ । ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব ।

* মন্ত্রান্তর—ওঁ ভূমিরন্তুরিক্ষং দৌ দ্বা ভূতায়ঃ ।

কৃতাজলি পূর্বক পাঠ করিবেন—ও সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্বদেব-
সমমিতম্ । ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেব গণৈঃ সহ । †

ঋত্থেদি-ঘটস্থাপন

ভূমি স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন,—ও উর্বা সন্ননী বৃহতী ঋতেন হবে
দেবানামবসা জনিত্রী । দধাতে যে অমৃতং সূপ্রতীকে দ্যাবা রক্ষতং
পৃথিবী নো অভ্যাত ।

ধাতু স্পর্শ করিয়া—ও ধানাবন্তং করস্তিগমপ্পবন্তমুক্খিনম্ । ইন্দ্র
প্রাতজুর্বশ্ব নঃ ।

ঘটে হস্ত দিয়—ও এতানি তদ্রা কলশ ক্রিয়াম, কুরুশ্রবণ দদতো
মঘানি । দান ইদ বো মঘবানঃ সো অস্বয়ঞ্চ সোমো হৃদি যং বিভস্মি ।

জল স্পর্শ করিয়া—ও বরুণশ্রোতস্তনমসি । বরুণশ্র স্বস্তসর্জ্জনীহঃ ।
বরুণশ্র ঋতসদত্তসি, বরুণশ্র ঋতসদনমসি । বরুণশ্র ঋতসদনমাসীদ ।

ফল ধারণ করিয়া—ও যাঃ ফলিনীর্ষা অফলা অপুস্পা যঃশ্চ পুস্পিণীঃ ।
বৃহস্পতি-প্রসূতা-স্তা নো মুঞ্চস্বংহসঃ । (১)

স্থিরীকরণ,—“ও স্থিরো ভব বিড়গ্ আশুভব বাজ্যর্কন ! পৃথুভব
স্বদ-স্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ । পরে “সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ
করিবেন ।

যজুর্বেদি-ঘটস্থাপন

ভূমি স্পর্শ করিয়া—ও ভূরসি ভূমিরশ্রুদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বশ্র ভুবনশ্র
ধত্রী । পৃথিবীং যচ্চ, পৃথিবীং দৃংহ, পৃথিবীং মা হিংসীঃ ।

† জীদেবতার নিমিত্ত ঘট স্থাপনকালে “তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ” বলিতে
হইবে ।

(১) সিন্দূরমন্ত্র, বজ্রমন্ত্র, পুষ্পমন্ত্র, যজুর্বেদীয় ঘটস্থাপনায় দ্রষ্টব্য ।

ধাত্ত স্পর্শ করিয়া—ওঁ ধাত্তমসি ধিহুহি দেবান্ ধিহুহি যজ্ঞং । ধিহুহি
যজ্ঞপতিং, ধিহুহি মাং যজ্ঞত্বম্ ।

ঘট স্পর্শ করিয়া, - ওঁ আ জিহ্ব কলশং মহা ত্বা বিশশ্বিন্দবঃ । পুনরুজ্জা
নিবর্ত্তস্ব সা নঃ সহস্র' ধুক্কো'রুধারা পয়স্বতী পুনর্মা বিশতা'দ্রয়িঃ ।

জল স্পর্শ করিয়া - ওঁ বরুণশ্রোতন্তনমসি বরুণশ্র স্বস্তসর্জ্জনীস্থঃ । বরুণশ্র
অতসদন্তসি, বরুণশ্র অতসদনমসি । বরুণশ্র অতসদনমাসীদ ।

পল্লব স্পর্শ করিয়া,—ওঁ ধম্বনাগা ধম্বনাজিং জয়েম, ধম্বনা তীত্রাঃ
সমদো জয়েম । ধম্বনঃ শত্রোরপকামং ক্রণোতি ধম্বনা সর্ক্বাঃ প্রেদিশো
জয়েম ॥ (২)

ফল স্পর্শ করিয়া—ওঁ যাঃ ফলিনীয়া অফলা অপুপ্পা যাশ্চ পুপ্পাণিঃ ।
বৃহস্পতি-প্রস্থতা-স্তা নো মুঞ্চস্বংহসঃ ।

সিন্দূর স্পর্শ করিয়া—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধবনে শূঘনাসো বাতপ্রমিরঃ
পতয়ন্তি যস্থাঃ । যুতশ্র ধারা অরুযো ন বাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্ শ্মিভিঃ
দিহমানঃ ॥

পুপ্প স্পর্শ করিয়া—ওঁ ত্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা-বহোরা'ত্রে পার্শ্বেনকত্রাণি
রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্ । ইক্ষ্মিষাণামুংম ইবাণ সর্ক্বলোকং ম ইবাণ ॥

বস্ত্র ধারণ করিয়া—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাং স উ শ্রেয়ান্ ভবতি
জায়মানঃ । তৎ ধীরাসঃ অবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ ॥

স্থিরীকরণ—ওঁ সর্ক্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ক্বদেবসমযিতম্ । ইমং ঘটং
সমাক্রহ্য তিষ্ঠ দেব গণৈঃ সহ ॥ ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব, বিড়ঙ্গ আশুর্ভব
বাজ্যর্কন । পৃথুর্ভব সুষদ-স্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ ॥

(২) মন্ত্রান্তর—“অথথো বো নিষদনং পর্শে বো বসতিকৃতো ।
গোভাজ ইৎ কিলাসথ যৎ সনবথ পুরুষম্ ।”

লক্ষ্মীপূজা

ব্রাহ্মস্পর্শ, সংক্রান্তি, নন্দা, অষ্টমী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী ভিন্ন তিথিতে শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবাবে, অতাবে রবি ও সোমবারে লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে । কিন্তু এতদ্দেশে বহুস্থানে কেবল বৃহস্পতিবারেই লক্ষ্মীপূজা প্রচলিত ।

পবিত্রচিত্তে আসনে উপবেশনপূর্বক আচমন করিয়া স্বস্তিবাচন করিবে, যথা—ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ শ্রীলক্ষ্মীপূজাকর্মণি ওঁ পুণ্যাং তবস্তোত্রবস্ত ইত্যাদি পাঠ করিয়া স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবে, পরে সংকল্প করিবে যথা—গিষ্কুরোঁ তৎসদদ্যোতাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীলক্ষ্মী-প্রীতিকামো লক্ষ্মীপূজামহং করিষো । (পরার্থে করিবামি) ।

সংকল্পসূক্তপাঠাদি পূর্বক গণেশাদি পূজা ও “শ্রাং অদৃষ্টাভ্যাং নমঃ”—ইত্যাদিক্রমে করাস্ত্রতাসাদি করিয়া কুর্শ্মমুদ্রাব্যেগে সচন্দন পুষ্প লইয়া লক্ষ্মী দেবীর ধ্যান করিবেন । যথা—

ওঁ পাশাঙ্কমালিকাস্তোত্র-স্বগিভির্ঘাম্যসোমায়োঃ ।

পদ্মাসনস্থানং ধ্যায়ৈচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্ ॥

গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বলঙ্কার-ভূষিতাম্ ।

রৌক্সপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥

এই ধ্যান পাঠ করিয়া পুষ্পটী নিজের মস্তকে দিয়া, মানসোপচারে অর্চনা করিয়া পুনরায় করাস্ত্রতাস করিতে হইবে ; অতঃপর পুনর্বার কুর্শ্ম-মুদ্রায় সচন্দন পুষ্প গ্রহণপূর্বক পূর্বের ত্রায় ধ্যান মন্ত্র পাঠান্তে পুষ্পটী নারায়ণচক্রোপরি প্রদান করিয়া “এতৎ পাদ্যং শ্রীং লক্ষ্মী নমঃ”—এই ক্রমে দশোপচারে পূজা করিবে এবং লক্ষ্মীদেবীকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহার গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ ও প্রণাম করিবে ।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—ওঁ নমস্তে সর্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে ।

যা গতিত্বংপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্তদর্চনাং ॥

গায়ত্রী—ওঁ মহালক্ষ্মী বিদ্যাহে মহাশ্রীয়ে ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ।

প্রণামমন্ত্র—ওঁ বিশ্বরূপস্ত ভার্গ্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে ।

সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোহস্ত তে ॥

তৎপরে নারায়ণ, কুবের ও ইন্দ্রের পূজা করিবে ।

কুবেরের ধ্যান—কুবেরঃ ধনদঃ খর্ব্বং দ্বিভুজং পীতবাসসম্ ।

প্রসন্নবদনং দেবং যক্ষগুহ্যকসেবিতম্ ॥

প্রণাম—ওঁ ধনদায় নমস্তভ্যং নিধিপদ্মাধিপায় চ ।

ভবস্ত ১৭প্রসাদেন্নৈ ধনধাতাদিসম্পদঃ ॥

গঙ্গা পূজাপদ্ধতি

কৃত্যনিত্যক্রিয় সাধক শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্বক আচমন করত স্বশাখোক্ত-স্বস্তিবাচন করিয়া “সূর্য্যঃ সোম” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । পরে গণেশ, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও বিষ্ণুকে গঙ্গাপুষ্প প্রদানপূর্বক সঙ্কল্প করিতে হয় । যথা—

“বিষ্ণুরেণ তৎসদস্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকস্থিতৌ অমুক-গেত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক-শ্রীগঙ্গাপ্রীতিকামো গণপত্যা-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক-শ্রীগঙ্গাদেবীপূজনমহং করিষ্যে ।” (পরার্থে করিষ্যামি) ।

এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্বশাখোক্তমূল পাঠ করিয়া পূজা আরম্ভ করিতে হয় । প্রতিমায় পূজা করিতে হইলে মূলমন্ত্রে চক্ষুর্দান ও ঘটস্থাপন করিতে হয় । পরে আসনশোধন ও সামাচার্য্য স্থাপনপূর্ব্বক ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম করত গুরুপংক্তি নমস্কার করিয়া, মাতৃকাসাদি করিবেন । পরে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মংলাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, হর্গা, যমুনা, নারায়ণ, লক্ষ্মী, ভাস্কর, ভগীরথ, নাগরাজ ও হিমালয়ের পূজা করিয়া, “গাং

অমৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ” এই ক্রমে করতাস ও “গাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গতাস করিয়া কুর্শমুদ্রাযোগে পুষ্প গ্রহণ করত দেবীর ধ্যান করিবে।
যথা,—

“ও সুরূপাং চারুনেত্রাং চন্দ্রাবৃত্তসমপ্রভাম্। চামরৈর্বীজ্যমানাস্ত
শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্। সুপ্রসন্নাসু সুবদনাসু করুণাদ্রুণিজাস্তরাম্।
সুধাম্নাবিতভূপৃষ্ঠামাহ গন্ধামুলেপনাম্। ত্রৈলোক্যানমিতাং গঙ্গাং দেবা-
দিভিরভিষ্টাম্।”

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্পটি স্বীয় মস্তকে দিয়া, মানসোপচারে
পূজা করত পীঠতাস করিয়া বিশেষাৰ্ঘ্য স্থাপনপূর্বক পুনরায় করতাসাদি
করত ধ্যান করিয়া প্রতিমাতে পুষ্প প্রদানপূর্বক আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি
করিয়া * “ও গাং গঙ্গায়ৈ, বিশ্বমুখ্যায়ৈ শিবামৃতায়ৈ শাস্তিপ্রদায়িত্তৈ
নারায়ণৈ নমো নমঃ” এই মন্ত্রে যথাশক্তি পূজা করিবেন। পরে
প্রণাম করিয়া—“ও গঙ্গায়ৈ বিশ্বমুখ্যায়ৈ শিবামৃতায়ৈ” ইত্যাদি
মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমৰ্পণ করত নিয়মম্ভে নমস্কার করিবেন।
যথা—

“ও সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী।

সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

অতঃপর যথাশক্তি বলিদান ও হোমাদি করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাব-
ধারণ করিবেন।

মনসা দেবী পূজাপদ্ধতি

গৃহাঙ্গনে বেদিকোপরি প্রতিমা স্থাপন করিয়া সাধক নিত্যক্রিয়

* সাক্ষাৎ গঙ্গায় পূজা করিতে হইলে আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা
করিতে হয় না।

সমাপনান্তে স্বস্তিবাচনপূর্বক “স্বর্ধ্যাঃ সোম” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সঙ্কল্প করিবেন। যথা,—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক্তিণৌ অমুক-
গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা। উরগাদিতয়োপশমনপূর্বকশ্রীমনসাদেবীশ্রীতি-
কামো গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বকানন্তাচ্ছটনাগসহিতশ্রীমনসাদেবী-
পূজনমহং করিষ্যে।” (পরার্থে করিষ্যামি)।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্বশাখোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। “ও
ইদং নেত্রত্রয়ং দিব্যং চন্দ্রস্বর্য়ানলপ্রভম্। তারাকারময়ং দেবি পশু ত্বং
ভুবনত্রয়ম্॥” ইহা পাঠ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অঙ্গন দ্বারা দেবীর
চক্ষুর্দান করিতে হয়। অতঃপর স্বীয় বেদামুসারে ঘটস্থাপনপূর্বক
আসন-শোভন ও সামান্তার্থ্য স্থাপনাদি করিয়া গণেশাদিপঞ্চদেবতা,
আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মংস্যাদিদশাবতার প্রভৃতির পূজা
করিয়া কুশ্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া মনসাদেবীর ধ্যান করিতে হয়। যথা—

“ও দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চাক্রকাস্তিৎ বদান্তাং, হংসাক্রো-
মুদারামরুণিতবসনাং সর্কদাং সর্কদেব। স্মেরান্তাং মণ্ডিতাজীং কনক-
মণিগণৈর্নাগরত্নৈরনৈকৈর্কন্দেহং সাষ্টনাগামুরকুচযুগলাং ভোগিনীং
কামরূপাম্।”

এই প্রকার ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্পটি স্ব-মন্ত্ৰকে প্রদান করিয়া
মানসোপচারে পূজাপূর্বক বিশেষার্থ্য স্থাপনানন্তর পীঠস্থাসক্রমে পীঠপূজা
করিতে হইবে। অনন্তর পুনর্বার করতাসাঙ্গতাসপূর্বক পুনরপি পূর্ববৎ
ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্পটি ঘটে বা প্রতিমায় প্রদান করিয়া কৃতাজলি-
পূর্বক আনাহন করিতে হইবে। যথা,—

“ও আন্তিকশ্চ মুনেশ্বাতা জগদানন্দকারিণী। এহেহি মনসাদেবি
নাগমাতনমোহন্ত তে॥ ও আগচ্ছ বরদে দেবি, সর্ককল্যাণকারিণি
মুহীশাখাং সমাকহু তিষ্ঠ পূজাং করোম্যহম্॥ ও ভগবতি মনসাদেবি

ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিহিতা ভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মন পূজাং গৃহাণ।”

এই প্রকারে আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্বক। “ওঁ মনসাদেবী নমঃ”—এই মন্ত্র বলিয়া যথাসম্ভব উপচারে পূজা করিতে হইবে। স্নান করাইবার সময় “ওঁ ত্রৈলোকাপূজিতাং দেবীং নাগাভরণভূষিতাম্। স্নাপয়ামি মহাভাগাং পুত্ৰায়ুধনরুদ্ধয়ে॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মনসাদেবীকে চন্দ্রদ্বারা স্নান করিয়া পুনরায় চন্দনমিশ্রিত জলদ্বারা স্নান করাইতে হয়। যথা,—“ওঁ গন্ধচন্দনমিশ্রেণ তোয়েন নাগমাতরম্। স্নাপয়ামি মহাভাগাং সর্বসম্পত্তিহেতবে।”

অনন্তর পাদাদি দ্বারা অষ্টনাগগণের পূজা করিতে হয়। যথা,— “ওঁ অনন্তনাগ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদিক্রমে আবাহন করিয়া “ওঁ অনন্তায় নাগায় নমঃ” এই বলিয়া পূজা করিতে হয়। এই ক্রমে,—বাসুকয়ে নাগায়, পদ্মায় নাগায়, মহাপদ্মায় নাগায়, তক্ষকায় নাগায়, কুলিরায় নাগায়, কর্কেটিকায় নাগায়, শঙ্খায় নাগায়” বলিয়া প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন পূজা করিতে হয়। আবাহনও প্রত্যেকের স্বতন্ত্র করিতে হইবে। অতঃপর মনসাদেবীকে পুষ্পাজলি প্রদান করিয়া প্রণাম করিতে হয়। প্রণাম মন্ত্র, যথা—

“ওঁ থযোনিমস্তবে মাতর্হৃৎস্বরস্মৃতে শুভে।

পদ্মালয়ে নমস্তভ্যং রক্ষ মাং বজ্রিনার্ণবাং॥

ওঁ আস্তিকশ্চ যুনেন্দ্রীতা ভগিনী বাসুকেশ্বরা।

জরংকারুয়ুনেঃ পত্নী মনসাদেবি নমোহস্তু তে॥”

অনন্তর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণপূর্বক বলিদান হোম ও দক্ষিণাদি করিয়া সংহাৎমুদ্রা দ্বারা “মনসাদেবি ক্ষমস্ব” এই বলিয়া বিসর্জন করিয়া শান্তি আশীর্বাদ করিতে হয়।

সরস্বতী-পূজাপদ্ধতি

প্রথমে নিত্যক্রিয়াদি সমাপনপূর্বক শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া স্বপাখ্যে স্বস্তিবাচন করত “সূর্য্য সোমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য মাঘে মানি শুক্রে পক্ষে পঞ্চমাং তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশ্র্মা। প্রভূতবিজালাভকামঃ শ্রীসরস্বতীপ্ৰীতিকামো বা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং মন্ত্রাধারলেখনীসংহিতাশ্রীসরস্বতী-পুস্তকস্মাহং করিষ্যে।” (পরার্থে করিষ্যামি)

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কৃতজ্ঞলিপূর্ব্বক সূক্ত পাঠ করিয়া (প্রতিমাপক্ষে মূলমন্ত্রে চক্ষুর্দান করিবে) ঘটস্থাপন করিতে হয়। অতঃপর সমান্তার্থ্য স্থাপন, আসনশুদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক গণেশাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মংগ্লাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, মংগদেব, হর্গা, মনসা দেবী, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি দেবতাগণের অর্চনা করিতে হয়।

অনন্তর প্রতিমাংশ্লে—গুরুপংক্তি নমস্কার, ভূঃভুভুঃ, বাতৃকান্যাস, বাহুমাতৃকান্যাস ও প্রাণায়ামাদি করিয়া “সাং অদৃষ্টাভ্যাং নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে করান্যাস করিয়া কৃষ্ণমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া দেবীর ধ্যান করিতে হয়। যথা—

“ও তরুণকলমিন্দোবিন্ধতী শুভকাম্বিঃ,

কুচভরনমিতাক্ষী সন্নিবন্ধা সিতাজ্জ্বল।

নিজকরকমলোত্তরেখনীপুস্তকশ্রীঃ,

সকলবিভবসিদ্ধি পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ।”

অতঃপর হস্তস্থিত পুষ্প নিজ মন্তকে দিয়া মানসোপচারে অর্চনা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন ও প্রাণ

প্রতিষ্ঠা করিবে। অনন্তর “ঐং সরস্বতৈ নমঃ”—এই মন্ত্র বলিয়া যথাশক্ত্যুপচারে দেবীর অর্চনা করিতে হয়।

তদনন্তর লক্ষ্মী, নারায়ণ এবং মন্ত্রাধার ও লেখনীর পূজা করিতে হয়। অতঃপর দেবীকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়। মন্ত্র যথা,—

“ঐ ভদ্রকালৈ নমো নিত্যং সরস্বতৈ নমো নমঃ।

বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিজ্ঞান্ধানেভ্য এব চ ॥

এব সচন্দন-পুষ্পবিষপত্রাঞ্জলিঃ ঐং সরস্বতৈ নমঃ।”

অতঃপর কৃতাজ্জলিপূর্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিতে হয়। যথা,—“ঐ যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। ত্বাং পরিত্যজ্য সংতিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা ॥ ঐ বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্বাণি নৃত্য-গীতাদিকঞ্চ যৎ। ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্ত সিদ্ধয়ঃ ॥ ঐ লক্ষ্মী-র্ষেধা ধরা তুষ্টির্গৌরী পুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ। এতাভিঃ পাহি তত্ত্বতিরষ্টাভির্মাং সরস্বতী ॥” অতঃপর দেবীকে প্রণাম করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

ঐ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্বাং দেহি নমোহস্তু তে ॥”

অনন্তর হোম করিয়া দক্ষিণা দান ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া বিসর্জন করিতে হয়।

সূর্য্যপূজা

মাঘমাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে প্রাতঃকালে কঠা স্নানের ইতিকর্তব্যতা সম্পাদন করিয়া সাতটি বদরীপত্র (কুলপাতা) ও সাতটি অর্কপত্র (আকন্দপত্র) মন্তকে লইয়া—“ঐ যদ্যদঙ্গম্যকৃতং পাপং ময়া সপ্তম্ জগম্। তন্মে রোকঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হস্ত সপ্তমী ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে হয়। পরে সপ্ত অর্কপত্র ও সপ্ত বদরীপত্র, ফল, দুর্কা, তণ্ডুল, পুষ্প ইত্যাদি দ্বারা অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া এই মন্ত্রে সঙ্গল করিতে

হয়। যথা—“বিষ্ণুরৌ অস্ত্র মাঘে মাসি শুক্রে পক্ষে সপ্তম্যাস্তিথৌ অমুক-
গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীস্বর্গ্যপ্রীতিকামঃ স্বর্গ্যার্য্যমহং দদে” এইরূপ
সঙ্কলন করিয়া “ওঁ অর্কপত্রসমায়ুক্তং বদরীফলসমম্বিতম্ । অরুণোদয়বেলায়াং
গৃহাণার্য্যং দিবা কর ॥ ওঁ নমো বিবস্বতে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ‘ওঁ
জননী সর্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে । সপ্তবাহনিতিকে দেবি নমস্তে রবি
মণ্ডলে ॥’ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্বর্গ্যার্য্য প্রদানপূর্বক প্রণাম করিতে
হয়। মন্ত্র যথা—“ওঁ সপ্তসপ্তিবহ প্রীত সপ্তলোকপ্রদোপন । সপ্তম্য্যং
হি নমস্তভ্যং নমোহনন্তায় বেধসে ॥”

অনন্তর স্বস্তিবাচনপূর্বক সঙ্কলন করিতে হয়। যথা—“বিষ্ণুরৌ অদ্য মাঘে
মাসি শুক্রে পক্ষে সপ্তম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা আরোগ্যকামঃ
(শ্রীস্বর্গ্যপ্রীতিকামো বা) গণপত্যাদিদেবতাপূজাপূর্বকশ্রীস্বর্গ্যপূজাকাম্যাহং
করিষ্যে ।” (পরার্থে করিষ্যামি) ।

অনন্তর মন্ত্র পাঠ করিয়া গণপত্যাদি দেবতা পূজাপূর্বক ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
মহেশ্বর, বাস্তুপুরুষ, গঙ্গা, যমুনা, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর পূজা করিয়া
—“ওঁ” মন্ত্রে প্রাণার্য্যম করত গুরুপটুক্রি প্রণাম করিয়া যথার্থক্রি
ত্বাদি কবিয়া “স্যাং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া করতাস ও
অঙ্গতাস করিয়া কৃষ্ণমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণপূর্বক ধ্যান করিবেন। “ওঁ
রক্তাশ্বজাসনমশেষশুভৈকসিদ্ধং, ভাস্ত্রং সমস্তজগতামধিপং ভজামি । পদ্মদয়া-
ভয়বরান্ দধতং করাজৈর্মণিক্যমৌলিমরুণাকরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥” এই
মন্ত্রে ধ্যান করিয়া নিজমন্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া মনসোপচারে পূজা
করত বিশেষার্থ্য স্থাপনপূর্বক পুনরপি ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্প প্রদান
করিতে হয়।

অনন্তর “ওঁ হ্রীং স্বর্গ্য ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক—
আবাহন করতঃ “ওঁ হ্রীং স্বর্গ্যায় নমঃ” মন্ত্রে যথার্থক্রি পূজা করিয়া মূলমন্ত্র
জপ করত জপ সমর্পণ করিয়া “ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্রাতিম্ ।

ধ্বাস্তারিং সর্বপাপহং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥” এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া দক্ষিণা ও অজিহ্রাবধারণ করিতে হয়।

গন্ধেশ্বরী পূজা

বৈশাখমাসের পূর্ণিমাতিথিতে বাণিজ্যবৃদ্ধি কামনায় এই পূজা করিতে হয়। কর্তা স্বাস্ত্বাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবেন—“বিষ্ণুরো তৎসদগ্ধ বৈশাখে মাসি শুক্রে পক্ষে পৌর্ণমাসান্ত্তির্থো অমুকগোত্রঃ শ্রীমমুকঃ বাণিজ্য-ব্রাহ্মকামঃ শ্রীদুর্গাপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে” এই রূপে সঙ্কল্প পূর্বক হুক্ত পাঠ করিয়া ঘটস্থাপনপূর্বক গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মংস্তাদি দশাবতার প্রভৃতি দেবতার পূজা ও যথাশক্তি ত্রাসাদি শেষ করত ‘হ্রীং অমৃতাভ্যাং নমঃ’ ইত্যাদিরূপে কল্পন্যানাদি করিয়া পরবর্তী মন্ত্রে ধ্যান করিতে হয়—“ওঁ গিংহস্থা শশিগেথরা মরকতপ্রেক্ষা চতুর্ভিভুঁজৈঃ, ৭৯৭ চক্র-ধনুঃশরাং৮ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা। আমুক্তাসহস্র-কঙ্কণরণং-কাঁকীকণম্পূরা, দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু মে রত্নোন্নয়নংকুণ্ডলা ॥” এইরূপে ধ্যান করিয়া “ওঁ হ্রীং হং দুর্গায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে যথাশক্তি পূজা করত জপ সমাপন পূর্বক প্রণাম করিয়া চতুর্পাঠ ইত্যাদি করিয়া দক্ষিণাস্ত করিতে হয়।

শীতলাপূজা

নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া কর্তাকে স্বস্তিবাচনপূর্বক সঙ্কল্প করিতে হয়। “বিষ্ণুরো অন্য অমুকে মাসি অমুকরাশিহে ভাস্ক্রে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীমমুকদেবশর্ম্মা বিষ্ণোটকাঁদিরোগোপশমন-পূর্বকশ্রীশীতলা-প্রীতিকামো গণপত্যাদিদেবতা-পূজাপূর্বক-শ্রীশীতলা-পূজনমহং করিষ্যে” (পরার্থে করিব্যামি)। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্ব স্ব হুক্ত পাঠপূর্বক ঘটস্থাপন করিবে। চক্ষুর্দান মন্ত্রে যথা—

—“ও ইদং নেত্রত্রয়ং দিব্যং বহিভাষ্যসমপ্রভম্। তারাকারময়ং দেবি
পশু স্বং ভুবনত্রয়ম্।” পরে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি
নংগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মংগ্রাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
মহেশ্বর, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাগণের পূজা করিয়া
“শাং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদিরূপে করগ্রাস, অঙ্গগ্রাস করিয়া কুর্ম্মমুদ্রাযোগে
পুষ্পগ্রহণ করত ধ্যান করিতে হয়—“ও ষ্ঠোত্রীং রাসভস্থং করমুগ-
বিলসম্যাজ্জনী-পূর্ণকুস্তাং, মার্জজ্ঞা পূর্ণকুস্তাদমৃতময়জলং তাপশাত্ম্য
ক্ষিপন্তীম্। দিগ্বদ্বাং মুক্তি দুর্পাং কনকমণিগণৈ-ভূষিতাজ্জীং ত্রিনেত্রাং,
বিশ্বেষ্টাট্যগ্রতাপ-প্রশমনকরীং শীতলাং তাং ভজামি।” এইরূপে ধ্যান
করিয়া মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্থ স্থাপন করিয়া পুনঃ ধ্যান করত
ঘটে পুষ্প প্রদান করিতে হয়। অনন্তর “ও ত্রীং শ্রীশীতলে দেবি
ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদিরূপে আবাহন করিয়া প্রতিমাপক্ষে “জাং ত্রীং”
ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত “শ্রী” এতদ্রজতামনং ও ত্রীং শীতলায়ৈ
দেব্যা নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে শীতলাব পূজা করিয়া—“এতং পাদ্যং
ও ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ” ইত্যাদিরূপে ঘণ্টাকর্ণের পূজাপূর্ব্বক
প্রণাম করিতে হয়। “ও ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্দভ্যাঃ। ধিনিগন।
বিশ্বেষ্টকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল॥” তৎপবে যথাশক্তি
জপ করিয়া জপ সমর্পণপূর্ব্বক বলিদান ও হোম শেষ করিয়া (সুতপাঠ
করিয়া) প্রণাম করিতে হয়। যথা—ও শীতলে স্বং জগদ্ধাতা শীতলে স্বং
জগৎপিতা। শীতলে স্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমো নমঃ॥” অনন্তর
দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিতে হয়।

প্রতিমাপূজা (সংক্ষেপে)

প্রতিমা পূজাকালে বিশেষরূপে গ্রাসাদি করিবার আবশ্যক হয় ;

মাতৃকান্তাস

অন্ত মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মস্বির্গায়ত্রী চন্দো মাতৃকা-সন্নস্বতীদেবতা
হলো বীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ো, মাতৃকান্তাসে বিনিয়োগঃ।

ও ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ বলিয়া শির স্পর্শ করিতে হয়, ও গায়ত্রীচন্দ্রে
নমঃ বলিয়া মুখ স্পর্শ করিতে হয়, ও মাতৃকা-সন্নস্বতী দেবতায়
নমঃ বলিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতে হয়, ও হলভ্যো বীজভ্যো নমঃ বলিয়া
শুদ্ধদেশ স্পর্শ করিতে হয়, ও স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ বলিয়া পদদ্বয় স্পর্শ
করিতে হয়। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ বলিয়া উভয়
তর্জনী দ্বারা উভয় অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিতে হয়, ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঙ্গং
তর্জনীভ্যাং স্বাহা বলিয়া উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় তর্জনী স্পর্শ করিতে
হয়, উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং মধ্যমাভ্যাং বস্ট বলিয়া দুই হস্তেরই
অঙ্গুষ্ঠদ্বারা মধ্যমা স্পর্শ করিতে হয়, এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং
ছং বলিয়া দুই হস্তেরই অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অনামিকা স্পর্শ করিতে হয়, ওং পং
ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বোষ্ট বলিয়া দুই হস্তেরই অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কনিষ্ঠা
স্পর্শ করিতে হয়, অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ
করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট বলিয়া উভয় হস্তের করতলে করতলে এবং করপৃষ্ঠে
করপৃষ্ঠে স্পর্শ করিয়া তলাঘাত করিতে হয়। অং কং খং গং ঘং ঙং
আং হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতে হয়, ইং চং ছং জং ঝং
ঞং ঙ্গং শিরসে স্বাহা বলিয়া মস্তক স্পর্শ করিতে হয়, উং টং ঠং ডং
ঢং ণং উং শিখায় বস্ট বলিয়া শিখা স্পর্শ করিতে হয়, এং তং থং দং
ধং নং ঐং কবচায় ছং বলিয়া বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়, ওং পং
ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বোষ্ট বলিয়া নেত্রত্রয় স্পর্শ করিতে হয়,
অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট
বলিয়া উভয় হস্তের করতলে করতলে এবং করপৃষ্ঠে করপৃষ্ঠে স্পর্শ
করিয়া তলাঘাত করিতে হয়।

অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয় :—

ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভিবিভক্ত-মুখদোঃ-পদ্মধাবক্ষঃস্থলাং,

ভাস্বর্যোনিবিক-চন্দ্রশকলা মাপীন-তুঙ্গস্তনীম্ ।

মুদ্রামক্ষগুণং সুধাতা-কলসং বিভ্রাৎ হস্তাষুজৈ-

বিল্লাগাং বিশদ-প্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্বেবতা-মাশ্রয়ে ॥

অতঃপর অং নমঃ বলিয়া পুষ্পদ্বারা ললাট স্পর্শ, আং নমঃ বলিয়া মুখকুহর স্পর্শ, ইং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ চক্ষু স্পর্শ, জেং নমঃ বলিয়া বাম চক্ষু স্পর্শ, উং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ, উং নমঃ বলিয়া বাম কর্ণ স্পর্শ, ঞং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ নাসা স্পর্শ, ঞং নমঃ বলিয়া বাম নাসা স্পর্শ, ঞং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ গণ্ডদেশ স্পর্শ, ঞং নমঃ বলিয়া বাম গণ্ডদেশ স্পর্শ, এং বলিয়া ওষ্ঠদেশ নমঃ স্পর্শ, ঐং নমঃ বলিয়া অধরদেশ স্পর্শ, ওং নমঃ বলিয়া উর্দ্ধদিকের দস্তপঙ্ক্তি স্পর্শ, ঐং নমঃ বলিয়া নিম্নদিকের দস্তপঙ্ক্তি স্পর্শ, অং নমঃ বলিয়া শিরোদেশ স্পর্শ, অঃ নমঃ বলিয়া বদনমণ্ডল স্পর্শ, কং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ, খং নমঃ বলিয়া কনুই স্পর্শ, গং নমঃ বলিয়া কজ্জি বা মণিবন্ধ স্পর্শ, ঘং নমঃ বলিয়া অঙ্গুলীর মূলদেশ স্পর্শ, ঙং নমঃ বলিয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্পর্শ, চং নমঃ বলিয়া বাম বাহুমূল স্পর্শ, ছং নমঃ বলিয়া কনুই স্পর্শ, জং নমঃ বলিয়া কজ্জি বা মণিবন্ধ স্পর্শ, ঝং নমঃ বলিয়া অঙ্গুলীর মূলদেশ স্পর্শ, ঞং নমঃ বলিয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্পর্শ, টং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ উরুর মূলদেশ স্পর্শ, ঠং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ জাহ্নদেশ স্পর্শ, ডং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ গুল্ফ স্পর্শ, ঢং নমঃ বলিয়া দক্ষিণপদের অঙ্গুলীমূলদেশ স্পর্শ, ণং নমঃ বলিয়া অঙ্গুল্যাগ্রভাগ স্পর্শ, তং নমঃ বলিয়া বাম উরুমূল স্পর্শ, থং নমঃ বলিয়া বাম জাহ্নদেশ স্পর্শ, দং নমঃ বলিয়া বাম গুল্ফ স্পর্শ, ধং নমঃ বলিয়া বামপদের অঙ্গুলীমূল স্পর্শ, নং নমঃ বলিয়া অঙ্গুল্যাগ্রভাগ স্পর্শ, পং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ পার্শ্বদেশ স্পর্শ, কং নমঃ

বলিয়া বামপার্শ্বদেশ স্পর্শ, বং নমঃ বলিয়া পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ, ভং নমঃ বলিয়া নাস্তিদেশ স্পর্শ, মং নমঃ বলিয়া উদর স্পর্শ, যং নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল বা হৃদয় স্পর্শ, রং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ স্বক্খ স্পর্শ, লং নমঃ বলিয়া ককুদ অর্থাৎ ঘাড় স্পর্শ, বং নমঃ বলিয়া বাম স্বক্খ স্পর্শ, শং নমঃ বলিয়া হৃদয় বা বক্ষঃস্থল হইতে দক্ষিণ হস্তের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ, যং নমঃ বলিয়া হৃদয় হইতে বাম হস্তের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ, সং নমঃ বলিয়া হৃদয় হইতে দক্ষিণ পাদদেশেব অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ, হং নমঃ বলিয়া হৃদয় হইতে বাম পাদদেশের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ, লং নমঃ বলিয়া হৃদয় হইতে উদর পর্য্যন্ত এবং ক্ষং নমঃ বলিয়া হৃদয় হইতে বদনমণ্ডল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে হয়।

প্রাণায়াম

বীজমন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিতে হয়। (প্রাণায়াম বিধি ৬৬ পৃঃ ও ১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

পীঠন্যাস

একটি পুষ্প হস্তে লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে নিম্নোক্ত স্থানসমূহায় স্পর্শ করিবে।

হৃদয়ে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কুর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ রক্তদীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ রক্তবেদিকায় নমঃ, ওঁ রক্তসিংহাসনায় নমঃ। দক্ষিণ বাহমূলে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, বামবাহমূলে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, বাম উরুমূলে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, দক্ষিণ উরুমূলে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ ঐশ্বৰ্য্যায় নমঃ, মুখে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, বামপার্শ্বে

হস্তস্থাপন করিয়া ও অজ্ঞানায় নমঃ, নাভিদেহে হস্তস্থাপন করিয়া ও
অবৈরাগায় নমঃ, দক্ষিণ পার্শ্বে হস্ত স্থাপন করিয়া ও অনৈশ্বৰ্য্যায় নমঃ,
হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া ও শেষায় নমঃ, ও পদ্মায় নমঃ, অং সূর্য্যমণ্ডলায়
দ্বাদশকলায়ানে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়ানে নমঃ, মং বহ্নি-
মণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ, সং সত্যায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ,
আং আয়ানে নমঃ, অং অমৃতায়ানে নমঃ, পং পরমায়ানে নমঃ, হ্রীং
জ্ঞানায়ানে নমঃ।

অনন্তর প্রদক্ষিণানুসারে হৃৎপদ্মের পূর্বাদি অষ্টকেশরে এবং মধ্যো
(তত্তদেবতার) অষ্টপীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্র গ্রাস করিতে হয়। তুর্গপক্ষে মন্ত্র
যথা—আং প্রভাতৈ, জং মায়াতৈ, উং জয়াতৈ, এং সূক্ষ্মাতৈ, ঐং বিমুক্তাতৈ, ও
নন্দিতৈ, ওং সুপ্রভাতৈ, অং বিজয়াতৈ, অঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদাতৈ নমঃ। মধ্যো—ও
বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হং ফট নমঃ। অত্যা ত্র্য দেবতার পীঠশক্তি ও
পীঠমন্ত্র জানা না থাকিলে হৃদয়ের মধ্যস্থল স্পর্শ করিয়া ও পীঠশক্তিভ্যো
নমঃ, ও পীঠমন্ত্রভ্যো নমঃ বলিতে হয়।

ঋষ্যাদি ন্যাস

মস্তকে ঋষি, মুখে হৃদঃ, হৃদয়ে দেবতা, গুহ্যদেশে বীজ, পাদদ্বয়ে শক্তি
ও সর্বাস্থে কীলক গ্রাস করিবে। যে দেবতার পূজায় যে ঋষি যে
হৃদ সেই সকল নামাদি উচ্চারণ করিয়া উক্তস্থান সকল স্পর্শ করিতে
হয়। এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ তুর্গাপূজার বিধি লিখিত হইল। যথা—
অস্ত্র দশাক্ষরজয়তুর্গামন্ত্রস্ত নারদঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দ শ্রীতুর্গাদেবতা মম
সর্বভীষ্টসিদ্ধার্থং তুর্গাপূজনে বিনিয়োগঃ। শিরসি ও নারদর্ষয়ে নমঃ,
তথৈ ও গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ও জয়তুর্গাতৈ নমঃ, গুহ্যে ও প্রণবায়
বীজায় নমঃ, পাদমোঃ ও স্বাহা শক্তয়ে নমঃ, সর্বাস্থে ও অব্যক্তকীলকায়
নমঃ।

কল্পন্যাস

(১২৯ পৃ: ৬পং দেখ) ।

অঙ্গন্যাস

(১২৯ পৃ: ২৩পং দেখ) ।

ব্যাপকন্যাস

ওঁ বা মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাদ পর্য্যন্ত এবং পা হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত দুই হস্ত প্রসারণপূর্বক গাত্রে অতি সন্নিকট স্থান দিয়া সঞ্চালন করাকে ব্যাপকন্যাস বলে । ব্যাপকন্যাস নবধা বা সপ্তধা করিবে, মন্তক হইতে পা পর্য্যন্ত এবং পা হইতে মন্তক পর্য্যন্ত ঐরূপে ন্যাস করিবে ।

মানস-পূজা

পরে কূর্ম্মমূত্রা (বাম করতল উদ্ধমুখ করিয়া তাহার অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থানে দক্ষিণ করতল অধোমুখ করিয়া তাহার মধ্যমা ও অনামিকা সঙ্ঘটিত করিবে, পরে দক্ষিণ তর্জ্জনীর অগ্রভাগে (বাম অঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ কনিষ্ঠাধারা বামতর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া বামহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা দক্ষিণ কনিষ্ঠার মূলদেশস্পর্শ করাকে কূর্ম্মমূত্রা বলে) পুষ্প লইয়া ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই পুষ্প নিজ মন্তকে রাখিয়া বক্ষঃস্থলে চিৎভাবে বামহস্তের উপর দক্ষিণহস্ত রাখিয়া বাক্য মন ও হৃদয়দ্বারা মানসপূজা করিবে । মানস পূজা বিধি ২০৫ পৃ: ১২পং ঐষ্টব্য) ।

বিশেষাঘ্যস্থাপন

স্ববামে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া উক্ত মণ্ডলে এতে গন্ধপুষ্পে ও আধারশক্তরে নমঃ, ও কূর্ম্মায় নমঃ, ও অনন্তায় নমঃ, ও পৃথিব্যৈ নমঃ বলিয়া পূজা করিবে ।

তৎপরে “অঃ কৃৎ” এই মন্ত্রে শঙ্খ লইয়া ত্রিগদিকায়ুক্ত শঙ্খ ঐ মণ্ডলের উপর স্থাপন করিবে। পরে “নমঃ” এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দূর্বা ও আতপতণ্ডুল দিয়া অর্ঘ্য সাজাইয়া শঙ্খের অগ্রে দিবে। তত্শোক্ত পূজার বিলোম-মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ পূর্বক শঙ্খ জল দিবে। যথা—কং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং, নং ধং দং ধং তং, গং চং ডং ঠং টং, ঞং ঝং জং ছং চং, ঙং ঘং গং ঞং কং, অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ং ৯ং ঞং ঞং উং উং ঙং ইং আং অং, এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত তিনবার জল দিবে। পরে আধারে মং বহুমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ, শঙ্খে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ, জলে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়ানে নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। পরে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা শঙ্খের জল স্পর্শ করিয়া—ওঁ গজে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে। অনন্তর দেবতাকে ঐ জলে আবাহন করিয়া “হং” মন্ত্রে অবগুঠন মূদ্রা ও “বষট্” মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। পরে “বৌবট্” মন্ত্রে সেই জল দেখিয়া অর্ঘ্যপাত্রের উপর অজ্ঞাতাস এবং পঙ্কপুষ্পাদি দ্বারা দেবতার পূজা পূর্বক মংক্রমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ মূলমন্ত্র আটবার জপ করিবে। পরে “বং” মন্ত্রে ধেমুদ্রা দেখাইবে। তদনন্তর অর্ঘ্যপাত্রস্থ কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণীপাত্রে লইয়া সেই জল নিজ মন্তকে ও পূজার উপকরণাদিতে কিঞ্চিৎ ছড়াইয়া দিবে। অনন্তর গণেশাদি পঞ্চদেবতার, নবগ্রাহের, দশদিক্‌পাল ও সর্বদেবদেবীর পূজা করিয়া পীঠাত্ম্য ক্রমে পীঠদেবতাদিগের পূজা করিবে। পরে পূর্বোক্ত কুর্কমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই পুষ্প ঘটে বা দেবতার মন্তকে দিবে।

আবাহন

গণেশ, ভূগী, বায়ু, আকাশ ও অগ্নিনীকুমারদ্বয়কে ব্যাহতিদ্বারা

আবাহন করিবে। ব্যাহতি—ওঁ ভূবঃ স্বঃ অমুকদেব (আবাহনী
মুদ্রা দ্বারা) ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, (স্থাপনীমুদ্রা দ্বারা) ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ,
(সন্নিধাপনীমুদ্রা দ্বারা) ইহ সন্নিধেহি, (সংরোধিনীমুদ্রা দ্বারা) ইহ
সন্নিধাশ্ব, (সম্মুখীকরণী মুদ্রা দ্বারা) অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, (কৃতাজলিপুটে)
মম পূজাং গৃহাণ। এই স্থলে আবাহনের বিশেষমন্ত্র যাহা আছে তাহাও
পাঠ করিতে হয়।

চক্ষুর্দান

দ্রতদ্বারা বিশ্বপত্রে কাজল প্রস্তুত করিয়া বিশ্বপত্রের বোটা দ্বারা সেই
কাজল দিয়া মূলমন্ত্র বা গায়ত্রী পাঠপূর্বক চক্ষুর্দান করিবে। অগ্রে দক্ষিণ
পরে বামনেত্রে কিন্তু ত্রিনেত্র দেবতা হইলে অগ্রে উর্দ্ধনেত্রে পরে দক্ষিণ
এবং বামনেত্রে, ত্রীদেবতা হইলে অগ্রে বামচক্ষুঃ পরে দক্ষিণ চক্ষুঃ দান
করিতে হয়।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা

(লেহিহামুদ্রা দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়) শিব ও শক্তির
ত্রন্ধরক্ক বা গণ্ডধ্বজ বিষ্ণুর হৃদয় অত্র দেবতার চরণস্পর্শ করিয়া ওঁ
আং হ্রীং ক্রোং ষং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমুকদেবতায়ঃ
প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আং হ্রীং.....অমুকদেবতায়ঃ জীব ইহ স্থিতঃ।
ওঁ আং হ্রীং.....অমুকদেবতায়ঃ সর্বেশ্বর্যমি। ওঁ আং হ্রীং.....
অমুকদেবতায়ঃ বাগ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রপ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য স্খং চিরং তিষ্ঠন্তু
স্বাহা। হৃদয় স্পর্শ করিয়া ওঁ মনোজ্যোতির্ভূতামাজ্যন্ত বৃহস্পতিঋ-
ষিমং তনোতু। অরিষ্ঠং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বদেবাস ইহ মানসস্তামোং
প্রতিষ্ঠ। অশ্রৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অসৈ প্রাণাঃ স্বরন্তু চ। অসৈ
দেবতাসিক্রিয়ে স্বাহা (পুং দেবতা হইলে অসৈ স্থলে অসৈ বলিবে)।
পরে মূলমন্ত্র দশবার জপ করিয়া প্রতিমার অঙ্গে আং হৃদয়ায় নমঃ

ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গস্থাপন করিবে। পরে যথঃশক্ত্যুপচারে পূজা করিবে।

অধিবাস

প্রথমে দক্ষিণহস্তে কোণাস্থিত জলে ত্রিপত্র ও হরীতকী ধারণপূর্বক তাহার উপর বামহস্ত নিম্নমুখে রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা—বিষ্ণুর্যো তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মাণঃ (বা দাসস্য ইত্যাদি) অমুকদেবতা- (দেবতার নাম) প্রীতিকামঃ সঙ্কল্পত অমুকদেবতা- (দেবতার নাম) পূজাপ্রভৃৎ শ্রীঅমুক- (দেবতার নাম) দেবতায়ঃ অধিবাসনকর্ম্মাচ্ছং করিষ্যামি। তৎপরে বরণডালাস্থিত মহী প্রভৃতি (মহী অর্থাৎ গঙ্গামৃত্তিকা, গন্ধ, শিলা অর্থাৎ ছুড়ি, ধাতু, দুর্লা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক অর্থাৎ পিটুলি দ্বারা নিশ্চিত দ্রব্যবিশেষ, সিন্দূর, শঙ্খ, কঙ্কাল, রোচনা অর্থাৎ বাটা হলুদ, সিদ্ধার্থ অর্থাৎ সাদা সরিষা, কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, চামর, দর্পণ, দীপ প্রশস্তিপাত্র অর্থাৎ বরণ-ডালাস্থিত সর্বদ্রব্য) দ্রব্য স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র বা গায়ত্রী জপ করিতে হইবে এবং ক্রমান্বয়ে এক একটা দ্রব্য হস্তে লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যপাঠ করিয়া ঘটে প্রতিমায় ও ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া পুনরায় বরণডালাতেই রাখিতে হইবে। বাক্যপাঠ—ওঁ অনয়া মহা অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্ত (পুরুষ দেবতা হইলে ‘অস্যাঃ’ না বলিয়া ‘অস্য’ বলিতে হইবে), অনেন গন্ধেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্ত, অনয়া শিলয়া অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্ত, অনেন ধাতুেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্ত, অনয়া দুর্লভা অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্ত, অনেন পুষ্পেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্ত, অনেন ফলেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্ত, অনেন দধ্যা অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্ত, অনেন ঘৃতেন অস্যাঃ শুভাধিবাসন-মস্ত, অনেন স্বস্তিকেন অস্তাঃ শুভাধিবাসনমস্ত, অনেন সিন্দূরেন অস্তাঃ

শুভাধিবাসনমন্ত্ৰ, অনেন শঙ্খেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমন্ত্ৰ, অনেন কঙ্কণেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমন্ত্ৰ, অনয়া রোচনয়া অস্যাঃ শুভাধিবাসনমন্ত্ৰ, অনেন সিদ্ধার্থেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমন্ত্ৰ, অনেন কাঞ্চনেন অস্ত্রাঃ শুভাধিবাসনমন্ত্ৰ, অনেন রৌপ্যেণ অস্ত্রাঃ শুভাধিবাসনমন্ত্ৰ, অনেন তাম্রেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমন্ত্ৰ, অনেন চাম্রেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমন্ত্ৰ, অনেন দর্পণেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমন্ত্ৰ, অনেন দীপেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমন্ত্ৰ, অনেন প্রাণস্তিপাত্রেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমন্ত্ৰ । অনন্তর আইভাঁড় প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য নিম্নলিখিত বাক্যপাঠ করিয়া ঘটে ও প্রতিমায় স্পর্শ করাইয়া ষণাঙ্গানে রাখিতে হইবে । (আইভাঁড়) অনেন মাঙ্গল্যদ্রব্যেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমন্ত্ৰ, (ত্রী) অনেন মাঙ্গল্যদ্রব্যেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমন্ত্ৰ, ৫ বা ৭ গাছা (দুর্কাসমম্বিত-হরিদ্রামিশ্রিত সূত্র) অনেন মাঙ্গল্যসূত্রেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমন্ত্ৰ । অনন্তর স্ত্রীদেবতার বামহস্তের এবং পুরুষদেবতা হইলে দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে ঐ সূতা বাঁধিয়া দিতে হইবে । অধিকন্তু স্ত্রীদেবতা হইলে তাঁহার কপালে সিন্দূরের ফোঁটা দিতে হইবে ।

অনন্তর যে দেবদেবীর অধিবাস হইতেছে তাঁহার ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয় । অবশেষে নিবেদনীয় অন্ন দ্রব্যসকল উৎসর্গ করিতে হয় । ভূর্গাপূজাদি বিশেষ বিশেষ পূজায় পূর্বদিনে অধিবাস করিতে হয় । সংক্ষেপ পূজায় সদাই করা হইয়া থাকে ।

আবরণ পূজা

দেবতার পূজায় আবরণ বা অঙ্গপূজা করিতে হয় । প্রত্যেক দেবতারই আবরণপূজা বিভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে । যদি তাহা জানা না থাকে, তাহা হইলে “ও আবরণদেবতাভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করিলেও চলিবে । পরে দেবতার পরিবারগণের পূজা করিবে ।

সংক্ষেপ হোম পদ্ধতি

(ষড়্বর্ষেদী)

হোতা পূর্বাভিমুখে আচমনপূর্বক বালুকাদি দ্বারা সুপরিষ্কৃত স্থানে শত্ৰুবিংশতি অঙ্গুল প্রমাণ চতুরস্র মণ্ডল রচনাপূর্বক চারিদিকে ৩ অঙ্গুল বাদ দিয়া হস্ত পরিমাণ স্থণ্ডিল করিবে এবং পরে উহা গোময়দ্বারা তিনবার লেপন করিয়া কুশ দ্বারা স্থণ্ডিলের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত তিনটি রেখা করিবে। ঐ রেখা তিনটি দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক পর্য্যন্ত সমভাগে করিতে হইবে। দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে উল্লিখিত রেখা হইতে ধূলি লইয়া দ্রোণান কোণে ফেলিয়া দিবে। পরে স্থণ্ডিল জলের দ্বারা অভ্যাস করিয়া নিজের দক্ষিণ দিকস্থিত কাংস্যপাত্রস্থ বা নূতন শরাবস্থ অগ্নি হইতে জলদ অগ্নি গ্রহণ করিয়া ওঁ ক্রবাদ-ময়িং প্রতিনোমি দুঃং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্ররাহঃ। এই মন্ত্র উচ্চারণ করত দক্ষিণ পশ্চিমকোণে ফেলিয়া দিবে। পরে অপর অগ্নি গ্রহণ পূর্বক ওঁ ইহৈবার্যমিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজের অভিমুখে স্থণ্ডিল মধ্যে বহিস্থাপন করিবে। পরে প্রজলিত অগ্নির প্রতি কৃতাজলি হৈয়া মন্ত্রপাঠ করিবে ; যথা—ওঁ সর্কতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্কতোহগ্নিনিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ককর্ম্মহু। অনন্তর অগ্নির দক্ষিণদিকে যজ্ঞের কাষ্ঠ নিশ্চিত পীঠে পূর্বাগ্রে কুশ পাতিয়া ব্রহ্মার আসন কর্ত্তন করিবে। অনন্তর পূর্ববৃত্ত ব্রহ্মা অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে অবস্থান পূর্বক ওঁ অহে দৈধিবব্যোদভাস্তষ্ঠাতৃস্য সদনে সীদ যোহশ্র্যং পাকতরঃ। এই মন্ত্র পাঠান্তে ব্রহ্মাসন দর্শন করিবে, পরে সেই ব্রহ্মাসন হইতে একটি কুশ বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা গ্রহণপূর্বক ওঁ নিরন্তঃ পাপ্সা সহ তেন বরং দ্বিযঃ। এই মন্ত্র পাঠান্তে ঐ কুশটি দক্ষিণ পশ্চিমকোণে ফেলিয়া দিবে। পরে ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে

সীদামি প্রস্থতো দেবেন সবিত্রা তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি তদ্ বায়বে তৎ
পৃথিব্যে। এই মন্ত্র পাঠপূর্বক অগ্নির অভিমুখে উপবেশন করিবে।
কুশময় ব্রহ্মপক্ষে হোতাই উক্ত মন্ত্রসমূহ পাঠ করিবেন।

অনন্তর অগ্নির উত্তর দিকে আন্তরণের জন্ত কতকটা স্থান বাদ দিয়া
পূর্বাগ্রকুশের দ্বারা ত্রিটি আসন কল্পনা করিয়া বামহস্তে চমস (চাম্‌চের
মত) গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্তধৃত পাত্রস্থ জলের দ্বারা উহা পূরণপূর্বক
প্রথমে পশ্চিমাঙ্গনে রাখিয়া স্পর্শ করিয়া পূর্বাঙ্গনে স্থাপন করিবে।
পরে কুশান্তরণ করিবে, যথা—অগ্নির পূর্বদিকে ঈশান কোণ হইতে অগ্নি
কোণ পর্য্যন্ত, দক্ষিণে ব্রহ্মাসন হইতে অগ্নি পর্য্যন্ত, পশ্চিমে নৈঋত কোণ
হইতে বায়ু কোণ পর্য্যন্ত এবং উত্তরে অগ্নি হইতে প্রণীতা পর্য্যন্ত পূর্বাঙ্গে
একসারি করিয়া কুশ পাতন করিবে।

অনন্তর অগ্নিভাগ হইতে প্রাদেশ প্রমাণ (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী প্রসারণ
করিয়া সেই মাপে) কুশপত্র (পবিত্র) ঐ পবিত্রে স্থা বৈষ্ণব্যো। এই
মন্ত্রে নথ ব্যতিরিক্তে কুশের দ্বারা ছেদন করিয়া ঐ বিষ্ণুমর্মনসা পূতে স্বঃ,
এই মন্ত্রে জলদ্বারা অভ্যক্ষণপূর্বক প্রোক্ষণীপাত্রে উত্তরাঙ্গে রাখিবে।
পরে তাহাতে প্রণীতোদক ঢালিয়া বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা
পবিত্রাগ্র এবং দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রের মূল ধরিয়া
ঐ পবিত্রের মধ্যভাগের দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্রের জল তিনবার উত্তোলন
পূর্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া পবিত্র প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিবে। পরে
দক্ষিণহস্তের দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্র উত্তোলন করিয়া বামহস্তে গ্রহণপূর্বক
তাহার বিক্লিৎ জল দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা ফেলিয়া দিবে। পরে
প্রণীতাপাত্রস্থ জল দ্বারা উহা প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে প্রোক্ষণীপাত্রস্থ
জলদ্বারা সকল দ্রব্যকে এক একবার প্রোক্ষণ করিয়া প্রণীতা ও অগ্নির
মধ্যভাগে প্রোক্ষণীপাত্র রাখিয়া দিবে। অনন্তর আজ্যস্থালীতে স্নত
ঢালিয়া অগ্নিতে গালাইয়া একখণ্ড জলস্ত কাষ্ঠ দ্রবের উপর চতুর্দিকে

বুড়াইবে। তদন্তর দক্ষিণহস্তে স্রব গ্রহণ করিয়া গ্রাগণ্ডে অধোমুখে অগ্নিতে সামান্য গরম করিবে, পরে বামহস্তে উহা লইয়া সম্মার্জন কুণ বটকের অগ্রভাগ দ্বারা উহার উপরিভাগে মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত এবং মূলের দ্বারা অধোভাগে অগ্রভাগ হইতে মূল দেশ পর্য্যন্ত সম্মার্জন করিয়া প্রণীতোদক দ্বারা অভ্যক্ষণ করিবে, পরে উহা পুনরায় অগ্নিতে গরম করিয়া দক্ষিণাংশে রাখিবে। পরে পুনর্বার ঘৃত উদ্ভাসন করিয়া (উত্তোলন করিয়া) অগ্নির উত্তর ভাগে রাখিয়া পুনঃ অগ্নির পশ্চাৎ ভাগে রাখিবে। পরে ঐ সবিতৃ স্বা প্রসব উৎ পুশ্যাম্ভিদ্বেণ পবিত্রেণ সূর্যাস্য রশ্মিভিঃ (স্বাহা) এই মন্ত্রে পূর্বপবিত্রের অগ্রভাগ বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা এবং মূলদেশ দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উত্তান হস্তে ধরিয়া উহার মধ্য-ভাগদ্বারা ঘৃত উত্তোলন পূর্বক পবিত্র করিয়া উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে ঘৃত পাত্র অবলোকন করতঃ উহাতে কোন অপকৃষ্ট দ্রব্য থাকিলে তাহা ফেলিয়া দিয়া প্রোক্ষণীকেও পূর্বমত পবিত্র দ্বারা পবিত্রীকৃত করিয়া উপযমন কুণ্ডলি দক্ষিণহস্তে গ্রহণ করিয়া বামহস্তে জড়াইয়া তিনটা ঘৃতাক্ত সমিধ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া দক্ষিণহস্তের গাওঁয়ে সপবিত্র প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল গ্রহণ করিয়া অগ্নির ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক পশ্চাত্ত মেচন করিবে। সংস্রব ধারণার্থ পাত্র প্রণীতা ও অগ্নির মধ্যস্থানে রাখিবে। পরে স্রব গ্রহণ করিয়া দক্ষিণজাহ্নু ভূমিতে পাতিত করিয়া ব্রহ্মাকে স্পর্শ করিয়া “ঐ প্রজাপত্যে স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তর ভাগে পূর্বাগ্র অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দিবে। পরে অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ ঘৃত “ইদং প্রজাপত্যে” এই মন্ত্রে দেবতার উদ্দেশে সংস্রব পাত্রান্তরে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ বিধি সর্বত্র জানিবে। “ঐ ইন্দ্রায় স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ ভাগে পূর্বাগ্র অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দিবে, পরে “ইদমিন্দ্রায়” এই মন্ত্রে দেবতৌদ্দেশে দান করিবে। “ঐ অগ্নয়ে স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তরার্দ্ধ পূর্বাঙ্গে ঘৃত দিবে, “ইদমগ্নয়ে” এই মন্ত্রে

দেবতোদেশ। “ওঁ সোমায় স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণার্দ্ধ পূর্বার্দ্ধে দ্ব্যত দিবে, “ইদং সোমায়” এই মন্ত্রে দেবতোদেশ। ইহা সৰ্বকৰ্মসাধারণ কুশলিকা।

অতঃপর প্রকৃত কৰ্ম করিবে, যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্তেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্মা শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামঃ অমুকমন্ত্ৰেণ ইয়ংসংখ্যক-সাজ্যামুকসামন্তিঃ (অথবা ইয়ংসংখ্যকাজ্যাহুতিভিঃ) শ্রীদুর্গাদেবতাহোম-মহং করিষ্যে, পরার্থে করিষ্যামি। এইরূপে সংকল্প করিয়া “অগ্নে ত্বং বরদ-নামাসি” এই প্রকারে অগ্নির নামকরণ করিয়া ওঁ পিতৃভ্র-শ্রদ্ধাকেশবঃ পীনাক-জঠরোরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষ-সূরোহগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ। এই মন্ত্রে ধ্যান করত ওঁ বরদনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ এইরূপে আবাহন পূর্বক ওঁ বরদনামাগ্নয়ে নমঃ এইরূপে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে ওঁ এতাত্যঃ ইয়ংসংখ্যকসাজ্যামুকসামন্ত্যো নমঃ, এতদধিপত্যে বিষ্ণবে নমঃ, এতৎসম্প্রদানায় শ্রীমদুর্গাদেব্যৈ নমঃ এইরূপে অর্চনা করিয়া যথোক্ত মন্ত্রে হোম করিবে। ইদং শ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ এইরূপে দেবতোদেশ করিবে।

অনন্তর উদীচ্য কৰ্ম করিবে, যথা—ব্রহ্মা হোতাকে স্পর্শ করিয়া থাকিবেন। প্রথমে দ্ব্যতদ্বারা মহাব্যাহুতি হোম করিবে, যথা—ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে—দেবতোদেশ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং বয়বে—দেবতোদেশ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়—দেবতোদেশ। পরে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে। যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্তেত্যাদি শ্রীঅমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্মা কৃতেহস্মিন্ হোমকৰ্মণি যদ্ বৈশ্বাণ্য জাতং তদোষপ্রশমনায় “তন্নো অগ্নে” ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিষ্মন্তৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোম-মহং করিষ্যে। এইরূপে সংকল্প করিয়া—“ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি” এইরূপে অগ্নির নাম করিয়া “ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি বলিয়া আবাহন করত “ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ” এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি-

দ্বারা অগ্নির পূজা করিবে। পরে ঐ অগ্নি অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেডো অব যাসিনীষ্ঠাঃ। যজ্ঞীষ্ঠো বহ্নিতমঃ শৌণ্ডচানো বিখা ধেবাংনি প্রমুখ্যন্তঃ স্বাহা। ইদং ময়ীবরুণাভ্যাং—ইতি দেবতোদেশ। ঐ সত্বমো অগ্নেহবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্তা উবসো ব্যাষ্ঠো। অব যন্ধ্ নো বরুণং ররাণো বীহি মৃড়ীকং স্ত্রহবো ন এধি স্বাহা। ইদময়ীবরুণাভ্যাং—দেবতোদেশ। ঐ অয়াশ্চায়েহন্তনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিষ ময়া অসি। অয়া নো যজ্ঞং বহা স্ত্রয়া নো দেহি ভেষজং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে—দেবতোদেশ। ঐ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভ-নে। অযা সবতোত বিষ্ণু বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা। ইদং বরুণায় সবিত্রে বিকবে বিবেভ্যো দেবেভ্যো মরুত্যাঃ স্বর্কেভাঃ—দেবতোদেশ। ঐ উত্তমং বরুণ পাশমং দবামং বিমধ্যমং শ্রায়া। অথা বয় মা দিত্যব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্ত্রাম স্বাহা। ইদং বরুণায়—দেবতোদেশ। ঐ প্রজাপত্যে স্বাহা। ইদং প্রজাপত্যে—দেবতোদেশ। ঐ অগ্নয়ে ঐষ্টিকৃতে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ঐষ্টিকৃতে—দেবতোদেশ। অতঃপর ঐ সূর্যায় স্বাহা। ইদং সূর্যায়—দেবতোদেশ। এইরূপে আদিত্যাদি নবগ্রহের হোম করিবে। ঐ ইন্দ্রায় স্বাহা। ইদমিন্দ্রায়—দেবতোদেশ। এইরূপে ইন্দ্রাদি দশদিকপালের হোম করিবে। অথবা—ঐ সূর্যাদি-নবগ্রহেভাঃ স্বাহা। ইদং সূর্যাদিগ্রহেভাঃ—দেবতোদেশ। ঐ ইন্দ্রাদিদশদিক্ পালেভাঃ স্বাহা। ইদমিন্দ্রাদিদশদিক্ পালেভাঃ—দেবতোদেশ। তৎপরে গ্রাম্য দেবতা, লাক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, শীতলা, যমী ও বসন্তর দেবতাগণের হোম করিতে হয়। তৎপরে “ঐ অগ্নে স্ব মৃড়নামাদি” এইরূপে নাম করিয়া “ঐ মৃড়নামায়ে ইহাগচ্ছ” ইত্যাদিরূপে আবাহন করতঃ ঐ মৃড়নামায়ে নমঃ এই মন্ত্রে অগ্নির পূজা করিবে। পরে কল তাম্বুলাদি অগ্নিকে প্রদান করত পূর্ণাহুতি দিবে। যথা।—বজ্রবানের সহিত উষ্ণীয়া স্তবপূর্ণ অংগ গ্রহণ করত ঐ মূর্ত্ত্বানং দিবো

আরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত আজাতময়িম্। কবিং সত্ৰাজমিতিথিং
 জনানামাগরা পাত্ৰং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা। এই মন্ত্রে পূর্ণাহতি দিবে।
 পরে অগ্নির ঈশান কোণে দক্ষ ঢালিয়া ফ্রবের দ্বারা হোমভয় গ্রহণ-
 পূর্বক অনামিকা দ্বারা তিলক করিবে। ওঁ কশ্যপস্ত ত্র্যাম্বং
 (ললাটে)। ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যাম্বং (কণ্ঠে)। ওঁ যদেবানাং
 ত্র্যাম্বং (দক্ষিণকক্ষে)। ওঁ তন্মে অস্ত ত্র্যাম্বং (হৃদয়ে)।
 পরে “ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ” বলিয়া অগ্নিকে বিসর্জনপূর্বক “ওঁ
 পৃথি ত্বং শীতল ভব” এই মন্ত্রে অগ্নিতে দধি ও জল সেচন করিবে। পরে
 শান্তি করিবে। শান্তিমন্ত্র পরে লিখিত হইতেছে। তৎপরে ওঁ এতস্মৈ
 পূর্ণপাত্ৰায় নমঃ (অথবা পূর্ণপাত্ৰাহুকল্পভোজ্যায় নমঃ), এতদধিপত্যে
 ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ, এইরূপে অর্চনা করিয়া
 বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্যোত্যাদি শ্রীঅমুকদেবতা প্রীতিকামনয়া ক্রতৈতদ্ধোদন-
 কর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্ৰং (পূর্ণপাত্ৰাহুকল্পভোজ্যং) ঐবিষ্ণু-
 দৈবভমহং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্মণে ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণায় (কুশব্রহ্মপক্ষে—
 স্বথাসম্ববগোত্রানায়ে ব্রাহ্মণায়) সম্প্রদদে। এইরূপে পূর্ণপাত্ৰ দক্ষিণা
 দান করিয়া স্ব স্ব কর্মের দক্ষিণা দান করিবে। (কুশব্রাহ্মণ পক্ষে) ওঁ
 ব্রহ্মন্ কৰ্মস্ব এই মন্ত্রে বিসর্জন করিয়া গ্রহিমোচন করিবে।

দক্ষিণা

উদাহরণ স্বরূপ দুর্গাদেবীর দক্ষিণার নিয়ম দেওয়া হইল।

প্রথমে পূজকের দক্ষিণা দিতে হয়। যজমান : ওঁ এতস্মৈ
 কাক্ষনমূল্যায় নমঃ” বলিয়া রজতমুদ্রাদি অর্চনা করিয়া বামহস্ত উপভূ-
 করিয়া ধরিয়া এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা ত্রিপত্র সহ কোশার জলে হরীতকী ধরিয়া
 নিম্নোক্ত বাব বলিবে—বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে
 অমুকতিথৌ শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামনয়া মৎসঙ্কল্পিত শ্রীদুর্গাপূজনকর্মণি

কৃতৈতৎপূজনকৰ্মণঃ সাক্ততার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং ত্রীবিষ্ণুদৈবতমহং
অমুকগোত্রায় ত্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মণে (পূজকের গোত্র ও নাম) পূজকায়
ব্রাহ্মণায় তুভ্যং সম্প্রদদে, বলিয়া জলের ছিটা দিয়া পূজকের হস্তে দিতে
হয়। অতঃপর পুরোহিত সেই দক্ষিণা লইয়া “ওঁ স্বস্তি” এই মন্ত্র
উচ্চারণ করিবেন। তাহার পর মূল দক্ষিণার অর্চনা করিয়া পুনরায়
বলিবেন—বিষ্ণুরোঁ। তৎসদন্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ……
ত্রীহুর্গাপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতদহুর্গাপূজনকৰ্ম্মণঃ সাক্ততার্থং দক্ষিণামিদং
কাঞ্চনমূল্যং ত্রীবিষ্ণুদৈবতমহং ত্রীহুর্গায়ৈ তুভ্যং সম্প্রদদে, এই বলিয়া
জলের ছিটা দিতে হয়। পূজক ঐ দক্ষিণা ঘটে স্পর্শ করাইয়া লইবেন।
অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

সাক্ত আরতি

সন্ধ্যার পর চারি দণ্ডের ভিতরেই দেবতার আরতি সম্পন্ন করিয়া শীতল
দিতে হয়।

বিসর্জন

পরদিন সকালে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া দইকড়মা (সংস্কৃত নাম
দধিকড়ম) নিবেদন করিতে হয়। দইকড়মার মন্ত্র—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতশ্চ
দধিকড়মায় নমঃ, ইদং দধিকড়মং ওঁ হুর্গায়ৈ নমঃ। তাহার পর আরতি
করিয়া “ওঁ হুর্গে দেবী ক্রমস্ব” পাঠ করিয়া ঘটে জলের ছিটা দিয়া ঘট ও
প্রতিমা সামান্য নাড়াইয়া দিবে। অতঃপর সংহার মুদ্রায় একটা নির্মাল্য
অর্থাৎ নিবেদিত পুষ্প গ্রহণ করিয়া আত্মাণপূর্বক (সেই সময় মনে
করিতে হইবে যেন তেজঃস্বরূপিণী দেবী স্বদেয় প্রবেশ করিয়াছেন) হস্ত ধৌত
করিয়া কুণ্ডলাভীর উপর হইতে দর্পণ হস্তে লইয়া দেবীর মুখের দিকে
ধরিয়া তাঁহার প্রতিবিম্ব লইয়া পর পৃষ্ঠায় লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন—

ও উত্তরে দিগ্বরে দেবি ভূম্যাং পরিতবাসিনি ।

ত্রক্ষ্যোনি-সমুৎপন্নৈ গচ্ছ দেবি মমাস্তরম্ ॥

ও গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরী ।

সংবৎসরে ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ ॥

দ্রষ্টব্য—পুরুষ দেবতা হইলে উপযুক্ত মন্দের শেষের দুই লাইন বলিতে হইবে এবং ‘পরমেশ্বরী’ স্থানে ‘পরমেশ্বর’ বলিতে হইবে।

অনন্তর ঘণ্টাবাদ্যাদি সহ দর্পণটি হলুদজলে ডুবাইয়া দেবতার পায়ের নিক বারিতে হইবে, যাহাতে দেবতার পাদপদ্ম উহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। ততপরঃ ঈশান-কোণে ত্রকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া “ও নিশ্চালাধারিণ্যৈ নমঃ” বলিয়া ঐ মণ্ডলের উপর নিশ্চালা বা নিবেদিত পুষ্প স্থাপন করিবে, তাহার পর বাজাদি সহকারে ঘট এবং প্রতিমাকে যথাসময়ে নদী, প্রশস্ত পুষ্করিণী প্রভৃতিতে নিক্ষেপ করিবে, কিন্তু ঘটটাকে জলে পূর্ণ করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরাইয়া আনিতে হয়। শেষে ঐ ঘটের জল দ্বারা পুরোহিত শাস্তি দিবেন।

শাস্তি

যজ্ঞমান স্বজনগণসহ পূর্বমুখে উপবেশন করিলে পূজক পশ্চিমাভিমুখে দাঁড়াইয়া কুশ বা আশ্র পল্লাবাদি দ্বারা ঘটের জল সকলের মাথায় ছিটাইয়া দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে—

কয়া নশিত্র ইতি ঋক্‌ত্ৰয়স্য বামদেব ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইচ্ছো দেবতা শাস্তিকাম্যি জপে বিনিয়োগঃ ।

ও কয়া নশিত্র আ ভুব-দ্বতী সদা বুধঃ সখা । কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ ও কয়া সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মংস-দক্ষসঃ । দৃঢ়া চিদাক্ষজে বশু ॥ ও অতী যুগঃ সখীনা, মবিতা জরিতৃণাং । শতং ভবাস্ব্যতয়ে ॥ (ঋগ্বেদী ও যজুর্বেদী পক্ষে—ভবাস্ব্যতিভিঃ বলিবে) । এই মন্ত্রতিনটি তিনবার পাঠ করিয়া

(ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের এই মন্ত্র সাম নহে, তজ্জন্ম তত্তদবেদীরা একবার পাঠ করিয়া) ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্র ইত্যাদি মন্ত্রও তিনবার (ঋগ্বেদী ও যজুর্বেদী একবার) উচ্চারণ করিবে। স্বস্তি ন ইন্দ্র ইত্যাদি মন্ত্রের পূর্বে যজুর্বেদীয় বিশেষ মন্ত্র নিয়ে প্রদত্ত হইল।

ওঁ জ্যোঃ শান্তি-রস্তুরিকং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তি-রাপঃ শান্তি-রৌষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পত্যয়ঃ শান্তি-বিধে দেবাঃ শান্তি-ব্রজ শান্তিঃ, সর্বং শান্তিঃ, শান্তিরেব শান্তিঃ, সা মা শান্তিরেধি ॥

সর্বসাধারণের জন্ত—ওঁ সর্বরোগশান্তিঃ। ওঁ সর্বাপচ্ছান্তিঃ। ওঁ যত এবাগতং পাপং তত্ৰৈব প্রতিগচ্ছতু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এই প্রকারে শান্তিজল লইয়া প্রণাম ও আনীর্ষাদাদি করিয়া মিষ্টান্ন খাইতে হয়।

স্মৃতিকাষষ্ঠী পূজা

(ষেটেরা পূজা)

পুত্রজননের ষষ্ঠদিবসে পিতা সন্ধ্যাবেলা আচমনপূর্বক উত্তরাভিমুখে বসিয়া স্বস্তিবাচন পাঠ করিয়া “সূর্য্যঃ সোম” ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—ওঁ অস্ত্র অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশ্রী অমুকগোত্রস্ত শ্রীমতো মমভিজাতনবকুমারস্য সংরক্ষণদায়ঃ (সর্বারিষ্টপ্রশমনপূর্বকদীর্ঘায়ুষ্কমো ন।) বহির্বলিদানানন্তরং গণেশবর্চ্যাদিদেবতাপূজনকর্থাহং করিষ্যে। অতঃপর সংকল্পসূক্ত পাঠানন্তর বাহিরে সাতটা মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর আন্তৃত কুশোপরি বটপত্রে মাষভক্তবলি দিবে। যথা—(ক্ষেত্রপালগণকে) “ওঁ ক্ষেত্রপালা ইহাগচ্ছত” ইত্যাদিক্রমে আবাহন করিয়া পাণ্ডাদি দ্বারা পূজাপূর্বক “ওঁ ক্ষেত্রপালা নমো বোহস্ত সর্বশক্তিকলপ্রদাঃ। বালস্য বিঘ্ননাশায় প্রতিগুরুস্তিমং বলিম্ ॥” এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালগণায়

নমঃ”। অনন্তর পূর্বাদি দিকস্থিত ভূতগণকে আবাহনপূর্বক পূজা করিয়া “ও পূর্বাদিদিগ্ধিতাগেষু স্বহানপ্রতিবাসিনঃ। শাস্তিঃ কুর্কন্ত তে সর্বৈ প্রতিগৃহ্ষিমং বলিम् ॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ও পূর্বাদিদিগ্ধিতাগেষুভূতভ্যো নমঃ” বলিয়া মাষভক্তবলি প্রদান করিবে। তারপর ভূতদৈত্য-পিশাচগণকে আবাহনপূর্বক পূজা করিয়া “ও ভূতদৈত্যপিশাচাশ্চ গন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসাঃ। শুভং কুর্কন্ত তে সর্বৈ মম গৃহ্ষিমং বলিम् ॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ও ভূতদৈত্যপিশাচাদিভ্যো নমঃ” বলিয়া প্রদান করিবে। অনন্তর মাতৃকাগণকে আবাহন ও পূজা করিয়া “ও নানারূপধরাঃ সর্বা মাতরো দেবযোনয়ঃ। স্বয়ং রক্ষন্ত মে পুত্রং তুষ্টা গৃহ্ষিমং বলিम् ॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ও মাতৃভ্যো নমঃ।” অতঃপর আদিত্যাদি নবগ্রহকে আবাহনপূর্বক পূজা করিয়া “ও আদিত্যাদি গ্রহা য়ে চ স্বহানপ্রতিবাসিনঃ। শাস্তিঃ কুর্কন্ত তে সর্বৈ মম গৃহ্ষিমং বলিम् ॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ও আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ” বলিয়া প্রদান করিবে। অনন্তর যোগিতাদিকে আবাহনপূর্বক পূজা করিয়া “ও যোগিনী ডাকিনী চৈব মাতরো নিবসন্তি য়াঃ। শাস্তিঃ কুর্কন্ত তাঃ সর্বা মম গৃহ্ষিমং বলিम् ॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ও যোগিতাদিভ্যো নমঃ।” বলিয়া দিবে। তৎপরে দিক্‌পালদিগকে আবাহনপূর্বক পূজা করিয়া “ও দিক্‌পালাশ্চ তথেক্রাশ্চাঃ স্বহানপ্রতিবাসিনঃ। শাস্তিঃ কুর্কন্ত তে সর্বৈ মম গৃহ্ষিমং বলিम् ॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ও ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ।” বলিয়া দিবে। অনন্তর দ্বারদেশে গমন করিয়া “ও দ্বারপালেভ্যো নমঃ” বলিয়া পাশ্চাদি দ্বারা পূজা করিয়া “ও দ্বারপাল নমস্তভ্যং সর্বশাস্তিফলপ্রদ (সর্বোপদ্রবনাশন)। বালবিঘ্নবিনাশায় পূজাং গৃহ্ষন্তুরোত্তম ॥ ও খজাপালে নমস্তভ্যং সর্ববিঘ্নবিনাশন। স্বংপ্রসাদদ-বিঘ্নেন চিরং জীবতু বালকঃ ॥” বলিয়া দিবে। অতঃপর ও জম্ভায় নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া প্রণাম করিবে, যথা—ও জম্ভাসুর মহাবীর সর্বশাস্তি-ফলপ্রদ। রক্ষস্ব দম বালঃ স্বং পূজাং গৃহ্ষন্তু যথামুখং ॥ তৎপরে সামান্যার্থ্য

হইতে মাতৃকান্তাস পর্য্যন্ত কৰ্ম সমাপন করিয়া ঘটস্থাপনমন্ত্রে ঘটস্থাপন করিয়া “গাং অমৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা করাক্তান্তাস সমাপনান্তে গণেশকে ধ্যান করিয়া “ওঁ গণেশ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া আবাহনপূৰ্বক পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিবে। তৎপবে গণেশকে প্রণাম করিবে, “ওঁ সৰ্ববিঘ্নরোহসি হ্রমেকদন্তো গজাননঃ। বটীগেহেহর্চিতঃ স্ত্রীত্যা শিশুঃ দীর্ঘায়ুষং কুরু ॥ লম্বোদর মহাভাগ সৰ্বোপদ্রবনাশন। ত্বৎপ্রসাদাদ-
বিঘ্নেন চিরং জীবতু বালকঃ ॥” বলিয়া গণেশকে প্রণাম করিবে। অনন্তর বটীপূজা করিবে। প্রথমে যাং অমৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ, যীং তর্জুনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা করাক্তান্তাস করিয়া বটীদেবীর ধ্যান করিবে। যথা—“ওঁ ত্রিভুজাং হেমগৌরাক্ষীং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্। বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্ছন্দ্রনিভাননাম্। পটুবস্ত্রপরীধানাং পীনোল্লতপয়োধরাম্। অক্ষার্পিতসুতাং বটীমমুজস্বাং বিচিন্তয়েং ॥” বলিয়া ধ্যান করিয়া মানসোপচার দ্বারা পূজা সমাপন করিয়া পীঠ দেবতার পূজা করিবে। যথা—আধারশক্ত্যাাদকে আবাহন-পূৰ্বক পূজা করিবে, পরে জয়াদিগকে আবাহনপূৰ্বক পূজা করিবে। যথা—“ওঁ জয়ম্ভৈ নমঃ” বলিয়া গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। এই প্রকার ‘ওঁ বিজয়ম্ভৈ নমঃ’ ওঁ অজিতম্ভৈ নমঃ, ওঁ অপরাজিতম্ভৈ নমঃ, ওঁ কাট্যৈ নমঃ, ওঁ ভজ্জকাট্যৈ নমঃ, ‘ওঁ মঙ্গলাম্ভৈ নমঃ’, ‘ওঁ সিদ্ধাম্ভৈ নমঃ’, অথো ‘ওঁ লোহিতাম্ভৈ নমঃ’, ‘ওঁ মৃণোণাম্ভৈ নমঃ’। অনন্তর পূৰ্ববৎ ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে। আবাহন মন্ত্র যথা—ওঁ অংগাহি বরদে দেবি মহাবটীতি বিশ্রুতে। শক্তিরূপেণ মে পুত্রং রক্ষ জাগরবাগরে ॥ বটীদেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি বলিয়া আবাহনপূৰ্বক “ওঁ বট্যৈ নমঃ” বলিয়া পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর ওঁ গোৰ্ঘ্যাঃ পুত্রো যথা স্বন্দঃ শিশুঃ সংরক্ষিতত্বয়া। তথা মমাপ্যয়ং বালো রক্ষ্যতাং বটী তে নমঃ ॥ এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ত্ববপাঠ পূৰ্বক প্রণাম করিবে। যথা—ওঁ জগন্মাতর্জগদ্ধাত্রী (জয় দেবি জগন্মাতঃ) জগদানন্দকারিণি।

প্রসীদ মম দেবেশি যজ্ঞদেবি নমোহস্ত তে ॥ ওঁ শক্তিং সর্কদেবানাং
 লোকানাং হিতকারিণি । ত্বমিৎ রক্ষ মে বালং মহাবর্ষ্টি নমোহস্ত তে ॥
 ওঁ ভূতদৈত্যপিশাচেষু ডাকিনীযোগিনীষু চ । মাতেব রক্ষ মে পুত্রং
 স্বাপদে পন্নগেষু চ । যজ্ঞদেবি মহাভাগে ভক্তানামভয়প্রদে । বরদে ত্বং-
 প্রসাদেন চিরং জীবতু বালকঃ । অস্মিন্স্থ হৃতিকাগারে দেবীভিঃ পরি-
 বারিতে । রক্ষাং কুরু মহাভাগে সর্বোপদ্রবনাশিনী ॥ ওঁ আয়ুর্দেহি
 যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে । পুত্রানু দেহি ধনং দেহি সর্বান্
 কামাংশ্চ দেহি মে ॥ অতঃপর “ওঁ ত্রিশরণায়ৈ নমঃ” বলিয়া পূজা
 করিবে । এই প্রকার বুদ্ধমাতা, গৌরী, চকটপুতনা, পূজিতহারিণী,
 গোময় পুস্তলিকায় জাতহারিণী, ইহাদিগকে পূজা করিবে ।
 অনন্তর জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা,
 ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা, ইহাদিগের পূজা করিবে । তৎপরে গৌরী, পদ্মা, শচী,
 মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, ভয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি,
 তুষ্টি, আত্মদেবতা ও কুলদেবতাকে পূজা করিবে । প্রত্যেকের পৃথক্
 পূজায় অক্ষম হইলে “ওঁ গোষ্ঠাদিষোড়শমাতৃকাতো নমঃ” বলিয়া পূজা
 করিবে । তৎপরে ওঁ জন্মদায়ৈ নমঃ বলিয়া জন্মদার পূজান্তে প্রণাম
 করিবে, মন্ত্র যথা—ওঁ যা জন্মদেতি বিখ্যাতা শুভদা ভূবি পূজিতা ।
 করোতু সর্বদা রক্ষাং বালন্ত হৃতিকাগৃহে ॥ অনন্তর মার্কণ্ডেয়কে ধ্যান
 করিয়া পূজা করিবে । পুষ্পাজলি দিবার মন্ত্র—ওঁ মার্কণ্ডেয় মহাবাহো
 প্রার্থয়েহং কৃতাজলিঃ । চিরজীবী যথা ত্বং ভোক্তথা ভবতু মে সূতঃ ।
 অনন্তর সপ্ত চিরজীবীগণের পূজা করিবে । (অশ্বখামা, বলি, ব্যাস
 হনুমান্, বিভীষণ, কৃপ, পরশুরাম—এই সপ্ত চিরজীবী) ।
 অতঃপর “ওঁ নারদাদিতো নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে, এই প্রকার
 গঙ্গায়ৈ নমঃ, দুর্গায়ৈ নমঃ, মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, সরস্বত্যৈ নমঃ, অশ্বিনীদি
 নক্ষত্রৈস্তো নমঃ, বিষ্ণুস্তাদিষোগেষ্টো নমঃ, ববাদিকরণেষ্টো নমঃ,

প্রতিপদাদি-তিথিভ্যো নমঃ, সূর্যাদিবারেভ্যো নমঃ, বলিয়া ইহাদিগের
 পূজা করিবে। অনন্তর স্বন্দকে আবাহনপূর্বক পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা
 করিয়া “ও কার্তিকেয় মহাবাহো (মহাভাগ বা) গৌরীহৃদয়নন্দন।
 বালং মে রক্ষ ভীতিভ্যঃ ষড়ানন নমোহস্ত তে ॥” বলিবে। অনন্তর শিবায়ৈ
 নমঃ, সম্ভূতৈ নমঃ, কীৰ্ত্তৈ নমঃ, সম্ভূতৈ নমঃ, অনসূয়ায়ৈ নমঃ, ক্রমায়ৈ নমঃ
 এইরূপে পূজা করিবে, অথবা ও ষট্ কৃত্তিকাত্যো নমঃ বলিয়া পূজা করিবে।
 তৎপরে মস্থানদণ্ডের পূজা করিবে। প্রণাম মন্ত্র—ও মস্থান মন্দরোহসি
 ত্বং মণিতঃ সাগরস্বয়া। তথা মমাপি পুত্রস্ত মথ বিঘ্নং নমোহস্ত তে ॥ তৎপরে
 বাসুদেবকে পাণ্ডাদিদ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবে, যথা—ও বাসুদেব
 নমস্তে তু শঙ্খচক্রগদাধর। কুমারং রক্ষ ভীতিভ্যঃ শাস্তিং কুরু নমোহস্ত
 তে ॥ ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্ দৈত্যচক্রবিমর্দন। শাস্তিং কুরু গদাপাণে
 নারায়ণ নমোহস্ত তে ॥ অনন্তর পুনর্বার মাষভক্তবলি দিবে। মন্ত্র—
 ও বলিং গৃহুস্ত মে দেবা আদিত্যা বসবস্তথা। মরুতশ্চান্বিনৌ দেবাঃ
 সুপর্ণাঃ পন্নগা গ্রহাঃ ॥ অসুরা যাতুধানাশ্চ রথস্থা দেবতাশ্চ যাঃ।
 দিবিষ্ঠা লোকপালাশ্চ যে চ বিঘ্নবিনায়কাঃ। সর্কতঃ স্বপ্তি কুর্কস্ত দিব্যা
 মহর্ষয়স্তথা। স্ততং কুর্কস্ত মে রক্ষাং শাস্তিং পুষ্টিং ধৃতিস্তথা ॥ এষ মাষভক্ত-
 বলিঃ সর্কেভ্যো নমঃ, বলিয়া মাষভক্তবলি প্রদান করিবে। পরে—ও যে
 রৌদ্রা রৌদ্রকর্ণাণো রৌদ্রস্থাননিবাসিনঃ। সৌম্যাস্টৈশ্চ তু যে কেচিৎ সৌম্য-
 স্থাননিবাসিনঃ। মাতরো রৌদ্ররূপাশ্চ গণানামধিপাশ্চ যে। বিঘ্নভূতাস্তথা
 চান্ত্রে দিগ্দিদিক্ সমাপ্রিতাঃ। সর্কে তে প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহস্থিমাং বলিম্।
 সিদ্ধিং দিশস্ত মে পুত্রং ভয়েভ্যঃ পাত্ত মে সদা ॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ও
 ভূতেভ্যো নমঃ। এই বলিয়া মাষভক্তবলি প্রদান করিবে। পরে
 বালককে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তনের উপর রাখিয়া ষষ্ঠীর পদে সমর্পণ করিবে। মন্ত্র—
 ও দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ ভক্তানাং ভববৎসলে। মাতেব রক্ষ মে পুত্রং
 মহাবীৰ্য্য নমোহস্ত তে ॥ জননী সর্কভূতানাং বালানাঞ্চ বিশেষতঃ।

নারায়ণীস্বরূপেণ স্মৃতং মে রক্ষ সর্বতঃ ॥ জগদান্তে জগদ্ভ্যন্তর্জগদানন্-
কারিণি। সমর্পিতো ময়া দেবি পাদয়োস্তব মে স্মৃতঃ। নিজপুত্রবদেনং
ত্বং কুরু দীর্ঘায়ুষং সন।। অয়ং মম কুলোৎপন্নো রক্ষার্থং পাদয়োস্তব।
নীতো ময়ামহাভাগে চিরং জীবতু বালকঃ ॥ এই বলিয়া পরে পুষ্পাঞ্জলি
দিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ মাহেশ্বরি শিবে নিত্যং শিবদে
শিবনারিকে। স্মৃতং মে রক্ষ পদ্মাক্ষি শিবো ভবতু মে স্মৃতঃ ॥ অনন্তর
সাদা সরিষা ছড়াইয়া “ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সন্ন্যাস্থাঃ।
অপসর্পন্ত তে ভূতা য়ে ভূতা বিঘ্নকারকাঃ ॥ বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা
বজ্রদ্বিষো য়ে পিশিতাশনাশ্চ। সিদ্ধার্থ কৈবজ্জ-সমানকলৈর্ময়া নিরস্তা
বিদিশঃ প্রয়াস্ত ॥” এই মন্ত্র বলিয়া শিশুকে রক্ষা করিবে। তৎপরে
দক্ষিণাস্ত করিয়া অচ্ছিত্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাপন করিবে। অনন্তর দমুঃকাণ্ড
গৃহে রাখিয়া আচারবশতঃ বকুলপত্র দ্বারা হোম করিবে। তৎপরে বিষ্ণুর
দ্বাদশ নাম কুঙ্কুম বা হরিদ্রাদ্বারা বস্ত্রে লিখিয়া বালক ও প্রসূতির শিরোদেশে
রাখিবে। বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম, যথা—কেশব, অচ্যুত, গোবিন্দ, পদ্মনাভ,
ত্রিবিক্রম, বাসুদেব, হৃষীকেশ, পুণ্ডরীকাক্ষ, বামন, নরসিংহ, হরগ্রীব ও
নারায়ণ, এই কয়টা নাম হরিদ্রা বা কুঙ্কুম দ্বারা বস্ত্রে লিখিবে। এই
দিনে ১২শ জন ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া মিষ্টান্নাদি দান করিতে হয়।
স্মৃতিকাগৃহে ছাগ, ছাগের খোঁটা, অন্ত্র, অগ্নি, জল, দোয়াত, কলম, প্রদীপ
গোহ, ঘুনসি, আতমরা ফল ও তালপত্র প্রভৃতি রাখিতে হয়। নিজে পূজা না
করিয়া পুরোহিত দ্বারা পূজা করাইলে পুরোহিতকে বস্ত্র দিতে হয়।

সূর্য্যার্ঘ্য

হ্রারোগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ কামনায় সূর্য্যার্ঘ্য দিবার বিধান
আছে। সূর্য্যার্ঘ্য শুক্লপক্ষে সপ্তমী তিথিতে ও রবিবারে দিবার প্রশস্ত
সময়। পূর্ব্বদিনে নিরামিষ ভোজন করিতে হয় এবং কণ্ঠের দানে

প্রাতঃস্নানাদি ও প্রাতঃসন্ধ্যাদি ক্রিয়া শেষ করিয়া গন্ধাদি ও নারায়ণাদির অর্চনাপূর্বক “ওঁ স্বর্গ্যঃ সোম” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ শ্রীঅমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মাঃ দাসস্য বা) গোচরবিলম্বাদি-যথাস্থানাবস্থিতাবলোকক-রব্যাদি-নবগ্রহ-সংসৃচিত-সংস্চেদ্যমান সংসৃচয়িষ্যমাণ-সর্কারিষ্টপ্রশমনপূর্বকং জীববদেতৎ-স্থূলশরীরা-বিরোধেন সর্করোগাণাং ঋতিপ্রশমনকামঃ ওঁ হংসায় নমঃ ইত্যাদি সপ্ততিসংখ্যাকমন্ত্রৈঃ শ্রীসূর্য্যার্থ্যদানমহং করিষ্যে (অপনের নিমিত্ত হইলে ‘করিষ্যামি’ বলিতে হইবে)। তৎপরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে।

যে স্থলে সূর্য্যের দর্শন হয় একপ স্থলে পূর্বাভিমুখে বসিয়া অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া পদ্মের পূর্বদলে বর্জ্জলাকার রক্তবর্ণ হৃদয়ের আকৃতি অঙ্কন করিবে, এবং অগ্নিকোণে রবি, দক্ষিণে বিবরান, নৈঋতে ভগ, পশ্চিমে বক্রণ, বায়ুকোণে মিত্র, উত্তরে আদিত্য, জৈশানকোণে বিষ্ণু এবং মধ্যে ভাস্করমূর্ত্তি অঙ্কনপূর্বক ইহাদিগকে পুষ্পতুল দ্বারা আবাহনপূর্বক পূজা করিবে। পরে সূর্য্যকে আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া পূর্বাদি ক্রমে দীপ্তা, সূক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিষলা, অমোঘা ও বিদ্যাতা ইহাদিগকে পূজা করিয়া মধ্যে ছাদ্যাকে পূজা করিবে। অথবা—

প্রাক্গণে চতুর্দিকে ও উর্দ্ধে একহস্ত পরিমিত একটি খাত করিয়া তাহার কিয়দংশ জল দিয়া পূর্ণ করিবে। খাতটি এমন জায়গায় করিতে হইবে যেন সেই খাতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে। অনন্তর জলতট্টি চইতে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা পর্য্যন্ত সমাপনান্তে ঐ খাতস্থিত জলে ষোড়শোপচারে সূর্য্যের পূজা করিতে হইবে।

পরে পঞ্চোপচারে কিংবা কেবল গন্ধপুষ্প দ্বারা নিম্নলিখিত হংসাদির প্রত্যেকের নামে পূজা করিবে।

অনন্তর তাব্রপ্যজে অর্ঘ্য সাজাইয়া তাহাকে অর্চনা করিতে হইবে।

অর্চনার সময় নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে “এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ হংসায় নমঃ” ইত্যাদিরূপে প্রত্যেকবার এক একটীর নাম বলিতে হইবে। অনন্তর মন্তকের নিকট অর্ঘ্য পাণ্ডাটী দুই হস্তে ধারণ করিয়া এবং উক্ত মণ্ডল বা থাত প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পূর্বাভিমুখে হাঁটু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক সূর্য্যের দিকে চাহিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—“ইদমর্ঘ্যং (যজুর্বেদী পক্ষে এষোহর্ঘ্যঃ) ওঁ নমোবিস্বতে প্রক্ষন্” ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া “ওঁ হংসায় নমঃ” বলিয়া পূর্ব্বোক্ত মণ্ডলে বা থাতে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর “ওঁ জবাকুসুমসংকাশং” ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যকে প্রণাম করিবে। পরে পুনরায় অর্ঘ্য সাজাইয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে নিম্নোক্ত দ্বিতীয় নামের অর্চনা, প্রদক্ষিণ, অর্ঘ্যপ্রদান ও প্রণাম করিবে। এই প্রকার ৭০টা অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে। অর্ঘ্য দিবার সময় বরবী, জবা ইত্যাদি লালবর্ণের পুষ্প, দুর্ন্তা, আতপতণ্ডুল, রক্তচন্দন ও জল দিবে। যে সকল নামে অর্ঘ্য দিতে হয় সেই সকল হংসাদি ৭০টির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) ওঁ হংসায় নমঃ, (২) ওঁ ভানবে নমঃ, (৩) ওঁ সহস্রাংশবে নমঃ, (৪) ওঁ তপনায় নমঃ, (৫) ওঁ তাপনায় নমঃ, (৬) ওঁ রবয়ে নমঃ, (৭) ওঁ বিকর্তনায় নমঃ, (৮) ওঁ বিবস্বতে নমঃ, (৯) ওঁ বিশ্বকর্ম্মণে নমঃ, (১০) ওঁ বিভাবসবে নমঃ, (১১) ওঁ বিশ্বমুখায় নমঃ, (১২) ওঁ বিশ্বকর্ত্ত্রে নমঃ, (১৩) ওঁ মার্ত্তণ্ডায় নমঃ, (১৪) ওঁ মিহিরায় নমঃ, (১৫) ওঁ অংশুমতে নমঃ, (১৬) ওঁ আদিত্যায় নমঃ, (১৭) ওঁ উষ্ণগবে নমঃ, (১৮) ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, (১৯) ওঁ অর্ঘম্ণে নমঃ, (২০) ওঁ ত্রণায় নমঃ, (২১) ওঁ দিবাকরায় নমঃ, (২২) ওঁ দ্বাদশাশ্বনে নমঃ, (২৩) ওঁ সপ্তহরায় নমঃ, (২৪) ওঁ ভাস্করায় নমঃ, (২৫) ওঁ অহঙ্করায় নমঃ, (২৬) ওঁ খগায় নমঃ, (২৭) ওঁ সুরায় নমঃ, (২৮) ওঁ প্রভাকরায় নমঃ, (২৯) ওঁ শ্রীমতে নমঃ, (৩০) ওঁ লোকচক্ষুষে নমঃ, (৩১) ওঁ গ্রাহেষ্করায় নমঃ, (৩২) ওঁ ত্রিলোকেশায় নমঃ, (৩৩) ওঁ লোকসাক্ষিণে

নমঃ, (৩৪) ও তমোহরয়ে নমঃ, (৩৫) ও শাখতায় নমঃ, (৩৬)
ও শুচয়ে নমঃ, (৩৭) ও গভস্তিহস্তায় নমঃ, (৩৮) ও তীত্রাংশবে নমঃ,
(৩৯) ও তরণয়ে নমঃ, (৪০) ও স্রমহোহরণয়ে নমঃ, (৪১) ও
ছাষণয়ে নমঃ, (৪২) ও হরিদশায় নমঃ, (৪৩) ও অর্কায় নমঃ, (৪৪)
ও ভাহুমতে নমঃ, (৪৫) ও ভয়নাশায় নমঃ, (৪৬) ও ছন্দোহস্যায় নমঃ,
(৪৭) ও বেদবেদ্যায় নমঃ, (৪৮) ও ভাস্বতে নমঃ, (৪৯) ও পুষ্পে
নমঃ, (৫০) ও বৃষাকপয়ে নমঃ, (৫১) ও একচক্ররথায় নমঃ (৫২)
ও মিত্রায় নমঃ, (৫৩) ও মান্দাহরায় নমঃ, (৫৪) ও তমিস্রয়ে নমঃ,
(৫৫) ও দৈত্যায় নমঃ, (৫৬) ও পাপহত্রে নমঃ, (৫৭) ও ধর্ম্মায়
নমঃ, (৫৮) ও ধর্ম্মপ্রকাশকায় নমঃ, (৫৯) ও হেলিকায় নমঃ, (৬০)
ও চিত্রভানবে নমঃ, (৬১) ও কলিঙ্গায় নমঃ, (৬২) ও তাক্ষবাহিনায় নমঃ,
(৬৩) ও দিক্পতয়ে নমঃ, (৬৪) ও পদ্মিনীনাথায় নমঃ, (৬৫) ও
কুশেশ্বরকরায় নমঃ, (৬৬) ও চরয়ে নমঃ, (৬৭) ও ঘর্ম্মরশ্ময়ে নমঃ,
(৬৮) ও হ্রির্নীরীক্ষায় নমঃ, (৬৯) ও চণ্ডাংশবে নমঃ, (৭০)
ও কশ্যপাত্মজায় নমঃ ।

উপর্যুক্ত ৭০টি নামে ৭০টি অর্ঘ্য প্রদান করার পর স্তবপাঠ,
সাধ্যাত্মসারে মূলমন্ত্র জপ, জপসমর্পণ, দক্ষিণাধান, অচ্ছিদ্রাবধারণাদি ও
বৈষ্ণব্য সমাধান করিতে হইবে । অতঃপর রোগীকে শান্তিজল প্রদান
করিবে ।

ব্রতমালা

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত

[পূজাপদ্ধতি সহ]

তদ্রাদৌ পূর্বাঙ্ককালে স্বস্তি বাচয়িত্বা সূর্য্যঃ সোম ইতি পঠিত্বা সঙ্কল্পং
কুৰ্য্যাৎ । বিষ্ণুরোম্ তৎসদগ্ধ ভাদ্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা সর্কাপছাস্তিপূর্ব্বকশ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো গণে-
শাদিনানাদেবতাপূর্ব্বক-শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতমহং করিষ্যে । পরার্থে করিষ্যা-
মীতি বিশেষঃ । ততঃ সঙ্কল্পস্বকৃতং পঠেৎ । ততঃ অর্দ্ধরাত্রৌ পূজামণ্ডপং
গত্বা আসনোপবিষ্টঃ সন্ সামাগ্ধার্য্যং জলশুক্লিং আসনশুক্লিঞ্চ কুৰ্য্যাৎ । ততো
ভূতশুক্লাদিকং কৃত্বা গণেশাদিদেবান্ সংপূজ্য, শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়েৎ । যথা—
অতসীকুসুমপ্রথাং কৃষ্ণং কমললোচনম্ । শরৎপার্কণচচ্ছাত্রং ধৃতবাসং মনো-
হরম্ ॥ পীতবস্ত্রপরীধানং বনমালাবিরাজিতম্ । শ্রীবৎসকৌস্তভোরঙ্গং
সর্কাভরণভূষিতম্ ॥ নিগুপং নিখিলাধারং জগদ্বীজং সনাতনম্ । সুনন্দাষ্টৈঃ
পরিবৃতং বন্দে কৃষ্ণং জগৎপতিম্ ॥ ইতি ধ্যান্তা মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য
বিশেষার্থ্যং কুৰ্য্যাৎ । ততঃ শ্রীকৃষ্ণং ষোড়শোপচারৈঃ সংপূজ্য আবরণ-
দেবতাপূজাং কুৰ্য্যাৎ । যথা—সুনন্দানন্দোপনন্দপ্রভৃতীন্ পার্শ্বান্ সংপূজ্য
বাসুদেবদেবকাক্রুরোদ্ধবাদি যাদবাস্চ ষষ্টিমার্কেণ্ডৈশ্চ সমভার্জ্য নন্দং
যশোদাং রোহিণীং বলদেবং শ্রীদামাদীংশ্চ গোপবালকান্ পূজয়েৎ । ততো
দুর্গাং শিবং যমুনাং গঙ্গাং চ সংপূজ্য কথ্যং শৃণুয়াৎ ।

অথ ব্রতকথা ।—একদা শ্রীকুলাচাৰ্য্যং বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ । রাজা
দিলীপঃ পপ্রচ্ছ বিনয়াবনতঃ সূৰীঃ ॥ দিলীপ উবাচ ॥ ভাদ্রে মাস্তিস্তে
পক্ষে ষষ্ঠাং জাতো জনার্দনঃ । তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে । কথং

বা ভগবান্ জাতঃ শম্ভুচক্রগদাধরঃ । দেবকীজঠরে জন্ম কিং কৰ্ত্ত্বং কেন
 হেতুনা ॥ বশিষ্ঠ উবাচ । শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি বস্মাজ্জাতো জনার্দনঃ ।
 পৃথিব্যাং ত্রিদিবং ত্যক্তা । ভবতে কথয়াম্যহম্ ॥ পুরা বহুধরা হ্যসীৎ কংসা-
 রাধনতৎপরা । স্বাধিকারপ্রমত্তেন কংসদুতেন তাড়িতা ॥ ক্রন্দিতা লজ্জিতা
 সাপি যযৌ ঘূর্ণিতলোচনা । যত্র তিষ্ঠতি দেবেশ উমাকান্তো বুধধ্বজঃ ।
 কংসেন তাড়িতা দেব ইতি তস্মৈ ত্বেবেদয়ৎ । বাশ্চধারাং প্রবৰ্ষন্তীং বিবৰ্ণাং
 চাবমানিতাম্ । ক্রন্দিতাং তাং সমালোক্য কোপেন স্মুরিতাধরঃ । উময়া
 সহিতঃ সঠৈর্দেববৃন্দৈরনুক্রতঃ ॥ আজগাম মহাদেবো বিধাতুর্ভবনং কুবা ।
 গহ্বা চোবাচ ব্রহ্মাণং কংসধ্বংসনিমিত্তকম্ ॥ উপায়ঃ সৃজ্যতাং ব্রহ্মন্ ভবতা
 বিষ্ণুনা সহ । ঐশ্বর্যং তদ্রূচঃ শ্রদ্ধা গন্ত্যং প্রাক্রমদাত্মভূঃ । ক্ষীরোদে যত্র
 বৈকুণ্ঠঃ স্রগুঃ স ভুজগোপরি ॥ হংসপৃষ্ঠে সমাক্রহ হরেরন্তিকমায়ধৌ । তত্র
 গহ্বা হরিং ধ্যাত্বা দেববৃন্দৈর্হরাদিভিঃ ॥ সংযুক্তঃ স্তোতি তং বাগ্ভিরর্থ্যা-
 ভিক্ষাংখিদাং বরঃ । নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে । জগৎপালন-
 কত্রৈ চ লক্ষ্মীকান্ত নমোহস্ত তে । ইতি তেবাং স্তুতিং শ্রদ্ধা প্রত্যাচ
 জনার্দনঃ । সৰ্বান্ ক্লিষ্টমুখান্ দৃষ্ট্বা ভবতামাগমঃ কথম্ ॥ ব্রহ্মোবাচ । শৃণু
 দেব জগন্নাথ বস্মাদস্মাকমাগমঃ । কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠ তদহং লোকতারণ ।
 শূলপাণিবরোম্মত্তঃ কংসরাজো দুৰাসদঃ ॥ বস্মধা তাড়িতা তেন পদাঘাতেন
 মুষ্টিনা ॥ বরং দত্ত্বা পুরাপুত্রো মায়য়া স প্রবক্ষিতঃ । ভাগিনেয়ং বিনা
 রাজন্ শাস্তা ন ভবিতা তব ॥ তস্মাদগচ্ছ সুরশ্রেষ্ঠ কংসং হস্তং দুৰাসদম্ ।
 দেবকীজঠরে জন্ম লব্ধ্বা গহ্বা চ গোকুলম্ ॥ ব্রহ্মণা প্রেরিতো দেবঃ প্রত্যাচ
 পশোঃ পতিম্ । পার্শ্বভীং দেহি দেবেশ অক্ষং স্থিত্বা গমিষ্যতি । উময়া
 রময়া সার্কং শম্ভুচক্রগদাধরঃ । উদ্ভিষ্টা মথুরাকক্ষে প্রাণাং কংসনাশনম্ ॥
 দেবকীজঠরে জন্ম লেভে তত্র গদাধরঃ । যশোদাকৃষ্ণিমধ্যস্থা শর্কালী যুগ-
 লোচনা । নবমাসাংচ বিশ্রম্য কুক্ষৌ নবদিনাধিকান্ ॥ ভাদ্রে মাস্তিস্তে
 পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞিতে তিথৌ । রোহিণীতারকাযুক্তা রজনী ঘনঘোরিতা ॥

ধুম্বোনৌ তড়িদযুক্তে বারি বর্ষতি শোভনে । বৈষ্ণবীমায়া নিদ্রাং গতাঃ
 সর্কে চ রক্ষকাঃ ॥ অস্মিন্ত্রে নিশাক্ষে তু রোহিণীসংযুতে তিথৌ । তস্তাং
 জাতো জগন্নাথঃ কংসারিবহুদেবজঃ ॥ বৈরাটে নন্দপত্নী চ যশোদাহজীজনং
 সূতাম্ ॥ পুত্রং চতুর্ভুজং শ্যামং শঙ্খাঙ্ঘ্রীযুধসংযুতম্ ॥ পঙ্কজাশ্রয়ং পদ্মনাভং
 প্রসন্নকমলকণম্ । রমাং চতুর্ভুজং শাস্ত্রং শঙ্খচক্রগদাধরম্ । তদা ক্রন্দি-
 তুমারেভে দৃষ্ট্বা চানকহৃদভিঃ ॥ কংসরাজভয়াং ত্রাহীত্বাচ দেবকী তদা ।
 অভূদাকাশবাণী চ তদ্রৈব সময়েহপি চ । বৈরাটং গচ্ছ বিপ্রেজ্ঞ যত্র নন্দো
 বিবর্দ্ধতে । সূতং দত্তা যশোদায়ৈ সূতাং তস্তাঃ সমানয় ॥ তাং দৃষ্ট্বা
 কংসরাজোহপি সভয়ং চ হনিষ্যতি ॥ তস্ত্র বাক্যং সমাকর্য দ্বিজশ্রেষ্ঠোহতি-
 হুঃখিতঃ । অক্কে কুমারমাদায় বৈরাটান্ভিমুখং বযৌ । যমুনা জলসম্পূর্ণা
 তৎপথে মধ্যবর্তিনী । অতিশ্রোতা মহাবীয়া সূতীক্সা ভয়কারিনী । তাং
 দৃষ্ট্বা তন্তটে স্থিত্বা কুমারমবলোকয়ন্ । বহুদেবোহতিহুঃখার্হো বিলোল-
 চেতনোহভবৎ ॥ কিং কেরামি কং গচ্ছামি বিধিনাত্মপি বঞ্চিতঃ । কণমন্ত
 গমিষ্যামি বৈরাটে নন্দমন্দিরম্ ॥ হরিণা তত্র সানন্দং মায়ায়া বঞ্চিতঃ পিতা ।
 কণমাত্রং তটে স্থিত্বা যমুনামবলোকয়ন্ ॥ তেন দৃষ্ট্বা ততঃ সাপি ক্ষীণা
 জাহ্নবহাভবৎ । শিবারূপেণ গচ্ছন্তী দেবী তু যমুনাঙ্গলে । তাং দৃষ্ট্বা লষ্টচিত্তঃ
 সন্নবলম্ব্য সন্নিজ্জলে । মায়াং কৃদ্বা জগন্নাথঃ পিতুরঙ্কাজ্জলেহপতৎ । তং
 সূতং পতিতং দৃষ্ট্বা সূর্য্যাজাজীবনে দ্বিজঃ । তদা ক্রন্দিতুমারেভে ভালে স
 ব্যহনং করম্ । বিধিনা বৈরিণা হত্র হুঃখিতোহহং প্রবঞ্চিতঃ । ত্রাহি মাং
 জগতাং নাথ পুত্রং দেহি সুরোত্তম । জনকং ক্রন্দিতং দৃষ্ট্বা কংসারিঃ
 রূপয়াবিতঃ । জলক্লীড়াং সমাচর্য পিতুরঙ্কেহবসং পুনঃ ॥ তদা তেন দ্বিজ-
 শ্রেষ্ঠো গতবান্ নন্দমন্দিরম্ । সূতং দত্তা যশোদায়ৈ সূতাং তস্তাঃ সমানয়ৎ ॥
 সূতামক্কে কথমপি গৃহীত্বানকহৃদভিঃ । নিজাগারং স্বয়ং প্রাপ্য পুনঃ
 প্রত্যাগতাং সূতাং । দেবকী চ প্রসূতেতি বার্তা প্রাপ্তা সুরারিণা । আনে-
 তুং প্রেষিতো দূতঃ সূতং হৃদিতং তু বা । আগত্য কংসদূতোহসৌ সূতাং

নেতৃ প্রচক্ষণে । বলাদ্বাং সমাক্রম্য দেবকীবিন্দেবয়োঃ । কংসদূতো
গৃহীত্বা তাং কংসাদ্যাদর্শয়ৎ পুনঃ । তাং দৃষ্ট্বা কংসরাজোহপি সভায়োহন্ধু-
রাসদঃ ॥ তপ্তকাক্ষনবর্ণাভাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং । দৃষ্ট্বা কংসো বিহতশ্রীং
বিহ্বলশ্রুতিশোচনাম্ । আদিদেশাসুরশ্রেষ্ঠো বধং নীত্বা শীলোপরি ।
অজ্ঞাং লব্ধ্বাসুরাস্ত্রস্ত নিষ্পেষ্টুং তাং প্রবর্তিতাঃ । বিহ্বলপথরা গৌরী
জগাম শঙ্করাস্তিকম্ । অস্তরীক্ষে ক্ষণং স্থিত্বা সুরারিণ প্রাহ পার্কীতী ॥ হস্তং
দ্বাং গোবুলে জাতঃ কেশবঃ সুরপালকঃ । তত্র তিষ্ঠন্ জগন্নাথঃ কংসারিঃ
সুরকৃত্যকুৎ । ক্রীড়িত্বা বলভাবেন কংসধ্বংসমনা হি সঃ ॥ প্রাপ্তমাত্রেণ
তঃ কংসং জঘান জগদীশ্বরঃ । এতন্তে কণিতং রাজন্ বিষ্ণোজ্জন্মদিনব্রতম্ ।
য ইদং কুরুতে ভক্ত্যা যা চ নারী হরেব্রতম্ । প্রাপ্তোত্যৈশ্বৰ্য্যমতুলমিহ
লোকে যথোচিতম্ । অস্তকালে হরেঃ স্থানং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

ইতি ভবিষ্যপুরণে বশিষ্ঠদিলীপসংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মাত্মীভ্রতকথা সমাপ্তা ।

সমাপনমন্তঃ—ওঁ ভূতায় ভূতেশ্বরায় ভূতপত্যে ভূতসম্ভবায় গোবিন্দায়
নমো নমঃ ॥ পারগমন্তঃ—ওঁ সর্বায় সর্বেশ্বরায় সর্বপত্যে সর্বসম্ভবায়
গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

শিবরাত্রিভ্রতকথা

(পূজাপদ্ধতি ২০০ পৃষ্ঠা দেখ)

পুরা কৈলাসশিখরে সর্বরত্নবিভূষিতে । দেবদানবগন্ধর্বসিদ্ধচারণসেবিতে !
অম্পরোভিঃ পরিবৃতে নৃত্যশ্রীতিরিতন্ততঃ । সর্বদুঃকৃশ্মাকীর্ণে সর্বদুঃকল-
শোভিতে ॥ স্থিরচ্ছায়াভ্রমাকীর্ণে সন্তানকবনাবৃতে । পারিজাতপ্রশ্ননোথ-
গন্ধামোদিতদিহুমুখে । অকংশগঙ্গাসলিলতরঙ্গগগনাদিতে । ত্রৈলোক্য-
ললিতৈশ্চার্যমরুত্ভিরূপবীজিতে । ব্রহ্মবিবদনোদ্ভূত-বেদধ্বনিনির্নাদিতে । উবাস
সুচিস্রং শ্রীতো ভবো গিরিজয়া সহ । স্মৃথোষিতা কদাচিত্তু দেবী পপ্রচ্ছ
শঙ্করম্ ॥ দেবুবাচ । কর্ণণা কেন ভগবন্ ব্রতেন তপসাপি বা । ধর্ম্মার্থ-

কামমোক্ষণাং হেতুস্বয়ং পরিতুয্যসি ॥ ইতি দেব্যা বচঃ শ্রদ্ধা ভগবান্
 শব্দরোহিত্রবীৎ ॥ ঈভগবানুবাচ । ফলভূতেন কৃষ্ণপক্ষস্য বা তিথিঃ
 শ্রাদ্ধতুর্দশী । তস্য্যাং যা তামনী রাত্রিঃ সোচ্যতে শিবরাত্রিকা ।
 তত্রোপবাসং কুর্য্যাদঃ প্রসাদয়তি মাং ধ্রুবম্ । ন স্নানেন ন বস্ত্ৰেণ ন ধূপেন
 ন চার্কর্য্য ॥ তুয্যামি ন তথা পুষ্পৈর্ঘণা তত্রোপবাসতঃ । ত্রয়োদশ্যাং কৃতান্নানো
 ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ । নিরামিষং হবিষ্যং বা সৰুদ্ ভুঞ্জীত নান্নথা ॥ মন্মথ
 সংস্রবন্ রাত্রৌ শয়িতঃ স্থণ্ডিলে কুশে । রাত্রিশেষে সমুথ্য কুর্য্যানাবশ্যকং
 ততঃ । সঙ্ক্যামুপাশ্র বিধিবদ্ বিশ্বপত্রাণ্যপার্ক্যয়েৎ ॥ ততো নিত্যক্রিয়াং কৃৎস্না
 সঙ্ক্যাক্ষোপাশ্র পশ্চিমম্ । নত্বাদৌ স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাবরে চরে ॥
 বিষপট্টৈর্বিমুক্ত্যাথ লিঙ্গপীঠং প্রযত্নতঃ । একতঃ সৰ্ব্বপুষ্পং স্ত্র্যাং বিষপত্রং
 তথৈকতঃ । মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ স্বর্ণপুষ্পাদিভিস্তথা ॥ ন তথা জায়তে
 প্রীতির্বিষপত্রৈর্ঘণা মম । দুগ্ধেন প্রথমং স্নানং দগ্না চৈব দ্বিতীয়কম্ । তৃতীয়ে
 চ তথাঙ্গেন চতুর্থং মধুনা তথা । পঞ্চরাত্রবিধানেন মূলমঙ্গলং চৈব হি ।
 পুঞ্জয়েন্মাং সমা ভক্ত্যা নৃত্যগীতাদিভিস্তথা । অপরেদ্র্যস্ততো বিপ্রান্ মম
 কৃতান্ শুচিহতান্ । ভোজয়িত্বা তথাভ্যর্চ্য পারণং স্বয়ম্ভাচরেৎ ।
 এবমেতদ্বৃত্তং দেবি মম প্রীতিকরং পরম্ । যজ্ঞদানতপাংসাম্য কলাং
 নাইস্তি যোড়শীম্ । এতদ্ব্রতপ্রভাবেণ গাণপত্যমবাগ্নুয়াৎ । সপ্তদীপেশ্বরঃ
 পৃথ্যাং জায়তে কামচারবান্ ॥ তিথেরস্তাশ্চ মাহাত্ম্যাং বাচ্যমানং মগ্না
 শৃণু । অস্তি বারাগসী নাম পুরী সৰ্ব্বভুগৈর্যুতা ॥ ব্যাধস্তত্রাবসদেবারঃ
 সৰ্ব্বদা প্রাণিহিংসকঃ । খর্ব্বঃ কৃষ্ণবপুঃ ক্রুরঃ পিঙ্গাক্ষঃ পিঙ্গকেশরঃ ।
 বাণ্ডরাপাশল্যাদিপ্রপূরিতগৃহাস্তরঃ । স একদা বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্
 পশুন্ । মাংসভারং বহন্ গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুত্ততঃ । সোহসমর্থস্ত তৎ
 ভারং বোদ্ধুং শ্রান্তো বনান্তরে । বিশ্রামহেতোঃ স্থত্বাপ মূলে বৈ কস্ত-
 চিহ্নরোঃ ॥ অথাস্তমগনং সূর্য্যো নিশা-ভূং স্তভয়প্রদা । তত উথায়
 গোহপশুস্ব কিঞ্চিতিমিরাবৃত্ত ॥ হস্তাধ্ববশান্তত্র বৃক্ষে শ্রীফলসংজ্ঞকে ।

লতাপাশৈর্কর্কহবিধৈর্ধাংসভারং ববন্ধ সঃ ॥ তমেব বৃক্ষকোত্তমৌ মূলে
 স্থাপদভীষিতঃ । নীতার্ক্তশ্চ ক্ষুধার্ক্তশ্চ কম্পাযিতকলেবরঃ ॥ জজাগার
 তদা রাত্রৌ প্লুতো নীহারবারিণা । দৈবঘোষাগচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি
 মামকম্ । শিবরাত্রিতিথিঃ সা চ নীরাহারশ্চ লুন্ধকঃ । অথ তদেহসংসর্গী
 হিমপাতে মমোপরি । যজ্ঞে তদা বরারোহে ভগ্নপত্রচ্যুতিঃ কৃণাৎ ।
 তস্ত তেনৈব ভাবেন মম তোষো মহানভূৎ । তিথিমাহাঅ্যাতো দেবি
 বিশ্বপত্রস্ত চেশ্বরি ॥ ন হ্রানং ন তথা পূজা ন নৈবেদ্যাদিসম্ভবঃ ॥ তথাপি
 তিথিমাহাঅ্যাতং তত্র মেহর্চ্চা মহাফলা ॥ অথ প্রভাতে বিমলে গতোহসৌ
 নিজমন্দিরম্ । কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতস্তমভাগাৎ ॥ বন্ধুকামস্ত ৩৭
 দূতং পাশেন বিবিধেন চ । পুরুষো বারয়ামাস মদীয়ো মন্নিয়োগতঃ ।
 অণোভয়োব্যর্ধিহেতোঃ কলহঃ স্মৃষ্টানভূৎ । তথাহতো মদীয়েন দূতেন
 যমদূতকঃ ॥ যমং সমানয়ামাস মংপুরদ্বারমুজ্জলম্ । দৃষ্ট্বা চ নন্দিনং তত্র সর্কী-
 মকথয়ং কথাম্ । ব্যাধস্ত চ কুরুক্ষ্মত্বং যাবজ্জীবং তমব্রবীৎ । তচ্ছ ত্বা তস্য
 সর্কীক্সো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ । ব্যাধস্য তদ্দিনে কর্ম শ্রাবয়ামাস তং যমম্ ।
 এবমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং দুরাশ্রবান্ ॥ পাপমেবাকরোহ্যাপো ধর্মরাজ-
 স্তথাপ্যসৌ । শিবরাত্রিপ্রভাবেণ নীতঃ সর্কেশসম্মিধিন্ । গ্রহোহসৌ
 বিস্ময়াবিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনং যমঃ । দূতান্বিতো যযৌ গেহং স্বকীয়ং
 শিবভাবতঃ । এবমস্ত প্রভাবং হি ব্রতস্ত বরবর্ণিনি । অবোচৎ তব
 ভাবেন কিমন্তং কথয়ামি তে ॥ তচ্ছ ত্বা ভগবদ্বাক্যং বিস্মিতা হিমশৈলজা ।
 প্রশশংস তদৈবৈতৎ শিবরাত্রিব্রতং সদা ॥ বান্ধবেভ্যোহপকথয়দ্ ব্রতমেতৎ
 পতিব্রতা । তৈশ্চাপি কণিতং পৃথ্যাং প্রকাশমুপপাদিতম্ ॥ ভূতেশ্বরাদিহ
 পরোহস্তি ন পূজনীয়ো, নৈবাস্থমেধসদৃশঃ ক্রতুরস্তি লোকে । গন্ধাসমং
 ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি, নাশ্রয়ন্তং হি শিবরাত্রিসমং
 তথাস্তি ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তা শিবরাত্রিব্রতকথা সমাপ্তা ।

পারগমন্ত্র:—ও সংসারক্লেদশঙ্কস্য ব্রতেনানেন শকর । প্রসীদ স্নুখো
নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥

আরণ্যযজ্ঞী ব্রত

নিয়ম ।—মুখ্যচান্দ্র জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লযজ্ঞীকে আরণ্যযজ্ঞী কহে । এই যজ্ঞীতে জীগণ তালবৃন্ত হস্তে লইয়া অরণ্যপ্রান্তে গমনপূর্বক বিদ্যাবাসিনী যজ্ঞদেবীর আরাধনা করিয়া ফলমূলাদি সেবন করিলে সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে । স্বর্ণ বা চন্দন দ্বারা যজ্ঞদেবীর প্রতিকৃতি নির্মাণ করিতে হয় । দেশবিশেষে তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারাও প্রতিমূর্তি নির্মিত হইয়া থাকে ।

পূজা প্রয়োগ যথা,—পুরোহিত আসনোবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্বক স্তুতিবাচন করিয়া “স্ব্যঃ সোম” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সঙ্কর করিবেন । যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্রে পক্ষে যজ্ঞাস্তিথৌ
অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীমত্যা অমুকীদেব্যাঃ শুভসমুত্তিপ্ৰাপ্তিকামঃ গণপত্যাঙ্গি-
নানাদেবতাপূজাপূর্বকবিদ্যাবাসিনীস্বন্দযজ্ঞীপূজনকর্থাং করিষ্যামি ।”

এইপ্রকার সঙ্কর করিয়া সূক্ত পাঠপূর্বক সামান্ত্রাৰ্য্য স্থাপন, আসন-
স্তম্ভ ও ভূতস্তম্ভাদি করিয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি
নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল ও মংগ্লাদি দশাবতার প্রভৃতি দেবতাগণের
পূজাপূর্বক করতাস ও অঙ্গস্তাস করিয়া স্বন্দযজ্ঞীর ধ্যান করিবেন ।
মন্ত্র যথা,—

“ও বিভূজাং যুবতীং যজ্ঞীং বরাভয়যুতাং শ্রব্রেৎ । গৌরবর্ণাং মহাদেবীং
নানালঙ্কারভূষিতাম্ ॥ দিব্য-বস্ত্রপরীধানাং বামক্ৰোড়ে সপুত্রিকাম্ ।
প্রসন্নবদনাং নিত্যং জগদ্ধাত্রীং স্নুখপ্রদাম্ ॥ সর্বলক্ষণসম্পন্নাং
পীনোরতপয়োধরাম্ । এবং ধ্যারেং স্বন্দযজ্ঞীং সর্বদা বিদ্যাবাসিনীম্ ॥”

এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে অর্চনাপূর্বক বিশেষাৰ্য্য

স্থাপনানন্তর পুনর্বার ধ্যান করিয়া—“ও বিদ্যাবাসিন্তে স্বস্ত্যস্তো নমঃ”
এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা সমাপন করিয়া প্রণাম করিবেন। প্রণাম
মন্ত্র, যথা—

“ও জয় দেবি জগদ্ব্যাক্তিগদানন্দকারিণি। প্রসীদ মন কল্যাণি
নমস্তে যষ্টীদেবতে ॥”

অতঃপর ব্রতকারিণীকে কথা শ্রবণ করাইবেন। ব্রত কথা শ্রবণানন্তর
দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া বৈষ্ণব্য প্রশমনার্থ বিষ্ণু স্মরণ করিবেন।

ব্রতকথা

সাধোঃ সমুদ্ভসেনস্ত সর্বাবরবশোভনা। হুহিতা স্মনানাম্যৌ শুবতী সা
বভূব হ ॥ সাধোহিণ্যরাজস্ত সূতায়ৈনাং দদৌ পিতা। বিদুষে স্বর্ণরাজ্যম
স্বধর্মনিরতায় চ ॥ ততো নাবৎ সমাকৃহু বাণিজ্যার্থং গতৌ হি সঃ।
ততঃ স্বশ্রমশ্রুররোরন্ত্রেযাং সাপি চাপ্রিয়া ॥ বহুভিনন্দ্যমানা চ করোদাতীব
দুঃখিতা। সম্মার যষ্টিকাং দেবীং সর্ষদা স্মননা তথা ॥ প্রসীদ বরদে
দেবি নমস্তে মাতরম্বিকে ॥ ততোহতিক্রপন্নাবিষ্টা দেবী ভগবতী তদা।
বুদ্ধাং তস্মৎ সমাপ্রিত্য পুরতঃ সংস্থিতাব্রবীৎ ॥ দেব্যাচ।—কুঃ পুত্রি ব্রতং
যষ্ঠ্যাঃ সর্ষদা কামদায়কম্। জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে যষ্ঠ্যাং বনসমীপতঃ ॥
সুবর্ণপ্রতিমাং যষ্ঠ্যাঃ কৃদ্বা বা চন্দনাস্থিকাম্। পূজয়েদগুরুপুষ্পাঙ্কৈশ্চতুর্ভোজে
চ মণ্ডলে ॥ ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্নানাকলসমম্বিতৈঃ। চন্দনাগুরুতাম্বুদৈ-
র্যন্তকৈশ্চ প্রপূজয়েৎ ॥ স্কন্দস্ত জননীং দেবীং মন্ত্রোণানেন স্মরতে। ওঁ
ধাত্রী ত্বং কার্ত্তিকেরস্ত মহাবীজীতি বিশ্রুতা ॥ ত্বৎপ্রসাদাদহং দেবি
প্রাপ্নুয়াং বুদ্ধিমুক্তমাধ। রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি
মে ॥ পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ষান্ কামাংশ্চ দেহি মে ॥ তদা ভগবতী
দেবী সর্ষাতীষ্টপ্রভাবৎ ॥ ইত্যুক্তা সা মহাদেবী তদ্রৈবাস্তহিতাত্তবৎ।
উপদেশবশাত্তম্যাস্ক্রে সা ব্রতমুক্তমম ॥ তৎপ্রসাদাক্ষনৈর্দীপ্তৈঃ স্বর্ণরজা-

দিতিস্তথা । পুত্রৈঃ পরিবৃত্তা সাধ্বী ভাতি ত্রীবিব রূপিণী ॥ তস্যা
 জ্যেষ্ঠসুতস্যাধো ধর্মরাজস্য চান্দনা । বঠৈ যৎ সমুপভুতং রত্নপুষ্পফলাদি-
 কম্ ॥ তদগ্রভাগং ভুঞ্জনা শ্রবসং পাপচারিণী । ততঃ কোপপরা যষ্টী
 শশাটৈনাং সূত্রঃখিতা । ভূত্বা ভূত্বা বিনশ্যন্ত পুত্রান্তে মম কোপতঃ ॥
 ততো বিদ্যাধরঃ পূর্বং কার্ত্তিকেয়েন ধীমতা । শশোবৈ সপ্তকৃত্তন্ত
 নিবাসায় চ মাহুবে ॥ প্রত্যাদেশান্তু যষ্ঠ্যাশ্চ তস্যাং জাতোহভবৎ
 স্বয়ম্ । ষড়্গর্ভজাতমাত্রোহসৌ প্রাণাংস্ত্যক্তা তু গচ্ছতি ॥ সা চাপমানিতা
 সর্ষের্বাক্ষবশৈ নিরাকুতা । গুর্জিণী চাতিদ্রুখার্ত্তা বিবেশ গহনং বনম্ ॥
 তস্যাঃ শ্বশ্রুঃ সদা যষ্টীং ফলপুষ্পাদিদীপকৈঃ । নপুংগাং জীবনার্থায় পুঞ্জয়েৎ
 প্রযতাস্বিকা ॥ অদ্রে রূপতাকায়ান্তু দাবানলসমীপতঃ । সুষুবে সা চ
 তষঙ্গী সূতং বৈ কামরূপিণম্ ॥ ততঃ স রূপয়াবিষ্টো মাতুঃ স্মরতি দ্রুখিতঃ ।
 কথমেনামনাগাঞ্চ সদা প্রসবদ্রুখিতাম্ ॥ নিদ্রয়াপহৃতজ্ঞানাং ত্যক্তা
 গচ্ছামি মাতরম্ । বনস্থাং দশমাশাংশ্চ ত্রিরমানোহনয়া ধ্রুবম্ ॥
 এতস্মিন্নন্তরে কালে বিদ্যার্থ্যঃ সমাগতাঃ । ভাবিতো বামনয়না উচুর্বিদ্যা-
 ধরং প্রতি ॥ উত্তিষ্ঠ নাথ গচ্ছামঃ স্বস্থানং কমলালয়ম্ । কথমস্মান্
 পরিত্যজ্য তিষ্ঠসি ত্বমিরংক্ষণম্ ॥ বিদ্যাধর উবাচ ।—ইয়ং মে জনয়িত্রী
 হি সদ্যঃ প্রসবদ্রুখিতা । বিশেষতো বনস্থা চ বহুভিষ্ঠ বিবর্জিতা ॥
 ত্যক্তৈনাং সুখসম্পত্তিনেহাহুত্র চ বিদাতে । কৃতানি মে পুরাণানি চেতি-
 হাসানি বৈ ত্রিযাঃ । অনাথাং মাতরং পুত্রন্ত্যজেনদনপরাধিতঃ । স যাতি নরকং
 পাপী নিশ্চিতং ধর্মশাসনাং ॥ গর্ভধারণপোষাভ্যাং জননী হৃদিকা গুরুঃ ।
 দোষযুক্তো গুরুন্ত্যাজ্যঃ পিতা ভ্রাতা চ বাক্ষবঃ ॥ মাতরং ভগিনীঞ্চাপি
 সদোষামপি ন ত্যজেৎ ॥ মাতরং কপিলাঞ্চাপি যশ্চ কুর্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ।
 প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন সপ্তদীপা বসুন্ধরা ॥ গচ্ছধ্বং হি মহাতাগা আশ্রমং
 দেবনিশ্চিতম্ । শীঘ্রং সমাগমিষ্যামি ছলমাপ্রিত্য কক্ষন ॥ নৃত্যগীতৈশ্চ
 মৈত্রৈশ্চ পিতা মাং ন নয়েদ্ যদি । সামাগমং তদা বিদ্ধি নিশ্চিতং

স্বরযোষিতঃ ॥ নার্য উচুঃ।—যদ্যেতদপি কুবর্ষীত কৰ্তব্যং কিং ত্বয়া
 প্রভো ॥ বিদ্যাধর উবাচ।—গন্ধপুষ্পফলৈঃ যজীং পিতা ন
 পূজয়েদ্ যদি। তদা সমাগমিষ্যামি যজীজাগরবাসরে ॥
 ব্রাহ্মণানাঞ্চ নির্যোষৈর্কেদধ্বনিপুরঃসরৈঃ। ন পূজয়েদ্বধা যজীং তদা
 বাস্যাম্যহং পুনঃ ॥ নার্য উচুঃ।—যদ্যেতদপি কুবর্ষীত কৰ্তব্যং কিং
 ত্বয়া প্রভো। তস্মাৎকং বদ চান্মাকং গমনস্যাপ্যুপায়কম্ ॥ বিদ্যাধর
 উবাচ।—নামান্নপ্রাশনে চৈব বীণাবাদিত্বনিশ্বনৈঃ। নটনক্ককশকৈশ্চ
 নানন্দং কুরুতে যদি ॥ গোবিন্দেতি সমাহ্বানং পিতা ন কুরুতে যম।
 তদা সমাগমিষ্যামি নিশ্চিতং স্বরযোষিতঃ ॥ নার্য উচুঃ।—যদ্যেতদপি
 কুবর্ষীত কৰ্তব্যং কিং ত্বয়া প্রভো ॥ বিদ্যাধর উবাচ।—রাজ-নাপিত-
 কেশাংশ্চ চূড়য়াঃ করণে যম। কুরেণ চ লবিষ্যামিস মে পাদে পতেদ্
 যদি ॥ পুটিচট্টৌ সমাদায় ছত্রধারী চ ভক্তিমান্। তথাহি প্রতিবাসিষ্ঠাঃ
 কুয়াণ্ডবিটপঞ্চ যৎ ॥ সহস্রফলসংযুক্তং লবিষ্যামি ন সংশয়ঃ। সাপি
 বজ্রযুগং দত্তা মংপাদেষু চ হর্ষিতা। যদা হুমাবসীযুক্তো ভবেদ্বারঃ কুজশ্চ চ।
 বক্তব্যং তত্র মে তৈলমপকুষ্ঠং প্রদীয়তাম্ ॥ সদগ্ধবীনাং রুচ্যন্নং ভোজনার্থঞ্চ
 দেহি মে। বারতিথ্যাংশ্চ সংযোগে দোষো বৈ জায়তে মহান্ ॥
 ইত্যাকলয জননী যদ্যভীষ্টং প্রদাস্যতি। তদা কিল বিবাহস্য সময়ে
 সুখচন্দ্রিকে ॥ প্রার্থনীয়ং পানপাত্রং পক্কাটাজলপূর্ণকম্। মক্ষিকাপক্ষ-
 রচিতং ব্যজনং সোদনং দধি ॥ দাদশাকস্য পানীয়ং প্রাপ্নোতি যদি
 তৎক্ষণাৎ। জ্যেষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে যষ্ঠ্যাং যজীং ন পূজয়েৎ ॥
 মধ্যাহ্নে চ দিনে স্থিত্বা সমাহ্বানং করিষ্যসি। যুগ্মধাকবশাদেব
 গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ। ইত্যুক্তা প্রেষয়ামাস স্বস্থানং স্বরযোষিতঃ।
 কোপিনীনাং তদা তাসাং কৈলাসং প্রতি সত্বরম্ ॥ গচ্ছন্তীনাঙ্চ
 কস্যাশ্চিৎ পতিতং হস্তকঙ্কণম্। সা তত্র প্রসবিজী চ মুখ্যায় নিদ্রয়া যুতা।
 অপশ্যচ্চকুরুন্মীলা পুরতো হস্তকঙ্কণম্। সমাদায় তদাদ্রাক্ষীদেবেভ্যো

ব্রজকামরান্ ॥ তাহুবাচ তদা সা তু শৃণুতৈধোবিদারকাঃ । অহং
 হিরণ্যরাজস্য জ্যেষ্ঠপুত্রস্ত চাক্ষনা ॥ বনে মহতি গম্ভীরে জীবৎপুত্রা
 বসাম্যহম্ । জ্ঞাপিতব্যো ভবন্তিচ মংস্বামী লোকবেষ্টিতঃ । যথা
 নয়তি মাং ক্রিপ্রং নৃত্যগীতাদিবাদনৈঃ । ততন্তে জ্ঞাপিতঃ স্বামী সামান্যাতো
 মলৈবুতঃ ॥ আদায় পত্নীং পুত্রঞ্চ জগাম স্বগৃহং পুনঃ । ততঃ প্রভৃতি
 তৎশ্রদ্ধা বিশ্বতো মাংপুত্রকো ॥ হারয়ামাস তদ্ব্যং, যষ্ঠীং পূজয়িতুং
 ততঃ । অথ বঠেহহি সায়াহ্নে গন্ধপুষ্পফলাদিভিঃ ॥ মণি-মণিক্য-
 রত্নাদৌর্ধ্বপদীপৈশ্চ যষ্টিকাম্ । পূজিতা চাহ বণিজং বরং বরয় সূত্রত ॥
 সাধুকবাচ—জীবৎসা চ ভাৰ্য্যা মে ভবতীতি ময়া ব্রতম্ । এবমস্থিতি
 সা দেবী উক্তা চাস্তহিতাভবৎ ॥ নামান্নপ্রাশনে চৈব কৃততত্ত্ব মহোৎসবঃ ।
 গোবিন্দেতি চ নামান্ত কৃতং পিত্রা মহাত্মনা ॥ ততো নাপিতসেবাঞ্চ
 ব্রততান্তুলবজ্রকৈঃ । কৃত্বা পঞ্চপলং স্বর্ণং দত্ত্বা তৎপাদসন্নিধৌ ॥ উবাচ
 পতিতঃ সাধুনাপিতং শৃণু মে বচঃ । যদি মহং দদাসি ত্বং পুত্রং পুত্রী
 ভবাম্যহম্ ॥ স মে বিদ্যাধরঃ পুত্রশ্চলনার্থমিহাগতঃ । চূড়ান্তে ভবতঃ
 কেশাঙ্গবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ পটচট্টৌ সমাদায় ভবান্ পাদে পতেদ্বদি ।
 তদা তিষ্ঠতি মে পুত্রঃ পুত্রভিক্ষাং দদম্ মে ॥ নাপিতশ্রামৃত্যা চ
 কৃতচূড়া যথাবিধি । ততঃ স্বর্ণপলং দত্ত্বা প্রার্থিতা প্রতিবাসিনী ॥
 কুম্ভাণ্ডবিটপে চ্ছিন্নে পাদয়োঃ পতিয্যাসি । কিয়ংকালে তথাচ্ছিন্নে
 গৃহীত্বা বাসসী কিল ॥ পতিতে পাদয়োঃ চান্তে বিশ্বতোহসৌ মহাবলঃ ।
 কুজবারেণ্যমায়াক্ষ যদভীষ্টং দদৌ পিতা ॥ বিবাহে চ তথা পাত্রং
 পৰ্বটাজলপূরিতম্ । মক্ষিকাপক্ষরচিতং ব্যজনং সোদনং দধি ॥ দ্বাদশাক্ষ
 পানীয়ং প্রার্থিতং প্রাপ্য তৎক্ষণাৎ । জ্যেষ্ঠে মাসি ততঃ যষ্ঠীং ন চৈবার্কয়তে
 যদি ॥ যষ্ঠ্যাঞ্চৈব ময়াবশ্যং গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ । ইতি সন্ধিস্ত্য মনসা
 স্থিতোহসৌ গমনোৎসুকঃ ॥ ততঃ যষ্ঠ্যাক্ষ শুক্লয়াং ধূপদীপফলাদিভিঃ ।
 মাতা যষ্টীঞ্চ সম্পূজ্য প্রার্থয়েৎ সূতমঙ্গলম্ ॥ যত্র যাতি কুমারোহসৌ তত্র

সাপ্যঙ্গগচ্ছতি । অথ মধ্যাহ্নকালে চ বিদ্যাধৰ্ম্যঃ সমাগতাঃ ॥ গোবিন্দেতি সমাহ্বানং চকুরাকাশসংস্থিতাঃ । তাদাং বাক্যবশাদেব গচ্ছন্তং সুর-
যোবিতম্ ॥ ততো মাতা সমাদায় পুত্রঞ্চোদমুবাচ হ । অনাথাং মাতরং
ত্যাঙ্কা বালাকৈব তথা বধূম্ । গচ্ছতো নৈব ধর্ম্মোহসৌ বিনা চ পিতুরাজ্ঞয়া ।
ধর্ম্মং বিলজ্জ্য গন্তুং হি যদি তে নিশ্চিতং মনঃ । কল্লণঞ্চ গৃহাণেদং
মনঃ প্রাণাংশ্চ তৎপরম্ ॥ ইতি মাতৃবচঃ শ্রুত্বা তাসাং সম্বোধনং
কৃতম্ ॥ যথাকালং গমিষ্যামি কিয়ৎকালমপেক্ষ্যতাম্ । মাতুরাজ্ঞাং
সমানীয় গৃহং প্রতি নিবর্ত্তিতম্ ॥ য ইদং শৃণ্বাস্তক্ত্যা বষ্ঠাখ্যানং
পুরাতনম্ । শীঘ্রং স হি সূতং প্রাপ্য প্রয়াতি পরমাং গতিম্ ॥
ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তারণ্যবষ্টীব্রতকথা সমাপ্তা ।

মঙ্গলচণ্ডিকা ব্রত

জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতি মঙ্গলবারে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয় । ষোলটি
সুপারি, ষোলটি কাঁটালের পাতা, আত্র, তণ্ডুল, দুর্বা ও ফল সমস্তই
ষোলটি করিয়া দিতে হয় । ব্রতকারিণীগণ সেই দিবস দেবী-প্রসাদ
চিপিটকাদি ভক্ষণ করিয়া থাকিবেন ।

পূজাবিধি।—পুরোহিত শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক
সঙ্গম করিবেন । যথা,—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমৃকে মাসি অমৃকে
পক্ষে অমৃকতির্থে অমৃকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমৃকীদেব্যা ধনধান্যসমৃদ্ধি-প্রাপ্তিকামঃ
গণপত্যাदि-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং মঙ্গলচণ্ডিকা-পূজাকর্মাংসং করিষ্যামি ।”
পরে সূক্ত পাঠ করিয়া ঘটস্থাপন করিবেন । অতঃপর ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া
গণেশাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও অংগ্রাদি
দশাবতার প্রভৃতি দেবতাগণের পূজাপূর্ব্বক “হ্রীং” বীজ দ্বারা করাজ্ঞাস
করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান করিবেন । যথা,—“ওঁ যৈষা ললিতকাস্তাখ্যা
দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা, বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভূজা গৌরদেহিকা । রক্তপদ্মাসনস্থা

চ যুক্তোজ্জলমণ্ডিতা । রক্তকৌশেয়বস্ত্রা চ স্নিতবস্ত্রা । শুভাননা ।
নবযৌবনসম্পন্ন চার্ককী ললিতপ্রভা ।” এইরূপে ধ্যান করিয়া হস্তস্থ
পুষ্প নিজের মস্তকে স্থাপন করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্বক পুনরায়
ধ্যান করিয়া আবাহন করত “এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং মঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ নমঃ”
বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন । অনন্তর “হ্রীং” মন্ত্রে প্রাণায়াম
ও যথাশক্তি জপ করত—“ওঁ শুভ্রাতিশুভ্রগোপ্ত্রী স্বঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে
জপসমর্পণ পূর্বক—“ওঁ ললিতকাস্ত্রায়ৈ নমঃ, ওঁ দিবাকরবাসিন্যৈ নমঃ”
মন্ত্রে পূজা করিয়া কথা শ্রবণ করাইবেন । অন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ
প্রভৃতি করিবেন ।

ব্রতকথা

বনবাসগতো রাজা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ । ভ্রাতৃতিঃ সহিতঃ সর্কেন্নরদেন
সমাবৃতঃ ॥ যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদ উবাচ ।—আসীৎ সত্যযুগে রাজা
অঙ্গো নাম মহাতপাঃ । তস্তাপি মহিষী নাম্নী সুনীতিঃ স্ত্রব্রতাভবৎ ॥
সর্কেন্নরদস্যমায়ুক্তশ্চান্দ্রদেশাধিপো নৃপঃ । অপত্যং নাস্তি তস্যাপি তদুৎথেন
চ হুঃখিতঃ ॥ আন্তে সিংহাসনে রাজা পাত্রমিত্রসমম্বিতঃ । শৃংখানা-
কথাশ্চাপি মুনিভিষ্চ সমম্বিতঃ ॥ এবং শৃণোতি রাজাসাবহং তত্র
সমাগতঃ । বীণাপাণিঃ স্বয়ং গায়ন্ কৃষ্ণগানং সতুষ্করঃ ॥ জয়ো
জয়োহস্ত শব্দেন রাজ্ঞে চাশীঃ কৃতা তদা । স চ রাজা মহাভাগো নারদং
সমুপাগতম্ ॥ দৃষ্ট্বা তং পূজয়ামাস মধুপর্কাদিভিস্তথা । স্বাগতঞ্চ মহাবাহো
দেবানামপি হর্ষভন্ম ॥ সর্কং জানাসি বিপ্রর্ষে ভাগ্যেন সমুপাগতঃ ।
কিন্তু পৃচ্ছামি মদুৎথং পুত্রো যেন ভবেৎ কথম্ ॥ রাজ্ঞোহপি তদ্বচঃ
শ্রুত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ । শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যতন্তে মঙ্গলং ভবেৎ ॥
জয়চণ্ডীং পূজয়স্ব ভার্যয়া সহিতঃ সদা । পূজিতা সা মহাভাগা তুভ্যং
পুত্রং প্রদাস্যতি ॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টো রাজা স ভার্যয়া ।
ভূয়ঃ প্রপচ্ছ দেবর্ষিং তক্তিভাবসমম্বিতঃ ॥ রাজোবাচ ।—জয়চণ্ডী মহামায়া

বা স্বয়ং কথিতা মম । তস্যাঃ পূজাং ন জানামি কথয়স্ব মহামুনে ॥ ক
 মাসে বাসরে কাপি তস্যাঃ পূজাং করিষ্যতি । কো মন্তঃ কো বিধিচাপি
 কিং ঐব্যং পূজনে ভবেৎ । শ্রদ্ধা চ নারদো বাক্যং রাজানং প্রতীচাবীৎ ॥
 নারদ উবাচ ।—এতদ্ব্রতং প্রবক্ষ্যামি শৃণুহুঃ সুসমাহিতঃ । জ্যৈষ্ঠে মাসি
 শুভে কালে ব্রতারণ্যং করিষ্যতি ॥ ভাৰ্য্যা সহিতো রাজন্ বায়ে
 মঙ্গলসংজ্ঞকে । বিশেষেণাপি নার্য্যাশ্চ ব্রতমেতৎ শুভপ্রদম্ ॥ নার্য্যো
 বতং করিষ্যন্তি যাবৎ প্রাণস্য ধারণম্ । দ্রব্যধাণস্য প্রবক্ষ্যামি পূজাধাপি
 বিশেষতঃ ॥ পনসস্ত চ পত্রানি শুবাকস্ত ফলানি চ । আশ্রিতপ্লদূর্কাশ্চ সর্কাসঃ
 ষোড়শ ষোড়শ ॥ নানাবিধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ বস্ত্রযজ্ঞোপবীতকৈঃ । ধ্যানেন
 চাগমোক্তেন পূজয়েজ্জয়চণ্ডিকাম্ ॥ নৈবেদ্যঞ্চ ততো দত্তাত্তাধ্বলং ষড়্-
 গুণাধিতম্ । প্রার্থয়েচ্চ ততো দেবীং নারী ভক্তিসমন্বিতা ॥ জয়চণ্ডি
 মহামায়ে ত্রৈলোক্যজননি শিবে । সিদ্ধিং কুরু মহামায়ে নমস্তে হরবল্লভে ॥
 পুত্রং দেহি ধনং দেহি ভাগ্যং মে দেহি সর্কদা । ক্ষমস্ব চাপরাধং মে
 নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ এবং স্তব্ধা ততো দেবীং নমস্কৃত্য পুনঃ
 পুনঃ । ব্রতিগণং নমস্কৃত্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥ অৰ্দ্ধং বিপ্রায়
 দাতব্যং স্বয়ং ভুঞ্জীত নাত্থা । আত্মাণাং পনসানাঞ্চ সুপকানি ফলানি
 চ ॥ অথবা পৃথু-লড্ডুকান্ ষড়্গুণান্ দধিমিশ্রিতান্ । বিপ্রৈভ্যো
 দক্ষিণাং দত্ত্বা তৎকালং শ্রাবয়েৎ কথাম্ ॥ নারদস্ত বচঃ শ্রদ্ধা স রাজা
 হৃষ্টমানসঃ । ভাৰ্য্যাং প্রাহ ব্রতং সৰ্বং নারদেনৈরিতং বচঃ ॥ সুনীতিঃ
 প্রাঞ্জলিচাপি রাজানং বাক্যমব্রবীৎ । এতদ্ব্রতং করিষ্যামি যদি চাজ্জা
 ভবেত্তব । রাজা প্রাহ ততো ভাৰ্য্যাং ক্রিয়তাং ব্রতমুত্তমম্ । ভৰ্ত্তুরাজ্ঞাং
 পুরস্কৃত্য নারদস্য বচস্তদা ॥ সুনীতিঃ স্বামি-সুভগা প্রাকরোদ ব্রতমুত্তমম্ ।
 ততো দেবর্ষিঃ প্রযযৌ নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ আকাশং বিমুপদবীং তুষ্ণু-
 সহিতস্তদা । বর্ষমেকং ব্রতং কৃৎবা গৰ্ভিণী সুনীতিৰ্ভো ॥ দশমাসে তু
 সম্পূর্ণে প্রসূতা পুত্রমুত্তমম্ । দিনে দিনে স ববুধে যথা শুক্লস্য চন্দ্রমাঃ ॥

পুত্রজন্মনি রাজা চ বিপ্রায় প্রদদৌ ধনম্ । ততো বেণ ইতি নাম
চকার চ পুরোহিতঃ ॥ কালেন কিয়তা চাপি রাজপুত্রো বিবর্জিতঃ ।
প্রজানাং কদনং চক্রে দোষান্নাতামহস্য চ ॥ ততো নিবেদনং চক্রে
প্রজাঃ সর্বাঃ সমাহিতাঃ । অকরোত্তব বালোহশাবন্মাকং কদনং মহৎ ॥
দিনে দিনে কুর্শ্বত্বং শ্রদ্ধা রাজা মহামনাঃ । অগমদ্বিপিণং রাজা
মনস্তাপৈশ্চ তাপিতঃ ॥ মার্গয়ামাস রাজানং প্রজা দুঃখেন দুঃখিতাঃ ।
রাজানং তঞ্চ নাসাশু পুরং যাতাঃ সমাহিতাঃ ॥ বেণুমুচুশ্চ তং সর্কে
পাত্রমিত্রাদয়ো নৃপ । রাজপুত্র মহাবাহো প্রজাপালনতৎপর ॥ তেষাঞ্চ
বচনং শ্রদ্ধা বেণঃ প্রাণসমাহিতঃ । অহং রাজা ভবিষ্যামি নাত্র কালবিচারণা ॥
এবমুक्তা ততো বেণঃ সিংহাসনমুপাবিশৎ । একদা মুনয়ঃ সর্কে অভি-
ষেকার্থমাগতাঃ ॥ মুনীন্ দৃষ্ট্বা ততো বেণঃ সম্মানং নাকরোত্তদা ।
ততোহপি মুনয়ঃ সর্কে জগ্মুঃ স্বশাস্রমং প্রতি ॥ ততো বেণো দুরাশ্রভূৎ
সন্ধাদিপ্রতিবেধকঃ । ন দেবে ন গুরৌ ভক্তিত্রীক্ষণেহপি তথাবিধা ॥
ভূয়োহপি মুনয়ঃ সর্কে বিজ্ঞাপয়িতুমাগতাঃ ॥ মুনয়ঃ উচুঃ ।—শৃণু
রাজন্ মহাবাহো প্রজানাং কদনং কথম্ । এবং শ্রদ্ধা ততো বেণো মুনীন্
প্রোবাচ কোপিতঃ ॥ যুষ্মাভি ন শ্রুতং কিঞ্চিং সর্কদেবসমো নৃপঃ । ততো
ময্যেব তৎসর্কং পূজনং সম্ভবেদिति ॥ বেণস্য বচনং শ্রদ্ধা মুনয়ঃ কুপিতা ভূশম্
হুঙ্কারেণৈব শব্দেন ভস্মীকৃত্য গতাস্তদা ॥ দধং পুত্রং সমাসাশু বেণস্য
জননী তদা । হা পুত্র পুত্রেতি ভূশং রুরোদ ব্যাকুলা তদা ॥ বনং জগাম
মৎস্বামী পুত্রো মে ব্রাহ্মণৈর্হতঃ । অভাগ্যাহং ক গচ্ছামি বিধিনা বঞ্চিতা-
প্যহম্ ॥ এবং রুদিত্বা সম্মার জয়চণ্ডীং কৃপাময়ীম্ । তুষ্ঠাব বেণজননী
পুত্রশোকেন বিহ্বলা ॥ চণ্ডিকে চণ্ডমর্থনি নিগুন্তগুন্তনাশিনি । মহৎ
দন্তদ্বয়া পুত্রো ব্রাহ্মণৈঃ সোহদ্য মে হতঃ ॥ তস্যাস্চ করুণং শ্রদ্ধা পার্শ্বতী
শঙ্করপ্রিয়া । উবাচ রাজজননীং পুত্রশোকেন কাষিতাম্ ॥ মা রোদীর্ধেণ-
জননি তব পুত্রো ভবিষ্যতি । ভূয়োহপি মুনয়ঃ সর্কে তব পুত্রস্য

কারণম্ ॥ আগমিষ্যন্তি মুনয়ঃ পুত্রং স্থাপয়িতুং ধ্রুবম্ । আকাশবাণীং তাং
 শ্রদ্ধা চিন্ময়ীং বিশদাং তদা ॥ ততশ্চ বেণজননী পুত্রং নীত্বা স্বরাশ্বিতা ।
 তর্জয়িত্বা হু তৈলেন সা পুত্রস্য শরীরকম্ ॥ সুনীতিঃ স্থাপয়িত্বা চ স্থানে
 জনবিসর্জিতে । জয়চণ্ডীশ্চ বচনং হৃদি কৃৎবা গৃহেহবসং ॥ অরাজক-
 বশাত্তত্র প্রজা দুঃখপ্রপীড়িতাঃ । প্রজানাং কদম্, দৃষ্ট্বা মুনয়ো বহুদুঃখিতাঃ ॥
 আজগ্মুরাজনিলয়ং কমণ্ডলুজলাশ্বিতাঃ । বেণশ্চ জননীং প্রাহুঃ শৃণু
 বচনং শুভম্ ॥ শরীরং তব পুত্রস্য বর্ততে দীযতাং বহিঃ । ঋষীগাং বচনং
 শ্রদ্ধা সুনীতিহৃষ্টমানসা ॥ আনয়ামাস তং পুত্রং ঋষিভ্যাশ্চ তদা দদৌ ।
 সুনীতের্দগ্ধপুত্রস্য শরীরং মুনয়স্তদা । মমথুশ্চ কুশৈঃ পুষ্পৈঃ কমণ্ডলুজলৈস্তথা ।
 শরীরং প্রযযৌ তচ্চ বদেব পাপসংযুতম্ ॥ ততো দক্ষিণবাহোশ্চ পৃথুরাজো
 মহাতপাঃ । সর্বলক্ষণম্পন্নঃ সুনীতিশোকনাশনঃ ॥ আজগাম মহারাজো
 বিবাহো নাত্র কস্যাচিৎ । অভিষেকং ততঃ কৃৎবা পৃথুরাজ্যে মহাবলম্ ॥
 জগ্মুশ্চ মুনয়ঃ সর্বৈ জয়শব্দসমম্বিতাঃ । গতশোকাসুনীতিশ্চ জয়চণ্ডী-
 প্রসাদতঃ ॥ পুত্রং প্রাপ্য মহাহৃষ্টা তাং দেবীং পূজয়েৎ সদা । ততো
 যুধিষ্ঠিরং প্রাহ নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ হং কারণ মহারাজ ক্রৌপদীং কচিরান-
 নাম্ । তস্য ব্রতস্য করণাং সুপুত্রা চ ভবেদिति ॥ এবং ব্রতং যা কুরুতে
 সা ভবেদ্ বহুপুত্রিনী । ইহলোকে সুখং প্তিত্বা যাত্যন্তে চণ্ডিকালয়ম্ ॥
 ইতি ভবিষ্যপুরাণে মঙ্গলচণ্ডিকাব্রতকথা সমাপ্তা ॥

মঙ্গলসংক্রান্তিভ্রত

মঙ্গলবারে সংক্রান্তি হইলে সেই দিন মঙ্গলসংক্রান্তি ব্রতাদ্বর্ত্তান
 করিবে । পুরোহিত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্লাস্তে যুক্ত পাঠাদি করত
 যথাবিধি মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিবেন ।

এই ব্রতচরণ করিলে নারীগণ সর্বসৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে ।
 ইহার প্রতিষ্ঠাদি নাই । যখনই মাসের সংক্রান্তি দিনে মঙ্গলবার প্রাপ্ত
 হইবে তখনই মঙ্গলচণ্ডীকে পূজা করিবে ।

মঙ্গলবার ত্রত

প্রতি মঙ্গলবারে অষ্টদলপদ্মোপরি রক্তবর্ণ তণ্ডুলপূর্ণ নূতন শরাবহন স্থাপনপূর্বক পুরোহিত আচমন করত স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করাইবেন ।
যথা,—

“বিষ্ণুর্নমোহ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা
শ্রীঅমুকীদেবী দাসী বা ঋটিতি দীর্ঘায়ুঃ পুত্রোৎপত্তিকামা গণেশাদিদেবতা-
পূজাপূর্বকমঙ্গলপূজা-কথাপ্রবণরূপমঙ্গলবারত্রতমহং করিষ্যে ।” এইরূপে
সঙ্কল্প করাইয়া পুরোহিত সূক্ত পাঠান্তে আসনশুক্যাদি করিয়া গণেশাদি
দেবতাগণের পূজাপূর্বক মঙ্গলের ধ্যান করিবেন । যথা—ওঁ রক্তমালায়াম্বরধরং
শূলশক্তিসমম্বিতম্ । গবাপদ্মধরং দেবং মেঘরূপং বরপ্রদম্ ॥”
এই প্রকারের ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্বক পুনঃ ধ্যান করিয়া
আবাহনপূর্বক—“ওঁ মঙ্গলায় নমঃ” এই মন্ত্রে পূজাপূর্বক করবী ও
জবাপুঞ্জ দ্বারা অঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবেন । অনন্তর ত্রতকর্ত্তী
“মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে ঋণহারিণে । পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রে চ মঙ্গলায়
নমো নমঃ ॥” বলিয়া দ্বাদশগ্রন্থিযুক্ত রক্তচন্দনচর্চিত রক্তসূত্রের ডোরক
বাম করে ধারণ করিবে । অনন্তর ফলহস্ত হইয়া কণা শ্রবণ করিবে ।
পরে কথা শ্রবণান্তে দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন ।

ত্রতকথা

নারদ উবাচ—নারদঃ প্রাহ তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানবান্ স মহামতিঃ । প্রণম্য
পার্কীতীং দেবীং সশ্রদ্ধঃ সুসমাহিতঃ ॥ ন জীবন্তি স্মৃতো যস্তা ন
গৰ্ভ উপজায়তে । কস্মাদব্রতাদ্ভবেন্নারী পুত্রপৌত্রসমম্বিতা ॥ মহেশ্বরি
তদ্বাচক্ষুঃ ত্রতানাং ত্রতযুক্তমম্ । ভক্তিং গৃহাণ মে দেবি ধনধাত্রপ্রদায়িনি ॥
দেবুবাচ ।—বক্ষ্য্য জনয়তে পুত্রং মৃতবৎসা তথৈব চ । অচিরেণ পতিস্তপ্তা
নির্ধনশ্চ ধনী ভবেৎ ॥ অথ তাত্মময়েনৈব চাশক্তৌ যুগ্ময়েন বা ।

মঙ্গলপ্রতিমাং কৃত্বা পূজয়েন্নঙ্গলে দিনে ॥ শুদ্ধপটময়ং ডোরং
রক্তচন্দনচর্চিতম্ । রক্তবর্ণং দৃঢ়কৈব দ্বাদশগ্রন্থিসংযুতম্ ॥ সংপূজ্য
মঙ্গলং বামে ভক্ত্যা ধার্য্যং সুভোরকম্ । মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে
ঋণহারিণে ॥ পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রে চ মঙ্গলায় নমো নমঃ । মঙ্গলায়
নমস্তভ্যং নমস্তে ধনদায়িনে । বৃষ্টিকর্ত্রে চ হর্ত্রে চ মঙ্গলায় নমো নমঃ ।
মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে দুঃখহারিণে ॥ ভূমিপুত্রায় শুকায় চোগ্রায়
চ নমো নমঃ । মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমঃ পাটলচকুষে ॥ রক্তাঙ্করায়
দেবায় মঙ্গলায় নমো নমঃ । নমস্তে ভূমিপুত্রায় ঋণহর্ত্রে চ বৈ নমঃ ॥
রক্তপুষ্পোপহারায় মঙ্গলায় নমো নমঃ । মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে
সুখদায়িনে ॥ পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যাদায়িনে মঙ্গলায় বৈ । মঙ্গলায় নমস্তভ্যং
সিন্দূরাকণচকুষে ॥ লোহিতায় সমস্তায় মঙ্গলায় নমো নমঃ । মঙ্গলায় নমস্তভ্যং
নমস্তে ধনদায়িনে ॥ লোহিতায় চ শাস্তায় মঙ্গলায় নমো নমঃ ।
মঙ্গলাষ্টকমিদং পুণ্যং পাঠয়েন্নঙ্গলে দিনে । সংবৎসরকৃতং কার্য্যং
মঙ্গলস্য মহাফলম্ । অনেনৈব বিধানেন পূজয়েন্নঙ্গলং প্রভুম্ ॥ ভবেন্নারী
পুত্রবতী পতিসুত্যা ভবেদ্ধনী । যাবৎ করোতি কল্যাণী ব্রতমে-
ন্নহোদয়ম্ ॥ তাবৎ কালং ভবেৎ সৌখ্যং সহ পত্যা স সংশয়ঃ । রক্তপুষ্পাচ্চ ধূপাচ্চ
পঞ্চোপচারসংযুতৈঃ ॥ নৈবেদ্যৈঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা মঙ্গলং সকলেষ্টদম্ ।
কথিতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্য মহাব্রতম্ ॥ নোপবাসো ন যজ্ঞশ্চ ন
চৈবেহ ধনব্যয়ঃ । কথ্যশ্রবণমাত্রেন ব্রতস্য লভতে ফলম্ ॥ ডোরকং
দ্বাদশে ঘাসি নুতনকৈব ধারয়েৎ । পুরাতনং জলমধ্যে প্রক্ষিপেচ্চ
সুপুঞ্জিতম্ ॥ ব্রতমেতন্মহাভাগ কুরুতে যা পতিব্রতা । অপুত্রা লভতে
পুত্রং নির্ধনশ্চ ধনং লভেৎ ॥ পুত্রঞ্চ লভতে শূরং পণ্ডিতং সুচিরায়ুস্বম্ ॥
দুর্লভা বজ্রবর্গাণাং স্বামিনঃ সুভগা ভবেৎ ॥ ব্রতানামুত্তমং প্রোক্তং
মঙ্গলস্যার্কনং মহৎ । দেবানাঞ্চ মনুষ্যাণাং সর্বেষামপি দুর্লভম্ ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণে মঙ্গলবারব্রতকথা সমাপ্তা ॥

বিপত্তারিণীত্রত

বিধি—এই ত্রত মুখ্যচাত্র আবাঢ়ের শুক্লা তৃতীয়া হইতে নবমী তিথির যে কোন তিথিতে শনি বা মঙ্গলবারে করিতে হয়। ত্রত পূৰ্ব্বদিনে হবিষ্যন্ন ভক্ষণ, ত্রিসঙ্ঘ্যা অবগাহন ও ত্রতদিনে উপবাস বিধেয়।

পূজাপ্রয়োগ—প্রাতঃকালে পুরোহিত স্বস্তিবাচনাদি পূৰ্ব্বক ত্রত-কারিণীকে সঙ্কল্প করাইবেন। “বিষ্ণুনামোহ্য আবাঢ়ে মাসি শুক্রে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী দাসী বা যাবদ্বিপন্নাপূৰ্ব্বক-সমুখা-বৈধব্যকামা বিপত্তারিণীতুর্গাপ্রীতিকামা বা বিপত্তারিণীত্রতমহং করিষ্যে।” (পরার্থে করিষ্যামীতি বিশেষঃ) এইরূপে সঙ্কল্প করাইয়া স্কন্ধ পাঠ করিয়া সাধারণ ত্রাসাদি সম্পাদনপূৰ্ব্বক ঋষ্যাদি ত্রাস করিবেন।

“অস্ত্র মন্ত্রস্ত ভৈরবঋষিঃ পটুত্বচ্ছন্দঃ শ্রীবিপত্তারিণী ভগবতৌ সঙ্কটা দেবতা মায়াবীজং, ত্রীং শক্তিঃ ক্রীং কীলকং সর্বাং পটুত্বচ্ছন্দঃ মহাসঙ্কটনাশনে বিনিয়োগঃ।” শিরসি “ভৈরবঋষয়ে নমঃ”, মুখে “পটুত্বচ্ছন্দসে নমঃ”, হৃদি “বিপত্তারিণ্যে দেবতায়ৈ নমঃ” শুভে “হ্রীং বীজায় নমঃ”, পাদয়োঃ “শ্রীং শক্তয়ে নমঃ”, সর্বাঙ্গে ক্রীং কীলকায় নমঃ ॥” অনন্তর করাদ্ব্যাস করিবেন, যথা—

ও “অজুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রী তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ত্রীং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ক্রী অনামিকাভ্যাং হং, বিপত্তারিণ্যে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, স্বাহা-করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্”। এইরূপেই অঙ্গত্রাস করিয়া ধ্যান করিবেন।

“ও করালবদনাং ঘোরং নানালঙ্কারভূষিতাম্, মুকুটাগ্র-লসচ্ছন্দ-লেখাং দিগ্ধসনাস্বিতাম্। খড়্গখর্পরযুক্তাক্ষ মুণ্ডচর্মবরাধিতাম্। মুক্তাহার-লতারাজং পীনোন্নতঘটন্তনীম্ ॥” এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা-পূৰ্ব্বক বিশেষার্থ স্থাপন ও পীঠপূজা করিয়া পুনর্বার ধ্যানান্তে—“ক্রীং বিপত্তারিণ্যে স্বাহা” মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া মূলমন্ত্র বধ্যশক্তি জপকরত জপ সমাপনপূৰ্ব্বক পঞ্চমুদ্রাঞ্জলি প্রদান করিয়া—“ও সর্বমঙ্গল-

মহালো” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। পরে বিবিধ পিষ্টক ও সুপান্নি প্রভৃতি ত্রয়োদশ ফল উৎসর্গ করিবে।

অনন্তর “ওঁ স্কটো স্বং মহামায়ে ব্রতসুত্রয়িনং তব। বধ্যামি বাহু-মূলেহং বরং দেহি যথেন্দ্রিয়ম্॥” এই মন্ত্রে দক্ষিণহস্তে ত্রয়োদশ গ্রন্থিযুক্ত রক্তবর্ণ ডোর ধারণ করিয়া ভোজ্য উৎসর্গ করত কথা শ্রবণ করিবেন। পরে দক্ষিণ ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন। তৎপরে ত্র্যক্ষণভোজন করাইয়া নিজ ভোজন করিবেন।

অতকথা

মার্কণ্ডেয় উবাচ। একদা নারদো যোগী পরামুগ্রহকাময়া। পর্যটন্ লকলল্লোকান্ কৈলাসং সমুপাগমং ॥ শিবেন সহিতাং গৌরীং দৃষ্টা দেবর্ষিদত্তমঃ। প্রণম্য দণ্ডবদ ভক্ত্যা পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমঃ। ত্রুতেন কেন দেবেশ লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্। তদ্বদন্ত মহাদেব কৃপা ময়ি ভবেদ্ যদি ॥ মহাদেব উবাচ।—বিপত্তারিণীতুর্গয়া ত্রুতং কুর্কন্তি যাঃ স্ত্রিয়ঃ। তাসাং যাবদ্বিপত্তাশং কুরুতে ভবসুন্দরী। অবৈধব্যঞ্চ লভতে সর্কত্র সমুখং বসেং ॥ নারদ উবাচ।—কেন বা তং কৃতং কৰ্ম্ম মৰ্ত্ত্যে কেন প্রকাশিতম্। এতন্মে বিস্তরাদ্ ব্রহ্মি পার্কতীপ্রাণবল্লভ ॥ মহাদেব উবাচ। বিদর্ভাধিপতিঃ ত্রীমান্ রাজা সত্যপরাক্রমঃ। ভস্য পত্নী গুণবতী সৰ্ব্বপ্রাণিহিতে রতা ॥ একদা চৰ্ম্মকারস্য পত্ন্যা সহ স্তুনির্জনে। মিলিতা চ মহারাজ্ঞী মিথো বৈ মিত্রতা কৃত্য ॥ নানাবিধানি দ্রব্যানি রাজপত্নী দদৌ মুদা। চৰ্ম্মকারস্য পত্ন্যে সা নানাবিধফলানি চ ॥ একদা চৰ্ম্মকারস্য পত্নী রাজগৃহং যযৌ। রাজপত্নী সমাহুয় পরম্পরমতাবত ॥ রাজপত্ন্যুবাচ। কীদৃশঞ্চ গবাং মাংসং দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং সখি। নরং স্বং বহুযত্নেন গোপনং মম বেশ্মনি ॥ রাজপত্নীবচঃ শ্রুত্বা মাংসং বহুবিধং তথা। পাত্ৰহং বজ্রমাচ্ছান্ত রাজবেশ্ম যযৌ মুদা ॥ দৃষ্টা মাংসং রাজপত্নী গোপনং রক্তিতং

গৃহে । মাংসং দৃষ্ট্বা রাজভৃত্যো রাজ্ঞে সৰ্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ রাজা চ
 গৃহমাগত্য রাজপত্নীং জগাদ সঃ । চন্দ্রকান্নগৃহদ্রব্যং কিং গৃহে রক্ষিতং
 সতি ॥ সত্যবাক্যং বদন্ত্যস্ত সন্নিধৌ মম ভামিনি । নোচেৎস্বাং প্রাপয়িষ্যামি
 ধর্মরাজস্য সংক্ষয়ম্ । ফলং বহুবিধং রাজন্ পুষ্পঞ্চ পরিরক্ষিতম্ ।
 এতদ্রক্ষ্য রাজপত্নী দুর্গাদেবীমপূজয়ৎ ॥ রাজপত্ন্যুবাচ।—বিপত্তারিণি
 দুর্গে ত্বং বিপন্নং ত্রাহি মাং শিবে । ভক্তিভাবং ন জানামি বালাহরং
 দ্রুতং কৃতম্ । অস্ত রক্ষ মহামায়ে ঘোরদ্রুতকর্মণি । যাবজ্জীবামাহং
 দুর্গে ব্রতং তাবং কারোম্যহম্ ॥ দেব্যুবাচ । তুষ্ঠান্মি তেহনয়া
 বাচা বরমেবং দদামি তে । বদগৃহে রক্ষিতং মাংসং ফলং
 বহুবিধং ভবেৎ । মহারাজায় দত্তং চেৎ প্রীতিস্তস্য ভবিষ্যতি ॥
 ততো দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা গৃহমধ্যগতা সতী । দৃষ্ট্বা বহুবিধং রমাং ফলং পুষ্পং
 প্রহৃষ্টবীঃ ॥ ফলং পুষ্পঞ্চ তৎসৰ্বং দদৌ রাজ্ঞে মুদাস্বিতা । রাজা দৃষ্ট্বা
 বহুবিধং ফলং সংহৃষ্টমানসঃ ॥ এবং গুণবতী রাজ্ঞী ব্রতং কৃত্বা স্নহন্নভম্ ।
 ইহ ভোগান্ বরান্ ভুক্ত্বা অস্তে স্বর্গপুরং যযৌ ॥ নারদ উবাচ ।—কিং বিধানং
 ব্রতসাম্যং বদ মে শঙ্কর প্রভো ॥ মহাদেব উবাচ ।—বিধানং তে
 প্রবক্ষ্যামি শৃণু স্মসমাহিতঃ ॥ আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়ায়াঃ পরং
 মূনে । পূর্বে দশম্যাস্তন্নধ্যে শনিভৌমদিনে তথা ॥ ব্রতবাসরপূর্বেদ্র্যভুক্তা
 চৈকং নিরামিষম্ । অতীতে ষামিনীকালে স্নাত্বা সঙ্কল্পমাচরেৎ ॥ ভূমৌ ঘটং
 সমারোপ্য সহকারফলাশ্রিতম্ । নৈবেদ্যং বিবিধং দদ্বাং নানাবিধফলানি
 চ ॥ পিষ্টকং বিবিধং রমাং তণ্ডুলাদিবিনিশ্চিতম্ । পুগাদিফলসংযুক্তং
 তাম্বুলঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ এবং বহুবিধং দ্রব্যং ত্রয়োদশমিতং পৃথক্ ।
 সর্ষাপভারিণীদেব্যৈ দত্ত্বা বিপ্রায় দাপয়েৎ ॥ সোপবীতং স্ত্রোভোজ্যঞ্চ
 ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ । কর্ম্মান্তে দক্ষিণাং দত্ত্বাদগ্ৰথা নিফলং ভবেৎ ॥
 যা নারী ভক্তিভাবেন করোতি ব্রতমুত্তমম্ । বিধবা ন ভবেৎ কাপি
 পতিসৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ পুত্রপৌত্রসমামুক্তা ভুক্ত্বা ভোগান্ মনোরমান্ ।

অন্তে প্রাপ্নোতি সা নারী নক্সে চ পুনর্কসৌ ॥ বিপত্তারিণীভূগায়া
ব্রতং কুর্ন্তি বাঃ স্ত্রিয়ঃ । বিপন্ন সত্তবেৎ কাপি সর্কান্ কামানবান্নুঃ ॥
ত্রয়োদশগ্রন্থিযুক্তং স্বরক্তকং সুভোরকম্ । নারী বা পুরুষো বাপি বয়ীষাঙ্ক-
ক্ষেপে করে ॥ ইতি বিপত্তারিণীব্রতকথা সমাপ্তা ।

সুবচনী-ব্রত

পূজাবিধি ।—স্বস্তিবাচন পূর্বক “স্বর্ঘ্যঃ সোম” ইত্যাদি পাঠ করিয়া
সকল বসিতে হয় । যথা—“অন্তোভ্যাং অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে
অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী দাসী বা সর্কাপছাস্তিপূর্বক-
মনোঃ ভীষ্টসিদ্ধিকামা গণপত্যা দিনানাং দেবতাপূজাপূর্বক (শুভহচনী) শুভচণ্ডী
ভূগাপূজাতং কথ্য শ্রবণমহং করিষ্যে” । এইরূপে সকল করিয়া গ্রাসাদিপূর্বক
গণেশাদিদেবতাগণকে পূজা করত (শুভহচনী) শুভচণ্ডীদেবীর ধ্যান
করিতে হয় । মন্ত্র, যথা—“ও রক্তাগ্নী চ চতুর্শ্রুতী ত্রিনয়না রক্তাশ্রলঙ্কতা ।
পীনোত্তঙ্গকুচা হৃক্লবসনা হংসাধিকৃতা পরা । ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুধরা-
ভীতিপ্রদানোৎস্রকা, ধোয়া সা শুভকারিণী ত্রিজগতাং সর্কাপছাস্তিধারিণী ॥”
এই প্রকার ধ্যান করিয়া ও শুভহচনী (শুভচণ্ডী, দৈব্যে নমঃ এই মন্ত্রে
ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয় । অতঃপর হংসপ্রভৃতির পূজা করিয়া
কথা শ্রবণপূর্বক দক্ষিণা প্রদান করিতে হয় ।

ব্রতকথা

বন্দ্যাতা সুবচনী, পুত্রাণে মহিমা শুনি, পতিতপাবনী পুরাতনী ।
বলি আমি করপুটে, অধিষ্ঠান হও ঘটে, তুমি আপনার ব্রতবাণী ॥
প্রণমিয়া দেবগুরু বিপ্রেস চরণে । সুবচনী মাতা বন্দ আনন্দিত মনে ॥
প্রজা ল'য়ে রাজ্য করে কলিঙ্গ ভ্রমর । সেই দেশে অনাথা ব্রাহ্মণী করে
ঘর ॥ সবে মাত্র এক পুত্র পড়ে পাঠশালে । শিক্ষা মেগে যজ্ঞসূত্র দিল
যথাকালে ॥ পাঠশালে পড়ে সবে নানা দ্রব্য খায় । বিজপুত্র দুঃখী

সবাকার পানে চায়॥ মনে করে ঘরা ক'রি আজি ঘরে যাব। পরিপূর্ণ
 ক'রে মৎস্য মাংস অন্ন খাব॥ ঘরে গিয়া পুত্র জননীর কাছে বলে।
 উত্তম সুখান্ন খায় বালক সকলে॥ ব্রাহ্মণীর পুত্র ইহা কর হেসে হেসে।
 পরম আনন্দে জননীর কোলে ব'সে॥ অতের বালক মাগো নানা
 দ্রব্য খায়। মৎস্য আদি পক্ষিমাংস খেতে সাধ যায়॥ ব্রাহ্মণী বলেন
 বাছা আমি কোথা পাব। তনয় বলেন কাল আমি এনে দিব॥
 উঠিয়া প্রভাতে তবে দ্বিজের তনয়। নগর ভ্রমণ করে ত্যজিয়া আলয়॥
 হংসশালে নৃপতির আছে যত হাঁস। দিবারাত্র রক্ষক আঁছয়ে বারোমাংস॥
 চরে সব হংস সন্ধ্যাকালে যায় ঘরে। পাছু ছিল খোড়া হাঁস দ্বিজপুত্র
 ধরে॥ আছাড়িয়া মেরে জননীর কাছে দিল। রন্ধন করিয়ে মাংস
 গোপনে খাইল॥ প্রাতঃকালে দেখে পালে খোড়া হাঁস নাই। রাজার
 শাসনে দূত চলে ধাওয়া ধাই॥ রাজা বলে আজি খোড়া হাঁস খুজে
 আন। খোড়া হাঁস না পাইলে বধিব পুরাণ॥ ভয়ে ব্যগ্র হ'য়ে
 খুজে যত হংসচর। ঘাট বাট মহারণ্য সবাকার ঘর॥ হংসের সন্ধান
 কোন মতে নাহি পায়। ব্রাহ্মণীর বাটীর নিকট দিয়া যায়॥ সেই
 হংস পাণা দেখে বিপ্র ভয়কুণ্ডে। দ্বিজপুত্রে ধরে সবে বজ্র পাড়ে মৃণ্ডে॥
 ব্রাহ্মণীয়ে যথোচিত তরঙ্গার করে। তার পুত্রে ধরে দিল রাজার
 গোচরে॥ ব্রাহ্মণ দেখিয়া কলিজের অধিকারী। ক্রোধে পরিপূর্ণ
 করে আশ্রনাদ করি॥ রাজা বলে বেটা তোর এত অহঙ্কার। হংস ঝেরে
 খাইয়াছ পাবে ফল তার॥ আজ্ঞা দিল রাজা দ্বিজে রাখ বন্দিশালে।
 বন্ধেতে পাথর দাও ফেলে ভূমিতলে॥ বন্দিশালে রাখে দূত নৃপ
 আজ্ঞা পেয়ে। ব্রাহ্মণীয়ে সমাচার সবে দিল গিয়ে। শুনিয়া আছাড়
 খায় কেশ নাহি বাঞ্চে। তারিণী ব্রাহ্মণী বলে দ্বিজমাতা কান্দে॥
 ভয়ে দ্বিজমাতা কান্দে, কেশপাশ নাহি বাঞ্চে, অচেতনে পড়ে ভূমিতলে।
 করে হাহাকার রব, শুনি ধেরে এল সব, আহা! আহা! উঠ বলি

তোলে ॥ ব্রাহ্মণের নহে ধর্ম, করেছে কুংসিত কর্ম, হোক ব্রাহ্মণের
 ছেলে বটে। সাম্য হো'ক নৃপক্ৰোধ, সবে গিয়া উপরোধ, রাজাকে
 করিব করপুটে ॥ কেহ কহে উপদেশ, কহি শুন সবিশেষ, কান্ধিলে
 না হবে কিছু আর। কা হতে কিছু না হয়, শাস্ত্রেতে এমন কয়,
 ভাল মন্দ কর্ম দেবতার ॥ আর কেহ নাহি যার, সুবচনী মাতা তার,
 এক ভাবে পদ ভাব তার। ভেবে হারা মরা পায়, এবা কোন বড়
 দায়, তব পুত্রে করিবেন উদ্ধার ॥ সেই গ্রামে এক ঘরে, সুবচনী
 পূজা করে, তথা যায় এয়ো নারীগণ। শুনিয়া পূজার কথা, ব্রাহ্মণী
 গেলেন তথা, একভাবে করয়ে মানন ॥ আমার পুত্র রাজদ্বারে, উদ্ধারিয়া
 এলে ঘরে, সুবচনী মায়েরে পূজিব। সবে বল দিক হোক, মায়ের
 মহিমা রোক, মিথ্যা হ'লে পরাণ ত্যজিব। ব্রাহ্মণী কাতর দেখি,
 সকলে সজল আঁখি, করপুটে করিছে মানন। উর মাতা নিজ গুণে,
 মুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণে, নিজ পূজা করহ গ্রহণ ॥ দেবী শুনিলেন কাণে,
 রাজা শুয়ে যেই স্থানে, মহানিশি কাছে ছয় রাণী ॥ উদ্ধারিতে দ্বিজবরে,
 দেবী গিয়ে সেই ঘরে, রাজারে কহিছে সপ্নবাণী ॥ শোন্ রাজা
 তোরে কই, কার মন্দকারী নই, এলাম হিতকথা কহিবারে। মেরেছে
 যে খোঁড়া হাঁস, সে আমার ব্রতদাস, বান্ধিশালে রেখেছ তাহারে ॥
 আমি তার অপমানে, ব্যথা পাই বড় মনে, দেখ্ তোর সর্কনাশ হয়।
 হবে রক্ত অগ্নিগুটি, নষ্ট হবে সব সৃষ্টি, পুরী সব হবে ভস্মময় ॥
 যদি বল খোঁড়া হাঁস, ব্রাহ্মণ ক'রেছে নাশ, সে কেবল লোকের লাগান।
 কালি প্রাতঃকাল হ'লে, ভূমি গিয়া হংসশালে, খোঁড়াকে দেখিবে বিভ্রমান ॥
 দ্বিজপুত্রে ক'রে মুক্ত, তবে তার উপযুক্ত, ঐ রাজ্য দিয়া কর মান।
 মোর কথা সত্য জানে, মিথ্যা না ভাবিহ মনে, শকুন্তলা কল্পা দিবে
 দান ॥ তবে রাজ্য রক্ষা হবে, দেশে দেশে কীর্তি হবে,
 এত বলি দেবী অন্তর্দান। এসব দেবীর রঙ্গ, নৃপতির নিদ্রান্ত,

ভয় পেয়ে রাণীয়ে জ'গান ॥ উঠ উঠ উঠ রাণী, শুনহ স্বপ্নের
 স্বপ্ন দেখি পরাণ বিকল নিদ্রাবশে যে দেখিলু, বুঝি সব হারাইলু,
 রাজ্য ধন পুত্রাদি সকল ॥ করাগারে দ্বিজস্বতে, ক্রেশ দিলু বিধিমতে,
 দেবীর সে বরপুত্র হয়। সেই অধর্মের ফলে, রাজ্য পুত্রাদি সকলে,
 বুঝি স্রবচনী করে ক্ষয় ॥ শুনিয়া স্বপ্নের কথা, রাণী মনে পাণ্ড ব্যথা,
 অতিশয় চঞ্চলা হইল। ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে, ক্ষণেক রাজার পার্শ্বে,
 উঠে:স্বরে কান্দিতে লাগিল ॥ বলিতে কহিতে নিশা, পোহাইয়া
 হ'ল উষা, উঠি রাজা হংসশালে ঘান। নৃপতির কাছে কাছে, মৃত
 খোঁড়াইস নাচে, দেবী বরে পেয়ে প্রাণ দান ॥ দেখে রাজার হৈল
 বোধ, নৃপতির গেল ক্রোধ, বৈসে এসে বাহির দালানে। উদ্বেগ
 উঠিছে মনে, পাত্র নিত্র বন্ধুগণে, ত্বরা করে ডাকাইয়া আনে ॥ বন্দিশালে
 আছে বিপ্র, মুক্ত করে আন ক্ষিপ্র, তাহারে অর্পিব মম রাজ্য।
 তাহার আশ্রয় লব, শকুন্তলা কহা দিব, আজি সমর্পিব শুভকার্য্য ॥
 নৃপ-আজ্ঞা পাবা মাত্র, নৃপতির পাত্রমিত্র, বিপ্রপুত্রে মুক্ত করি' আনে।
 দ্বিব্যবস্ত্র পরাইয়া, নানা আভরণ দিয়া, আপনারে ধন্য করি মানে ॥
 নৃপ দ্বিজের নিকটে, দাণ্ডাইরা করপুটে, স্তুতি করে বিবিধ প্রকারে।
 হয়ে মোরে অবতংশ, রক্ষা কর মোর বংশ, সবাঙ্কব শরণাগতেরে।
 চিনিতে নারিলাম তোমা, অপরাধ কর ক্ষমা, যত দুঃখ তোমারে দিলাম।
 দিয়া কহা রাজ্যদান, রাখিব তোমার মান, আজি হইতে আশ্রয়
 নিলাম ॥ পরে রত্নসিংহাসনে, বসাইয়া সে ব্রাহ্মণে, নিজ হস্তে চরণ
 ধুয়ায়। দূত গিয়া ত্বরা করে, পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে, সেই ক্ষণে সভায়
 আনায় ॥ জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত, দিন করি আনন্ডিত, শুভ লগ্ন
 করিলেন স্থির। তবে কলিঙ্গ-ঈশ্বর, নিজ রাজ্যে কর ঘর, শোভা
 করে সভায় মন্দির ॥ দেখে দিন শুভকণে, জীর্ণগণে ডাকিয়া আনে,
 তৈল হরিদ্রা দিতে গায়। বসন ভূষণ পরি, নানা বর্ণে বেশ ধরি,

সীমন্তিনী সারি সারি যায় ॥ শুনি বিবাহের রব, বাজকর যত সব,
রাজার রাজ্যোতে বাস ছিল। যজ্ঞ সন্মিলন করি, সবে বেশ ভূষা করি,
রাজার পুরীতে প্রবেশিল ॥ এককালে বাজকরিনি, সবে চমকিত শুনি,
কিতিতে বৈসেছে লোক যত। বাজিতেছে জগন্নাথ, শব্দে হয় ভূমিকম্প,
শুনি রাণী হৈল আনন্দিত ॥ এয়ো সব হ'ল জড়, অন্তরে আহ্লাদ বড়,
যত নারী হরিজা মাথায়। শঙ্করব হলাহলি, সব সীমন্তিনী মিলি,
সরোবর স্নান হেতু যায় ॥ ঘটেতে পুরিয়া বারি, লইল মস্তকোপরি,
রাজরাণী অঞ্চলে লুটায়। প্রবেশি নিজ মন্দিরে, ঘটেয়ে প্রণাম করে,
রত্ন দীপ বাসরে জালিয়ে ॥ জিজ্ঞাসয়ে রাজরাণী, শুন সব সীমন্তিনী,
হাই আমলা বাটবেক কে। স্বামী ধরিবেক ছাতা, নাহি পাবে কোন
বাধা, পতির প্রেমসী হবে সে ॥ কাছে ছিল বিপ্রসুতা, বড় রূপগুণযুতা,
পতির প্রেমসী সেই ধনি। তাহারে আদেশ করি, সঙ্গে বহু সহচরী,
হাই আমলা বাটাইল রাণী ॥ ব্রাহ্মণীর পুত্র লয়ে, মঙ্গলাচার করিয়ে,
করাইল স্নান অধিবাস। সন্ধ্যায় লইয়া বসে, তারা স্ত্রী-আচার করে, নানা
মতে করে পরিহাস ॥ ছান্দোগ্য দৌহে লয়ে, পুরোহিত তাকাইয়ে,
শুভকর্ম্ম করে আরম্ভন। দু'হাত একত্রে লয়ে, বাঞ্ছা পুষ্পমালা দিয়ে,
রাজরাণী আনন্দে মগন ॥ তবে জলধারা দিয়ে, বর কণ্ঠা গৃহে লয়ে,
বাসর ঘরে করে জাগরণ। সব সখীগণ সঙ্গে, নানা মত খেলা রঙ্গে,
প্রাতঃকালে উঠে দুই জন ॥ ব্রাহ্মণীর পুত্র কয়, বিলম্ব উচিত নয়, বিদায়
করহ তরা করি। মঙ্গল আসিনোপরে, বসাইল কণ্ঠা বসে, রূপ হেরে যত
নরনারী ॥ রাজ কণ্ঠা বৈলে বামে, রতি যেন শোভা বামে, নারায়ণে
শোভে সিদ্ধু স্তূতা। শচী যেন আশুতোষ, হৈমবতী হরকোলে, বশিষ্ঠেতে
অরুন্ধতী যথা ॥ ধাতু দুর্কা দিয়ে শিরে, সবে আশীর্বাদ করে, হাতে হাতে
কন্যা সঁপে রাণী। ধরি জামাতার হাতে, শকুন্তলার হস্ত তাতে,
দিয়া কহে স্নময়ু বানী ॥ মনে না করিবে রোষ, ক্ষমা কর সব দোষ,

শকুন্তলা ল'য়ে কর ঘর। কন্যার বিদায় কালে, রাণী ভাসে অশ্রুজলে,
 আজি হৈতে বাছা হৈল পর ॥ করে হাহাকার ধ্বনি, সকাতরে কান্দে
 রাণী, হুলায় হৃদয় হ'য়ে গায়। শুনিয়া ক্রন্দন বাণী, সকাতরে নৃপমণি,
 সভা মধ্যে কান্দে উভরায় ॥ নানা বাস্তব শব্দ উঠে, আগে পিছে লোক
 ছুটে, পদে পদ নাহি পায় পথ। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, ব্রাহ্মণীর পুত্র
 আইল, ধনে পরিপূর্ণ সঙ্গে রথ ॥ ধেয়ে গিয়া কয় লোক, ঠাকুরাণী তাজ
 শোক, দেখ সে তোমার মন ভাল। বন্দি পুত্র কারাগারে, বিবাহ করিধা
 ঘরে, রাজার তনয়া লয়ে এলো ॥ শুনে এই শুভ বাণী, আনন্দিত
 ঠাকুরাণী, মনে করে এখন কি হবে। স্রবচনী মাতা বুঝি, হাতে তুলে
 দিল নিধি, হারাধনে দুঃখিনী আজ পাবে ॥ এতেক বলিয়া উঠে, বাদ্য
 শুনে শ্লোকটে, আনন্দ সাগরে যেন ভাসে। অঙ্গের অঙ্গর তার, সত্তরা
 হইল ভার, অমনি ধাইল এলোকেশে ॥ পুত্র আসিয়া নিকটে, দাণ্ডাইয়া
 করপুটে, জননীয়ে করিল প্রণাম। ব্রাহ্মণী বলেন এসো, অভাগিনীর
 কোলে বসো, দেবী পুরাইল মনস্কাম ॥ তবে জলধারা দিয়ে, বর কন্যা
 গৃহে লয়ে, অঙ্গিনাথ পুঞ্জে স্রবচনী। চারি কোণা করি ঘর, কাটিল
 অঙ্গিনা' পর, আলিপনা দিলেন ব্রাহ্মণী ॥ চিত্র বিচিত্র করি, যোড়া
 হাঁস সারি সারি, লিখি তায় আরোপিল তাত্তে। আশ্রয়শাখা পূর্ণ করি,
 ছক্ষেতে গহ্বর পুরী, দিব্য শোভা পদ্মিনী পালাতে ॥ স্রবচনী পূজা সব,
 সাজপূরে শঙ্করব, শুনে সবে দণ্ডবৎ হয়ে। এয়োরে করয়ে দান, নাড়ু
 রস্তা গুয়া পান, তৈল সিন্দূর সবে দিয়ে ॥ সীমন্তিনী সারি সারি,
 দাণ্ডাইল শোভা করি, ব্রাহ্মণী চরণে দিল জল। অঞ্চল লোটায় তাত্তে,
 দিল পুত্রবধু মাথে, মনোবাঞ্ছা হইল সফল। প্রসাদীয় দ্রব্য বাহা, কিঞ্চিৎ
 কিঞ্চিৎ তাহা, ব্রাহ্মণী আপনি ঝাঁটি দিল। একান্ত মনে সকলে, বিস্তার
 করি অঞ্চলে, ভক্তিভাবে সকলে লইল ॥ দক্ষিণাস্থ সমর্পিয়া, ঘট বিসর্জন
 দিয়া, পুরোহিত করিল গমন। তবে পুত্রবধু লয়ে, পূর্ণ ঘট কক্ষে দিয়ে,
 গৃহ মধ্যে প্রবেশে তখন ॥ ইতি স্রবচনী ব্রতকথা সমাপ্ত।

সত্যানারায়ণ ভ্যত

পূজাপদ্ধতি।—যে কোন দিনে সন্ধ্যাসময়ে সাংস্কৃত্য সমাপনান্তে
স্বস্তিবাচনপূর্বক—তাত্রপাত্রে তিল, তুলসী, ত্রিপত্র ও ফল এবং জল
লইয়া উত্তরমুখ হইয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিতে হয়।
যথা—

“বিষ্ণুরে। তৎসদন্য অমুকে যাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ
অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুক-দেবশর্মা সর্ক্যাপচ্ছাতিসৌভাগ্যবর্ধন-মনোগতা-
ভীষ্টসিদ্ধিপূর্বকত্রীসত্যানারায়ণপ্রীতিকামঃ ত্রীসত্যানারায়ণপূজনতৎ-কথাশ্রবণ-
মহং করিষ্যে।”

অনন্তর, স্বশাখোক্তসংকল্পহুত পাঠ, সামান্যার্থ্য, আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি,
ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি সমাপনপূর্বক গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করত অঙ্গস্তাস
ও করস্তাস করিয়া সত্যানারায়ণের ধ্যান করিতে হয়। যথা—

“ও ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয়সমম্বিতম্ ।

লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতাম্বরধরং বিভূম্ ॥

ইন্দীবরদলশ্রামং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।

নারায়ণং চতুর্কীহং ত্রীবৎসপদভূষিতম্ ।

গোবিন্দং গোকুলানন্দং জগতঃ পিতরং গুরুম্ ॥

এইরূপ ধ্যানান্তে মনসোপচারে পূজা করিয়া পীঠার্চনা করত বিশেষ
অর্ঘ্যস্থাপনপূর্বক পুনর্বার ধ্যানান্তে পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামে স্থাপন করিয়া
“ত্ৰীভগবৎসত্যানারায়ণ দেব ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ, অত্রাধি-
ষ্ঠানং কুরু, মম পজাং গৃহাণ। ও আগচ্ছ ভগবন্ দেব সর্ক্যকাম-
ফলপ্রদ। মৎপূজন-সুসিদ্ধার্থং সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ॥” এইরূপে আবাহন
করত ষোড়শোপচারে (অশক্ত হইলে দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে)

“ও সত্যনারায়ণায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিবে ॥ পরে নৈবেদ্য * (কাঁচাসিরণী) নিবেদন করিতে হয়। কাঁচাসিরণী প্রদানে বিশেষ যত্ন, যথা।—

ও সপাদং গোধূমচূর্ণং হৃৎকরস্তাদিশর্করম্। সঘৃতৈকীকৃতং সর্বং নৈবেদ্যং গৃহ্যতাং প্রভো। এতদ্ গোধূমচূর্ণ-হৃৎক-রস্তা-শর্করাদ্যেকীকৃত-নৈবেদ্যং ও সত্যনারায়ণায় নমঃ। †

অনন্তর বামকরে গ্রাসমুদ্রাপ্রদর্শন পূর্বক—দক্ষিণকরের অঙ্গুষ্ঠে, কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা “প্রাণায় স্বাহা” ; তর্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে “অপানায় স্বাহা” ; মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে—“সমানায় স্বাহা”, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে “উদানায় স্বাহা”, অঙ্গুলিপঞ্চক-যোগে—“ব্যানায় স্বাহা” বলিতে হয়। অনন্তর পানার্থোদক পুনরাচ-মনীয়, তাণ্ডুল ইত্যাদি দিয়া যথাশক্তি জপান্তে “শুশ্রাতীশুশ্রু” ইত্যাদি মন্ত্রে জলনিষ্ক্ষেপপাত্রে কিঞ্চিৎ জল দিয়া জপ সমর্পণ করিতে হয়। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে মণ্ডল পদক্ষিপ করিতে হয় ; যথা—ও যানি যানি চ পাপানি সর্বকালকৃতানি চ। তানি তানি বিনশ্যন্ত প্রদক্ষিণং পদে পদে ॥ অনন্তর পুষ্পাঞ্জলি লইয়া নিম্নোক্ত স্তবপাঠ করিতে হয়। যথা—“যশ্শয়া ভক্তিব্যোগেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্। নিবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদগৃহাণামুৎকম্পয়া। স্বদীয়ং বস্ত্র গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে। গৃহাণ স্নমুখো ভূত্বা প্রসীদ পুরুষোত্তম। যশ্চহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দন। যৎপূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদন্ত য়ে। অমোঘং পুণ্ডরীকাকং

* হৃৎক, শুড়, রস্তা ইত্যাদির সহিত ময়দা বা তণ্ডুলচূর্ণ মিশাইয়া নৈবেদ্য দিবে। ইহার নাম কাঁচা শির্গি।

† তণ্ডুলচূর্ণ হইলে “সপাদং গোধূমচূর্ণং” স্থলে “সপাদং শালিতণ্ডুলচূর্ণং” এবং “এতদ্ গোধূমচূর্ণং” স্থলে “এতৎ শালিতণ্ডুলচূর্ণং” বলিবে।

নৃসিংহং দৈত্যাস্তদনম্ । হৃষীকেশং জগন্নাথং বাগীশং বরদায়কম্ ।
সমুৎপন্নং গুণাভীতং গোবিন্দং গজদধ্বজম্ । জনার্দনং জনানন্দং জানকী-
জীবনং হরিম্ । প্রণমামি সদা দেবং পরং ভক্ত্যা জগৎপতিম্ । তুর্গমে
বিষমে ঘোরে শত্রুভিঃ পরিপীড়িতে । নিস্তারয়তু সর্বেষু তথানিষ্টভয়েষু
চ । নামান্তেভ্যানি সংকীৰ্ত্ত্য ঈক্ষিতং ফলমাপ্নুয়াৎ । সত্যনারায়ণং
দেবং বন্দেহং কামদং প্রভূম্ । লীলয়া বিততং বিশ্বং যেন তস্মৈ নমো
নমঃ ॥” পরে পুষ্পাদি হস্তে লইয়া কথা শ্রবণ করিতে হয় । অনন্তর
আরতি করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়, পরে সিরণী
বিতরণাদি করিয়া সভস্তিতে প্রসাদ লইতে হয় ।

শঙ্করাচার্য্যের সত্যনারায়ণ-ব্রতকথা

প্রথমে বন্দিতু দেব গৌরীর তনয় । বিশ্ববিনাশন নাম ভক্ত-সদয় ॥
হর-গৌরী বন্দিতু নিরীক্সি নারায়ণ । ব্যাসদেব বাম্পীকাদি বন্দি মুনিগণ ।
প্রণমিহ সত্যপীর নিয়ং হাশিল । যাহার রূপায় হয় ভুবনে অখিল ॥
সরস্বতী বন্দি শিবা সারদা ভবানী । সত্যপীর-উপাখ্যান অপূৰ্ণ-কাহিনী ।
‘শুন হে সকল লোক হ’য়ে এক-চিত । যার যে পাইবে বর মনে বাঞ্ছিত ।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক ছিল মথুরায় । না জানে সুখের লেশ, হুঃখে কাল যায় ॥
এক দিন সেই দ্বিজ ভ্রমিয়া নগর । কিছু না পাইয়া ভিক্ষা হইল কাতর ॥
বসিয়া বৃক্ষের তলে কাঁদে হেঁট-মাথা । কহিতে লাগিল—হায় পরম দেবতা ॥
এত হুঃখ লিখেছিলে স্থপালে আমার । এমত হুঃখিত নাহি পৃথিবীতে
আর ॥ কান্দিতে কান্দিতে দ্বিজ হইল অস্থির । দেখিয়া দয়াজ্ঞ বড়
হৈলা সত্যপীর ॥ দরশন দিলা সেই ব্রাহ্মণের আগে । ধরিয়া ফকির
বেশ কহে অমুরাগে ॥ কি লাগিয়া কান্দ কহ ব্রাহ্মণ-তনয় । দেখিয়া
তোমার হুঃখ বড় দয়া হয় ॥ দ্বিজ বলে তোমারে কহিয়া কার্য্য কি বা ।
আপনারে নহ তুমি, মোরে কি করিবা । হাসিয়া বলেন পীর—শুন রে

অজ্ঞান । আমি কি ফকির, তুমি করিয়াছ জ্ঞান ॥ যে হই পশ্চাৎ আমি
দিব পরিচয় । কহ হে আপন কথা সত্য যে বা হয় ॥ দ্বিজ বলে—মাগিয়া
বাবৎ কাল থাই । আজি না পাইছ ভিক্ষা, মিছামিছি যাই ॥ পীর বলে
আজি হৈতে দুঃখ গেল দূব । অতুল সম্পদ হৈল, যাও নিজ পুর ॥ নিশ্চয়
তোমারে কহি, আমি সত্যপীর । কলিযুগে পৃথিবীতে হয়েছি জাহির ॥
এই রূপ ভাবিয়া যে সিরি দেয় মোরে । সেই কালে হইবেক সম্পদ সত্তরে ॥
দ্বিজ বলে নিত্য পুজি শালগ্রাম-শিলা । তথাপি না যায় দুঃখ, বিধি যা
লিখিলা ॥ তথাপি ভরসা মাত্র আছে এক মনে । পরকালে নিস্তার
করিবে নারায়ণে ॥ তাহা ঘুচাইয়া কেন পীরেরে ভজিব । যবন-আচার
করি নরকে মজিব ॥ হাসিয়া কহেন পীর—শুন রে অজ্ঞান । যেই পীর,
সেই ত জানিও নারায়ণ ॥ বেদ আর কোরান্ বুঝিয়া দেখ এক । জগতে
নাহিক দুই, শুন পরতেক ॥ বলিতে বলিতে সেই অখিলের নাথ । শঙ্খ
চক্র-গদা-পদ্ম ধরে চারি হাত ॥ গলায় কোস্তভ মণি, শ্রীবৎস হৃদয় ।
‘পূর্ণব্রহ্ম সনাতন মহাতেজোময় ॥ সেই রূপ দেখি দ্বিজ পড়িল ধরণী ।
করিল অনেক স্তব গদগদ বাণী ॥ চিনিতে না পারি আমি, তুমি কোন্
জন । সহজে ভিক্ষুক আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ দেখিতে দেখিতে পুনঃ হইল
ফকির । পূর্বের যেমত রূপ হইল জাহির ॥ সে রূপ ভাবনা বড় উৎকট
দায় । এইরূপে কালিতে তৎকালে তাঁরে পায় ॥ দ্বিজ বলে যত কিছু,
তুমি সে সকল । সার্থক জীবন মোর নয়ন সফল ॥ কিরূপ সিরনি দিব
পূজার প্রকার । কহ কহ মহাপ্রভু, শুনি একবার ॥ বলিতে লাগিলা প্রভু
ব্রাহ্মণের তরে । গম কিংবা ধাতাদির আটা স’য়া সেরে ॥ স’য়া ছড়া
কলা করিবেক আয়োজন । সওয়া শুবাক আর পাণ স’য়া পণ ॥
স’য়া সের চিনি আর স’য়া সের ক্ষীর । বাহাতে সন্তুষ্ট হই আমি সত্যপীর ॥
চিনি আর ক্ষীর দিতে যার নাই শক্তি । দুধ আর গুড় দিয়া করিবেক
ভক্তি ॥ সর্বপ্রব্য জড় করি মধ্যেতে রাখিয়ে । বসিবেক ভক্ত লোক

চৌদিকে বেড়িয়ে ॥ গুণকথা আমার শুনিবে এক মনে । সাজ হৈলে
মুজ্জা করিবে জনে জনে ॥ সত্যপীর বলিয়া কপালে দিবে হাত । ইথে
হেলা করিলে সে অশেষ উৎপাত ॥ সত্য-সত্যনারায়ণ বলি বার-বার ।
কর ঘোড় করিয়া করিবে নমস্কার ॥ প্রসাদ লইবে তবে যত জন তথা ।
বিরচিল শঙ্কর আচার্য্য এই কথা ॥

এতক বলিয়া পীর হৈল অন্তর্ধান । ঘরেতে চলিয়া গেল দ্বিজ ভাগ্য-
বান্ ॥ ব্রাহ্মণীকে সমাচার সকলি कहিল । সেই নিশি নিরাহারে অমনি
রহিল ॥ দণ্ড দুই প্রভাতে ভ্রমিয়া ঘর কত ॥ পাইল অনেক দ্রব্য
অপরূপ যত ॥ দিরিনি করিল দ্বিজ সে যত প্রকারে । অপূর্ব সকল দ্রব্য
লইয়া মত্তরে ॥ প্রসাদ লইল তবে কিছু কিছু সবে । অতুল সম্পদ হৈল
পূজা-অনুভাবে ॥ দাস দাসী গো মন্দির কত ঘোড়া গাভী । ধন ধাত্ত
জায়া পুত্র-আদি নানাজাতি ॥ পূজার প্রচার কৈল ব্রাহ্মণ প্রথমে । তার
পর আর যত বলি ক্রমে ক্রমে ॥ কাষ্ঠ কাটিবারে যায় কাঠুরে সকল ।
ব্রাহ্মণের বাড়ী যায় খাইবারে জল । দেখিয়া বিস্মিত বড় চাষার সমাজ ।
রাতারাতি ব্রাহ্মণ হইল মহারাজ ॥ পাইল কাঠার ধন, কিবা কার
বরে । ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণ-গোচরে ॥ কি হ'ল এমন ধন
করিলে অতুল । আপন শক্তি কিবা কোনো জন মূল ॥ হেরি যে
কাহারে পূজ লয়ে উপহার । অবশ্য कहিবে মোরে সব সমাচার । कहিতে
লাগিল তবে শুদ্ধমতি ধীর । যেমন প্রকারে বর দিলা সত্যপীর ॥
সেইমত দ্বিজবর कहিলা সমস্ত । শুনিয়া কাঠুরে সব হইল নিরস্ত ॥ ভক্তি
করিয়া কহে গুনহ ঠাকুর । আমা সবা কার যদি দুঃখ যায় দূর ॥ এমন
প্রকারে সিন্ধি দিব ঘরে ঘরে । এত বলি সবে গেল বনের ভিতরে ॥
কাটিয়া বেচিল কাষ্ঠ, পাইল অনেক । জানিল কাঠুরে পীর বড় পরেতক ॥
দুদিন মধ্যেই তিন দুঃখ গেল দূর । পীরের প্রতাপে হৈল বিভব প্রচুর ॥
সদানন্দ নামে সাধু লয়ে টাকা-কড়ি । কাষ্ঠ কিনিবারে যায় কাঠুরের

বাড়ী ॥ দেখিয়া বিস্ময় বড় হইল সাধুর। আগে গিয়া জিজ্ঞাসিল বচন
 মধুর ॥ শুনিয়া বিনয়-বাক্যে কহে বিবরণ। সাধুর ভক্তি বড় বাড়িল
 তখন ॥ সকল আছয়ে মোর পুত্র আদি ধন। এক হুঃখ অনলেতে সদা
 পোড়ে মন ॥ কত্যা যদি একটি আশায় দেন তিনি। এমত প্রকারে
 আমি করিব সিরিনি ॥ এতক বলিয়া গেল আপনার ঘর। এক কত্যা
 জনমিল কত দিনান্তর ॥ শুভক্ষণে দেখে সাধু কত্য়ার বদন। ফকির
 বৈষ্ণবে কত বিলাইল ধন ॥ যথাকালে বিয়া দিল ভাল বর আনি।
 পাসরিল পূৰ্ব্ব কথা করিতে সিরিনি ॥ জামাতা লইয়া যায় করিতে
 বাপার। সাত নায় নানা দ্রব্য পুরিয়া অপার ॥ দক্ষিণ পাটনে রাজা,
 নাম কলানিধি। সেই দেশে স'দাগরে মিলাইল বিধি ॥ রাজা সম্ভাষিতে
 গেলা নানা উপহারে। স্বপুত্র জামাতা দুইজন একেবারে ॥ সিরোপা
 পাইয়া রহে চাপিয়া সে তরী। প্রমাদ ঘটান পীর অতি কোপ করি ॥
 সেই ত রাজার দ্রব্য ভাঙারে যতেক। মুকুতা প্রবাল স্বর্ণ বর্ণি বতেক ॥
 পীরের আদেশে যত চেলাগণ আসি। প্রবেশিয়া রাজপুরী ঘোরতর নিশি ॥
 যতেক রাজার দ্রব্য বহিয়া বহিয়া। রাখিল সাধুর নায় সমস্ত পুরিয়া ॥
 প্রভাতে উঠিয়া শূত্র দেখিয়া ভাঙার। কোটাল বিকল বড়, লাগি
 চমৎকার ॥ চৌদিকে বেড়ায় চোর চাহিয়া নগর। ঘাটে উত্তরিল গিয়া
 যথা স'দাগর। নোকায় দেখিল দ্রব্য সেই ত সকল। সাধুরে বাঞ্চিল
 দিয়া লোহার শিকল ॥ ডাকু দাগাবাজ বেটা মিছা স'দাগর। এত বলি
 লয়ে গেল রাজার গোচর ॥ সাধু কহে কেহ মোরা কিছুই না জানি।
 কায় দ্রব্য কে বা লয়ে রাখিল তরলী ॥ পুণ্যবান রাজা শুন নিবেদন
 মোর। পরীক্ষা করুন, আমি যদি হই চোর ॥ রাজা বলে—ডাকু চোর
 বড় দাগাবাজ। কদাচ না শুনি যে সাধুর হেন কাজ ॥ হাতে লোভে
 ধরিয়াছি তবু “শুন কথা”। মশানেতে দেহ বলি, কাটি লয়ে মাথা।
 সত্যপীর ঠাকুর সে দিলেন বিবোধ। পাত্র বলে বন্দি রাখ, না করহ বধ ॥

শুভ্র জামাতা লয়ে রাখ কারাগারে । নৌকার যতেক দ্রব্য আনহ
ভাণ্ডারে ॥ কি কহিব সাধুর হুঃখের সীমা নাই । মাগিয়া উদর পূরে
শুভ্র জামাই ॥ শঙ্কর আচার্য্য ইহা করিল রচন । এমত জানিহ ভাই
ব্যাসের বচন ॥

হইল অনেক কাল, অন্ন নাহি জোড়ে । হুঃখরূপ অনলেতে সদা
মন পোড়ে ॥ হেথায় রমণী তার আর তার স্নাতা । পতির বিলম্ব দেখি
মহাহুঃখ-যুতা ॥ সেই ত সাধুর কত্মা দ্বিজের বাড়ীতে । দৈবযোগে এক
দিন গেল বেড়াইতে ॥ সিরিনি করিতে তথা দেখিয়া জিজ্ঞাসে । কাহার
করহ পূজা কোন্ অভিলাষে ॥ ব্রাহ্মণী কহিল তারে সকলি নিশ্চয় ॥
সত্যপীর সেবিলে সকল কার্য্য হয় ॥ সাধুর তনয়া বলে মোর এই কাম ।
পতি সহ পিতা মোর আশ্রন স্বধাম ॥ এমত প্রকারে আমি করিব
সিরিনি । ইশাদ ইহার তুমি থাক ঠাকুরাণী ॥ এতেক বলিয়া গেল
আপনার ঘর । দয়ালু হইলা পীর কৃপার সাগর ॥ শুভ্র জামাতা বন্দী
যথায় পাটান । সেথায় রাজারে গিয়া কহেন স্বপন ॥ মাথায় বেষ্টিত
কাল দিব্য দীপ্ত পাক । ছাগলের ছড়া ছড়ি, গুদুড়ি গোষাক ॥ হাতেতে
জৈতুন-মালা জপিতে জপিতে । সাত শত আউল্যো যোগান তার সাথে ॥
পরিচয় দিলা মোর নাম সত্যপীর । কলিযুগে পৃথিবীতে হয়েছি জাহির ॥
স্বণা না করিও রাজা দেখিয়া এ বেশ । বিরিকি মাধব আমি সাক্ষাৎ
মহেশ ॥ আমার সেবক বটে সাধু সদানন্দ । নাহি করে ডাকা চুরি,
নাহি করে মন্দ । বান্ধিয়া রাখিলে তারে, লয়ে যত ধন । হুঃখ পায়
তারা, করে আমার স্মরণ ॥ শুভ্র জামাতা তারা যত হুঃখ পায় । কি
কহিব শেল যেন ফোটে মোর গায় । নিশা পোহাইলে সেই সাধু
দৌহাকারে । খালাশ করিয়া পূজ বস্ত্র-অলঙ্কারে ॥ এক গুণ লইয়াছ,
দশ গুণ দিবে । তবে সে আমার ঠাই নিস্তার পাইবে ॥ রাজ্যের
সহিত নৈলে বিনাশ নিশ্চয় । বুঝিয়া করহ কার্য্য যবো মনে লয় ॥

প্রভাতে চেতনা পেয়ে সেই মহারাজ । বাহিরে দিলেন বার লইয়া সমাজ ॥
 পাত্র মিত্র সবে শুনে স্বপনের কথা । জানিল সকল গুণ, সফল দেবতা ॥
 আদেশ পাইয়া তবে কোটাল সম্বরে । খালাশ করিয়া আনে দুই
 স'দাগরে ॥ বস্ত্র অলঙ্কার রাজা বহুমূল্য দিল । যোড় হাত করি তবে
 বিনয় করিল ॥ দশগুণ ধন পেয়ে নায়ে দিল ভরা । যাইতে সাধুর দেশে
 বড় হৈল ত্বর ॥ বিবিধ বাসনা বাঞ্জে জয়-কোলাহল । না জানে পীরের
 পাকে হইল কুশল ॥ সত্যপীর ঠাকুর বুঝিতে তার মন । ফকিরের বেশে
 ঘাটে দিলা দরশন ॥ ডাক দিয়া কহে ওহে শুন সদাগর । কি ধন লইয়া
 যাও নোকার উপর ॥ কিছু যদি দিয়ে যাও, তুষ্ট হয়ে শাই । সতত করিব
 দো'য়া শুন সাধু ভাই ॥ ফকির নহি ত আমি সত্যপীর হই । খালাশ
 করিলু তোরে নৃপতিরে কই ॥ সাধু বলে—বস্ত্র বিনে ছেঁড়া কানি পর ।
 পীর যদি হও তুমি, দুঃখে কেন মর ॥ কড়ার ভিখারী তুমি, কড়া লয়ে
 যাহ । নহে ত ডাকিয়া মর, ওই থানে রহ ॥ তুষ আর অঙ্গার আছয়ে
 মোর নায় । কিছু যদি থাকে কার্য্য, দিব সর্বদায় ॥ এ কথা শুনিয়া
 কিছু না দিলা উত্তর । বসিয়া রহিল তথা দেব গদাধর ॥ বাহিয়া চলিল
 সাধু পরম আনন্দ । না চিনিলা ঠাকুরেরে, চক্ষু থেকে অন্ধ ॥ কত দূর
 গিয়া দেখে সাধুর জামাই । ভুবাঙ্গার বিনা নায়ে আর কিছু নাই ॥ সাত
 নায় যত ধন, সকলি অমনি । কান্দে দুই সদাগর শিরে কর হানি ॥
 কোন্ দেব শাপ দিল, একি পরমাদ । দেশেতে যাইতে আর নাহি করি
 সাধ ॥ কাঁপ দিব আজ, জলে ষাউক পরাণ । কোন্ মহাজন সহে এত
 অপমান ॥ কাহার শরণ লব, কে বা দিবে বর । এইরূপ কান্দে সাধু
 হইয়া কাতর ॥ জামাতা কহিল তবে স্বত্তরে সান্ত্বিয়া । ইহার কারণ এক
 গুন মন দিয়া ॥ ঐ যে ফকিরে দেখে করিয়াছ হেলা । আর কারো
 কর্ম নহে, তার এই খেলা ॥ সেই ধোন্কার পীর, কভু নহে আন ।
 চরণে শরণ লহ, হইবে বিধান ॥ এ কথা শুনিয়া সাধু ফিরাইল তরী ।

পুনঃ গেল সেই ঘাটে অতি দ্বরা করি।। দেখে সে ফকির আছে ঘাটেতে
 বসিয়া। দুই জনে বলে তাঁর চরণ ধরিয়া ॥ ক্ষম অপরাধ প্রভু, মোরে
 কর দয়া। কাতর দেখিয়া দেহ চরণের ছায়া ॥ চিনিতে না পারি আমি,
 তুমি কোন্ জন। পুজিব তোমার পদ করিলাম পণ ॥ হাসিয়া কহেন
 পীর—নায়ে গিয়া চড়। গরিব ফকির আমি, পায়ে কেন পড় ॥ কড়ার
 ভিত্তারী আমি, কড়া পাইলে যাই। শাপ বর দিবার কি শক্তি আছে
 ভাই ॥ কান্দিতে কান্দিতে পুনঃ কহে স’দাগর। কপট ত্যজিয়া দয়া
 কর গুণাকর ॥ যদি প্রভু পরিচয় না দিবে আপনি। গলায় মারিয়া
 ছুরি মরিব এখনি ॥ কহিতে লাগিল পীর তবে সত্যবাণী। সত্যপীর
 মোর নাম, শুন ফরমানি ॥ কহা যে দিলাম তাহা পাসরিলে শেষে।
 মানিয়া না দিলে সিনি, আসিলা বিদেশে। তে কারণে পাটনে রাখি
 বন্দী করি। পাইলে অনেক দুঃখ লুট গেল তরী ॥ তোমার নন্দিনী
 ঘরে সিরিনি মানিল। কাতরা দেখিয়া তারে দয়া উপজিল ॥ স্বপনে
 কহিছে আমি নৃপতির পাশ। তে কারণে দেশে যাও হইয়া খালাশ ॥
 সাধু বলে—এ কথা সকলি সত্য বটে। সিরিনি না দিয়া এত পরমাদ
 ঘটে ॥ সত্যপীর ঠাকুর হইল। গুণধাম। নৌকায় চড়িল সাধু করিয়া
 প্রণাম ॥ সকলি হইল রহ পূর্বমত নায়। জাহির হইল পীর, সাধু তরী
 বায় ॥ বিবিধ বাজনা বাজে, জয় পুরে ঠাটে। দেশে উত্তরিল গিয়া
 আপনার ঘাটে ॥ বাটীতে কহিতে দূত গেল রড়ারড়ি। সাধুর রমণী
 শুনি আনন্দিত বড়ি ॥ দশজন ভক্তে ডাকি পুরমাঝে আনি। নিরমিত
 সর্বদ্রব্যে করিল সিরিনি ॥ সাধুর তনয়া সেই সিরিনি থাইতে। থু থু
 করি ফেলি দিল ঘুণায় মহীতে ॥ সিরিনি ফেলিল দেখি পীর পয়গম্বর।
 হইল বড়ই ক্রুদ্ধ কাঁপে কলেবর ॥ আমার সিরিনি ফেলে, এতেক বোগ্যতা।
 দেখিব আসিয়া রাখে কেমন দেবতা ॥ নৌকার উপরে ছিল সাধুর জামাই ॥
 সে গেল অমনি তল, আর দেখা নাই ॥ কান্দে সাধু স’দাগর শিরে কর

হানি। ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি ॥ কোন্ দেব শাপ দিল,
এ কি পরমাদ। হায় হায় আচম্বিতে কে সাধিল বাদ ॥ জামাতা
ছঃধের ভাগী, প্রাণের সমান। তাহা বিনা মোর মনে আর নাহি আন ॥
সাধুর তনয়া কান্দে আর তার মা। ক্ষতি লোটাইয়া কান্দে, বৃকে মারে
ঝা ॥ পতির সহিত রামা যায় ডুবিবারে। জননী যতনে তারে রাখিবারে
নায়ে ॥ শরীর ছাড়িব আমি, নিবেদিগ মায়। অগ্নিকুণ্ড করি দেহ,
প্রবেশিব তায় ॥ কাষ্ঠ আমি কুণ্ড-সজ্জা করিল সকল। সত্যপীর ঠাকুর
সে হইলা বিকল। ক্রোধ করি সাধুপুত্রে লুকাইয়া দলে। তে কারণে
সাধুসুতা প্রবেশে অনলে ॥ হেন ভাবি সত্যপীর ব্রাহ্মণের বেশে। আমি
উত্তরিল। সেই স'দাগর-পাশে ॥ তোমার জামাতা তল গেল যে কারণ।
আমি তাহা ভাল জানি, শুন বিবরণ ॥ তোমার নন্দিনী ঘরে সিরিনি
খাইতে। থুথু করি ফেলি দিল ঘুণায় মহীতে ॥ সেই অপরাধে পীর
ডুবাইল না। পুনরপি গিয়া তাহা কুড়াইয়া থা ॥ তল হ'তে পাইবেক
পতি ধন তরী। এত বলি চলি গেলা দ্বিজরূপী হরি ॥ সাধুর নন্দিনী
তবে এ কথা শুনিয়া। যেখানে ফেলিয়াছিল, খাইল চাটিয়া ॥ তাহার
মিশালে মাটি জিভে কত লাগে। পরম যতনে খায় পতি-অমুরাগে ॥
হেথায় ভাসিয়া ওঠে সাধুর জামাই। সকলি তেমনি আছে, কিছু নড়ে
নাই ॥ আশ্চর্য্য সবার মনে লাগে বড় ধন্ধ। শুভক্ষণে ঘরে গেল
সাধু সন্ধানন্দ ॥ নৌকার যতেক দ্রব্য ভাঙারে পুরিল। দরিদ্র দ্বিজের
তরে কিছু কিছু দিল ॥ নগরের লোক যত পুর-মাঝে আনি। স'য়া
সের সোণা দিয়া করিল সিরিনি ॥ স্বপনে কহেন পীর—শুন স'দাগর।
স'য়া সের সোণা দিয়া করিলে আদর ॥ স'য়া সের আটা আর বাহা
নিয়মিত। তাহা দিয়া কর সিনি হয়ে হৃষ্টচিত ॥ স্বপনে এমন দেখি সাধু
ভাগ্যবান্। পরদিন কৈল তাহা যেমতি বিধান ॥ যত ভক্তজনে
জাকি পুর-মাঝে আনি। নিয়মিত দ্রব্য দিয়া করিল সিরিনি ॥

প্রসাদ লইল তবে যত জন তথা। বিরচিল শঙ্কর আচার্য্য এই কথা ॥

অতএব শুন লোক, না করিও হেলা। কে বুঝিতে পারে সেই দেবতার খেলা ॥ স্বামীর দোঁর্তাগ্য যায় রমণী-মণ্ডলে। সে হয় প্রাণের সমা এ কথা শুনিলে ॥ এ কথা শুনিতে যে বা পাশ-কথা পাড়ে। ননোহুঃখ অবিরাম, তার লক্ষী ছাড়ে ॥ রোখায় কি করে, যায় কামড়ায় সাপে। সত্যপীর কুশিলে রাখিবে কার বাপে ॥ মৃতবৎসা দোষ ঘুচে আর কাকবক্ষ্য। দুর্জনের হুঃখ বাড়ে সত্যপীরে নিন্দা ॥ সত্যপীর কিছু নহে যেই জন বলে। শমন-শিকল তার লাগে পায় গলে ॥ সিরিনি শানয়ে যে বা হয়ে দুই-মন। কদাপি না সিদ্ধ হয় তাহার কামনা ॥ শঙ্কর আচার্য্য ইহা করিল রচন। শুনিলে আপদ খণ্ডে পায় বহু ধন ॥ অামেন্ অামেন্ বল হয়ে হৃষ্টচিত। এতদূরে সাদ্র সত্য-নারায়ণ-গীত ॥

অনন্তব্রত *

আদৌ স্বস্তি বাচয়িত্বা সূর্য্যঃ সোম ইতি পঠিত্বা সংকল্পং কুর্য্যাম্। বিষ্ণুরোম্ তৎসদগ্ধ ভাদ্রে মাসি শুক্রে পক্ষে চতুর্দশ্যাং তিথ্যাবারভ্য চতুর্দশবর্ষপর্য্যন্তম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অনন্তসংসারার্ণবোদ্ধরণ-পূর্ব্বক—বিষ্ণুলোক—গমনকামঃ অনন্তব্রতমহং করিষ্যে ইতি। ততঃ

* অবশ্রপালনীয়—উপবাসদিনে দস্তধাবন, তৈল ও বিলাসদ্রব্য উপভোগ, দিবানিত্রা, জীপুংকব সংসর্গ এবং পাশাখেলা নিষিদ্ধ। পারণদিনে দ্বিতীয়বার ভোজন, পরাম (জ্ঞাতি, গুরু, মাতুল ও স্বত্তরের অন্ন পরাম নহে) শাক, দধি ও মধুভোজন, ক্লেশকর কার্য্য, জীপুংকব সংসর্গ এবং দ্বিবানিত্রা নিষিদ্ধ। সম্ভবা জী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত উপবাস ব্রত (শিবরাত্রি প্রভৃতি) করিতে পারিবে না।

সঙ্কল্পসূক্তং পঠেৎ । ততো ভূতশুদ্ধাদিকং বিধায় গণেশাদিদেবতাশ্চ
 সংপূজ্য কৃত্যঞ্জলিঃ পঠেৎ । ওঁ ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতন্তব ।
 নির্দিষ্টাং সিদ্ধিমাপ্নোতু স্বংপ্রসাদাজ্জনর্দন ইতি । ততঃ পঞ্চশুদ্ধিকর্যা
 সর্বতোভদ্রমণ্ডলমষ্টদলপদ্মং বা নির্মায় তন্মধ্যে ঘটমারোপ্য অনন্তপ্রতিমং
 স্থাপয়েৎ । শালগ্রামে ঘটাদৌ বা গণেশাদিন্ সংপূজ্য ইন্দ্রং ধাত্বা
 পূজয়েৎ । যথা—ওঁ ঐরাবতগজাকরুং নানালঙ্কারভূষিতম্ । দ্বিভুজং
 বজ্রহস্তঞ্চ সহস্রাক্ষং মহাবলম্ । চামরৈর্বোজ্যমানস্ত দিব্যানারীভিরাবৃতম্ ॥
 ইতি ধাত্বা আবাহয়েৎ । ওঁ আগচ্ছ শক্র দেবেশ দেবানাঞ্চ সুপূজিত ।
 পূজ্যভাগং গৃহাণ ত্রমেহি স্বং সুস্থিরো ভব । ইত্যাবাহু গন্ধাদিভিঃ সংপূজ্য
 প্রণয়েৎ । ওঁ শক্রঃ সুরপতিশ্চৈব বজ্রহস্তো মহাবলঃ । ঐরাবতগজাকরুঃ
 সহস্রাক্ষ নমোহস্ত তে ইতি ॥ ততস্তত্তাবরণং পূজয়েৎ যথা—ইন্দ্রায়,
 লোকপালায়, শচীপতয়ে, বজ্রহস্তায়, সহস্রাক্ষায়, অখণ্ডলায়, মেঘবাহিনায়,
 উচ্চঃশ্রবসে, পারিজাতায়, অমরাবতৌ, পুলোমজায়ৈ, প্রণবাদিনমোহন্তেন
 পূজয়েৎ । ততঃ সমুদ্রং পূজয়েৎ । ওঁ সমুদ্রং পাশহস্তঞ্চ গৌরবর্ণং
 ভূজদ্বয়ম্ । মকরস্থং মহাকাশং নানালঙ্কারভূষিতম্ । জলাধিদেবতং
 ভক্ত্যা চিস্তয়েৎ সন্নিভাম্পতিম্ । ইতি ধাত্বা আবাহয়েৎ । ওঁ আরাস্ত
 সর্বপাপঘ্নাঃ সর্বলোকশুভপ্রদাঃ ॥ সমুদ্রাঃ সন্নিভাঃ সর্বাঃ সন্নিধামিহ
 কল্পাতাম্ । ততঃ সংপূজ্য স্তুতিং পঠেৎ । ওঁ রত্নাকর নমস্তেহস্ত নমস্তে
 ত্রিদেশেশ্বর । অপাং নাথোহসি দেবেশ সর্বপাপহরো ভব ॥ তত
 অনন্তায়, বাসুকয়ে, তরুকার, কর্কোটকায়, কুলীরায়, শঙ্খায়,
 পদ্মায়, মহাপদ্মায়, প্রণবাদিনমোহন্তেন পূজয়েৎ । অনন্তরমনন্তং
 ধ্যানেৎ । যথা—ওঁ অনন্তং স্নেহবর্ণঞ্চ সহস্রফণমণ্ডিতম্ । চতুর্ভুজং
 মহাদেবং সর্বদ্রঃখাপহারকম্ । নাগোপরিপ্রস্থপ্তঞ্চ নানালঙ্কারভূষিতম্ ।
 দিব্যমালাধরং ধেবং দিব্যগন্ধারুলেপনম্ । যোগনিদ্রাহিত্তিকৈব লক্ষ্মীধৃত-
 পদাঘুজম্ । ইতি ধাত্বা স্ব-শিরসি পুংসং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য

अर्थाः संस्थाप्या पुनर्थाहा आवाहयेत् । यथा—“आगच्छानस्तु देवेश
 विश्वाग्न् विश्वरूपधृक् । कणासहस्रं विस्तार्य सामिधामिह कलश” इति । ततः
 षोडशोपचारैः पूजयेत् ॥ १ ॥ इदमासनम् । उं आसनं गृह् देवेश
 रज्जतादिविनिर्गितम् । मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥ उं
 आं अनन्ताय नमः इत्युक्त्वा दत्वा ॥ ततः आं अनन्त स्वागतम् । २ ॥
 इदं पाशम् । उं पाशस्तु पादयोरर्द्धेव जगद्धक्को सनातन । मया निवेदितं
 देव गृहाण रूपया विभो । ३ ॥ इदमर्धम् । उं पद्मपत्रविशालाक्ष नमस्ते
 गरुडध्वज । अर्धमेतत् प्रवक्ष्यामि प्रसीद पुरुषोत्तम । ४ ॥ इदमाच-
 मनीयम् । उं इदमाचमनीयस्ते गङ्गातोयैस्तु वत् प्रभो । भक्त्यापह्य
 नदाम्येतद् गृहाण परमेश्वर । ५ ॥ एष मधुपर्कः । उं मधुपर्को महान् देव
 त्रैलोक्यैः परिकल्पितः । मया निवेदितो भक्त्या गृह्ताक जनार्दन । ६ ॥
 इदमाचमनीयं पूर्णम् । ७ ॥ इदं स्नानीयम् । उं गङ्गपुष्पं तोयक
 शङ्खादिपात्रसंयुतम् । मया निवेदितं भक्त्या स्नानीयं परिगृह्यताम् ।
 ८ ॥ इदं वसनम् । उं तन्तुसन्तानसमृद्धं नानाचित्रसमयितम् ॥ भक्त्या
 निवेदितं देव वसनं परिगृह्यताम् । ९ ॥ इदमाभरणम् । उं अङ्गुरीयं
 महारत्नं निर्व्वितं काष्ठादिना । मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वर ।
 १० ॥ एष गङ्गाः । उं गङ्गाह्वयं देवदेवेश कुङ्कुमाशुक्लसम्भवः ।
 यथाशक्ति मया नतो देवेश प्रतिगृह्यताम् । ११ ॥ इदं
 पुष्पम् । उं अग्नानपङ्कजां मालां मालतीचम्पकादिभिः । पुष्पं
 गृहाण देवेश त्रयं मे सफलं कुरु । १२ ॥ एष धूपः । उं धूपं
 गृहाण देवेश दशाङ्गाभरणैः सह । पद्मनाभ नमस्तेहस्त देहि मे विपुलं
 धनम् । १३ ॥ एष दीपः । उं दीपं गृहाण देवेश नागकेटीश्वर
 प्रभो । दामोदर नमस्तेहस्त त्राहि मां भवसागरात् । १४ ॥ इदं
 नैवेद्यम् । उं चतुर्दशफलान्तेव अपूपसहितानि च । मया निवे-
 दितं भक्त्या नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् । १५ ॥ चतुर्दशफलानि

অনেন মস্ত্রেণ দত্তাৎ । ইদমপূপম্ । ওঁ অপূপং দ্বতসংযুক্তং
 সিতধাত্তসমুত্তবম্ । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পুরুষোত্তম । ১৬ ॥ ইদং
 তাম্বলম্ । ওঁ তাম্বলং সৰ্বভোগানাং দেবানাং প্রিয়কারকম্ । ত্রয়োদশ-
 শুভৈশ্বৰ্য্যং গৃহাণ পরমেশ্বর । ১৭ ॥ ইদং যজ্ঞোপবীতম্ । ওঁ ব্রহ্মহত্নো-
 ত্তরীয়ঞ্চ সাবিত্রীগ্রন্থিসংযুতম্ । পবিত্রস্তে প্রযচ্ছামি হৃষীকেশ নমোহস্ত তে ।
 ১৮ ॥ ইত্যাদি সংপূজ্য স্তুতিং পঠেৎ । ওঁ অনন্তসংসারবিমোচনায়,
 সৰ্বাঙ্গনে সৰ্ব্বগুণপ্রদায় । ত্রৈলোক্যনাথায় মহেশ্বরায়, তস্মৈ নমঃ
 পাপবিমোচনায় ॥ ওঁ নমোহস্তনস্তায় সহস্রমূর্তয়ে, সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুহায় ।
 সহস্রনায়ে পুরুষায় শাশ্বতে, সহস্রকোটয়ুগধারিণে নমঃ ॥ ইতি স্তব্য
 পুরাতনডোরকং ছগ্নপাত্রে নিঃক্ষিপ্য নিবেদয়েৎ । ওঁ ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ
 সোমশ্রীষ্যমাদয়ঃ । ভবন্তু সাক্ষিণঃ সৰ্বে পূৰ্বডোরসমর্পণে । ইদং
 পুরাতনং ডোরকং ওঁ আং অনন্তায় নমঃ । ততঃ সর্পাকৃতিচতুর্দশ-
 গ্রন্থিযুক্তং অভিনবডোরকমনেন মস্ত্রেণ বাহমূলে বগ্নীয়াৎ । ওঁ অনন্তসংসার-
 মহাসমুদ্রে ময়ং সমভূক্তর বাসুদেব । অনন্তরূপে বিনিয়োজয়স্ব অনন্ত-
 রূপায় নমো নমস্তে ॥ ইতি পুরুষস্ত দক্ষিণকরে দ্বিগুণ বামকরে বগ্নীয়াৎ ।
 ততো ভোজ্যমুৎসৃজ্য কথাং শৃণুয়াৎ ॥

ব্রতকথা

অরণ্যে বর্তমানান্তে পাণ্ডবা হঃখকর্ষিতাঃ । কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা যথাশ্রায়ং
 প্রতিগৃহেদমক্ৰবন্ ॥ পাণ্ডবা উচুঃ । বয়ং হঃখায় সংজাতাঃ পৃথিব্যাং
 পুরুষোত্তম । কথং মুক্তির্কদাম্মাকমনস্তহঃখসাগরাং ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
 অনন্তব্রতমস্ত্যতং সৰ্বপাপহরং শুভম্ । সৰ্বকামপ্রদং নৃণাং জীর্ণাষ্টকং
 যুধিষ্ঠির ॥ শুক্লপক্ষে চতুর্দশ্যাং মাসি ভাদ্রপদে তথা ॥ তত্ৰাহুষ্ঠানমাত্রেণ
 সৰ্বপাঠৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । কৃষ্ণ কোহয়ং স্বয়া খ্যাতো
 বোহনন্ত ইতি বিশ্রুতঃ । কিং শেষো নাগরজো বা অনন্তশুক্ককোহপি

বা। বাসুকীরাণ্য পদ্মশ মহাপদ্মশ বিজ্ঞতঃ ॥ পরমাশ্রাণবানস্ত উতাহো
 ত্রজ্ঞ এব বা। য এষোহনন্তসংজ্ঞো বৈ কথ্যঃ মে ত্রাহি কেশব ॥
 শ্রীভগবানুবাচ। অনন্ত ইত্যহং পার্থ মম রূপং নিবোধ তৎ। আদিত্যাদি-
 প্রচারেণ যঃ কাল উপপত্ততে। কলাকাষ্ঠাদুহুতাদিনরাত্রিশরীরবান্।
 পক্ষমাস্তু বর্ষাদিযুগকল্পব্যবস্থয়া। যোহয়ং কালো ময়া খ্যাতঃ সোহনন্ত
 ইতি বিজ্ঞতঃ। সোহহং কালোহবতৌর্ণোহস্মি ভুবো ভাৱাবতারণাৎ।
 দানবানাং বিনাশায় বসুদেবতনুভবঃ। অনন্তং বিজি মাং পার্থ কৃষ্ণং
 বিষ্ণুং হরিং শিবম্। ত্রাক্ষাণং ভাস্করং শেষং সর্বব্যাপিনমীশ্বরম্। বিশ্বরূপং
 মহাদ্বানং সৃষ্টিসংহারকারকম্। বিশ্বরূপোহনন্তোহস্মি যস্মিন্মিত্রাশ্চতুর্দশ।
 বসবোহষ্টৌ দ্বাদশার্কা রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ। সপ্তর্ষয়ঃ সমুদ্রাশ্চ পর্বতাঃ
 সরিতো ক্রমাঃ। নক্ষত্রাণি দিশো ভূমিঃ পাতালং ভূত্বাদিকম্। মা
 কুরুষাত্র সন্দেহং সোহহং পার্থ ন সংশয়ঃ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। অনন্ত-
 ব্রতমাহাশ্রাৎ বদ বেদবিদাশ্বর। কিং পুণ্যং কিং ফলং তত্ত্ব কিং দানং কস্ত
 পূজনম্। কেন বাদৌ পুরা চীর্ণং কেন লোকে প্রকাশিতম্। এতৎ সমস্তং
 বিস্তাৰ্য্য তন্মে ত্রাহি জগৎপতে। শ্রীভগবানুবাচ। আসীৎ পুরা কৃতযুগে
 স্মমৃদুর্নাম বৈ দ্বিজঃ। বশিষ্ঠগোত্রজো বিদ্বান্ শীলবান্ বিজ্ঞেভিজিগঃ।
 পত্নী তস্তাভবদীক্ষা সতী সত্যব্রতে স্থিতা। চরিত্রলীলসম্পন্ন সুরূপা
 ভৃগুবংশজা। তস্তাঃ কালেন সংজাতা হৃহিতা সর্বলক্ষণা ॥ শীলা নাম
 সুরীলা চ বর্দ্ধতে পিতৃবেশ্মনি ॥ মাতা চ তস্তাঃ 'কালেন জরদাহেন
 পীড়িতা। প্রবিষ্টা চ নদীতোয়ে মৃত্যু স্বর্গপুরং বর্যো। কুহে কুদেহিকং
 তস্তা ধর্মোপার্জনকারণাৎ। স্মমৃদুশ্চ ততঃ কত্যাং ধর্মপুলস্ত্র ধীমতঃ।
 উপযেমে সূহৃদ্বিধাং করুণাং নামতঃ সূধীঃ ॥ করুণা সাপি হুঃশীলা নিত্যং
 বলহকারিণী ॥ অত্যন্তমভবচ্চতী সদা নিষ্ঠুরভাষিণী। সাপি শীলা
 পিতৃর্গেহে গৃহার্জনরতা সদা ॥ কুডান্তস্তগৃহদ্বারদেহলীতোরণাদিষু ॥
 চতুর্দিকেস্ততো বর্ণৈর্নীলপীতসিতাদিভৈঃ। স্তম্ভিকৈঃ শজ্ঞপদৈশ্চ স্বর্চয়স্তী

সুহৃৎকঃ ॥ ততঃ সূক্ষ্মস্ত্যং শীলাং কদাচিৎ প্রাপ্তবোবনাম্ । দৃষ্টা
 সংচিন্ত্যামাস বরান্ বিগগয়ন্ ভূবি । ঋষিসংঘৈঃ পরিবৃতঃ সূক্ষ্মঃ
 প্রত্যভাষত । কথার্থমাগতঃ শ্রীমান্ কোণ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ ॥ শীলাং
 দদৌ সূক্ষ্মস্ত্য চ কোণ্ডিল্যায় শুভে দিনে । গৃহোক্তবেদবিধিনা বিবাহ-
 মকরোদ্ভিজঃ । নির্বর্ত্তোদ্বাহিকং কৰ্ম্ম প্রোবাচ কর্কশাং দ্বিজঃ ॥
 কিশ্কিন্ত্রে ধনং দেহং জামাতুঃ পারিতোষিকম্ । তচ্ছ্রুত্বা কর্কশা ক্রুদ্ধা
 প্রবিশ্ব গৃহমধ্যকম্ । কপাটং সূস্থিবাং দৃষ্ট্বা পাক্ৰম্যবদন্ত্ ৷ হোমা-
 বশিষ্টদ্রব্যেণ পাথেরমকরোদ্ভিজঃ । কোণ্ডিল্যোহপি বিবাহৈনামগমং
 প্রোত্তরেব চ । শীলাং সূশীলামাদায় গোযানেন শ্বমন্দিরম্ ॥ ততো
 মধ্যাহ্নসময়ে সংপ্রাপ্তে তু সরিত্তটে । অবতীৰ্য্য দ্বিজস্তত্র স্নানং চক্রে
 নৃপোত্তম । তস্তাস্তু সরিত্তীরে গোময়েনোপলেপিতে । দদর্শ শীলা
 সা স্নানং সমুহং রক্তবাসসাং । চতুর্দশামর্চয়ন্তং ভক্ত্যানন্তং পৃথক্
 পৃথক্ । উপবিশ্ব শনৈঃ শীলা পপ্রচ্ছ স্ত্রীকদম্বকম্ । কিমিদং ক্রিয়তে
 কার্য্যং ভবতীভিত্ত্যতাম্ ॥ নার্য্য উচুঃ । শুক্লপক্ষে চতুর্দশাং মানি
 ভাদ্রপদে ব্রতম্ । কর্তব্যং সরিত্তীরে তড়াগে বা স্রশোভনে । স্নাত্ত্বানন্তং
 নমস্কৃত্য নববস্ত্রধরঃ শুচিঃ । শুচৌ দেশে সমালিপ্য গোময়েন বিচরণঃ ।
 মণ্ডলং কারয়েত্তত্র সর্বতোভদ্রসংজ্ঞকম্ । কৃত্বা দর্ভময়ং দেবং বারিধানী-
 সমন্বিতম্ । পুষ্পপাদিভির্দেবমনন্তং পূজয়েদ্ধরিম্ । ধ্যাওয়া নারায়ণং
 দেবমনন্তং বিশ্বরূপিনম্ । অনন্তসংসারমহাসমুদ্রে, মগ্নং সমভ্রাক্ষর বাসুদেব ।
 অনন্তরূপে বিনিয়োজয়ন্ত, অনন্তরূপায় নমো নমস্তে । যন্ত্রেনানোচ্চায়িত্বা
 ফলানি চ চতুর্দশ । পূপপ্রস্থদয়কৈব ঘৃতপকং নিবেদয়েৎ । অর্ধং বিপ্রায়
 দ্বাতব্যমর্ধমাশ্বনি যোজয়েৎ । চতুর্দশগ্রন্থিযুক্তং পূজয়িত্বা স্রডোরকং ।
 অনন্ত ইতি যন্ত্রেণ নারী বামকরে পুনঃ ॥ দক্ষিণে চ পুমান্ কুর্যাৎ স্নাত্ত্বানন্তং
 সনাতনম্ । দক্ষিণাং বিধিবদ্বা বিপ্রান্ সন্তোষয়েন্ত্ ৷ যোহনন্তত
 ব্রতং কুর্যাৎস্বর্গাণি নব পঞ্চ চ । সর্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকং

স গচ্ছতি । সাপি তাসাং কথাঃ শ্রদ্ধা শীলা বদ্ধা স্ত্রডোরকম্ । পাণেয়-
শেষং বিপ্রায় দত্তা ভুক্তা তথৈব চ । আজগামাথ সা হৃষ্টা গোধানেন
স্বমাশ্রমং ॥ তেনানন্তপ্রভাবেণ বহুগোধনসংকুলম্ । স্ত্রবর্ণমণিমাণিক্য-
রত্নরৌপ্যধনানি বৈ । দাসদাসীসহস্রাণি মেঘাশ্বমহিষাদিভিঃ । গৃহং তস্যাঃ
শ্রিয়া যুক্তং ধনধান্যসমাকুলম্ । শীলা মাণিক্যাকাঙ্ক্ষীভিমুক্তাহারৈর্বিভূষিতা ।
দিব্যবস্ত্রসমাচ্ছিন্না সাবিত্রীপ্রতিমাতবৎ । ততঃ কালেন কিমতা সমায়াতে
হিমাগমে । কদাচিৎপবিত্রস্ত কোণ্ডিলো বহ্নিসন্নিধৌ । শীলয়া সহিতো
বিপ্রস্তাপয়ন্নগ্নমুত্তমম্ । শীলয়া বামহস্তে তু দৃষ্টা বদ্ধং স্ত্রডোরকম্ । কিমিদং
ডোরকং হস্তে শীলাং প্রোবাচ স দ্বিজঃ । স্ত্রবর্ণমণিমাণিক্যভূষিতে
বাহুপল্লবে । তন্মধ্যে স্ত্রডোরকং কিমিদং ধার্য্যতে তয়া ॥ শীলোবাচ ।
অনন্তস্য হি দেবস্যা ব্রতাস্তং স্ত্রডোরকম্ ॥ যৎপ্রসাদাতু ধনঞ্জ ধনধান্যং
গৃহে তব । তচ্ছ ত্বা প্রাবদন্তাস্ত মুনিঃ কোপপরায়ণঃ । কোহনন্ত ইতাদীর্ঘাণ
স্বত্বা চ করপল্লবম্ । হস্তাদাকৃষ্য তডেডারং ক্ষিপ্তবান্ পাবকোপরি । হা
হা কৃত্বা চ তডেডারং ক্ষীরৈর্নিকীর্ণিতং তয়া । তৎহস্তং পট্টসূত্রেণ
বেষ্টয়িত্বা পুনর্দধৌ ॥ বিশ্বগ্নাপন্নহৃদয়া মনসীদং ব্যচিস্তম্ ॥ ঠেং বিচিন্ত্য
সা সাক্ষী তুষ্ণীমালম্ব্য সংস্থিতা । তেন কন্দবিপাকেন তস্য সা ত্রীঃ ক্ষয়ং
গতা । অনস্তাক্ষেপদোষেণ জাতাস্তস্য পিপদগণাঃ । কিয়দ্বিস্তং জলে
মগ্নং স্থলে দগ্ধঞ্চ বহ্নিনা । স্ত্রবর্ণমণিমাণিক্যং রাজ্ঞা বৈ সংকৃতং বলাৎ ।
গোধনং তস্ত্রৈর্নীরিতং গৃহঞ্চাগ্নিপ্রদীপিতম্ । যত্র যে বৈ গতা গেহাং তে
তত্রৈব চ সংস্থিতাঃ ॥ অজ্ঞানৈঃ কলহো নিত্যং তর্জনং গর্জ্জনং তথা । অনস্তা-
ক্ষেপদোষেণ মম হর্গতিরীদৃশী ॥ ইতি মত্তা দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শীলাং পপ্রচ্ছ
হুঃখিতঃ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ । কথমেতন্মহাদৈত্যমকস্মাৎ সমুপস্থিতম্ । যদি
জানাসি চাক্ষি কারণং কথয়স্ব মে । ততঃ সা বিনয়ৈবুক্তা বস্ত্রং
কিকিৎ প্রচক্রমে ॥ শীলোবাচ । বদনস্তস্ত ডোরং তে ক্ষিপ্তমাসীচ্চ
পাবকে । নুনং তেন স্বদোষেণ স প্রাপ্তেয়ং বিপদশা । স শীলাবচনং

শ্রদ্ধা কোণ্ডিল্যশ্চিস্তিতোহভবৎ ॥ অনস্তাক্ষেপদোষণে জাতদৈন্ত্র্যে হি
 নিশ্চিতম্ । তস্মাদনন্তমুদ্दिष्टा गन्तवां गहनं वनम् ॥ ইতি নিশ্চিত্য মুনিঃ
 কোণ্ডিল্যান তথা কৃতম্ । কুত্র পশ্যামি তং দেবং ক্রবল্লবং যথৌ বনম্ ।
 এতচ্চ নিয়মকৈব ব্রহ্মচর্যাং চরন্ দ্বিজঃ ॥ বিকলঃ প্রযযৌ পার্থ সোহরণ্যাং
 জনবর্জিতম্ । তত্রাপশ্যন্নহাচূতং ফলিতং পুষ্পিতং তথা । বর্জিতং
 পক্ষিসংজ্ঞেন কীটৈশ্চৈব বিশেষতঃ ॥ তমপৃচ্ছন্ দ্বিজোহনন্তঃ কচিদৃষ্টয়া
 ক্রম । চূতক্রমেহপ্যুবাচৈনং নানস্তৌ বীক্ষিতৌ ময়া । অনন্তঃ যদি
 পশ্যামি কিমবস্থা মমেদৃশী । এবং নিরাকৃতস্তেন গাং দদর্শ সবৎসিকাম্ ।
 তুণমধো প্রধাবন্তীমিতশ্চেতশ্চ পাণ্ডব ॥ সোহব্রবীদ্ধেনৌ মে ব্রাহ্মি
 কিমনন্তস্তুয়েক্ষিতঃ । গৌরপ্যুবাচ কোণ্ডিল্যাং নানস্তৌ বীক্ষিতৌ ময়া ॥
 অনন্তঃ যদি পশ্যামি কিমবস্থা মমেদৃশী । ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে গৌরুবাং
 শাঙ্গলে স্থিতম্ । দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ গোন্হামিন্ কিমনন্তস্তুয়েক্ষিতঃ ॥ গৌরু-
 ব-
 স্তমুবাচাথ নানস্তৌ বীক্ষিতৌ ময়া । অনন্তঃ যদি পশ্যামি কিমবস্থা
 মমেদৃশী । ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে রমাং পুষ্করিণীদ্বয়ম্ ॥ ছন্নং কুমুদ-
 কল্লায়ৈঃ কমলোৎপলমণ্ডিতম্ । অস্ত্রে হৃজলকল্লোলবীচিবিক্ষেপণীকরম্ ।
 প্রাণিভিন্দিগীযস্তে তজ্জলানি তৃষার্তিভিঃ । একা তু ভ্রমরৈর্হংসৈশ্চক্র-
 বাকৈশ্চ সেবিতা । অস্ত্রা পক্ষিগণৈর্হীনা পদ্মাসোগন্ধবর্জিতা । পুষ্করিণৌ
 চ পপ্রচ্ছ কিমনন্তস্তুয়েক্ষিতঃ ॥ আবাত্যাং বীক্ষিতৌ বিপ্র নানস্তেতি
 তমুচতুঃ ॥ ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে গর্দভং কুঞ্জরং তথা । থরশ্চ কুঞ্জরঃ
 পৃষ্ঠঃ কিমনন্তস্তুয়েক্ষিতঃ ॥ তমুচতুস্তাবাবাত্যাং নানস্তৌ বীক্ষিতঃ কচিং ।
 তয়োর্বাক্তামবিজ্ঞায় ততশ্চিস্তাপরোহভবৎ । শ্রীমন্নাথ পরিব্রাহ্মি ক্রবন্
 স মুচ্ছিতো ভুবি । তস্মিন্ ক্লীণেহতিনিবিল্লে কোণ্ডিল্যে মুনিসন্তমে ॥
 কৃপয়ানন্তদোবোহপি প্রত্যক্ষং সমুপাগতঃ । বৃদ্ধবাক্ষণরূপেণ প্রত্যক্ষ-
 মভবত্তদা । ঈষৎকাস্যসমাবৃত্তো বভাবে তং দ্বিজোত্তমম্ । উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ
 ভো বিপ্র ত্যজ খেদং মূঢ়ং কুরু । দর্শয়ামি তবানন্তং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ।

ইত্যুক্তা চ করে ধৃতা প্ৰবিবেশ গুহাগৃহম্ । স্বৰূপং দৰ্শয়ামাস দিব্য-
 নারীগণৈবৃতম্ । সিংহাসনে স্থাৰ্হীনং শঙ্খচক্ৰাজ্জশোভিতম্ । গৰ্ভা
 গৰুড়েনাপি সেবিতং বিশ্বৰূপিণম্ । তং দৃষ্ট্বা স দ্বিজো ভূমৌ দণ্ডবম্নিপপাত
 হ ॥ পাপোহহং পাপকৰ্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ ॥ ত্ৰাহি মাং পুণ্ডরী-
 কাক সৰ্বপাপহৰো ভব । অথ মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ।
 যন্তবাজ্জিযুগাজ্জান্তে মনমূৰ্দ্ধা ভয়রায়তে ॥ জ্ঞানতাহজ্ঞানতা বাপি যোহ-
 পরাধঃ কৃতো ময়া । তৎকৰ্ম্মস্ব জগন্নাথ তদব্রতং প্ৰকরোম্যাহং ॥ ততঃ
 প্ৰসন্নো ভগবান্ সৰ্বভূতাস্তবস্থিতঃ । উবাচ তং মহাভাগঃ কোণ্ডিল্য
 ভক্তবৎসলঃ ॥ বরং বৃণুৰ্হ বিপ্ৰেচ্ছ যং বরং মনসেচ্ছসি । ইতি ক্ৰত্বা
 ততো বাক্যমনন্তস্য জগৎপতেঃ । স বিপ্ৰঃ প্ৰাৰ্থয়ামাস বরমেকং
 সুহৃৎভিম্ ॥ তচ্ছৃৎমানস্তদেবোহপি দদৌ তস্মৈ বরব্ৰহ্ম ॥ দাৰিদ্ৰ্যানাশনং
 ধৰ্ম্মং বিষ্ণুলোকমধ্যক্ষম্ । তস্মাদ্ বিপ্ৰ গৃহং গচ্ছ ধনধান্যসুতাদিতঃ ।
 শীলয়া সহিতঃ সৰ্গমন্তকালে প্ৰযাস্যসি । প্ৰতিগৃহ্য দ্বিজোহপ্যাহ
 ভগবন্ কিং ময়েক্ষিতঃ । প্ৰসন্নো যদি মে দেব কণথস্ব মহাপ্ৰভো ।
 যে যে দৃষ্টা ময়ারণ্যে কেতে চূতক্ৰমাদয়ঃ ॥ কোহয়ং বুধশ্চ কা ধেনুৰ্বৃকঃ
 পুষ্কৰিণীদ্বয়ম্ । কঃ থরঃ কুঞ্জরো বাপি তন্মে ক্ৰহি জনাৰ্হিন ॥ শ্ৰীভাগবাত্মবাচ ।
 যো বৈ চূতস্তুয়া দৃষ্টত্বভোগ্যফলপুষ্পকঃ ॥ গোদাবৰীতীৰবাসী স বিজ্ঞাপতি-
 নামকঃ । বেদবিত্তাসমায়ুক্তঃ সৰ্বশাস্ত্ৰবিশাৰদঃ । উপাসন্নৈভ্যঃ শিষ্যৈভ্যো গৰ্ভী-
 দ্বিধ্যাং ন দস্তবান্ । ঐভোগ্যাং ফলকীটৈশ্চ তেনাসৌ চূততাং গতঃ । সা
 গোবৎসুন্ধরা যা তু নিফল্য প্ৰতিপাদিতা । পুৰা কৃতবতী কাচিৎ নিফল্য
 ভূমিদানতঃ ॥ গৃহীতা তেন পাপেন বনে গোনিৰ্জ্জনেহভবৎ । অরণ্যে
 গোবৃষো বিপ্ৰস্তয়া দৃষ্টঃ সুবিস্মিতঃ । কৰ্ম্মচৌরোহতিদৃষ্টাত্মা সেবকঃ
 প্ৰভুবঞ্চকঃ । তেন পাপেন দৃষ্টাত্মা বৃষভোহৰ্মো বনেহভবৎ ॥ পুষ্কৰিণ্যৌ
 চ যে দৃষ্টে ভবতা দ্বিজসন্তম । পুৰা তাভ্যাং সপত্নীভ্যামভ্যাত্তাং বঞ্চিতঃ
 পতিঃ । তেনৈবাদানমাত্ৰেণ পুষ্কৰিণ্যৌ বভুবতুঃ । কুঞ্জরো মদগৰ্ভত্যাং

খরস্ত্র ক্রোধসম্ভবঃ। ব্রাহ্মণোহহমনস্তোহস্মি গৃহং গচ্ছ ত্রতং কুরু ॥
 পুনস্তব সমৃদ্ধিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ভুক্তা ভোগাংশ্চ বিপুলান্
 সংপ্রাপ্যসি পরং পদম্। ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা স দেবোহস্তদধেহ্মি চ।
 ততো বিপ্রো ব্রহ্মণ্যং মার্গে তান্ সৰ্ব্বাংশ্চ দদর্শ হ। তেভ্য এবং সমুক্তা চ
 জগাম নিজমন্দিরম্ ॥ ধনঞ্চ পূর্ববদৃষ্ট্বা ত্রতং কৃত্বা যথাবিধি। শীল্য
 সহ ধর্ম্মাভ্যা ভুক্তা ভোগান্ যথেষ্টিতান্ ॥ অস্তে জগাম স মুনির্বিষ্ণুলোক-
 মথাক্ষরম্। অনন্তব্রতধর্ম্মেণ পরিপূর্ণেন পার্থিব। অনন্তস্ত প্রিয়ো ভূত্বা
 পদং গচ্ছত্যানাময়ং। শৃণোতি যো বৈ সততং বাচ্যমানং যুধিষ্ঠির।
 ব্রহ্মহাপি বিমুক্তঃ সন্ পরং যাতি পদং ধ্রুবম্। ইদং ব্রতং ময়োক্তন্তে
 ভ্রাতা প্রোক্তং যদীপ্সিতম্। লোকানামুপকারায় অবতীর্ণোহস্মি ভূতলে ॥
 এবং ময়া তে কথিতং ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্। চরানন্তব্রতং পার্থ বর্ষাণি
 নব পঞ্চ চ। সৰ্ব্বদুঃখাদ্বিনিস্তীর্ণ্য মামন্তে ত্রমবাঙ্গ্যসি ॥ ইত্যনন্তব্রতকথা
 সমাপ্তা।

জলসংক্রান্তিব্রত

স্নাতঃ প্রোত্থ আচান্তঃ শুচিদর্ভাসনোপবিষ্টঃ সূর্য্যঃ সোম ইতি পঠিত্বা
 উদভুগঃ কুশপ্পতিলতুলসীপত্রফলসহিততাত্রপাত্রমাদায় সংকল্পঃ কুর্য্যাৎ ॥
 বিষ্ণুনমোহদ্য বৈশাখে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ মহাবিশুবসংক্রান্ত্যাং
 অমুকগোত্রাশ্রী অমুকী দেবী দাসী বা যমলোকাবস্থিতান্নকারপ্রশমনায় ঋগু-
 যাতাপিতৃঋগ্বর্গাছান্দ্রগণপূর্ব্বক-অস্তে বিষ্ণুলোকগমনকামা অদ্যারভ্য একবর্ষ-
 পর্য্যন্তং প্রতিসংক্রান্ত্যাং যথাশক্তি গণেশাদিনানাদেবতাপূজা-পূর্ব্বক-সলক্ষ্মীক-
 নারায়ণপূজা-তৎকথা-শ্রবণরূপজলসংক্রান্তিব্রতমহং করিষ্যে। ইতি সংকল্প্য
 তজ্জলমশান্তাং দিশি ফিপেৎ ॥ ততঃ সংকল্পহৃতং পঠেৎ ॥ ততঃ
 কৃত্যঞ্জলিঃ পঠেৎ ও ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব। নিবিঘ্নাৎ
 সিদ্ধিমাগ্নোহু স্বপ্রসাদাজ্জনর্দন ॥ গৃহীতেহস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণ

স্বহং ত্রিয়ে। সাক্ষং ভবতু তৎ সৰ্বং তৎপ্রসাদাৎ কৃপাময় ॥ ততো
ভূতানপসার্যাসনশুদ্ধাদিকং কৃৎস্না বিষ্ণুং ধ্যাৎস্বা মানসোপচারৈরানু-
ষ্ঠাংস্বাপনং কুর্য্যাৎ। ততো গণেশাদীন্ পূজয়িত্বা পুনর্ধ্যাত্বা পাণ্ডাদিভির্বিষ্ণুং
সংপূজ্য নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ইতি পঠিত্বা নমস্কুর্য্যাৎ। ততো লক্ষ্মীং ধ্যাৎস্বা
সংপূজয়েৎ। ততো জলপূর্ণঘটংস্থজেৎ ॥ বিষ্ণুন্মোহন্তু অমুকে মাসি অমুকে
পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা ত্রীঅমুকী দেবী দাসী বা ত্রীবিষ্ণুপ্ৰীতিকামা
হমং জলপূর্ণঘটং অর্চিতং ত্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রানাম্ণে ব্রহ্মণায় অহং
দদে। ততো দক্ষিণাং দত্বাৎ এবং ভোজ্যমুৎস্থজেৎ ততঃ কথাং শৃণুয়াৎ ॥

ব্রত কথা

ঋষিরূবাচ ॥ শরতঋগতং ভীষ্মং ধর্মশাস্ত্রার্থকোবিদম্। প্রণম্য
শিরসা দেবং পপ্রচ্চেদং যুধিষ্ঠিরঃ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ ॥ রূপবান্ জায়তে
কেন ধর্মবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। নানাবিধানি পাপানি সংযুচ্যৈব বিশেষতঃ।
সর্বদা লভতে বারি যমলোকগতৌনরঃ। নরকঞ্চ ন পশ্যেতু তন্মে
ক্রহি পিতামহ ॥ ভীষ্ম উবাচ ॥ আসীদ গুণবতী নারী গুণসারসমুদ্ভবা।
সাক্ষরী সর্বগুণোপেতা পতিভক্তিপরায়ণা। শুভ্রবৈঃ শ্বেতপীতৈশ্চ
মণ্ডয়ন্তী গৃহাঙ্গনম্ ॥ একদা সা তু শালায়াং সহ ভর্তৃ। সমাস্থিতা। পপ্রচ্ছ
মধুরাং ভাষাং ভর্তারং মণিমাণ্ডবম্ ॥ গুণবতুবাচ। কেন ব্রতেন দেবেশ
দুর্ভগা স্তুভগা ভবেৎ। বিষ্ণুনা সহ সংভূয় দিবি লক্ষ্মীর্থথা বসেৎ ॥ ন
পশ্যেন্নরকঞ্চাপি ইহ লোকে পরম চ। কণরস বিশেষেণ যদি স্নেহোহস্ত
মাং প্রতি ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। স্তুভগে শৃণু বক্ষ্যামি ব্রতানাং ব্রতঃসুতম্।
অন্তীষ্ঠ ভুবনে রমাং জলসংক্রান্তিনামকম্ ॥ যৎ কৃৎস্না ঘোষিতঃ সৰ্বা
লভতে বৈষ্ণবং পদম্। নরকঞ্চ ন পশ্যন্তি যমলোকে স্তুত্বস্তরে ॥ লভন্তে
সর্বদা বারি ত্রৈলোক্যে নাত্র সংশয়ঃ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ ॥ যদি তুষ্টোহসি
স্নেহাত বিধানং তন্ত্র কথ্যতাম্। কেন বা লভতে তচ্চ তন্মে নিগদ

সত্তন ॥ ভীষ্ম উবাচ ॥ শুভে কালে শুভে লগ্নে সংপ্রাপ্তে বিষুবে শুভে ।
 আরভেত ব্রতং তচ্চ ধর্ম্যকামফলপ্রদম্ ॥ প্রাতঃ স্নাতঃ শুচিভূত্বা পিধায়
 বস্ত্রযুগ্মম্ । নাবায়ণঞ্চ সংপজ্য সঙ্কল্পং কারয়েদ্ব্রতী ॥ পূজয়েদ্বাসুদেবঞ্চ
 সলক্ষ্মীকঞ্চ ভক্তিতঃ । দীপং দদ্যাদযথাশক্তি তৈলেনাথ ঘৃতেন বা ॥
 নৈবেদ্যেন চ গন্ধেন ধূপেন বিবধেন চ । নাবী বাপি নবোবাপি
 যঃ কুর্যাৎ প্রয়তঃ শুচিঃ ॥ মাতবং পিতর্যঞ্চব শ্বশুরঞ্চ বিশেষতঃ ।
 বিষ্ণুসংক্রামিতশ্রীকন্তেনৈব সহ মোদতে ॥ শটীব পুংসুতস্ত
 বশিষ্ঠারুদ্রতৌ যথা । শস্তোঃ সতী যথা ভাষ্য লক্ষ্মীলক্ষ্মী-
 পতের্যথা ॥ কপসৌভাগ্যসংযুক্তা স্বামিনা সহ মোদতে ॥ পুত্রপৌত্র-
 ধনৈর্গুণৈঃ সতী সাক্ষী পতিব্রতা । ইত্যেতৎ কথিতং পুত্রবাৎসল্যেন
 তবানঘ । মাসি মাসি চ যঃ কুর্যাৎ স যাতি বৈষ্ণবং পদম্ ॥ জলপূর্ণঘটং
 দদ্যৎ স্নভোজ্যং দক্ষিণাব্রতম্ । ঐশ্বা কথ্যং বিধানেন বৎসনাস্তে
 প্রতিষ্ঠয়েৎ ॥ ব্রতান্তে বাসসাচ্ছাদ্য ঘটং বৈ তাত্রনির্মিতম্ । ব্রাহ্মণায়
 প্রদদ্যাতু সর্বমেতদশেষতঃ । বিষ্ণুদ্দিষ্ট হোমঞ্চ বিষ্ণুমন্ত্রেণ কারয়েৎ ।
 অষ্টোত্তরশতং বাপি অষ্টাবিংশতিমেব বা ॥ অশ্বখস্ত্র সমিত্তিশ্চ জুহুৱাদ্
 ভক্তিসংযুতঃ । সংপূর্ণে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণায় বিশেষতঃ ॥ ভোজ্যং
 দদ্যাদযথাশক্তি যজ্ঞোপবীতসংযুতম্ । পায়সং বিষ্ণবে দদ্যৎ সলক্ষ্মীকায়
 ভক্তিতঃ ॥ অচ্ছিদ্রমবধার্যাপ বামদেব্যঞ্চ কীর্তয়েৎ । প্রীতিবিষ্ণুপ্রীত্যে
 বিপ্রান্ ভোজয়েদ্ঘৃতপায়সম্ । যা করোতি ব্রতকৈতজ্জলসংক্রান্তিনামকম্ ।
 সর্বপাপবিনিমুক্তো চাস্তে যাতি হরেঃ পুরম্ ॥ যে শৃণুস্তি কথ্যং দিব্যাং
 শ্রদ্ধয়া চ যুধিষ্ঠির । নানাস্থখমিহাস্থায় তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ইতি
 শ্রীভবিষ্যপুরাণে জলসংক্রান্তিব্রতকথা সমাপ্তা ॥

অক্ষয়তৃতীয়াব্রত

আচমনং কৃত্বা স্মৃতিবাচনং কুর্যাদ্ যথা—কর্তব্যোহগ্নিন অক্ষয়তৃতীয়া-

ব্রতকর্মণি ঐ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রবন্ত ঐ পুণ্যাহং, ততঃ স্তুতিং ঋদ্ধিঞ্চ ক্রুয়াং ।
ততঃ সূর্য্যাসোম ইতি পঠিত্বা সংকল্পং কুৰ্ঘ্যাং । বিষ্ণুর্নামোহদ্য বৈশাখ্যে নাসি
শুক্লপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়ায়াঃ তিথাবারভ্য অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী দাসী
বা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা অষ্টবর্ষং যাবৎ প্রতিবর্ষীয়-বৈশাখশুক্লতৃতীয়ায়াং
গণপত্যাদিদেবতাপূজাপূর্ব্বকভবিষ্যপুরাণোক্তবিধিনা অক্ষয়তৃতীয়াব্রতমহং
করিষ্যে । ততঃ সংকল্পসূক্তং পঠেৎ । ততো যণাশক্তি গণেশাদিদেবতা-
পূজাপূর্ব্বকং বিষ্ণুং লক্ষ্মীঞ্চ পূজয়েৎ । ততো ঘটদানং—সমবভোজ্যজল-
পূরিতঘটায় নমঃ । তত উৎসর্গঃ । ততঃ কণাং শৃণুয়াং ।

ব্রতকথা

যুদিষ্ঠির উবাচ । জলদানশ্চ মহাশ্রীয়াং যৎ-ঋষ, কথিতং পুরা ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ততো ব্রহ্মবিদাম্বর ॥ শতানীক উবাচ ।
আসীদ্বিজাধমঃ কশিচ্ছ ধর্ম্মকর্ম্মবিবার্জিতঃ । কদাচিত্তং তদগৃহে রাজন্
ব্রাহ্মণতৃষয়ান্বিতঃ ॥ জলং দেহীতি ভো বিপ্র প্রার্থ্যতে বিনয়ান্বিতঃ ।
বিপ্রোবাচ ॥ অন্নং নাস্তি জলং নাস্তি যদগৃহে নাস্তি চাসনম্ । অগ্নজ
গচ্ছ দুর্ক্লুকে জলং পিব যথোচিতম্ ॥ তশ্চ পত্নী স্নানীলা চ তৎ-শ্রদ্ধা চ
পতিব্রতা । স্বামিনং প্রাহ সা রাজন্ জলং দেহি দ্বিজাতয়ে । কিমর্থং
ধনসম্পত্তিঃ কিমর্থং ঐদগৃহাদিকম্ । স্বকীর্যোদরপূর্ণঞ্চ যুত্বং কুরুবে
বিভো ॥ এবমুক্তা তশ্চ পত্নী ব্রাহ্মণায় জলং দদৌ । তিথৈরশ্রুতাঃ প্রভাবৈশ
তজ্জালনমহাকলম্ ॥ বৈশাখশ্চ সিতে পক্ষে অক্ষয়া সা তিথির্ভবেৎ ।
তত্র তোরপ্রদানশ্চ ফলমক্ষয়মীরিতম্ ॥ কদাচিদাযুষঃ শেষে যমদূতঃ
সমাগতঃ । ধৃত্বা পাশেন তং বন্ধু নীতং যমপুরং ততঃ ॥ বিপ্র উবাচ ।
জলং মে দেহি ধর্ম্মজ্ঞ তৃণয়া পরিপীড়িতঃ । জলং দেহীতি শ্রুত্বা বৈ
যমদূত উবাচ হ । ন দন্তং বারি বিপ্রৈস্ত্যঃ কথং বা প্রাপ্স্যতে জলম্ ।
ইত্যুক্তা যমদূতশ্চ যমাগ্রে চ শ্রবেদয়ৎ ॥ যম উবাচ । ত্যজেনং দূত

ধর্মজ্ঞ অশ্রু পুণ্যফলং শৃণু ॥ বৈশাখে শুক্লপক্ষশ্চ তৃতীয়ায়াং বিধানতঃ ।
 অশ্রু পত্নী সুধর্মজ্ঞা ব্রাহ্মণায় জলং দদৌ । তদানন্তাপুণ্যেন নরকঞ্চ
 নিবর্ততে । বিপ্র উবাচ । অক্ষয়াং ত্রিখণ্ডাসাদ্য কিং কর্তব্যং তদা বদ ।
 বম উবাচ । স্নানং দানং তপো হোমঃ শ্রদ্ধয়া পিতৃতর্পণম্ । বিধিবৎ
 পূজনং বিষ্ণোস্তদক্ষয়মুদাহৃতম্ ॥ ত্বঞ্চ জন্মান্তরং প্রাপ্য বিষ্ণুং সম্পূজ্য
 ভক্তিতঃ । ভূক্তা মনোরমাম্ ভোগান্ বিষ্ণুলোকমবাস্যাসি । অক্ষয়া সা
 তিথিঃ প্রোক্তা তত্র বিষ্ণুব্রতং শুভম্ ॥ তদ্বিধানং শৃণু প্রাজ্ঞ যেন লোকঃ
 সুখী ভবেৎ । বৈশাখশ্চ সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়াং দ্বিজোত্তম । বিষ্ণুভ্যর্থ্য
 বিধিবৎ বৎসরাষ্টৌ সমাচরেৎ । সম্পূর্ণে তু ব্রতে তত্র প্রতিষ্ঠামাচরেন্ততঃ ॥
 এবমুক্তা ধর্মরাজস্তদ্বৈবান্তরদীয়ত । ততো জন্মান্তরং প্রাপ্য স চ
 বিপ্রবরোহভবৎ ॥ ধর্মজ্ঞশ্চ ক্রতুজ্ঞশ্চ বিবেকী দান-তৎপরঃ । জ্ঞাত্বৈশ্বরা
 দয়াশীলা তস্য ভার্য্যা চ সাভবৎ । জলদানপ্রভাবেণ বিষ্ণুবল্লভতামিয়াৎ ॥
 এবং কেরোতি বা নারী মর্ত্যো বা সংজিতেন্দ্রিয়ঃ । ইন্দ্রলোকং সমাসাদ্য
 বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ইতি ভবিষ্যপুর্বাণোক্তা অক্ষয়তৃতীয়াব্রতকথা
 সমাপ্তা ।

সাবিত্রীব্রত

গৌণ জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্দশীর নাম সাবিত্রী-চতুর্দশী । ঐদিন উপবাস
 করিয়া সায়াংকালে বটবৃক্ষমূলে সাবিত্রীপূজা করিলে বিধবা হইতে হয় না ।
 স্ত্রিবাচনাদিসমাপনাতে নিম্নলিখিত রূপে সংকল্প করিবে । যথা—বিষ্ণু-
 মোহন্ত জ্যৈষ্ঠে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দশাস্তিত্থৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী
 দেবী দাসী বা অবৈধব্যকামা (ব্রতগ্রহণের বর্ষে “অত্মারভ্য চতুর্দশবর্ষপর্যন্তং
 প্রতিবর্ষীয়-জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণচতুর্দশাং”—পাঠ্য) যথোক্তবিধিনা সাবিত্রীব্রতমহং
 করিষ্যে । পরে সংকল্পহুতাদি পাঠ্য । ব্রতগ্রহণের বর্ষে ব্রতীকেই সংকল্প
 করিতে হয় । অতঃপর পঞ্চবর্ণের শুণ্ডিকাধারা মণ্ডল অঙ্কন, ঘটস্থাপন

এবং বটবৃক্ষাখাদি আরোপণপূর্বক অর্চনা করিবে। যথাবিধানে আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, সামাগ্ধার্য ও গ্রাসাদিসমাপনান্তে গণেশাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল প্রভৃতির অর্চনা করিয়া বটবৃক্ষকে মান করাইয়া স্পর্শপূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

“ও বটোহসি বৃক্ষনাথঃ খাতো হরিহরাত্মকঃ । ভবতু ত্বংপ্রসাদেন ব্রতং তি সফলং মম ॥”

পরে ও বটবৃক্ষায় নমঃ, এই মন্ত্রে অর্চনান্তে প্রণাম করিবে, যথা—

“ও বটবৃক্ষ মহাভাগ জগৎসত্তারক প্রভো । পৃথিব্যামবতীর্ণোহসি নমস্তামি সুরেশ্বর ॥” পরে “সং জদরায় নমঃ” ইত্যাদি প্রণালীতে অঙ্গগ্রাস করিয়া ধ্যান মানসার্চন, অর্থাস্থাপন, পরে পীঠপূজাপূর্বক পুনর্ধ্যান করিয়া আবাহন করত ষোড়শোপচারে সাবিত্রীর অর্চনা ও নমস্কার করিবে। পরে স্তব পাঠ করিবে, যথা—ও দেবাহরমহুয্যাণাং পূজনীয়া বিধানতঃ । পতিব্রতে মহাভাগে বন্দিতে চ গুচিস্মিতে ॥ অঐবধ্যাক্ষ সৌভাগ্যং দেহি ত্বং মম সূত্রতে । পুত্রং পৌত্রঞ্চ মোক্ষঞ্চ দেহি দেবিনমোহস্ত তে ॥ সাবিত্রি ব্রহ্মগায়ত্রি সত্যবাক্ প্রিয়ভাষিনি । তেন সত্যেন মাঃ ত্রাহি সত্যঃ সংসারসাগরাং । দৃঢ়ব্রতে দৃঢ়মতে ভর্তৃ-সুপ্রিয়ভাষিনি । অঐবধ্যাক্ষ সৌভাগ্যং দেবী ত্বং নম সূত্রতে । গোরা ত্বং হি শচী ত্বং হি ত্বং প্রভা চন্দ্রমণ্ডলে । তমেব জগতাং মাতা ত্বং মাং পাহি বরাননে । ত্রিসন্ধ্যাং সর্বভূতানাং বন্দনীয়াসি সূত্রতে । ময়া দত্তামিমাং পূজাং গৃহাণ ত্বং নমোহস্ত তে । যন্ময়া হ্রুতং কিঞ্চিং কৃতং জন্মশতৈরপি । ভয়ী-ভবতু তং সর্বমঐবধ্যাক্ষ দেহি মে । পরে “সাবিত্র্যে নমঃ” মন্ত্রে নমস্কার পূর্বক যমেব অর্চনা ও ধ্যান করিয়া প্রণাম করিবে, যথা—“ও সূর্য্যপুত্র জগন্নাথ সর্বপ্রাণেশ্বর প্রভো । প্রসাদান্তব দেবেশ দীর্ঘায়ুস্ব মে পতিঃ ॥”

অনন্তর সাবিত্রী সত্যবানের পূজা করিবে ও অশ্বপতি, শৈব্যা, মাগলী

ପ୍ରଭୃତିର ଅର୍ଚ୍ଚନାସ୍ତେ ଆଦ୍ୟର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠର ଶାନ୍ତଢ଼ୀକେ ବସନାଦି
ଦ୍ଵାରା ପୂଜା କରିବା ଭୋଜ୍ୟାଦି ଉତ୍ସର୍ଗ କରତ କଥା ଶୁନିବେ ।

ବ୍ରତ କଥା

ବନବାସଗତୋ ରାଜା ଧନ୍ୟାତ୍ରୋ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଃ । ଶ୍ରାବୃତ୍ତିଃ ସହିତଃ
ମୈର୍ବେନ୍ଦ୍ରୋପତ୍ତା ଚ ସମସ୍ଥିତଃ ॥ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଃ ମହାତ୍ମାନଃ ମୁନିଃ ଧର୍ମଭୃତଃ
ବରଃ । ପ୍ରାପ୍ତଃ ରାଜଶାନ୍ତଲୋ ବିନୟାବନତଃ ସ୍ଥିତଃ ॥ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ।
ଭଗବନ୍ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ତ୍ଵଂ ଦୃଷ୍ଟଲୋକପରାବରଃ । ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ପୂର୍ବଃ ତ୍ଵୟା କାଚିଂ କ୍ଵଚିଦେବଂ
ପତିବ୍ରତା । ଅସ୍ୟଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ମହ୍ୟଂ କର୍ତ୍ତଂ ଭର୍ତୃହୃଦ୍ଧାରକାରିଣୀ । ଯଥେବଂ ଦ୍ରୋପଦୀ
କୃଷ୍ଣା ତନ୍ମେ ସଂଶିତୁମର୍ହସି ॥ ଏବମୁକ୍ତୋ ନୂପେନାଥ ମାର୍କଣ୍ଡେୟୋ ମହାତମାଃ ।
କଥଂ ସ କଥୟାମାସ ଧର୍ମରାଜାୟ ସ୍ଵୀକୃତେ ॥ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉବାଚ । ଯଦ୍ଵେଦେଶେ
ମହାରାଜଃ ବଭୂବାଂସପତିନୂପଃ । ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଃ ଶୀଳସମ୍ପନ୍ନଃ ପ୍ରଜାପାଳନତଃପରଃ ।
ଅଭୂତସ୍ତ୍ର ମହାଦେବୀ ମାଳବୀ ନାମ ସୁନ୍ଦରୀ ॥ ପତିବ୍ରତା ମହାଭାଗା ଶୀଳାଚାରସମସ୍ଥିତା ।
ଅନପତ୍ୟାଃ ସ ରାଜର୍ଷିଃ ସାବିତ୍ରୀଂ ସମପୂଜୟଂ । ଷ୍ଠେ ଷ୍ଠେ ତଦା କାଳେ ବଭୂବ
ସ୍ଥିତଭୋଜନଃ ॥ ଏତେନ ନିୟମେନାସୀଂ ବର୍ଷାଞ୍ଚି ଚ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ । ସାବିତ୍ରୀଂ
ହୃଦବାନସ୍ଥିଂ ପୂତ୍ରକାମୋ ମହାତ୍ମନାଃ ॥ ଅଥାସ୍ଥିତୋ ସାବିତ୍ରୀ ତସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତଂ
ଗତା । ବରଂ ଦଦୋ ନୂପାନ୍ନାଥ କଥା ତବ ଭବିଷ୍ୟତି ॥ ବଂଶସ୍ଥିତିକରୀ ହଃଂ
ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ହସ୍ତାନଘ । ଇତ୍ୟୁକ୍ତାସ୍ତଦଧି ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ ନୂପସନ୍ତମ ॥ ଅଥ ସା
ମାଳବୀ ରାଜୋ ମହିଷାସ୍ତପତେନୂପ । ପ୍ରାସୂତ କଥାଂ ସଂଯୁକ୍ତାଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣେର୍ଲୋକ-
ସୁନ୍ଦରୀମ୍ । ସାବିତ୍ରୀଂ ବରଦାନେନ ସମ୍ଭାଷ୍ଟାତେସ୍ତମୁକ୍ତମା । ସାବିତ୍ରୀତି ତତସ୍ତସ୍ତ୍ରୀ
ନାମ ଚକ୍ରେ ପିତା ନୂପ ॥ ଅଥ ସା ରାଜଭବନେ ବସୁଧେଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣାସ୍ଥିତା । ଅତୀତ-
ଶୈଶବା ରାଜନ୍ ବଭୂବାହୁତଦର୍ଶନା ॥ ନ ଚ ତାଂ ବରୟାମାସ କଞ୍ଚିଦାଗତ୍ୟ ଭୂମିପଃ ।
ରାଜା ଚ ଚିନ୍ତୟାବିଷ୍ଟୋ ହସ୍ତିତୁର୍ବରକାରଣାଂ ॥ ରାଜୋବାଚ ॥ ସାବିତ୍ରୀ ଶୁ-
ଭାକ୍ୟଂ ବରଂ ବରୟ ସୁବ୍ରତେ । ଅଦେଶ୍ୟଂ ପରଦେଶ୍ୟଂ ବା ବଂଶଜଂ ଶୁଣ୍ଠଶାଳିନମ୍ ॥
ଅଥ ସା ପିତୁରାଜାତୋ ରଥମାକ୍ରୁହ୍ ଶୋଭନମ୍ । ସୌ ତପୋବନଂ ସମ୍ୟଂ ବୁଦ୍ଧା-

মাতৌরষিষ্টিতা । নানাতপস্বিনস্তত্র দদর্শ বিপুলেকণা । তপোবনানি
 রম্যাণি সা বভ্রাম মনোহরা । বানপ্রস্থান্ বহুবিধান্ রাজর্ষীন্ সংশিতব্রতান্ ॥
 নানাতপস্বিসংযুক্তানপশুদ্বিনমিতা । ততঃ শাষণতেঃ পুত্রং দ্রামৎসেনস্ত
 ভূপতেঃ । মনসা বরয়ামাস সত্যবন্তং স্বকং পতিম্ ॥ অথাজগাম নগরং
 সা পিতুঃ প্রীতিবন্ধিনী । তস্মিন্ কালেহথার্শ্বপতের্নারদেন সমাগমঃ ।
 অথ তং পরিপপ্রচ্ছ দেবযিনারদো নৃপম্ ॥ কেয়ং কুত্র গতবতী তমথ
 প্রোবদনৃপঃ । দেবর্ষে মম কথেষং সাবিত্রী নামতঃ শ্রুতা ॥ মমৈবামুজ্ঞয়া
 যাতা তপোবনমনিমিতা । স্বয়ং বরং বরয়িতুং তদস্তাঃ শ্রয়তাং বরঃ ।
 এতয়া যোহভিলষিতঃ স কঃ কীদৃগ্গুণাশ্রয়ঃ ॥ অথ সা নারদেনোক্তা
 মনোহভিলষিতং বরম্ । কথয়ামাস মুনয়ে পিত্রে চ বিনয়ামিতা ॥ সাবিত্র্য-
 বাচ । আসৌচ্ছাষেযু ধর্ম্মায়া দ্রামৎসেনাস্থয়ো নৃপঃ । নিজস্থানান্ততো
 রাজা ভূমিপালৈঃ পরাজিতঃ ॥ বনং জগামামুগতঃ পত্ন্যা বালহুতেন চ ।
 তপশ্চাভিরতস্যাপি তস্য পুত্রো গুণাকরঃ ॥ সত্যবান্নাম দেবর্ষে মনসা স
 ব্রতো ময়া । এবমুক্তস্তয়া পুত্র্যা স রাজা প্রোহ নারদম্ ॥ রাজোবাচ ।
 ভগবন্ কীদৃশো রাজা পুত্রো বাসৌ ব্রতোহনয়া । কে গুণান্ত্র বা সস্তি
 কে যোবাচ মহামুনে ॥ এতং সর্ব্বমশেষেণ কথয়স্ব মুনো মম । এবমুক্তদ্ব-
 পতিং নারদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ মহাত্মা সত্যবান্ বাগ্মী শীলবান্ প্রিয়দর্শনঃ ।
 মাতৃপিতৃহিতে যুক্তঃ পণ্ডিতঃ শ্রুসম্মতঃ ॥ আচারযুক্তঃ স্তম্ভনাঃ সত্যবাদী
 দৃঢ়ব্রতঃ । এতে চাত্রে চ বহবো গুণাঃ সত্যবতি প্রোভো ! দোষেষ্টেকো
 মহাংস্ত্র গুণানাক্রম্য তিষ্ঠতি । অস্তপ্রভৃতি রাজেন্দ্র বর্ষমেকং স সত্যবান্ ।
 জীবয্যতি ততৎসাবুস্তস্য হানিমবাপ্যতি ॥ তং সাবিত্র্যা ন বিহিতং
 ভদ্রমেতং কদাচন । অগ্নং বরং বরয়তু সাবিত্রি নৃপতেঃ স্তম্ভম্ । এতচ্ছা
 তু সাবিত্রী প্রত্যুবাচ শুভাননা । দীর্ঘায়ুর্থবান্নামুঃ সগুণো নিশ্চরণোহপি
 বা । সঙ্কদব্রতো ময়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোমাহম্ ॥ স এব সত্যবান্ ভর্তা
 ময়া বো মনসা ব্রুতঃ ॥ সঙ্কদংশো নিপততি সঙ্কং কস্তা প্রদীয়তে । সঙ্কদাহ

দদানীতি ত্রীণেভ্যামি সত্যং সৰ্বং ॥ মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো
বাচাভিধীয়তে । ক্রিয়তে কৰ্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং যে মনস্ততঃ ॥ নারদেনাথ
সাবিত্রী বাটেক্যনানাবিধৈঃ শুভৈঃ । নিষিধ্যমানাপি ভূষণং নাত্মং বরমমন্তত ॥
নারদ উবাচ । স্থিরা বুদ্ধিরশ্রেষ্ঠ সাবিত্র্যা হৃহিতুস্তব ॥ নৈষা বারয়িতুং
শক্যা ধৰ্ম্মাদন্যং কথঞ্চন । নাত্মস্মিন্ পুরুষে সন্তি যে সত্যবতি বৈ গুণাঃ ॥
প্রদানমেব তস্মাৎ রোচতে হৃহিতুস্তব ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । এবমুক্ত্বা
খমুংপত্য নারদদ্বিদিবং গতঃ । রাজ্যাপি হৃহিতুঃ সজ্জং বৈবাহিকমকরয়ং ॥
অথাত্মা নিশ্চয়ং বুদ্ধা স রাজ্যাস্বপতিস্তদা । রথমারোপ্য তাং কন্যাং
প্রযযৌ সপুরোহিতঃ । তপোবনং মুনিগণৈরাবৃতং কৃতসমুত্তিঃ । অথ
সোহস্বপতির্গৃহীত্বা দ্যামংসেনং মহীপতিম্ । উবাচ নৃপতে কন্যা মমেনং
বরবর্ণিনা । ভবৎসুতং সত্যবন্তং বরয়ামাস চেতসা ॥ তত্বেমেতাং শুভাং রাজন্
গৃহাণোপহৃতাং ময়া । এবমুক্তো দ্যামংসেনঃ প্রত্যাচ নৃপস্তদা ॥ বরং
রাজ্যাং পরিভ্রষ্টা ধনৈর্হীনান্চ সৰ্বতঃ । চক্ষুর্হীনো তথাচাবাং দম্পতী বন্ধু-
পতে ॥ অন্ধবষ্টিরয়ং বালস্তংকন্যাহেঁন ভূপতে । অথাস্বপতির্যচ্যৌ দ্যামংসেনং
মহীপতিম্ ॥ যাদৃশস্তাদৃশো বাস্ত তব পুত্রো মহীপতে তথাপি তব পুত্রায়
সুতাং দাস্যামি শোভনাম্ ॥ অথ সোহস্বপতিঃ কন্যাং সাবিত্রীং সমলঙ্কৃতাম্ ।
দদৌ সত্যবতে রাজ্য সন্নিধানে তপস্বিনাম্ ॥ দক্ষিণামপি দত্তা গাং সমর্প্য চ
সুতাং তদা । আজগাম স্বনগরং স রাজা সপুরোহিতঃ ॥ গতে পিতরি
সৰ্বাণি সম্রাজ্যাভরণানি চ । জগৃহে বহুলান্ত্রেব বস্ত্রং কাষায়মেব চ ॥
অথ সা রাজতনয়া সাবিত্রী সুশুণাষিতা । স্বশ্রবণুরয়োঃ সেবাং ভৰ্ত্তৃরপ্য-
করোং সদা ॥ ভক্ত্যা পরময়া সাথ স্বশ্রবণুরয়োঃ সদা ॥ ভৰ্ত্তৃচ্চ
দয়িতা হ্যাসীতাপসানাঞ্চ সম্মতা ॥ ততঃ সা নারদবচো ধ্যায়ন্তী চ
সচেতসা । গণয়ামাস দিবসান্ পক্ষং মাসং তথারনম্ । ততঃস্মিরাভ্রমাজ্জপ
তন্মিন্ সংবৎসরে স্থিতে । স্বশ্রবণুরয়োঃ পত্ন্যরাজ্যং জগ্ৰাহ সা সতী ॥
কৰ্ত্ত্বং ত্রতং ত্রিরাত্রাখ্যমুপবাসসমম্বিতম্ । অথ তস্মিন্ দিনে প্রাপ্তে নারদেন

নিবেদিতে । সত্যবান্ বিপিনং গন্তুপুত্রমমথাকরোং ॥ স্বক্কে
 পরশুমাণায় হস্তে কৃত্বা করণ্ডিকাম্ । ফলং কাষ্ঠং তথানেতুমাশাস্য
 পিতরৌ তদা ॥ সাবিত্রী চোদিতে সূর্য্যে কৃত্বা পৌর্নাক্ষিকীং ক্রিয়াম্ ।
 সর্কানৈব দ্বিজান্ বৃদ্ধান্ স্বক্কে স্বগুরমেব চ ॥ অভিবাছামুপেক্ষণ প্রাঞ্জলি-
 নিয়মাস্থিতা । অবৈধব্যান্শিবস্তেষাং জগ্রাহ বিনয়াস্থিতা ॥ স্বগুরাবথ
 সাবিত্রী জগাকৌস্তমাশ্রিতা । বিপিনং দ্রষ্টুমিচ্ছামি সহ তত্রী কুতুহলাৎ ॥
 তামুচতুস্তৌ স্বগুরৌ পারণাদিবস-স্তব । অকৃত্বা তং কথং গন্তং বনমিচ্ছসি
 শোভনে ॥ অথ প্রোবাচ সাবিত্রী নৈদানীং পারণা ময়া । কৰ্ত্তব্য
 সহ ভর্ত্তা তু গন্তব্যং বনমেব হি ॥ অন্তং গতে ময়া সূর্য্যে ভোক্তব্যং
 কৃতকাময়া । ন পত্যাঃ সন্নিধৌ ক্রান্তিমর্ম কাচন বিগতে ॥ মার্কণ্ডেয়
 উবাচ । ততোহমুজ্জাং প্রদদতুস্তৌ তো স্বগুরৌ তদা । জগাম সত্যবান্
 মোহপি বিপিনং সহ ভার্য্যয়া ॥ তত্র গত্বা ফলৈর্কষ্মৈঃ করণ্ডিকামপূরয়ং ।
 অথ কাষ্ঠং কুঠারেন পাটিয়ামাস সত্যবান্ ॥ তত্র পাটয়তঃ কাষ্ঠং মধ্যাহ্নে
 মহতী ব্যথা । মুর্দ্ধি জাতা ততঃ সোহথ স্বেদাপ নৃপনন্দনঃ । সাবিত্রী
 উরুদেশে তু সন্নিবেশ্য শিরস্তদা । অথ সা নারদবচো ধ্যায়ন্তী দৈবতানি
 চ ॥ জগাম শরণং সাধবী ভর্ত্তুর্জীবনবাঞ্ছয়া । অথ সা পাশংস্তক্ক কক্ষং
 রক্তেক্ষণং যমম্ ॥ দদর্শ সত্যবৎ-পার্শ্বে স্থিতং বিপুলতেজসম্ । ততঃ
 সত্যবতস্তস্য রাজপুত্রস্য দেহতঃ । অসৃষ্টমাংসং পূর্ব্বং নিশ্চকর্ষ যমো
 বলাৎ । যমস্ত তং তদা বদ্ধা প্রয়াতো দক্ষিণামুখং । তদানীং সা চ
 সাবিত্রী সম্মমাক্রান্তমানসা ॥ শনৈঃ শরীরং তদ্বর্ত্তমুত্তং ভূমাবশায়য়ং ।
 বিনয়াননতা ভূত্বা প্রাঞ্জলির্মমভ্যাগাৎ ॥ যত্র পাশেন বদ্ধা তু পতিস্তস্য
 যমোহনয়ং । অথ তামববীতত্র যমস্ত মহুরং বচঃ ॥ যম উবাচ ।
 ত্বং নিবর্ত্তস্ব সাবিত্রি কুরুষ্যাস্যোর্দ্ধদেহিকম্ । গতির্হি কৰ্ম্মণাং ভিন্না নৃণাং
 সাবিত্রি শোভনে । এবমুক্তা তু সাবিত্রি বৈবশ্বতমভাবত ॥ সাবিত্র্যবাচ ।
 যত্র মে নীয়তে ভর্ত্তা তত্র যাদ্যামাহং স্বয়ম্ । পতির্যেব গতিঃ জীণামেব

ধর্ম্যঃ সনাতনঃ । তপসা গুরুভক্ত্যা চ ভর্তৃন্মোহেন ভেন চ । তব চৈব
 প্রসাদেন ন মে প্রতিহতা গতিঃ ॥ ধর্ম্যঃ প্রধানং মুনয়ো বদন্তি ধর্ম্মাধিপং
 ত্যামপি চামনন্তি । সর্বস্য লোকস্য হৃদকরোহসি, সর্বৈ তত্ত্বাং শরণং
 প্রপন্নাঃ ॥ অথ তুষ্ঠো যমঃ প্রাহ সাবিত্রীং সত্যবাদিনীম্ । বরং বরয়
 স্তুশ্রোণি সত্যবজ্জীবনাদৃতে ॥ সাবিত্র্যবাচ । মমাকৌ স্বশ্রবণরৌ
 তপোবনমুপাগতৌ ॥ সচক্ষুর্ধৌ ভবেতাং তৌ ত্বংপ্রসাদেন সূর্য্যজ ॥
 যম উবাচ । এবমস্ত নিবর্ত্তস্ব গচ্ছ স্বশ্রবণরোগৃহম্ । শ্রমস্ত্যামস্পৃশদ
 ভদ্রে ত্বাং যানামি ব লক্ষ্যে ॥ সাবিত্র্যবাচ । শ্রমঃ কুতো ভর্তৃসমীপতো
 মে, যতো হি ভর্ত্তা মম সা গতির্ভবা । যতঃ পতিং নেয়সি তত্র মে
 গতিদেবৈশ চূয়োহপি বচো নিবোধ মে । সত্যং সূর্য্যং-সঙ্গতমীপ্সিতং
 পরং, ততঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষতে । ন চাকলা সংপুরুষেণ সঙ্গতি,—রতঃ
 সত্যং সন্নিবসেৎ সমাগমে ॥ যম উবাচ । তুষ্ঠোহস্মি তেহনয়া বাচা বরং
 বরয় স্তুবতে । ঋতে সত্যবতো জীবাদ্ যদিচ্ছসি দদামি তৎ ॥
 সাবিত্র্যবাচ । কৃতং পূবা মে স্বশ্রবণস্য বৈরিভিঃ, স্বমেব রাজ্যং লভতাং
 স পাথিবঃ । জহ্যাং স্বধর্ম্মং ন চ মে গুরুর্য়থা, দ্বিতীয়মেতদ্ বরয়ামি
 তে বরম্ ॥ যম উবাচ । এবমস্ত নিবর্ত্তস্ব ত্বং সাবিত্রি স্বমন্দিরম্ ॥
 সাবিত্র্যবাচ । অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কৰ্ম্মণা মনসা গিরা । অনুগ্রহশ্চ
 দানঞ্চ সত্যং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ সন্তুষ্টশ্চৈব মিত্রেষু দয়াং প্রাপ্তেষু কুর্সতে ॥
 যম উবাচ । জীবনেন বিনা ভর্তৃর্করং বৃণু শুভাননে । তৃতীয়স্তে বরং
 ভদ্রে দদামি প্রীতিমান্ ভূশম্ । ততোহপি বরয়ামাস ধর্ম্মরাজং পতিব্রতা ॥
 পুত্রহীনো মম পিতা তস্য পুত্রশতস্তবেৎ ॥ যম উবাচ । কুলস্য সন্তান-
 করং পিতৃঃ পুত্রশতস্তবেৎ । ত্বং নিবর্ত্তস্ব সাবিত্রি দূরং পহানমাগতা ॥
 সাবিত্র্যবাচ । বিবধতস্তং তনয়ঃ প্রতাপবান্, ততোহথ বৈবস্বত উচ্যাসে
 সূধৈঃ । শমেন ধর্ম্মেণ চ রঞ্জিতাঃ প্রজাঃ, ততস্তবেহেত্বর ধর্ম্মরাজতা ॥
 আশ্বস্ত্যপি চ বিশ্বাসস্তথা ভবতি সূর্য্যজ, তস্যাং সংস্বে বিশেষণ সর্বঃ

প্রণয়মুচ্ছতি ॥ যম উবাচ । পরিতুষ্টোহস্মি ভদ্রে তে চতুর্হস্ত বরং বৃণু ।
 বিনা সত্যবতঃ প্রাণান্ যদিচ্ছসি দদামি তৎ ॥ সাবিত্র্যবাচ । অস্যা
 সত্যবতঃ পুত্রপতমৌরসসম্ভবম্ । জায়তাং যস্মি দেবেশ স্বঃপ্রদাদেন স্বর্ধ্যজ ॥
 যম উবাচ । ভবিষ্যতোবমেবং হি পরিতুষ্টো দদামি তে । অতিদূরং
 সমায়াতা নিবর্তস্ব স্বমন্দিরম্ ॥ সাবিত্র্যবাচ । সত্যং সদা শাস্বতধর্ম্মবৃন্তিঃ
 সন্তো ন সীদন্তি ন চ বাথন্তে । সত্যং সন্তিনীকলঃ সঙ্গমোহস্তি, সন্ত্যো
 ভয়ং নানুবিদন্তি সন্তঃ ॥ সন্তো হি সন্ত্যো ন মসন্তি স্বর্ধ্যং সন্তো ভূমিং তপসা
 ধারয়ান্ত । সন্তো গতিভূতচরস্য রাজ্ঞন, সত্যং মধ্যে নাবসীদন্তি
 সন্তঃ । ন কাময়ে ভর্তৃরি নাকৃতার্থতাং, ন ভর্তৃহীনা ব্যবসামি
 জীবিতুম্ । ত্বয়েব দত্তঃ শতপুত্রতাবরঃ, কথং ত্বয়া মে হ্রিয়তে পতিঃ পুনঃ ॥
 বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং, স্বমেব সত্যং বচনং কুরুষ তে ॥ মার্কণ্ডেয়
 উবাচ । এবমুক্তস্ত সত্বীড়ো যমঃ পাশাদমোচয়ৎ ॥ অন্তঃস্রোতঃ পুরুষং
 সত্যবদেহনিঃসৃতম্ ॥ ধর্ম্মরাজঃ প্রহৃষ্টাত্মা সাবিত্রীমিদমব্রवीৎ । এষ ভদ্রে
 নয়া যুক্তো ভর্তা তে কুলনন্दिनि ॥ চতুর্দ্বর্ষণতায়ুশ্চ ত্বয়া সার্কিমবাপ্যতি ।
 ইষ্টা যষ্টেচ্চ ধর্ম্মেণ থ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥ ত্য়ি পুত্রশতৈকৈব সত্যবান্
 জনয়িষ্যতি । এবং তসৌ বরং দত্ত্বা ধর্ম্মরাজঃ প্রতাপবান্ ॥ নিবর্তয়িত্বা
 সাবিত্রীং স্বমেব ভবনং যযৌ । সাবিত্র্যপি জগামান্ত যত্র স্তম্ভঃ স সত্যবান্ ।
 চেতনাং প্রাপ্য চ ততঃ সত্যবাংস্তামভাষত । চিরং স্তপ্তোহস্মি দয়িতে
 ত্বয়া কিং ন প্রবোধিতঃ ॥ ক চাসৌ পুরুষঃ ত্র্যামো যোহসৌ মাং সঙ্ককর্ষ
 হি ॥ অথ তং প্রাহ সাবিত্রী কথয়িষ্যামি তে কথাম্ । পশাদহমিমাং
 সর্কামিদানীং স্বৈর্ধ্যবান্ ভব ॥ বিশ্রান্তোহসি মহাভাগ কথয়িষ্যামি
 তেহখিলাম্ । যদি শক্যমুত্তিষ্ঠ বিগাঢ়াং পশু শর্করীম্ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
 উপলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং সত্যবান্ সমচিস্তয়ৎ । কথমথ গমিষ্যামি পিত্রোরন্তি-
 কষাকুলঃ ॥ করণ্ডিকা ফলৈঃ পূর্ণা কাষ্ঠভারশ্চ তিষ্ঠতু । রক্ষার্থমেতৎ
 পরশুং গৃহীত্বা গম্যতাং শুভে ॥ অন্তথা কা গতিস্তত্ত্ব পিত্রোরন্ত ভবিষ্যতি ।

ততস্তমাহ সাবিত্রী ব্রজামো যদি যন্তসে ॥ ততস্তাং সত্যবানাহ পরশু স্বং
 গৃহাণ মে ॥ পলাশদৈগু: সাবিত্রী পশু ব্যববর্ততে দ্বিধা । তত্রোত্তরেণ
 য: পশাস্তেনাগচ্ছ দ্রুতং শুভে ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু দ্রামৎসেনো
 মহীপতিঃ । লক্ষ্যকুস্তদা রাত্রৌ শৈব্যয়া সহ ভাৰ্যয়া ॥ আশ্রমং তাপসানাঞ্চ
 বাচরং পুত্রলিপ্সয়া । স চ শোকাতিদুঃখার্ভঃ পুত্রং তাক্ষ শুভাং বধূম্ । স
 গৌতমাদিভির্কিটৈঃ সাত্বিতঃ শোককৰ্ষিতঃ । সৰ্কে তমুচুৰ্ননয়ো ন শোকং কুরু
 ভূপতে ॥ যথাস্য ভাৰ্য্যা সাবিত্রী শীলাচারসমযিতা । তথাচ তে দৃশোল্লভ-
 শিরং জীবতি সত্যবান্ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু সাবিত্র্যা সহ ভাৰ্যয়া । সত্য-
 বানাগতস্তত্র পিত্রো: প্রীতিং বিবৰ্দ্ধয়ন্ । অথ তৈ: সৰ্কতে। বিট্রৈ: পৃষ্টস্বং কেন
 হেতুনা । দিবসে ন সমায়াত: পিতরৌ তব দুঃখিতৌ ॥ তত: স কথয়ামাস
 শির:পীড়াদিকম্ তথা । ততস্তে বিপ্রসংঘাশ্চ সাবিত্রীমিদমব্রুবন্ ॥ কথয়স্বাত্ম
 সাবিত্রী বৃত্তান্তং যদ্বনেহভবৎ । তত: সা কথয়ামাস যম-সন্দর্শনাদিকম্ । চক্ষু-
 ল্লভঞ্চ রাজ্যঞ্চ দ্বৌ বরৌ স্বশুরস্য তু । পিতু: পুত্রশতকৈব পুত্রাণাঞ্চান্নন:
 শতম্ । চতুর্দ্বর্ষশতায়ুশ্চ ভর্তৃ: প্রাপ্তং যথা যমাং । তচ্ছ ত্বাপরমপ্রীতা বিপ্রা:
 স্বস্বগৃহং যম: । সত্যবানপি সংশ্লগ্ত: পিতৃভ্যাং সহ ভাৰ্যয়া । অথ রাত্রৌ
 ব্যতীতায়াম্ সঙ্গতাস্তে তপোধনা: । কৃতপূৰ্ণাহ্নিকাস্তত্র সাবিত্রীং প্রশংসন্তি।
 শাৰদেবাদথামাত্যা দ্রামৎসেনং মহীপতিম্ । আগত্যোচুম্ হারাজ স্বামাত্যেন
 হতো রিপু: ॥ তব পূৰ্বেণ সত্যেন বয়মগ্নাগতা ইহ । অচক্ষুৰ্কা সচক্ষুৰ্কা
 স্বং রাজা ভব ভূপতে ॥ ততস্তৈরভ্যনুজাতো ব্রাহ্মণৈ: স মহীপতি: ।
 তৈরমাত্যৈ: পরিবৃত্তো মহাদেব্যো চ শৈব্যয়া । পুত্রেন চ তয়া বধ্বা সাবিত্র্যা
 শীলযুক্তয়া ॥ যযৌ স্বপুত্রমবাগ্রো হর্ষসম্পূৰ্ণমানস: । তত্র গতা দ্রামৎসেন:
 সত্যবস্তং প্রিরং স্নতম্ । যৌবরাজ্যো মহারাজ স্থাপয়ামাস ধর্মত: ।
 সাবিত্র্যাশ্চাপি কালেন যজ্ঞে পুত্রশতং বরম্ । ভ্রাতৃণাঞ্চ শতং জাতং
 ৌদধ্যাণাং মহাশ্রয়ানাম্ । এবমাত্মা পিতা মাতা স্বশ্রশ্চ স্বশুর: পতি: ।
 ভর্তৃ: কুলঞ্চ সাবিত্র্যা কৃতং সৰ্কং সমুদ্ভূতম্ । এবমেবাপি পাঞ্চালী শীলচার-

সম্বিত্তা। তারয়িষ্যতি বঃ সৰ্বান্ সাবিত্রীং বয়াননা ॥ এবম্বাখ্যাসিতস্তেন
মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা। যুধিষ্ঠিরঃ প্রীতমনাঃ কাম্যকেহপ্যবসদনে। য ইদং
শৃণ্বাদ্ তন্ত্য সাবিত্র্যাখ্যানমুত্তমম্। স স্তুতী সৰ্বসিদ্ধার্থো ন দুঃখং
প্রাপ্নুয়ামসঃ ॥ শৃণুস্তি যাঃ স্ত্রিয়শ্চৈবং সাবিত্রীচরিতং শুভম্। সূসৌভাগ্যম-
বৈধব্যঃ গভস্তে সন্ততিং শুভাম্। য নস্ত তু ভয়ং নাস্তি বিষ্মলোকে মহীয়তে ॥
ইতি মহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়্যং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্বণি সাবিত্রী-
ব্রতকথা সমাপ্তা ॥

অনন্তর সবস্ত্র ভোজ্য উৎসর্গ করত স্ত্রী পতিকে সবস্ত্র পুষ্পমালাদি
দ্বারা অর্চনা করিয়া দক্ষিণ ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন। ত্রুতের
পরদিনে “ওঁ হলায় নমঃ” মন্ত্রে লাঙ্গলের পূজা করিয়া পারণাদি
করিবেন।

ধ্যানমালা

দেব-দেবীর ধ্যান, প্রণাম ও বীজমন্ত্র প্রভৃতি।

গণেশের ধ্যান (১)

(ওঁ) ধর্ম্মং স্থলতমুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং,

প্রসন্নমুদগন্ধ-লুপ্ত-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলম্ ॥

দস্তাঘাতবিদারিতারি-কধিরৈঃ সিন্দূর-শোভাকরম্,

বন্দে শৈলমূতা-সুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্ ॥

পূজার মন্ত্র :—(ওঁ) গণেশায় নমঃ। বীজমন্ত্র—গং। গণেশপূজায়

“পুষ্টি” ও “মুখিককে” “পুষ্ট্য নমঃ” “মুখিকায় নমঃ” মন্ত্র বলিয়া পূজা করিতে হয়। গণেশের স্ত্রী পুষ্টি এবং বাহন মুখিক।

প্রণাম

(ওঁ) দেবেন্দ্র-মৌলি-মন্দার-মকরন্দ-কণাধরাঃ ।

বিষ্ণুং হরন্ত হেরৎ-চরণাম্বুজ-রেণবঃ ॥

সূর্য্যের প্ৰণাম

(ওঁ) রক্তাম্বুজাসনশেয-গুণৈক-সিদ্ধং

ভামুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি ।

পদ্মদয়াভয়বরান্ দধতং করাজৈঃ-

মণিক্যামৌলিমরুণাকরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥

পূজার মন্ত্র—ওঁ ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। বীজমন্ত্র—ওঁ হ্রীং । মূলমন্ত্র—হ্রীং হংসঃ, অথবা ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্যঃ ।

প্রণাম

ওঁ জবাকুমুদসঙ্কশং কাশ্যপেয়ং মহাত্ম্যতিম্ ।

ধ্বাস্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥

বিশ্বুর প্ৰণাম (৩)

(ওঁ) ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী,

নারায়ণঃ সরসিজাসনসম্মিবিষ্টঃ ।

কেয়ুরবান্ মকর (কনক) কুণ্ডলবান্ কিরীটী,

হারী হিরণ্যবপুধুতশঙ্খচক্রঃ ॥

পূজার মন্ত্র :—ওঁ নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ । মূলমন্ত্র—ওঁ নমো নারায়ণায় ।

বীজমন্ত্র—ওঁ । হোমের মন্ত্র—ওঁ তদ্বিকোঃ পরমং পদং, সৰ্বা পশ্যন্তি
নয়নঃ, দিবাব চক্ষুরাততং স্বাহা ।

তুলসী দিবার মন্ত্র—ও নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ।
বিষ্ণুর পূজার পর লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গরুড়ের পূজা করিবে ।

প্রার্থনা

(ও) পাপোহং পাপকর্মাং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ ।

ত্ৰাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বপাপহরো ভব ॥

নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে ।

অশেষ-ক্লেশ-নাশায় লক্ষ্মীকান্ত নমোহস্ত তে ॥

হরে মুরারে মধুকৈটভারে,

গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে ।

যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো,

নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

প্রণাম

ও নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাক্ষণ-হিতায় চ ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

শিবের ধ্যান (৪)

শিবপূজা বিধিতে ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র দেখ । (১৯৬ পৃঃ)

মূলমন্ত্র—নমঃ শিবায় (কিংবা ও নমঃ শিবায়) ।

বীজমন্ত্র—হৌং ।

বিষপত্রাদানের বিশেষ মন্ত্র—ও ত্র্যম্বকং যজামহে সূর্য্যাক্ষিণ পুষ্টিবর্ধনম্ ।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্তীকরামৃতাং স্বাহা ॥

দুর্গার ধ্যান (৫)

(ও) জটাজুটসমায়ুক্তমর্দৈন্দ্রকৃতশেখরাম্ ।

লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দ্রসদৃশাননাম্ ॥

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং স্প্রতিষ্ঠাং স্নগোচনাম্ ।
 নবযৌবন-সম্পন্নং সর্বাভরণ-ভূষিতাম্ ॥
 সূচাক্রদশনাং দেবীং পীনোন্নত-পয়োধরাম্ ।
 ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দিনীম্ ॥
 মৃণালায়ত-সংস্পর্শ-দশবাহুসমম্বিতাম্ ।
 ত্রিশূলং দক্ষিণে ঘোষং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ ॥
 • তীক্ষ্ণবাণঞ্চ শক্তিঞ্চ দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ ।
 খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ ॥
 ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ ।
 অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ ॥
 শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্বানবং খড়্গাপাণিনম্ ।
 হৃদি শূলে ন নির্ভিন্নং নির্যদস্ত্রবিভূষিতম্ ॥
 রক্তারক্তীকৃতাস্ত্রঞ্চ রক্তবিশ্মুরিতেক্ষণম্ ॥
 বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রুকুটা-ভীষণাননম্ ।
 সপাশ-বামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়াম্ ॥
 বমক্রধিরবক্রুঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ।
 দেব্যাস্ত্র দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্ ॥
 কিঞ্চিদুর্দ্ধং তথা বামদুষ্ঠং মহিষোপরি ।
 স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ ॥
 উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা ।
 চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা ॥
 অষ্টাভিঃ শক্তিভি-স্তাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্ ।
 চিত্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্ ॥

পূজার মন্ত্র—(ঔ) দুর্গায়ৈ নমঃ । বীজমন্ত্র—হ্রীং । মূলমন্ত্র—ওঁ দুর্গে দুর্গে
 ব্রহ্মণি স্বাহা । বাহন—সিংহ [বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হং ফটু নমঃ] ।

প্রণাম

ওঁ সৰ্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সৰ্বার্থসাধিকে ।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥

জন্মদুর্গার ধ্যান

কালাত্রাভাং কটাক্ষেরিরিকুল-ভয়দাং মৌলিবকেন্দ্রুপেখাং,

শঙ্খং চক্রং কুপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্ বহস্তীং ত্রিনেত্রাম্ ।

সিংহকঙ্কাধিক্রুতাং ত্রিভুবনমখিলং তেজসাপ্রয়স্তীং,

ধ্যায়েন্দুর্গাং জয়াধ্যাং ত্রিদশপরিতৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥

পূজার মন্ত্র, বীজমন্ত্র, প্রণাম প্রভৃতি দুর্গার হার ।

লক্ষ্মী, সরস্বতী, শীতলা, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, শুভমুচনী, গঙ্গা,
সত্যনারায়ণ, বটী প্রভৃতির ধ্যান পূজাপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য ।

দক্ষিণাকালীর ধ্যান

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্ ।

কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥

সত্ত্বশিহ্নশিরঃ-খড়্গ-বামাধোদ্ধ-করাসুজাম্ ।

অভয়ং বরদকৈব দক্ষিণোদ্ধাধ-পানিকাম্ ॥

মহামেষপ্রভাং শ্রামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্ ।

কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলগ্রধির-চর্চিতাম্ ॥

কর্ণাবতংসতানীত-শবগুণ-ভয়ানকাম্ ।

ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্ত্রাং পীনোন্নত-পয়োধরাম্ ॥

শবানাং করসংঘাটৈঃ কৃতকাঙ্ক্ষীং হসন্তুধীম্ ।

শৃকদ্বয়-গলদ্রক্ত-ধারা-বিস্ফুরিতাননাম্ ॥

ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্ ।

বার্লাক-মণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়াশ্চিতাম্ ॥

দন্তরাং দক্ষিণব্যাপি-লম্বমান-কচোচ্চয়াম্ ।

শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থিতাম্ ॥

শিবাভির্ঘোররাবাভিঃচতুর্দিকু সমস্থিতাম্ ।

মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্ ।

সুখপ্রদম্বদনাং স্নেহানন সরোরুহাম্ ।

এবং সন্ধিষ্ময়েং কালীং ধর্মকাম-সমৃদ্ধিদাম্ ॥

প্রকারান্তর

[গাঁহার 'ক্রীং' এই একাক্ষর বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহার এই মন্ত্র বলিয়া কালীর ধ্যান করিবেন] ।

শবাক্রুড়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্ ।

হাস্তযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপাল-কর্তৃকাকরাম্ ॥

মুক্তকেশীং ললজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুক্তাঃ ।

চতুর্কোঁহ-সমায়ুক্তাং বরাভয়করাং স্মরেং ।

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) দক্ষিণাকালিকায়ৈ নমঃ । বীজমন্ত্র—ক্রীং ।
মূলমন্ত্র—ক্রীং, অথবা ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে
ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা । আবাহনে—দক্ষিণে কালিকে
দেবি ইত্যাদি । দক্ষিণাকালিকার পূজার সময় শবরূপী শিবকে পূজা
করিতে হয় । শবরূপী শিব—‘মহাপ্রেত-পদ্মাসন’ । পূজার মন্ত্র—হ্রৌঃ
সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ ।

পুষ্পাঞ্জলি

আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে ।

পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে ॥ ১

হুগোস্তারিণি হুর্গে ত্বং সর্বাশুভ-নিবারিণি ।
 ধর্মার্থমোক্শদে দেবি নিত্যং মে বরদা ভব ॥ ২
 কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি ।
 ধর্মকামপ্রদে দেবি নারায়ণি নমোহিস্ত তে ॥ ৩

প্রণাম মন্ত্র—হুর্গার ত্রায় ।

প্রত্যেক শক্তিমূর্তিকেই এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারা যায় এবং সকলেরই প্রণাম মন্ত্র ‘সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিব’ ইত্যাদি। কালীপূজার পরে মহাকাল ভৈরবের পূজা করিবে, কারণ এই মহাকাল শিবেরই মূর্তিবিশেষ ।

অন্নপূর্ণার শ্যান

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া-

মন্ত্রপ্রদান-নিরতাং স্তনভারনম্রাম্ ।

নৃত্যন্ত-মিন্দুশকলাভরণং বিলোকা

হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবহঃখহন্ত্রীম্ ॥

পূজার মন্ত্র—(ঐ) অন্নপূর্ণায়ৈ দেব্যৈ নমঃ । বীজমন্ত্র—হ্রীং । মূলমন্ত্র—হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা । আবাহনে—অন্নপূর্ণে দেবি ইত্যাদি । পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণাম কালীরই ত্রায় ।

জগদ্ধাত্রীর শ্যান

সিংহস্বক্কাবিসংকৃতাং নানালাঙ্কারভূষিতাম্

চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগধজ্জোপবীতিনীম্ ।

শঙ্খ-শাঙ্গ-সমাযুক্ত-বামপাণিধরাশ্রিতাম্ ।

চক্রঞ্চ পঞ্চ বাণাংশচ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে ।

রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশীতমুম্ ।

নারদাদৈর্যমুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবমুন্দরীম্ ।

ত্রিবলীবলয়োপেত-নাভিনালমৃণালিনীম্ ।

রত্নদ্বিপময়দ্বীপে সিংহাসন-সমস্থিতে ।

প্রকুল-কমলারুঢ়াং ধ্যায়ন্তাং ভবগেহিনীম্ ॥

পূজার মন্ত্র—(ঔ) জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ । বীজমন্ত্র—দুং । মূলমন্ত্র—হুং দুং স্বাহা । আবাহনে—জগদ্ধাত্রীদুর্গে দেবি ইত্যাদি ।

প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র দক্ষিণাকালীর ত্রায় ।

মহাকালের ধ্যান

মহাকালং যজ্ঞেন্দ্রব্যো দক্ষিণে হুত্ববর্ণকম্ ।

বিভ্রতং দণ্ডখট্টাকৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্ ।

ন্যাত্তচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসম্ ।

ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালা-বিভূষিতম্ ।

জটাভার-লসচ্চক্ষু-খণ্ডমুগ্রং জলরিতম্ ॥

পূজার মন্ত্র—ঔ মহাকালভৈরবায় নমঃ । মূলমন্ত্র—হুং ক্রৌং বাং
রাং লাং বাং ক্রৌং মহাকালভৈরব সর্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং কট্
স্বাহা । মহাকালের পূজা করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চোপচারে কালীর পূজা
করিতে হয় ।

তুলসীর ধ্যান

ঔ ধ্যায়েদ্ দেবীং নবশশিমুখীং পঙ্কবিম্বাধরোষ্ণীম্,

বিছোতস্তীং কুচযুগভরানম্রকল্লাঙ্গযষ্টিম্ ।

ঈষদ্ধাস্তাং ললিতবদনাং চন্দ্রসুখ্যায়িনেত্রাম্,

শ্বেতাক্ষীং তামভয়বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাম্ ॥

পূজার মন্ত্র—ঔ তুলসীদেব্যৈ নমঃ । তুলসীপুষ্পে হরির পূজাও হয় ।
মন্ত্র, যথা—“ঔ হরয়ে নমঃ” ।

ତୁଳସୀ-ଆନ

ଓଁ ଗୋବିନ୍ଦବଲ୍ଲଭାଂ ଦେବୀଂ ଉଚ୍ଚୈଚେତ୍ତନ୍ତ୍ରକାରିଣୀମ୍ ।
 ଗ୍ରାମଗ୍ରାମି ଜଗଜ୍ଜାତ୍ରୀଂ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତିପ୍ରଦାୟିନୀମ୍ ॥

ପ୍ରଣାମ

ବୁଦ୍ଧାୟ ତୁଳସୀଦେବ୍ୟା ପ୍ରିୟାୟେ କେଶବନ୍ତ ଚ ।
 ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତିପ୍ରଦାୟିନେ ସତ୍ୟବତ୍ତେ ନମୋ ନୟଃ ॥

ରାମେର ଶ୍ୟାନ

କୋମଳାଂଶୁ ବିଶାଳାଂଶୁ-ମିଞ୍ଜନୀଳ-ସମପ୍ରଭମ୍ ।
 ଦକ୍ଷିଣାଂଶେ ଦଶମରଂ ପୁତ୍ରାବେଷ୍ଟନ-ତଂପରମ୍ ।
 ପୃଷ୍ଠତୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣଂ ଦେବଂ ଯଜ୍ଞତ୍ରଂ କନକପ୍ରଭମ୍ ।
 ପାଶ୍ଚେ ଭରତଶତ୍ରୁଘ୍ନୋ ତାଳବୃକ୍ତ-କରାବୃତ୍ତୋ ।
 ଅଗ୍ରେ ବ୍ୟାଗ୍ରଂ ହନୁମନ୍ତଂ ରାମାଶୁଗ୍ରହକାଞ୍ଚିକମ୍ ॥

ପୂଜାର ଯନ୍ତ୍ର—ଓଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ । ବୀଜଯନ୍ତ୍ର—ରାଂ । ବାହନ—ହନୁମାନ୍ ।
 ଇହାର ପୂଜାର ଯନ୍ତ୍ର—ଓଁ ହନୁମତେ ନମଃ ।

ପ୍ରଣାମ

ରାମାୟ ରାମଭଦ୍ରାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ବେଧସେ ।
 ରଘୁନାଥାୟ ନାଥାୟ ସୀତାୟାଃ ପତୟେ ନୟଃ ॥

ସୀତାର ଶ୍ୟାନ

ନୀଳାଶ୍ଟୋଞ୍ଜ-ମଳାଭିରାମ-ନୟନାଂ ନୀଳାଶ୍ଵରାଳକ୍ଷ୍ମତାଂ,
 ଗୌରାକ୍ଷୀଂ ଧରମିନ୍ଦୁ-ସୁନ୍ଦରସୁଧୀଂ ବିଶ୍ଵେର-ବିଦ୍ଵାଧରାମ୍ ।
 କାର୍ତ୍ତବ୍ୟାୟୁତବର୍ଧିଣୀଂ ହରିହରବ୍ରହ୍ମାଦିର୍ଭିବନ୍ଧିତାଂ,
 ଧ୍ୟାୟେଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜନେମ୍ପିତାର୍ଥଫଳଦାଂ ରାମପ୍ରିୟାଂ ଜାନକୀମ୍ ॥

ପୂଜାର ଯନ୍ତ୍ର—(ଓଁ) ସୀତାୟେ ଦେବ୍ୟେ ନମଃ । ବୀଜଯନ୍ତ୍ର—ସୀଂ ।

ପ୍ରଣାମ

ଦ୍ବିଭୂଜାଂ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣାତାଂ ରାମାଲୋକନ-ତତ୍ପରାମ୍ ।

ଶ୍ରୀରାମ-ବନିତାଂ ମୀତାଂ ପ୍ରଣମାମି ପୁନଃ ପୁନଃ ॥

ଶୁକ୍ରର ଶ୍ୟାନ

ଓଁ ଧ୍ୟାୟେଚ୍ଛରସି ଶୁକ୍ରାଞ୍ଜେ ଦ୍ବିନେତ୍ରଂ ଦ୍ବିଭୂଜଂ ଶୁକ୍ରମ୍ ।

ସ୍ବେତାସ୍ବରପରୀଧାନଂ ସ୍ବେତମାଲ୍ୟାଭୂଲେପନମ୍ ॥

ବରାଭୟକରଂ ଶାନ୍ତଂ କରୁଣାମୟବିଗ୍ରହମ୍ ।

ବାମେନୋଽପଳଧାରିଣ୍ୟା ଶକ୍ତ୍ୟାଲିଙ୍ଗିତବିଗ୍ରହମ୍ ।

ସ୍ବେରାନନଂ ସୁପ୍ରସନ୍ନଂ ସାଧକାତୀଠିଦାୟକମ୍ ॥

ପୂଜାର ମନ୍ତ୍ର ।—ଓଁ ଶ୍ରୀଶୁରବେ ନମଃ । ବୀଜମନ୍ତ୍ର ।—ଐଂ ।

ପ୍ରଣାମ

ଓଁ ଅଥଶୁଭଂ ଶୁଭା କାରଂ ବ୍ୟାସ୍ତଂ ଯେନ ଚରାଚରମ୍ ।

ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଶୁରବେ ନମଃ ॥

ଅଜ୍ଞାନ-ତିମିରାନ୍ଧ୍ରଂ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ-ଶଳାକ୍ୟା ।

ଚକ୍ରୁର୍ନିମିତ୍ତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଶୁରବେ ନମଃ ॥

ଶୁକ୍ରବ୍ରହ୍ମା ଶୁକ୍ରବିଷ୍ଣୁ ଶୁକ୍ରଦେବୋ ଯହେଶ୍ବରଃ ।

ଶୁକ୍ରଃ ସାକ୍ଷୀଂ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଶୁରବେ ନମଃ ॥

ବ୍ରହ୍ମାର ଶ୍ୟାନ

ଓଁ ବ୍ରହ୍ମା କର୍ମଶୁଧର-ଚତୁର୍ବର୍ଜ-ଚତୁର୍ଭୁଜଃ ।

କର୍ମାଚିତ୍ରକ-କର୍ମଳେ ହଂସାକୃତଃ କର୍ମାଚନ ॥

ବର୍ଣ୍ଣେନ ରକ୍ତଗୋରାଜଃ ପ୍ରାଂଶୁସ୍ତନାଜ ଉଗ୍ରତଃ ।

କର୍ମଶୁର୍ବାଦକରେ ଶ୍ରବୋ ହସ୍ତେ ତୁ ଦକ୍ଷିଣେ ॥

দক্ষিণাধন্তথা মালা বামাধন্ত তথা ফ্রচা ।

আজ্যস্থানী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্বেহগ্রতঃ স্থিতাঃ ॥

সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী ।

স সর্বে চ ঋষয়ো হুগ্রে কুর্য্যাদেতিচ চিন্তনম্ ॥

পূজার মন্ত্র।—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ । বীজমন্ত্র—ওঁঃ । আবাহন—ওঁ
ব্রহ্মন্ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ।

গায়ত্রী—পদ্মাসনায় বিদ্বদেহে, হংসাকৃতাং ধীমহি ; তন্নো ব্রহ্মন্
প্রচোদয়াৎ ।

অষ্টমল পদ্মে প্রথমে “ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া
পরে প্রত্যেক দলে পূর্বাদিক্রমে দক্ষিণাবর্তে ইন্দ্র, অগ্নি, বসু, নৈঋত, বরুণ,
বায়ু, কুবের, জৈশান, এই অষ্ট দিক্‌পালের পূজা করিবে । অনন্তর ব্রহ্মার পূজা
করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শিব, বামপার্শ্বে বিষ্ণু, দক্ষিণ হস্তে ঋষ ও মালা, বাম
হস্তে কমণ্ডলু ও ফ্রক্, দক্ষিণ পার্শ্বে সরস্বতী, বামপার্শ্বে সাবিত্রী, সম্মুখে
পদ্ম, হংস, বেদ ও ঋষিগণকে পূজা করিবে । পুণিমা ও অমাবস্তা তিথিই
ব্রহ্মাপূজার প্রশস্ত কাল ।

প্রণাম

চতুর্দশনক্ষত্র-চতুর্দশকুটুবিনে ।

বিজ্ঞানুষ্ঠেয়-সৎকর্ম-সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥

ইতুপূজা

অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবারে প্রচুর শস্যসম্পত্তিকামী প্রতি
গৃহস্থেরই এ পূজা করা কর্তব্য । ইহা সূর্য্য দেবের পূজা ; এইজন্ত
রবিবারে পঞ্চশস্য ছড়াইয়া তাহার উপর ষট্ স্থাপন করিয়া এই পূজা
করিতে হয় । সূর্য্যের ধ্যান ও আবাহন করিয়া “ওঁ মিত্রায় নমঃ” এই মন্ত্র
বলিয়া পূজা করিতে হয় । মিত্র হলে “মিতু” পরে “ইতু” পাড়াইয়াছে ।

তারার শ্যান

প্রত্যাঙ্গীতপদাং ঘোরাং সুগুমালাবিভূষিতাম্ ।
 ধৰ্ম্মাং লঘোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচৰ্ম্মাবৃত্তাং কটৌ ।
 নবঘোবন-সম্পন্নং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্ ।
 চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্ ।
 ঋজাকর্ক-সমায়ুক্ত-সব্যেতর-ভুজধরাম্ ।
 রূপাণোৎপল-সংযুক্ত-সব্যপাণি-যুগাবিতাম্ ।
 পিকোটৈগ্রকজটাং ধ্যানেন্মোলাবকোভ্যভূষিতাম্ ।
 বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রয়ভূষিতাম্ ।
 জলচিহ্নামধাগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্ ।
 স্বাবেশম্ভরবদনাং দ্ব্যালকার-বিভূষিতাম্ ।
 বিশ্বব্যাপক-তোয়াস্তঃ স্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্ ॥

পূজার মন্ত্র—(ঔ) তারায়ৈ দেবো নমঃ । বীজমন্ত্র—ক্রীং । মূলমন্ত্র—
 ক্রীং ক্রীং হুং ফট্ । আবাহনে—তারে দেবি ইত্যাদি । প্রণাম মন্ত্র—
 অয়তুর্গার ত্বায় । পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র—কালীর ত্বায় । বামাকালী ও
 নীলসরস্বতী তারার নামান্তর ।

গোপালের শ্যান

পঞ্চবর্ষ-মতিদৃষ্টমজনে ধাবমান-মতিচক্কেলকণম্ ।
 কিঙ্কিনী বলয়হারনুপুটৈ-রঞ্জিতঃ নমত গোপবালকম্ ॥

পূজার মন্ত্র—(ঔ) গোপালার নমঃ । বীজমন্ত্র—ক্রীং । মূলমন্ত্র—
 গোপালায় স্বাহা ।

প্রণাম

নীলোৎপলদলশ্রামং বশোদানন্দনন্দনম্ ।
 গোপিকানয়নানন্দং গোপালং প্রণমাম্যহম্ ॥

৥কুশেশ্বর শ্যান

অরেন্দ বুদ্ধাবনে রম্যো যোহরন্ত-মনারতম্ ।
 গোবিন্দং পুণ্ডরীকাকং গোপকৃত্যঃ সহস্রশঃ ।
 আত্মনো বদনাক্ষোভে প্রেরিতাক্ষিমধুভ্রতাঃ ।
 পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাপ্রেষণোৎসুকাঃ ।
 মুক্তাহার-লসংপীন-তুঙ্গস্তন-ভরানতাঃ ।
 শ্রুত-ধাম্বিল-বসনা মদম্বলিত-ভাষণাঃ ।
 দস্তপটুস্তি-প্রভোদ্যাসি-স্পন্দমানাধরাঙ্কিতাঃ ।
 বিলোভয়ন্তী-বিমিধৈ-বিভ্রমৈর্ভাবগভিতাঃ ।
 ফুল্লেন্দীবরকাস্তি-মিন্দুবদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ম্ ।
 শ্রীবৎসাক-মুদার-কৌন্তভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্ ।
 গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিত-তমুং গো-গোপংসংঘাবৃতম্ ।
 গোবিন্দং কমলবেণুবাদনগরং দিব্যাঙ্গভূষণ ভজে ।

পূজার মন্ত্র—(ঔ) শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ । বীজমন্ত্র—ক্লীং । মূলমন্ত্র—ক্লীং
 গোপীজনবলভায় স্বাহা । প্রণাম মন্ত্র—বিষ্ণুর ত্রায় ।

রাধিকার শ্যান

অমল-কমল-কাস্তিঃ নীলবদ্রাং সুকেশীং,
 শশধর-সম-বস্ত্রাং খঞ্জনাঙ্গীং মনোজ্যাম্ ।
 স্তনযুগ-গত-মুক্তা-দামবদীপ্তাং কিশোরীং,
 ব্রজপতি-সুতকান্তাং রাধিকা-মাশ্রয়েহহম্ ॥

পূজার মন্ত্র—(ঔ) শ্রীরাধিকায়ৈ দেবী নমঃ । বীজমন্ত্র—রাং ।

প্রণাম

নবীনাং হেমগোরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীম্ ।
 বুধতামুসুতাং দেবীং বন্দে রাধাং জগৎপ্রসূম্ ॥

বাণলিঙ্গের ধ্যান

প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখাঞ্চ মহাপ্রভম্ ।

কামবাণাশ্চিত্তং দেবং সংসার-দহনক্ষমম্ ।

শৃঙ্গাাদি-রসোচ্চাসং ভাবয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ । বীজমন্ত্র ও মূলমন্ত্র—ঐং ।

স্ত্রী, শূদ্র এবং ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বাণলিঙ্গই প্রশস্ত ; কিন্তু আবার ব্রাহ্মণের পক্ষে শুক্লবর্ণ বাণলিঙ্গ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রক্তবর্ণ বাণলিঙ্গের পূজা প্রশস্ত বলিয়া উক্ত আছে ।

প্রণাম

বাণেশ্বরায় নরকার্ণব-তারণায়, জ্ঞানপ্রদায় করুণামৃত-সাগরায় ।

কপূর-কুন্দ-ধবলেন্দু-জটাধরায়, দারিদ্র্যহৃৎ-দহনায় নমঃ শিবায় ॥

পঞ্চাননের ধ্যান

[পঞ্চানন শিবের এক নাম বিশেষ, কিন্তু শিবের প্রমথগণের মধ্যেও একজনের নাম পঞ্চানন, ইঁহার অপর একনাম পঞ্চানন্দ ।]

দ্বিভুজং জটিলং শাস্ত্রং করুণাসাগরং বিভূম্ ।

ব্যাস্ত্রচর্ম্মপরীধানং যজ্ঞসূত্রসমন্বিতম্ ।

লোচনত্রয়সংযুক্তং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্ ।

ব্যাদীনাশীশ্বরং দেবং পঞ্চাননং মহৎ ভজে ॥

মার্কণ্ডেশ্বরের ধ্যান

দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং সুবুদ্ধং চিরজীবিনম্ ।

(মার্কণ্ডেশ্বর নরো ভক্ত্যা পূজয়েৎ প্রশততপা) ।

দণ্ডাক্ষত্বেহন্তঞ্চ মার্কণ্ডেশ্বরং বিচিত্তয়েৎ ॥

পূজার মন্ত্র—ওঁ মার্কণ্ডেয় নমঃ। বীজমন্ত্র—মাং। আবাহনে—
মার্কণ্ডেয় ইত্যাদি।

প্রার্থনা

চিরজীবী যথা স্বং ভো ভবিষ্যামি তথা যুনে।

রূপবান্ বিত্তবাংষ্টৈশ্চব শ্রিয়া যুক্তশ্চ সৰ্বদা ॥

মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্পাস্তজীবন।

আয়ুরিষ্টার্থসিদ্ধার্থমস্মাকং বরদো ভব ॥

প্রণাম

আয়ুঃপ্রদ মহাভাগ সোমবংশসমুদ্ভব।

মহাতপো মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় নমোহস্ত তে ॥

ঘেঁটুপূজা

[চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে (ফাল্গুনের শেষদিনে ঘেঁটুপূজা হয়।]

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ। বীজমন্ত্র—ঘং। আবাহনে
(ওঁ) ঘণ্টাকর্ণ ইত্যাদি। পূজার পর ঘোড়হস্তে এই মন্ত্রে প্রার্থনা
করিবে। মন্ত্র, যথা—

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সৰ্বব্যাদি-বিনাশন।

বিক্ষেটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহা বল ॥

নূতন খাতা

বৎসরের প্রথম দিনে ব্যবসায়ীদিগকে খাতা বদলাইতে হয়। ঐ
দিনে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীপূজা করিয়া একটা নূতন খাতার প্রথম পৃষ্ঠায়
লিন্দুর গোলা দিয়া একটা পুস্তলী আঁকিতে হয়। তাহার পর ঐ
পুস্তলিকাতে চন্দ্রনের তিলক দিয়া তাহার উভয় পার্শ্বে স্বর্ণমোহর বা
রৌপ্যের টাকার ছাপ দিতে হয়।

শ্রীশানকালীন শ্যান

অজ্ঞানাদিনিভাং দেবীং শ্রীশানালবাসিনীম্ ।
 রক্তনেত্রাং মুক্তকেশীং শুকমাংসাতিলৈরবাম্ ॥
 পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন যজ্ঞপূর্ণং সমাংসকম্ ।
 সন্ধ্যঃকৃত্তশিরো বক্ষহস্তেন দধতীং শিবাম্ ॥
 শ্রিতবক্ত্রাং সদা চামমাংসচৰ্জ্জগতংপরাম্ ।
 নানালঙ্কারভূষাক্ষীং নগ্নাং মতাং সদা-সবৈঃ ॥
 মন্ত্র—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকে ক্লীং শ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ ।

রক্ষাকালীন শ্যান

চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালাবিভূষিতা ।
 খড়্গাঞ্চ দক্ষিণে পাণৌ বিভ্রতীন্দীবরদ্বয়ম্ ॥
 কত্রীঞ্চ খর্পরৈকেব ক্রমাধামেন বিভ্রতী ।
 জ্ঞাং লিখস্তীং জটামেকাং বিভ্রতীং শিরসা দ্বয়ীম্ ॥
 মুণ্ডমালাধরাশীর্ষে ত্রীবায়ামথ চাপরাম্ ।
 বক্ষসা নাগহারঞ্চ বিভ্রতী রক্তলোচনা ॥
 কৃষ্ণবস্ত্রধরা কট্যাং ব্যাঘ্রাজিনসমম্বিতা ।
 বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম্ ॥
 বিলাপ্য সিংহ পৃষ্ঠে তু লেলিহানাসবং স্বরম্ ।
 সাট্টিহাসা মহাঘোররাবযুক্তা স্তম্ভীযণা ॥
 মন্ত্র—জীঁ জীঁ জীঁ ।

চণ্ডীর শ্যান

বদ্ধ্ ককুশ্মাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্ ।
 স্মরচ্চন্দ্ৰকলারত্নমুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্ ।

ত্বিনেজ্ঞাং রক্তবসনাং পীনোরতঘটন্তনীম্ ।
 পুস্তককাঞ্চমালাঞ্চ বরদণ্ডভঙ্গ্যং ক্রমাৎ ।
 দধতীং সংশ্লিষ্টতামুস্তরাগ্নায়মানিতাম্ ॥
 মন্ত্র—হ্রীং চত্বিকায়ৈ নমঃ ।

উমার শ্যান

ঔবর্ণসদৃশীং গৌরীং ভূজধ্বজসমবিতাম্ ।
 নীলারবিন্দং বামেদ পাণিনা বিভ্রতীং সদা ॥
 শূন্তরুং চামরং বৃদ্ধা ভর্গস্যাজে চ দক্ষিণে ।
 বিত্তশ্চ দক্ষিণং হস্তং তিষ্ঠতীং পরিচিস্তয়েৎ ॥
 বিনাপি মাতরং তাং হি ক্রদ্যাং ভক্তস্ত চিস্তয়েৎ ।
 দ্বিভূজাং স্বর্ণগৌরাজীং পদ্মচামরধারিনীম্ ।
 ব্যাঘ্রচর্ম্মস্থিতে পদ্মে পদ্মাসনগতাং সতীম্ ॥
 মন্ত্র—হ্রী উমায়ৈ নমঃ ।

ভৃগুনাথের শ্যান

পীনাঙ্গং দ্বিভূজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেকণম্ ।
 মহোদাসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্ ॥
 শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটান্নদভূষিতম্ ।
 সর্কলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবভূষিতম্ ॥
 দেবদানবগর্কর্ম্মকবিজ্ঞাধরোরগৈঃ ।
 দেব্যমানং সদা চাক্রকোটিস্বর্ঘ্যসমপ্রভম্ ॥
 ধ্যায়ের্গারায়ণং দেবং চতুর্কর্গকলপ্রদম্ ॥
 মন্ত্র—ওঁ ভৃগুনাথদেবায় নমঃ ।

হরগৌরীর শ্যান

চক্রকোটিশ্রীকান্ধং ত্বিনেজ্ঞং চক্রভূষণম্ ।
 আদিলিঙ্গং জটাজুটরত্নমৌলিবিরাজিতম্ ॥

নীলগ্রীবং মহাবাহুং নাগহারাভিশোভিতম্ ।
 ধরদাভয়হস্তঞ্চ হরিণঞ্চ পরম্পরম্ ॥
 দধানং নাগবলয়ং কেয়ুরাঙ্গদমুদ্রিকাঃ ।
 ব্যাঘ্রচৰ্ম্মপরীধানং রত্নসিংহাসনস্থিতম্ ॥
 মন্ত্র—ওঁ হরগৌর্যো নমঃ ।

শনির ধ্যান

সৌর্য্যষ্টিং কাশ্যপং শৃঙ্গং সূর্য্যাস্ত্রং চতুরঙ্গুলম্ ।
 কৃষ্ণং কৃষ্ণাশ্বরং গুণ্ডগতং সৌরিং চতুর্ভুজম্ ॥
 তদ্বদাণবরং শূলং ধমুহস্তং সমাহবয়েৎ ।
 যমাধিদৈবতং প্রজাপতিপ্রত্যাদিদৈবতম্ ॥
 মন্ত্র—ওঁ ঐ হ্রী শ্রী শনৈশ্চরায় ।

ইন্দ্রের ধ্যান

পীতবর্ণং সহস্রাক্ষং বজ্রপদ্মকরম্ বিভূম্ ।
 সৰ্ব্বালঙ্কারসংযুক্তং নোমীজ্রং দিক্‌পতীশ্বরম্ ॥
 মন্ত্র—ইং ইন্দ্রায় নমঃ ।

যমের ধ্যান

ওঁ বৈবস্বতং মহাকায়ং দণ্ডপাশকরধরম্ ।
 পিদোক্‌কৈকশং ধ্যাম্যেচ্চ মহিষোপরি সংস্থিতম্ ।
 মন্ত্র—ওঁ যমায় নমঃ ।

প্রণাম

ওঁ যমস্তং পিতৃলোকানাম্ শাস্তা বৈ কশ্মিণাম্ নৃণাম্ ।
 ফলদঃ সৰ্ব্বভূতানাম্ যমোহপি বরদো ভব ॥

ওঁ ধর্মরাজ নমস্তাত্যং নমস্তে যমুনাগ্রজ ।

ত্রাহি মাং কিকটৈঃ সার্কং সূর্য্যপুত্র নমোহস্ত তে ॥

শ্রীশ্রীগৌরাজ মহাপ্রভুর ধ্যান

শ্রীগৌরাজমহং বন্দে রাধাকৃষ্ণস্বরূপকম্ ।

অন্তঃকৃষ্ণং রহির্গৌরং দ্বিভূজং করুণাময়ম্ ।

তপ্তকাকনপুষ্পাভং রক্তবস্ত্রং সুনাসিকম্ ॥

মন্ত্র—ক্লীং চৈতন্যমহাপ্রভবে নমঃ ।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর ধ্যান

বিদ্যাদামমদাভিমর্দনকুচিং বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলম্ ।

প্রেমোদঘূর্ণিতলোচনাঞ্চললসং স্মেরাভিরম্যাননম্ ॥

নানাভূষণভূষিতং স্তম্ভধূরং বিভ্রদঘনাতাস্বরম্ ।

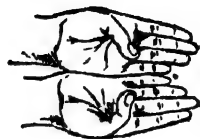
নিত্যানন্দবরণং ভজামি সততং সর্বপ্রিয়ং পণ্ডিতম্ ॥



মুদ্রা-প্রকরণ

আবাহনীমুদ্রা—

ছই হস্তে অঙ্গুলি করিয়া চিৎ করিয়া ধরিয়া
অনামিকার মূলপর্কে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্থাপন করিলে
আবাহনীমুদ্রা হয় ।



স্থাপনীমুদ্রা—

ঐরূপ হস্তদ্বয়কে অধোমুখ করিলে স্থাপনীমুদ্রা হয় ।

সন্নিধাপনীমুদ্রা—

হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া এবং একত্র যোগ
করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত রাখিলেই সন্নিধাপনীমুদ্রা
হয় ।



সংনিরোধনীমুদ্রা—

অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে ঐরূপ মধ্য রাখিয়া হস্তদ্বয়
মুষ্টিবদ্ধ করিলে সংনিরোধনীমুদ্রা হয় ।



সম্মুখীকরণীমুদ্রা—

ঐরূপ মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয়কে চিৎ করিলেই
সম্মুখীকরণীমুদ্রা হয় ।



সকলীকরণমুদ্রা—দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গভাস (অঙ্গভাস) করাকে
সকলীকরণ মুদ্রা কহে ।

মৎস্তমুদ্রা—

দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে বামহস্তের তলদেশ স্থাপন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে নাড়িতে থাকিলে মৎস্তমুদ্রা হয়।



অঙ্কুশমুদ্রা—

দক্ষিণহস্তের মধ্যমাংকে সরলভাবে রাখিয়া উহার মধ্যপার্শ্বে তর্জনী সংযুক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ কৃষ্ণিত করিলে অঙ্কুশমুদ্রা হয়।



অবগুণ্ঠনমুদ্রা—

দক্ষিণ ও বামহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জনী প্রসারণ পূর্বক অধোমুখে মুদ্রা হয়।



ধেনুমুদ্রা—

বাম কনিষ্ঠায় দক্ষিণ অনামিকা, দক্ষিণ কনিষ্ঠায় বাম অনামিকা, বাম তর্জনীতে দক্ষিণ মধ্যমা এবং দক্ষিণ তর্জনীতে বাম-মধ্যমা সংযুক্ত করিলে ধেনুমুদ্রা হয়।



বরমুদ্রা—

দক্ষিণহস্তকে অধোদিকে প্রসারিত করিয়া ধরিলে বরমুদ্রা হয়।



প্রার্থনামুদ্রা—

ছই হস্তের সমস্ত অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া এবং সম্মুখভাবে পরস্পর মিলিত করিয়া হৃদয়ের নিকট ধরিলে (অর্থাৎ হৃদয়ের নিকট ষোড়হাত করিলে) প্রার্থনামুদ্রা হয়।



আকর্ষণীমুদ্রা—

দক্ষিণ ও বাম হস্তে অঙ্গুষ্ঠমুদ্রা করিয়া মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে সরলভাবে রাখিলে এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে কনিষ্ঠা ও অনামিকার উপর স্থাপন করিলে আকর্ষণীমুদ্রা হয়।



কুর্শ্মমুদ্রা—

বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা সংযুক্ত করিবে, দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীতে বাম অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিবে, দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠটি উন্নত রাখিবে, বামহস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে দক্ষিণহস্তের ক্রোড়ে সংযুক্ত করিবে, দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকাকে বামহস্তের পিত্তভীর্থে (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে) অধো-মুখে যোগ করিবে এবং দক্ষিণ হস্তটি কুর্শ্ম-পৃষ্ঠের দ্বারা আবৃত করিলে কুর্শ্মমুদ্রা হইবে।



পরমীকরণমুদ্রা—

দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর আঁকড়াইয়া অপর অঙ্গুলিগুলিকে প্রসারিত করিলে পরমীকরণমুদ্রা (মহামুদ্রা) হইবে।



ষোনিমুদ্রা—

দুই হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরস্পর আঁকড়াইয়া দুই তর্জ্জনীর দ্বারা দুই অনামিকাকে আঁকড়াইয়া ধরিবে, দুই অনামিকার অগ্রভাগে দুই মধ্যমা সম্মিলিত করিয়া প্রসারিত করতঃ ঐ মধ্যমাঙ্গুরের মূলপর্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগ স্থাপন করিলে ষোনিমুদ্রা হইবে।



নেলিহামুদ্রা-

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকাকে সমভাবে অধোমুখ করিয়া অনামিকার উপর বুদ্ধাকৃষ্ট রাখিয়া কনিষ্ঠাকে কবলে নেলিহা মুদ্রা হইবে।



সংহারমুদ্রা—

বামহস্তকে অধোমুখ করিয়া তদুপরি দক্ষিণহস্তকে উর্দ্ধমুখে রাখিয়া বামহস্তের অঙ্গুলিগুলির মধ্যে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করাইয়া একটি মোচড় দিয়া আবদ্ধ হস্তদ্বয় ঘুরাইয়া লইলে সংহার মুদ্রা হইবে।



নারাচমুদ্রা—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা তর্জ্জনীর উর্দ্ধরেখা স্পর্শ করিয়া প্রসারিত করিবে এবং অগ্র অঙ্গুলিগুলি আনত করিলে নারাচমুদ্রা হইবে।

তত্ত্বমুদ্রা—দক্ষিণহস্তের অনামিকার অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ যোগ করিলে তত্ত্বমুদ্রা হইবে।

গালিনীমুদ্রা—উভয়হস্তের কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকাকে মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিলে গালিনীমুদ্রা হইবে।

গ্রাসমুদ্রা—বামহস্তকে চিৎ করিয়া সমস্ত অঙ্গুলিগুলিকে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিলে গ্রাসমুদ্রা হইবে।

পঞ্চ প্রাণাহতিমুদ্রা—(২৮০ পৃষ্ঠা, ৭ পঙ্কতি দেখ)।

পঞ্চম অধ্যায়

—○:○—

স্তব-কবচমালা

শিবাষ্টক :

প্রভুমীশমনীশমশেষশুণং, শুণহীনমহীশ-গরলাভরণম্ ।
রগনির্জিতহর্জয়দৈত্যপূরণং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ১
গিরিরাজশুভাশ্রিতবামতমুং, তমু-নিন্দিতরাজিতকোট্যবিধুম্ ।
বিধিবিম্বশিবস্ততপাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ২
শশলাঙ্কিত-রঞ্জিতসমুটং, কটিলিখিত-সুন্দর-কুস্তিপটম্ ।
সুরশৈবলিনীকৃতপূতজটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ৩
নয়নত্রয়ভূষিতচারুমুখং, মুখপদ্মপরাজিতকোট্যবিধুম্ ।
বিধুখণ্ডবিমণ্ডিত-ভালতটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ৪
বুধরাজনিকৈতনমাদিশুক্রং, গরলাশনমাজ্জিবিবাণধরম্ ।
প্রমথাদিপসেবকরঞ্জনকং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ৫
মকরধ্বজমন্ত্রমতঙ্গহরং, করিচর্ম্মগনাগবিবোধকরম্ ।
বরমার্গশূলবিবাণধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ৬
জগদ্রত্বপালননাশকরং, করুণৈবপুনস্ত্রয়রূপধরম্ ॥
প্রিয়মানবসাদুজ্ঞনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ৭
অনাথং সূদীনং বিভো বিশ্বনাথ, পুনর্জন্মহুঃখাৎ পরিজাহি শঙ্কো ।
ভজতোহখিলহুঃখসমূহহরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ৮

ইতি শ্রীশিবাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

বিশ্বনাথষ্টক-স্তোত্র

গঙ্গাতরঙ্গ-রমণীয়-জটা-কলাপং,
 গৌরীনিরন্তর-বিত্ত্বিত-বামভাগম্ ।
 নারায়ণ-প্রিয়মনস্ক-মদ্যপহারং,
 বারাগসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ১

বাচামগোচরমনেক-গুণস্বরূপং,
 বাগীশবিষ্ণু-সুরসেবিত-পাদপীঠম্ ।
 বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবস্ত্রং,
 বারাগসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ২

ভূতাদিপং ভূজগভূষণ-ভূষিতাঙ্গং,
 ব্যাঘ্রাজিনাঙ্ঘর-ধরং জটিলং ত্রিনেত্রম্ ।
 পাশাঙ্কুশাভয়-বরপ্রদ-শূলপাণিং,
 বারাগসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৩

শীতাংকু-শোভিত-কিরীট-বিরাজমানং,
 ভালেষ্কণানল-বিশোষিত-পঞ্চবাণম্ ।
 নাগাধিপারচিত-ভাস্কর-কর্ণপূরং,
 বারাগসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৪

পঞ্চাননং হরিত-মস্ত-মতঙ্গজানাং,
 নাগাস্তকং দম্বজ-পুঙ্গব-পন্নগানাম্ ।
 দাবানলং বরণশোকজরাটবীনাং,
 বারাগসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৫

তেজোময়ং সগুণ-নিঃসঙ্গ-দ্বিতীয়-
 মানন্দ-কন্দমপরাজিতমশ্রয়েয়ম্ ।
 নাগাত্মকং সকলনিকলমাস্বরূপং,
 বারাগসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৬

আশাং বিহায় পরিত্যক্ত্য পরম্ নিদ্রাং,
 পাপে রতিঞ্চ স্থনিবার্য্য মনঃ সমাধৌ ।
 আধায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশং,
 বারাগসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৭
 রাগাদিদোষরহিতং স্বজ্ঞানানুরাগং,
 বৈরাগ্যাশান্তি-নিলয়ং গিরিজাসহায়ম্ ।
 মাধুর্য্য-দৈর্ঘ্য্য-সুভগং গরলাভিরামং,
 বারাগসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৮
 বারাগসীপুরপতে: স্তবনং শিবম্,
 ব্যাখ্যাতমষ্টকমিদং পঠতে মহুযা: ।
 বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুল-সৌখ্যমনন্তকীর্ত্তিং,
 সংপ্রাপ্য দেহ-বিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥ ৯
 বিশ্বনাথার্ষ্টকং পুণ্যং য পঠেচ্ছিবসম্মিধৌ,
 শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ১০
 ইতি শ্রীব্যাসকৃতং বিশ্বনাথার্ষ্টকং সমাপ্তম্ ।

চন্দ্রশেখরাষ্টক

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর পাহি মাং
 চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাং ॥ ১
 রক্তসান্নিশরাসনং রজতাদ্রিশৃঙ্গনিকेतনং,
 শিখিনীকৃতপন্নগেশ্বরমম্বুজাসননায়কম্ ।
 ক্ষিপ্ৰদগ্ধপূরত্নয়ং ত্রিদিবালগ্নৈরভিবদিতং,
 চন্দ্রশেখরমাত্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ ॥ ২
 পঞ্চপাদপপুষ্পগন্ধপদাম্বুজহরশোভিতং,
 ভাললোচনজাতপাবকদগ্ধমগ্নথবিগ্রহম্ ।

ভবদিক্‌কলেবরং ভবনাশনং ভবমব্যয়ং,

চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ মমঃ ॥ ৩

মন্তবারণমুখ্যচর্চকৃতোত্তরীয়ামনোহরং,

পঙ্কজাসনপদ্মলোচন-পুঞ্জিতাজিযু-সরোরুহম্ ।

দেবসিদ্ধতরঙ্গশীকরসিক্তশুভ্রজটাধরং,

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥ ৪

যক্ষরাজসখং ভগাঙ্কহরং ভুজ্জবভিভূষণং,

শৈলরাজসুতাপরিক্কৃতচাক্ষবামকলেবরম্ ।

ক্ষেত্ৰডনীলগলং পরম্বধধারিণং মৃগধারিণং,

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥ ৫

কুণ্ডলীকৃতকুণ্ডলেখরকুণ্ডলং বুযবাহনং,

নারদাদিমুনীশ্বরস্তুতিবৈভবং ভুবনেশ্বরম্ ।

অঙ্ককাক্ষকমালিতামরপাদপং শমনাস্তকং,

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥ ৬

ভেষজং ভবরোগিণামখিলাপদামপহারিণং

দক্ষযজ্ঞবিনাশনং ত্রিগুণাত্মকং ত্রিবিলোচনম্ ।

ভূক্তিমুক্তিফলপ্রদং সকলাঘসজ্জনবিবর্হণং

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥ ৭

ভক্তবৎসল-মুর্চ্চিতং নিধি-মক্ষরং হরিদম্বরম্ ।

সর্বভূতপতিং পরাংপরমপ্রমোদমুত্তমম্ ।

সোমবারিদভুতশনসোমপানিলখাকৃতিং

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥ ৮

বিশ্বসৃষ্টিবিধায়িনং পুনরেব পালনতৎপরং

সংহরন্তমপি প্রপঞ্চমশেষলোকনিবাসিনম্ ।

জীড়ন্তমহর্নিশং গণনাথযুধসমম্বিতং

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাং ॥ ৯

মৃত্যুভীতমৃকগুহ্মকৃতস্তবং শিবসন্নিধৌ

যত্র কুত্র চ যঃ পঠেৎ হি তস্তা মৃত্যুভয়ং ভবেৎ ।

পূর্ণমায়ুরোগিতামথিলার্থসম্পদমাদরং

চন্দ্রশেখর এব তস্য দদাতি মুক্তিমযত্নতঃ ॥ ১০

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়কৃত-শ্রীচন্দ্রশেখরাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

শিবষড়ক্ষরস্তোত্র

ওঁকারং বিন্দুসংযুক্তং নিত্যং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ ।

কামদং মোক্ষদকৈব ওঁকারায় নমো নমঃ ॥ ১

নায়াতং নৈব সমুত্তং ক্ষয়ো যস্য ন বিঘতে ।

নমস্তি দেবতাঃ সর্কে ন-কারায় নমো নমঃ ॥ ২

মহাদেবং মহাঙ্গানং মহাযোগিনমীশ্বরম্ ।

মহাপাপ-হরং দেবং ম-কারায় নমো নমঃ ॥ ৩

শিবং শাস্ত্রং জগন্নাথং লোকানুগ্রাহকারকম্ ।

শিবমেকং পরং ব্রহ্ম শি-কারায় নমো নমঃ ॥ ৪

বাহনং বৃষভো যস্ত বাসুকিঃ কণ্ঠভূষণম্ ।

বামে শক্তিধরং দেবং বা-কারায় নমো নমঃ ॥ ৫

যত্র যত্র স্থিতো দেবঃ জগদ্ব্যাপী মহেশ্বরঃ ।

জগৎকর্তা জগন্নাথঃ য-কারায় নমো নমঃ ॥ ৬

ষড়ক্ষরমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ ।

শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ৭

ইতি শ্রীকদ্রবামলে উমামহেশ্বর-সংবাদে শিবষড়ক্ষর-

স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

শিব-মহিম্নস্তোত্র

গুপ্তদন্ত উবাচ

মহিম্নঃ পারং তে পর-মবিদ্রুষো যন্তসদৃশী
 স্তুতিত্রিঙ্গাদীনামপি তদবসম্মানু য়ি গিরঃ ।
 অথাবাচ্যঃ সর্কঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্
 মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরূপবাদঃ পরিকরঃ ॥ ১
 অতীতঃ পস্থানং তব চ মহিমা বাস্বনসয়ো-
 রতদব্যাবৃত্ত্য। যং চকিতমভিধন্তে শ্রুতিরিপি ।
 স কস্ত স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্ত বিষয়ঃ
 পদে ত্বর্কীচীনে পততি ন মনঃ কস্ত ন বচঃ ॥ ২
 মধুক্ষীতা বাচঃ পরম-মমৃতং নির্মিতবত-
 স্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্কিঃস্বপদম্ ।
 মম ত্বোতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ
 পুণ্যামীত্যর্থহস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধিক্ষ্যবসিতা ॥ ৩
 তবৈশ্বর্য্যং যন্তজ্জগদ্রদয়-রক্ষা-প্রলয়কৃৎ
 ত্রয়ীবস্ত ব্যস্তং তিস্রষু গুণভিন্নাস্ত তদ্বষু ।
 অভব্যানামস্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং
 বিহস্তং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ ॥ ৪
 কিমীহঃ কিং কারঃ স খলু কিমুপায়স্তিভূবনং
 কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদানমিতি চ ।
 অতর্কৈশ্বর্য্যে ত্বয়্যনবসরদ্রুঃস্থো হতধিয়ঃ
 কুতর্কোহয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ ॥ ৫
 অজ্ঞানানো লোকাঃ কিময়ববস্তোহপি জগত-
 মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি ।

অনীশো বা কুর্য্যাঙ্কুবনজননে কঃ পরিকরং

যতো মন্দাস্তাং প্রত্যমরবর সংশেরত ইমে ॥ ৬-

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগং পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি

প্রভিল্পে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ ।

কচীনাং বৈচিত্র্যাদৃক্কুটিলনানাপথজুবাং

নৃণামেকো গম্যস্তৃমসি পয়সামর্ণব ইব ॥ ৭

মহোক্ষঃ খট্ণাং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিনঃ

কপালক্ষেতীয়ন্তব বরদ তদ্রোপকরণম্ ।

সুরাস্তাং তামৃদ্ধিং দধতি চ ভবদ্র-প্রাণিহিতাং

ন হি স্বাস্থ্যারামং বিষয়ম্গতৃষ্ণা ভ্রময়াত ॥ ৮

ঋবং কশিচং সর্বং সকলমপরন্তু ঋবমিদং

পরো ধ্রোব্যাদ্রোব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে ।

সমন্তেহপ্যোতস্মিন্ পুরমথন তৈর্কিন্মিত ইব

জ্ববন্ জিহ্বেমি ত্বাং ন থলু নহু ধৃষ্টা মুখরতা ॥ ৯

তবৈশ্বর্যং যত্নাদৃষ্পরি বিরিকির্হরিরধঃ

পরিচ্ছেতুং যাতাবনল-মনলস্কন্ধবপুষঃ ।

ততো ভক্তিশ্রদ্ধাভরগুরুগৃগ্ধ্যাং গিরিশ যৎ

স্বয়ং তস্মৈ তাভ্যাং তব কিমহুবুস্তিনর্কলতি ॥ ১০-

অযত্নাদাসাঙ্ক ত্রিভুবনমবৈরব্যতিকরং

দশাত্তো যদ্বাহুনভূতরগকণ্ডুগরবশান্ ।

শিরঃপদ্মশ্রেণীরচিতচরণাঙ্কোরুহমলঃ

স্থিরায়ান্তু দ্বন্ধেস্ত্রিপুরহর বিশ্ফুর্জিতমিদম্ ॥ ১১

অমুখ্য ত্বৎসেবাসমধিগতসারং ভুজবনং

বলাং কৈলাসেহপি স্বদধিবসতো বিক্রময়তঃ ।

অলভ্যা পাতালেপ্যলসচলিতাভূতশিখুসি
 প্রতিষ্ঠা স্বয়াদীদৃশ্যবমুপচিতো মুহুতি ধলঃ ॥ ১২

যদ্বিৎ সূত্রায়ো বরদ পরমোচ্চৈরপি সতী-
 মধশচক্রে বাণঃ পরিজনবিধেয়জিভুবনঃ ।
 ন তচ্চিত্রং তস্মিন্ বরিবসিতরি স্বচরণয়ো-
 ন কস্তা উন্নতো ভবতি শিরসস্ত্যাবনতিঃ ॥ ১৩

অকাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষয়চকিত-দেবাস্থররূপা-
 বিধেয়স্তাসীদ্যদ্বিনয়ন-বিষং সংকৃতবন্তঃ ।
 স কল্যাণঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো
 বিকারোহপি শ্লাঘ্যো ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ ॥ ১৪

অসিদ্ধার্থা নৈব কচিদপি সদেবাস্থরনয়ে
 নিবর্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যন্ত বিশিখাঃ ।
 স পশুশ্লীশ স্বামিতরস্থরসাধারণমভূৎ
 স্থরঃ স্বর্ভব্যাত্মা ন হি বশিষ্ঠ পথ্যঃ পরিভবঃ ॥ ১৫

মহী পাদাঘাতাদব্রজতি মহসা সংশয়পদং
 পদং বিষ্ণোল্ল্যাম্যদভূজপরিঘরুগ্ণ-গ্রহগণম্ ।
 মুহূর্দ্যোর্দ্যোস্থ্যং যাত্যনিভৃতজট। তাড়িততট।
 জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি নমু বামৈব বিভূতা ॥ ১৬

বিয়দ্ব্যাপ্তী তারাগণগুণিত-ফেনোলগমকচিঃ
 প্রবাহো বারায় যঃ পৃথতলঘুদুর্ভঃ শিরসি তে ।
 জগদ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন ক্রুতমি-
 ত্যেনৈবোন্মেষং ধৃতমহিমদিব্যং তব বপুঃ ॥ ১৭

রথঃ ক্ষৌণী যন্ত। শতধ্বতিরগেস্তো ধনুস্বথো
 রথাজ্ঞে চক্ষার্কৌ রথচরণ-পাণিঃ শর ইতি ।

দিশ্ক্ষোন্তে কোঃসং ত্রিপুর-তৃণমাড়ম্বরবিধি-

বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতত্ত্বাঃ প্রভৃতিবিধঃ ॥ ১৮

হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়ো-

র্যাদেকোনে তস্মিন্ নিজমুদহরন্ত্রে-কমলম্ ।

গতো ভক্ত্যুজ্জেকঃ পরিগতিমসৌ চক্রবপুষা

ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর জাগৰ্ত্তি জগতাম্ ॥ ১৯

ক্রতো হুন্তে জাগ্রত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাম্

ক কৰ্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষাধানমুতে ।

অতস্ত্বাং সংপ্ৰেক্ষ্য ক্রতুযু ফলদানপ্রতিভুবৎ

শ্রতো শ্রদ্ধাং বদ্ধা দৃঢ়পরিকরঃ কৰ্ম্মসু জনঃ ॥ ২০

ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তমুভূতা-

ম্বীণামার্ত্তিজ্যং শরণদ সদস্যাঃ সুরগণাঃ ।

ক্রতুভ্রংশতুত্তঃ ক্রতুফলবিধানব্যসনিনো

ক্রবৎ কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধ্বংসভিচারায় হি মখাঃ ॥ ২১

প্রজানাতং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং হুহিতরং

গতং রোহিঙ্কুতাং রিরমন্নিমুম্ব্যস্য বপুবা ।

ধমুপ্পাণেখ্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং

ত্রসস্তং তেহত্মাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধ-রভসঃ ॥ ২২

স্বলাবগ্যাশংসা-ধৃত-ধনুযমহায় তৃণবৎ

পুরঃ প্লুষ্টং দৃষ্টা পুরমথন পুণ্ড্রাযুধমপি ।

যদি স্ত্রৈণং দেবী যমনিরতদেহার্কঘটনা-

দবৈতি ত্বামক্কা বত বরদ মুক্কা যুবতয়ঃ ॥ ২৩

শ্মশানেষাক্রীড়াঃ শ্মরহর পিশাচাঃ সহচরা-

শ্চিতাভস্মালেপঃ শ্রগপি নৃকরৌটিপরিকরঃ ।

অমঙ্গল্যং জীলং তব ভবতু নানৈবমখিলং

তথাপি স্মৰ্তৃণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি ॥ ২৪

মনঃ প্রত্যক্ চিত্তে সবিধমখ্যানাস্তমকৃতঃ

প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎসজিতদৃশঃ ।

যদালোক্যাহ্লাদং হৃদ ইব নিমজ্জ্যামৃতয়ে

দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্ত্বং কিল ভবান্ ॥ ২৫

ত্বমৰ্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হৃতবহ-

ত্বমাপস্ত্বং ব্যোম ত্বমু ধরণিরাষ্ট্রা ত্বমিতি চ ।

পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতি , গরং

ন বিদ্যন্তস্তত্ত্বং বয়মিহ তু যৎ ত্বং ন ভবসি ॥ ২৬

ত্রয়ীং তিশো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরা-

নকারাদৈর্কর্কৈর্গৈস্ত্রিভিরভিধতীর্ণবিকৃতি ।

তুরীয়াং তে ধাম ধ্বনিভিরবরুদ্ধানমগুভিঃ

সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্ ॥ ২৭

ভবঃ সর্কো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহ মহাং-

স্তথা ভীমেশানাবিতিঃ যদভিধানাষ্টকমিদম্ ।

অমুগ্নিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব শ্রুতিরপি

প্রিয়ায়াঠৈ ধায়ে প্রবিহিতনমস্যোহগ্নি ভবতে ॥ ২৮

নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো

নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ ।

নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমঃ

নমঃ সর্কস্মৈ তে তদিদমিতি সর্কায় চ নমঃ ॥ ২৯

বহলরজসে বিশোৎপত্তৌ ভবায় নমো নমঃ

প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ ।

জনস্বথকৃতে সঙ্কোজিক্তৌ যুড়ার নমো নমঃ

প্রমহসি পদে নিষ্টৈশ্চণ্যে শিবায় নমো নমঃ ॥ ৩০

ক্লেশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবশ্চ ক চেদং

ক চ তব গুণসীমোল্লজ্জিনী শব্দদৃষ্টিঃ ।

ইতি চকিতমমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাদ্যাদ্

বরদ চরণয়োস্তে বাধ্যপুল্পোপহারম্ ॥ ৩১

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কঙ্কলং সিদ্ধপাত্রং

স্ববতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বা ।

লিখতি যদি গৃহীত্বা শারদা সর্বকালং

তদপি তব গুণানামীশ পারং ন য়তি ॥ ৩২

অম্বরম্বরমুনীন্দ্রৈরর্চিতশ্চেন্দ্রমৌলে-

গ্রথিতগুণমহিম্নো নিগুণশ্চেন্দ্রম্বরম্ ।

সকলগুণবরিষ্ঠঃ পুষ্পদস্তাভিধানো

রুচিরমলঘুরূপেঃ স্তোত্রমেতচ্চকার ॥ ৩৩

অহরহরনবগুণ ধূর্জটেঃ স্তোত্রমেতং

পঠতি পরমভক্ত্যা শুদ্ধচিত্তঃ পুমান্ যঃ ।

স ভবতি শিবলোকে রুদ্রতুল্যস্তথাত্র

প্রচুরতরধনায়ুঃ পুত্রবান্ কীর্ত্তিমাংশ্চ ॥ ৩৪

মহেশান্নাপরো দেবো মহিম্নো নাপরা স্তুতিঃ ।

অঘোরান্নাপরো মদ্রো নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্ ॥ ৩৫

দীক্ষা দানং তপস্তীর্থং জ্ঞানং বোগাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।

মহিম্নঃস্তবপাঠস্য কলাং নাহ'স্তি বোড়শীম্ ॥ ৩৬

কুম্মদশননামা সর্বগন্ধর্বরাজঃ

শিশুশশধরমৌলের্দেবদেবস্য দাসঃ ।

স গুরুনিজমহিমো ব্রহ্ম এবাশ্য যোবাং

স্তবনমিদমকার্যাদিব্যাদিব্যং মহিম্নঃ ॥ ৩৭

স্বরনরমুনিপূজ্যং স্বর্গমোক্ষকহেতুং

পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাণলিনীভূচেতাঃ ।

ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈঃ স্মৃত্যমানঃ

স্তবনমিদমমোঘং পুষ্পদন্তপ্রণীতম্ ॥ ৩৮

শ্রীপুষ্পদন্তমুখপঞ্চজনির্গতেন

স্তোত্রেন কিম্বিবহরেণ হরপ্রিয়েণ ।

কণ্ঠস্থিতেন পঠিতেন সমাহিতেন,

স্বপ্নীণিতো ভবতি ভূতপতিস্বহেশঃ ॥ ৩৯

ইত্যেবা বাস্তুয়ী পূজা শ্রীমচ্ছঙ্করপাদয়োঃ

অর্পিতা তেন দেবেশঃ প্রীয়তাং চ সদাশিবঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীপুষ্পদন্তপ্রণীতং শিবমহিম্নঃ স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

বহু কটভরব স্তোত্র

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদগুরুম্ ।

শঙ্করং পরিপূজ্য পার্শ্বতীপরমেশ্বরম্ ॥ ১

শ্রীপার্কভূবাচ ।

ভগবন্ সর্কধর্মজ্ঞ সর্কশাস্ত্রাগমাদিষু ।

আপহৃদ্ধারণং যত্নং সর্কসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥ ২

সর্কেষাঈকৈব ভূতানাং হিতার্থং বাহিত্যং যয়া ।

বিশেষতস্ত রাজ্ঞাং বৈ শাস্তি-পুষ্টি-প্রসাধকম্ ॥ ৩

অজ্ঞান-করুণা-বীজজ্ঞান-সমম্বিতম্ ।

বক্তৃমহর্লি দেবেশ যম হর্ষ-বিবর্জনম্ ॥ ৪

শ্রীভগবান্নৃবাচ

শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপহৃদ্ধারং-হেতুকম্ ।
 সৰ্ব্বদুঃখ-প্রশমনং সৰ্ব্বশত্রুনিবহংম্ ॥ ৫
 অপস্মারাদিরোগাণাং জরাদীনাং বিশেষতঃ ।
 নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে ॥ ৬
 গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং স্তুত্ববৰ্দ্ধনম্ ।
 স্নেহাদ্ বক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সৰ্বসারমিমং প্রিয়ে ॥ ৭
 সৰ্বকামার্থদং মন্ত্রং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্ ।
 আপহৃদ্ধারণং মন্ত্রং বক্ষ্যামীতি বিশেষতঃ ॥ ৮
 প্রণবং পূৰ্বমুচ্য্য দেবী-প্রণবমুচ্চরেৎ ।
 বটুকায়ৈতি বৈ পশ্চাদাপহৃদ্ধারণায় চ ॥ ৯
 কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাদ্ বটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ ।
 দেবীপ্রণবমুচ্চত্য মন্ত্রোদ্ধারমিমং প্রিয়ে ॥ ১০
 মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ত্রৈলোক্যস্তাপি হুল্ভম্ ।
 অপ্রকাশ্যমিমং মন্ত্রং সৰ্বশক্তিসমম্বিতম্ ॥ ১১
 স্মরণাদেব মন্ত্রস্ত ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ ।
 বিদ্রবন্তি ভয়ান্তা বৈ কালরুদ্রাদিবা প্রজাঃ ॥ ১২
 পঠেদ্ বা পাঠয়েদ্ বাপি পূজয়েদ্ বাপি পুস্তকম্ ।
 নাগ্নিচৌরভয়ং বাপি গ্রহরাজভয়ং তথা ॥ ১৩
 ন চ মারীভয়ং তস্ত সৰ্বত্র স্তুত্বান্ন ভবেৎ ।
 আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্ৰপৌত্রাদিসম্পদঃ ।
 ভবন্তি সততং তস্ত পুস্তকস্যাপি পূজনাং ॥ ১৪

শ্রীপার্কট্যুবাচ

য এষ ভৈরবো নাম আপহৃদ্ধারকো মতঃ ।
 জয়া চ কথিতো দেব ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ ॥ ১৫

ভস্য নামসহস্রানি অমৃতান্তর্কদানি চ ।

সারমুক্ত্য তেষাং বৈ নামাষ্টকশতকং বদ ॥ ১৬

শ্রীভগবান্নৃবাচ

বস্ত সংকীর্তয়েদেতৎ সর্বহুইনিবর্হণম্ ।

সর্বান কামানবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমিব চ ॥ ১৭

শৃণু দেবি প্রযক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাশ্রয়ঃ ।

আপহৃদ্ধারকস্যোহ নামাষ্টশতমুত্তমম্ ॥ ১৮

সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বাপদ্বিনিবারকম্ ।

সর্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং সুখাবহম্ ॥ ১৯

দেহাঙ্গভ্রাসনকৈব পূর্বং কুর্যাৎ সমাহিতঃ ।

ভৈরবং মুঞ্চি বিপ্রস্য ললাটে ভীষদর্শনম্ ॥ ২০

অক্লোভৃত্শ্রয়ং শ্রস্য বদনে ভীষদর্শনম্ ।

ক্ষেত্রজং কর্ণয়োর্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ভ্রসেৎ ॥ ২১

ক্ষেত্রাধ্যং নাভিদেবে তু কট্যাং সর্বঘনাশনম্ ।

ত্রিনেত্রমূর্বোবিপ্রস্য জজ্বয়ো রক্তপাণিকম্ ।

পাদয়োর্দেবদেবেশং সর্বাঙ্গে বট কং ভ্রসেৎ ॥ ২২

এবং শ্রাসবিধিং কৃত্বা তদনন্তরমুত্তমম্ ।

নামাষ্টশতকস্যাপি ছন্দোহমুইবুদাহৃতম্ ॥ ২৩

বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিঃ পরিকীর্তিতঃ ।

দেবতা কথিতা চেহ সঙ্ঘিষ্টকটুভৈরব ॥

সর্বকামার্থসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ২৪

ভৈরবো ভূতনাথঃ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ ।

ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালঃ ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রয়ো বিরাট্ ॥ ২৫

শ্মশানবাসী মাংসালী খর্বরালী মথাস্তকুং ।

রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ ॥ ২৬

କରାଳ: କାଳଶୟନ: କଳାକାଞ୍ଚିତମୁ: କବି: ।
 ତ୍ରିନେତ୍ରୋ ବହନେନ୍ଦ୍ରଞ୍ଚ ତଥା ପିଙ୍ଗଲୋଚନ: ॥ ୨୭
 ଶୂଳପାଣି: ଷଡ଼ଗପାଣି: କଙ୍କାଳୀ ଧୂତ୍ରଲୋଚନ: ।
 ଅଭୀରୁର୍ଭେରବୋ ଭୀଷୋ ଭୂତପୋ ଷୋଗିନୀପତି: ॥ ୨୮
 ଧନନୋ ଧନହାରୀ ଚ ଧନପ: ପ୍ରେତିଭାବବାନ୍ ।
 ନାଗହାରୋ ନାଗକେଶୋ ବ୍ୟୋମକେଶ: କପାଳଭୂଃ ॥ ୨୯
 କାଳ: କପାଳହାଳୀ ଚ କମନୀୟ: କଳାନିଧି: ।
 ତ୍ରିଲୋଚନୋ ଜଳରେନ୍ଦ୍ରାଦ୍ୱିଶିଧୀ ଚ ତ୍ରିଲୋକପାଂ ॥ ୩୦
 ତ୍ରିବ୍ରହ୍ମନୟନୋ ଡିଣ୍ଡ: ଶାନ୍ତ: ଶାନ୍ତଜନପ୍ରିୟ: ।
 ବଟୁକୋ ବଟୁକେଶଚ ଷଟ୍ପାଦବରଧାରକ: ॥ ୩୧
 ଭୂତାଧ୍ୟକ୍ଷ: ପଶୁପତିର୍ଭିକ୍ଷୁକ: ପରିଚାରକ: ।
 ସୂର୍ତ୍ତୋ ଦିଗନ୍ଧର: ଶୌରିର୍ହରିଣ: ପାଂଶୁଲୋଚନ: ॥ ୩୨
 ପ୍ରେଶାନ୍ତ: ଶାନ୍ତିଦ: ଶୁଦ୍ଧ: ଶକ୍ତର-ପ୍ରିୟବର୍ରଥ: ।
 ଅଞ୍ଜୟର୍ଦ୍ଧିନିଧୀଶଚ ଜ୍ଞାନଚକ୍ରସ୍ତୟୋଦୟ: ॥ ୩୩
 ଅଞ୍ଜାଧାର: କଳାଧାର: ସର୍ପଯୁକ୍ ଶନିଶେଖର: ।
 ଭୂଧରୋ ଭୂଧରାଧୀଶୋ ଭୂପତିର୍ଭୂଧରାୟକ: ॥ ୩୪
 କଳାଳହାରୀ ମୁଖୀ ଚ ନାଗସଞ୍ଜୋପବୀତବାନ୍ ।
 ଶୂନ୍ୟଗୋ ଯୋହନ: ସ୍ତମ୍ଭୀ ମାରଣ: କ୍ଳୋଭଗନ୍ତଥା ॥ ୩୫
 ଶୁଦ୍ଧନୀଳାଞ୍ଜନପ୍ରଧାନେହୋ ମୁଖବିଭୂଷିତ: ।
 ବଳିଭୁକ୍ ବଳିଭୂତାୟା କାନ୍ଧୀ କାମପରାକ୍ରମ: ॥ ୩୬
 ସର୍ବ୍ବାପନ୍ଥାରକୋ ହୃର୍ଗୋ ହୃଷ୍ଟଭୂତ-ନିବେଦିତ: ।
 କାଳୀ କଳାନିଧି: କାନ୍ତ: କାମିନୀବଳକୃଦବଶୀ ।
 ସର୍ବ୍ବସିଦ୍ଧିପ୍ରଦୋ ବୈଷ୍ଣବ: ପ୍ରେତବିଘ୍ନ: ପ୍ରେତାବବାନ୍ ॥ ୩୭
 ଅଞ୍ଜୋତ୍ତରଣତଃ ନାମ ଶୈରବନ୍ୟା ସହାସ୍ରନ: ।
 ସନ୍ନା ତେ କୃପିତଃ ଦେବି ରହସ୍ୟଂ ସର୍ବ୍ବକାମଦୟ ॥ ୩୮

ব ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমম্ ।
 ন তস্য ছয়িতং কিঞ্চিদ যোগেভ্যো ভয়ং তথা ॥ ৩৯
 ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিদ প্রাপ্নোতি মানবঃ কচিৎ ।
 পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমনন্তধীঃ ॥ ৪০
 মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাদিকৃদভয়ে ।
 ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা ক্লেব্রপ্লবে ভয়ে ॥ ৪১
 বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ ।
 সর্কে প্রশমনং যাস্তি ভয়াদ্ ভৈরবকৌর্টনাং ॥ ৪২
 একাদশসহস্রস্ত পুরন্দরগমিষ্যতে ।
 ত্রিসংখ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সস্বংসরমতচ্ছিতঃ ॥ ৪৩
 স সিদ্ধিঃপ্রাপ্নুয়াদিষ্টাং জল্ভামপি মানবঃ ।
 যস্মাসাদ্ ভূমিকামস্ত স্তোত্রং জপ্ত্বাহিলাং মহীম্ ॥ ৪৪
 রাজা শত্রুবিনাশায় অপেয়্যাসাষ্টকং পুনঃ ।
 রাত্রৌ বারত্ৰয়কৈব নাশয়তোব শাত্ৰবান্ ॥ ৪৫
 অপেয়্যাসত্ৰয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ ।
 ধনার্থী চ সূতার্থী চ দারার্থী যশ্চ মানবঃ ॥ ৪৬
 পঠেদ্ বারত্ৰয়ং যদবা বারমেকং তথা নিশি ।
 ধনং পুত্ৰাংস্তথা দারান্ প্রাপ্নুয়ান্নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৪৭
 ভীতো ভয়াং প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং স সংশয়ঃ ।
 বান্ বান্ সমীহতে কামাংস্তাংস্তান্ প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥ ৪৮
 অপ্রকাশমিদং স্তোত্রং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ।
 স্কুলীনায় শাস্ত্রায় ঋজবে চানন্যবে ॥ ৪৯
 অথবা প্রিয়শিষ্যায় পুত্রায় স্কন্ধে ভূশম্ ।
 দত্তাং স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্ককামফলপ্রদম্ ।
 ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যান্য পঠেন্নরঃ ॥ ৫০

শুদ্ধফটিকশঙ্খাংশঃ সহস্রাদিত্যবর্জসম্ ।
 অষ্টবাহুঃ ত্রিনয়নঃ চতুর্কোহঃ দ্বিবাহুকম্ ॥ ৫১
 ভুজঙ্গমেখলাং দেবমগ্নিবর্ণশিরোরুহম্ ।
 দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্ ॥ ৫২
 খট্টাঙ্গমসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ ।
 ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগং তথা ॥ ৫৩
 নীলজীমূতসঙ্কাসং নীলাঞ্জন-চয়প্রভম্ ।
 দংষ্ট্রাকরালবদনং নুপুরাঙ্গন-সঙ্কুলম্ ॥ ৫৪
 আত্মবর্ণসমোপেত-সারমেয়-সমম্বিতম্ ।
 ধাত্বা জপেৎ স্তবং হৃষ্টঃ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৫
 এতৎ শ্রদ্ধা ততো দেবী নামাষ্টশতমুক্তমম্ ।
 ভৈরবায় প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ঞ্চৈব মহেশ্বরী ॥ ৫৬
 ইতি শ্রীবিষ্ণুরোদ্ধারে আপহৃদ্ধারকল্পে শ্রীবটুকভৈরব-
 স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ ।

শ্রীগণেশ-স্তোত্রম্

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ ।

ঈশ ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
 নিরুপিতুমশক্যোহং মনুরূপমনূহকম্ ॥
 প্রবরঃ সর্বদেবানাং সিদ্ধানাং যোগিনানাং শুকম্ ।
 সর্বস্বরূপং সর্বেশং জ্ঞানরাশিস্বরূপিণম্ ॥
 অব্যক্তমক্ষরং নিত্যং সত্যমাত্মস্বরূপিণম্ ।
 বায়ুতুল্যাতিনির্গিণ্ডং চাক্রতং সর্বলক্ষিণম্ ॥
 সংসারার্ণবপারে চ মাদ্রাপোতে স্তুহল্লভম্ ।
 কর্ণধারস্বরূপঞ্চ ভক্তাহুগ্রহকারকম্ ॥

वरं वरेण्यं वरदं वरदानामपीश्वरम् ।
 सिद्धं सिद्धिस्वरूपं सिद्धिदं सिद्धिसाधनम् ॥
 ध्यानातिरिक्तं ध्येयं ध्यानासाध्यं धार्मिकम् ।
 धर्मस्वरूपं धर्मज्ञं धर्माधर्मफलप्रदम् ।
 बीजं संसारवृक्षानामहुरक्षं तदाश्रयम् ।
 स्त्रीपुंनपुंसकानां रूपमेतदतीन्द्रियम् ॥
 सर्वांशमग्रपूज्यं सर्वपूज्यं गुणार्णवम् ।
 श्रेष्ठया सगुणं ब्रह्म निगुणंकापि श्रेष्ठया ॥
 समं प्रकृतिरूपं प्राकृतं प्रकृतेः परम् ।
 द्वां श्लोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रवदनैः च ॥
 न क्षमः पञ्चवक्त्रश्च न क्षमश्चतुराननः ।
 सरस्वती न शक्ता च न शक्तोऽहं तव श्रुतौ ॥
 न शक्ताश्च चतुर्बेदाः के वा ते वेदवादिनः ।
 इत्येवं स्तवनं कृत्वा श्रवणं श्रवणसिद्धिम् ॥
 श्रवणं श्रवणैः सार्द्धं विरराम रमापतिः ।
 इदं विष्णुकृतं श्लोकं गणेशश्च च यः पठेत् ॥
 सायं प्रातश्च मध्याह्ने भक्तिभूतः समाहितः ।
 तद्विष्णुं निम्नं कुरुते विमलः सततं बुधैः ॥
 वर्द्धते सर्वकल्याणं कल्याणजनकः सदा ।
 यात्राकाले श्रुत्वा तु यो याति भक्तिपूर्वकम् ॥
 तस्य सर्वाभीष्टसिद्धिर्भवत्येव न संशयः ।
 तेन दृष्टं हःस्पर्शं स्पर्शमुपजायते ॥
 कदापि न भवेत्तस्य ग्रहपीडा च दारुणा ।
 भवेद्दिनाशः शक्राणं बहूनां विवर्द्धनम् ॥
 शब्दविघ्नविनाशश्च शब्दं सम्पदिवर्द्धनम् ।

স্থিরা ভবেদগৃহে লক্ষ্মীঃ পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধিনী ।
 সর্বৈৰ্ধৰ্ম্মামিহ প্রাপ্য অস্তে বিষ্ণুগদ্য ভবেৎ ।
 ফলক্কাপি চ তীর্থনাং যজ্ঞানাং যদ্ববেদে ধ্রুবম্ ॥
 মহতাং সৰ্বদানানাং ত্রীগণেশপ্রসাদতঃ ॥

ইতি ত্রীত্রক্কাবৈবৰ্ত্তপুরাণে গণেশখণ্ডে বিষ্ণুকৃতঃ গণেশস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

ত্রীশ্লোকস্তোত্রম্

ওঁ নমস্তভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে ।
 ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখতারিণে ॥
 অতিদৌৰ্ঘ্যায় দিব্যায় বীরাযাজ্ঞানহারিণে ।
 নমস্তে কুলনাথায় কুলকোলিত্রদায়িনে ॥
 শিবতত্ত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে ।
 নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে ॥
 অনাচারাচারভাব-বোধায় কামহেতবে ।
 ভাবাভাববিনিমুক্ত-মুক্তিদাত্রে নমো নমঃ ॥
 নমোহস্ত শস্তবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে ।
 জ্ঞানাজ্ঞানস্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ ॥
 শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে ।
 কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে ॥
 কুলপুঞ্জোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে ।
 আরক্তনিজতচ্ছক্তি-সমভাগবিভূতয়ে ।
 নমস্তেহস্ত মহেশায় নমস্তেহস্ত নমো নমঃ ॥
 ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুরুদিদ্যুথঃ ।
 প্রাতরুখায় দেবেশি ততো বিত্তা প্রসীদতি ॥
 ইতি কুজিকাতম্রোক্তং ত্রীশ্লোকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

দ্বীপ্তর-স্তোত্র

নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে হরপুজিতে ।
 ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
 অজ্ঞানতিমিরাক্ষয় জ্ঞানান্ধনশল্যাক্ষয় ।
 যয়া চক্ষুরান্ধগিতং তস্যৈ দ্বীপ্তরবে নমঃ ॥
 ভববন্ধনপারস্য তারিণী জননী পরা ।
 জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যা তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ।
 শ্রীনাথবামভাগহা সদয়া সুরপুজিতা ।
 সদা বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ।
 সহস্রারে মহাপদ্মে সদানন্দস্বরূপিণী ।
 মহামোক্ষপ্রদা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ।
 ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপা চ মহারুদ্রস্বরূপিণী ।
 ত্রিগুণাত্মস্বরূপা চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ।
 চক্রেস্বরূপা চ মদাঘূর্ণিতলোচনা ।
 স্বনাথক সমালিন্য তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্ৰাদিজীবন্তুস্তিপ্রদায়িনী ।
 জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
 ইদং স্তোত্রং মহেশানি যঃ পঠেৎ ভক্তিসংযুতঃ ॥
 স সিদ্ধিং লভতে নিত্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥
 প্রাতঃকালে পঠেদ্যন্ত গুরুপূজা-পূরঃসরম্ ।
 স এব ধত্তো লোকেষু দেবীপুত্র ইব ক্রিতৌ ॥
 ইতি মাতৃকাভেদতন্ত্রে দ্বীপ্তরোঃ স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

দুর্গাস্তব

নমস্তে শরণ্যে শিবে সাক্ষকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে ।
 নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পাদারবিন্দে, নমস্তে জগত্তারিণি জাহ্নি দুর্গে ॥ ১

নমস্তে জগজ্জিহ্মমান-স্বরূপে, নমস্তে মহাধোগিনি জ্ঞানরূপে ।
 নমস্তে সদানন্দরূপ-স্বরূপে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি হুর্গে ॥ ২
 অনাথস্য দীনস্য তুচ্ছাতুরস্য, ক্ষুধার্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ ।
 স্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারকত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি হুর্গে ॥ ৩
 অরণ্যে রণে দারুণে শক্রমধ্যে, -হনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে ।
 স্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতু, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি হুর্গে ॥ ৪
 অগারে মহাহস্তরেহত্যস্তঘোরে, বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্ ।
 স্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনোকা, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি হুর্গে ॥ ৫
 নমস্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্রাদীলা-সমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে ।
 স্বমেকা গতির্বিঘ্ন-সন্দোহ-হস্তী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি হুর্গে ॥ ৬
 স্বমেকাজিতারাদিতা সত্যবাদি, -অমেরাজিতা ক্রোধনাক্রোধনিষ্ঠা ।
 ইড়া পিঙ্গলা জং শুমুগা চ নাড়ী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি হুর্গে ॥ ৭
 নমস্তে নমস্তে শিবে ভীমনাদে, সরস্বত্যরুদ্রত্যাগোঘস্বরূপে ।
 বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী জং, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি হুর্গে ॥ ৮
 শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিজ্ঞাধরাণাং
 মুনি-দম্ভজ-নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং ॥
 নৃপতিগৃহ-গতানাং দম্ভ্যভির্কী বুতানাং
 ত্বমসি শরণমেকা দেবি হুর্গে প্রণীদ ॥ ৯
 ইদং স্তোত্রং যয়া প্রোক্ত-মাপহৃদার-হেতুকম্ । ত্রিসন্ধ্যা-মেকসন্ধ্যাং
 বা পঠনাদেব সৰ্বকাং । মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে ॥ ১০
 স্তবরাজমিমং দেবি সজ্জেকপাং কথিতং যয়া । সমস্তং শ্লোকমেকং বা
 পঠেদ যন্ত সমাহিতঃ । স সৰ্ব্বহুত্বতং ত্যক্তা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥ ১১
 ইতি বিশ্বাসরতন্ত্রে আপহৃদারকল্পে শ্রীহর্গীতবরাজঃ সমাপ্তঃ ।

ভবান্ধটিকস্তোত্র

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধু ন দাতা, ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা ।
 ন জায়া ন বিত্তা ন বৃত্তিঋম্বেব, গতিত্বং গতিত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ১
 ভবাকাবপারে মহাহং, প্রপন্নঃ প্রকাশী প্রলোভী প্রমত্তঃ ।
 কুমার্গঃ কুরজ্জু প্রবন্ধঃ সদাহং, গতিত্বং গতিত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ২
 ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং, ন জানামি তত্ত্বং ন চ স্তোত্র-মন্ত্রম্ । ৩
 ন জানামি পূজাং ন চ ত্রাসযোগং, গতিত্বং গতিত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥
 ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং, ন জানামি মুক্তিং লগ্নং বা কদাচিৎ ।
 ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত-গতিত্বং গতিত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৪
 কুকর্মা কুসঙ্গী কুবুদ্ভিঃ কুদাসঃ, কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ ।
 কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য-প্রবন্ধঃ সদাহং, গতিত্বং গতিত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৫
 প্রজ্ঞেশং রমেশং মহেশং সুরেশং, দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ ।
 ন জানামি চাত্তং সদাহং শরণ্যে, গতিত্বং গতিত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৬
 বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে, জলে চানলে পর্কতে শত্রুমধ্যে ।
 অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি, গতিত্বং গতিত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৭
 অনাথো দরিদ্রো জরারোগবৃক্তো, মহাকীর্ণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ ।
 বিপত্তিঃ প্রবিষ্টঃ প্রবুদ্ধঃ সদাহং, গতিত্বং গতিত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৮
 ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং শ্রীভবান্ধটিকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অন্নপূর্ণাস্তোত্র

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্য-রত্নাকরী

নির্দুঃখাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী ।

প্রলেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী

ভিক্ষাং দেহি কৃপাববধনকরী মাতামঙ্গলপূর্ণেশ্বরী ॥ ১

নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাদ্বরাদ্বরী

মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বন্দ্বোজকুস্তান্তরী ।

কাশ্মীরীরাগুরবাসিতা রুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ২

যোগানন্দকরী ত্রিপুঙ্কয়করী ধর্মার্থনিষ্ঠাকরী

চন্দ্রাকানলভাগমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী ।

সর্বৈশ্বর্যসমস্তবাহিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৩

কৈলাসচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শরুরী

কোমারী নিগমার্থ-গোচরকরী ওঙ্কারবীজাকরী ।

মোক্ষদার-কপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৪

দৃশ্যাদৃশ্যসমস্তবাহনকরী ঐক্ষাণ্ডভাণ্ডোদরী

লীলানাটকসুত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাকরী ।

ঐবিশেষ-মনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী । ৫

উর্ধ্বী সর্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী

বেণীনীলসমানকুস্তলহরী নিত্যানন্দদানেশ্বরী ।

সর্বানন্দকরী দৃশ্য শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৬

আদীক্ষাস্তসমস্তবর্ণনকরী শঙ্কোজ্জিভাবকরী

কাশ্মীরীত্রিভূজেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাকুরী শর্করী ।

কামাকাজকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী পূ॥ ৭

দর্বা স্বর্ণবিচিত্ররত্ন-রচিতা দক্ষে করে সংস্থিতা

বামে স্বাহুপয়োধরী সহচরী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী ।

ভক্তভীষ্টকরী দৃশা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৮

চন্দ্রাকানলকোটিকোটিসদৃশী চন্দ্রাংগুবিষাধরী

চন্দ্রাকামিসমানকুণ্ডলধরী চন্দ্রাকর্ণেশ্বরী ।

মালাপুস্তকপাশকাঙ্ক্ষধরী কাশীপুরাধীশ্বরী

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৯

কৃত্তব্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী

সাক্ষান্মোককরী সদা শিবকরী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী ।

দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ১০

অম্পূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্কর-প্রাণবল্লভে ।

জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধার্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্শ্বতি ॥ ১১

মাতা যে পার্শ্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ ।

বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১২

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং

অম্পূর্ণান্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

বগলামুখী-স্তোত্র

চন্দ্রকনককুণ্ডলোন্নসিত-চাক্ষুগুহলীং

লসৎকনকচম্পকদ্যুতিমদিন্দুবিদ্বাননাম্ ।

গদাহত-বিপক্ষকাং কলিতলোলজিহ্বাধলাং

অরামি বগলামুখীং বিমুখবান্ধনঃস্তম্ভিনীম্ ॥ ১

পীযুষোদধি—মধ্যচারু-বিলসদ্রস্তোংপলে মণ্ডপে
 যৎসিংহাসনমোলিপাতিত-রিপুপ্ৰেভাসনাধ্যাসিনীম্ ।
 স্বর্ণাভাঃ কর-পীড়িতাবিরসনাং ভ্রাম্যদগদাবিত্রমা-
 মিথ্যং ধ্যায়তি বাস্তি তন্ত্ৰ সহসা সন্তোহথ সৰ্বাপদঃ ॥ ২
 দেবি অচরণাঙ্ঘ্র্যার্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং
 ভক্ত্যা বামকরে নিধায় চ মনুং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্ ।
 পীঠাধ্যানপরোহথ কুন্তকবশাদ্ বীজং স্মরেৎ পার্শ্বিৎ
 তস্যামিত্রমুখস্য বাচি হৃদয়ে জাড্যং ভবেৎ তৎক্ষণাৎ ॥ ৩
 বাদী মুকতি রক্ততি ক্ষিতিপতির্কৈবলানরঃ শীততি
 ক্রোধী শাম্যতি দুর্জয়ঃ সৃজনতি ক্ষিপ্ৰামুগঃ ধ্বজতি ।
 গর্বী খর্বতি সর্ববিচ্ছ জড়তি ত্র্যম্বজিগা মত্তিতঃ ।
 শ্রীনিত্যে বগলামুখি প্রতিদিনং কল্যাণি তুভ্যং নমঃ ॥ ৪
 মন্ত্ৰস্তাবদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রঃ পবিত্রকৃ তে
 যন্ত্ৰং বাহিনিয়ন্ত্ৰণং ত্রিজগতাং জৈত্ৰস্ত চিত্রং ন তে ।
 মাতঃ শ্রীবগলেতি নাম ললিতং যস্যাস্তি জন্তোমুখে
 তন্মামগ্রহণেন সংসদি মুখস্তম্ভো ভবেদ্বাদিনাম্ ॥ ৫
 দুষ্টস্তম্ভনমুগ্রবিশ্বশমনং দারিদ্র্যাবিত্রাবণম্
 ভূতদ্বী-শমনং চলন্ত্ৰুগদশাং চেতঃসমাকর্ষণম্ ।
 সৌভাগ্যৈকনিকেতনং মম দৃশোঃ কারুণ্যপূর্ণামৃতং
 মৃত্যোন্মারণমাবিরস্ত পুরতো মাতস্তু দীপ্যং বপুঃ ॥ ৬
 মাতর্ভজয় যে বিপক্ষবদনং জিহবাং চলাং কীলয়
 ব্রাহ্মীং যুদয় নাশরাস্তু ধিষণামুগ্রাং গতিং স্তম্ভয় ।
 শত্রুংশর্চয় দেবি তীক্ষ্ণগদয়া গৌরাজি পীতাম্বরে
 বিদ্রোঘং বগলে হর প্রণমতাং কারুণ্যপূর্ণেকণে ॥ ৭

মাতর্ভৈরবি ভক্তকালি বিজয়ে বারাহি বিশ্বাশ্রয়ে
 ত্রীবিম্বে সময়ে মহেশি বগলে কামেশি রামে রমে ।
 মাতঙ্গি ত্রিপুরে পরাংপরতয়ে স্বর্গাপবর্গপ্রদে
 দাসোহং শরণাগতঃ করুণয়া বিশ্বেশ্বরী ত্রাহি মাম্ ॥ ৮
 সংরম্ভে চৌরসম্ভে প্রহরণসময়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে
 বিজ্ঞাবাদে বিবাদে প্রকুণ্ঠিতনৃপতৌ দিব্যকালে নিশারাম্ ।
 বশ্চে বা স্তম্ভনে বা রিপুবধসময়ে নির্জনে বা বনে বা
 গচ্ছাঃ স্তম্ভংস্তিকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্নুন্নাদাত্ত ধীরঃ ॥ ৯
 নিত্যং স্তোত্রমিদং পবিত্রমিহ যো দেব্যাঃ পঠত্যাদরাদ্
 বৃদ্ধা বৃদ্ধমিদং তথৈব সময়ে বাহৌ করে বা গলে ।
 রাজানোহপ্যরয়ো মদাককরিরঃ সর্পা মুগেন্দ্রাদিকা-
 স্তে যৈ যান্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মীঃ স্থিরাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১০
 স্বং বিজ্ঞা পরমা ত্রিলোকজননী বিম্বোঘ-সংচ্ছেদিনী
 যোবাকর্ষণকারিণী জনমনঃসম্মোহসন্দায়িনী ।
 স্তম্ভোৎসারণকারিণী পশুমনঃসম্মোহসন্দায়িনী
 জিহ্বা-কীলনভৈরবী বিজয়তে ব্রহ্মাদিমন্ত্রো যথা ॥ ১১

বিজ্ঞাং লক্ষ্মীং সর্বসৌভাগ্যমায়ুঃ
 পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সর্বসাম্রাজ্যসিদ্ধিষ্ ।
 মানং ভোগো বশ্তমারোগ্য-সৌখ্যং
 প্রাপ্তং তদ্বদভূতলেহস্মিন্ নরেন ॥ ১২

স্বং কৃতং জপসম্মাহং গদিতং পরমেশ্বরী ।
 দৃষ্টানং নিগ্রহার্থায় স্বং গৃহাণ নমোহস্ত তে । ১৩
 ব্রহ্মাত্মমিতি বিখ্যাতং ত্রিশু লোকেষু দ্রষ্টভম্ ॥
 শুক্লভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যন্ত কস্তচিৎ ॥ ১৪

নীতাস্বর্যং বিভূজাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রকোঙ্কলাম্ ।
শিলামূলগরহস্তাঞ্চ স্মরেৎ তাং বগলামুখীম্ ॥ ১৫
ইতি শ্রীকৃত্যামলে শ্রীবগলামুখী-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

জগদ্ধাত্রীস্তোত্র

শ্রীশিব উবাচ ।

আধারভূতে চাধেয়ৈ ধৃতিক্রমে ধুরন্ধরে ।
ঐবে ঐবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোহস্তু তে ॥ ১
শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে ।
শাক্তাচারপ্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রি নমোহস্তু তে ॥ ২
জয়দে জগদানন্দে জগদেকপ্রপূজিতে ।
জয় সর্বগতে হুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোহস্তু তে ॥ ৩
পরমাংশ্বরূপে চ দ্ব্যণ্ডকাদিশ্বরূপিণি ।
স্থলাতিস্থলরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোহস্তু তে ॥ ৪
স্থম্মাতিস্থম্মরূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণি ।
ভাবাবাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোহস্তু তে ॥ ৫
কালাদিরূপে কালেশে কালাকালবিভেদিনি ।
সর্বস্বরূপে সর্বক্ষে জগদ্ধাত্রি নমোহস্তু তে ॥ ৬
মহাবিয়ে মহোৎসাহে মহামায়ে বরপ্রদে ।
প্রপঞ্চসারে সাধবীশে জগদ্ধাত্রি নমোহস্তু তে ॥ ৭
অগম্যে জগতামান্ত্রে মাহেশ্বর্যি বরাদনে ।
অশেষরূপে রূপস্থে জগদ্ধাত্রি নমোহস্তু তে ॥ ৮
দ্বিগুণকোটিমদ্ভাণাং শক্তিরূপে সনাতনি ।
সূর্যশক্তিস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোহস্তু তে ॥ ৯

তীর্থ-যজ্ঞতপোদান-যোগসারে জগন্ময়ি ।
 স্বমেব সর্বং সর্বস্থে জগদ্ধাত্রি নমোহস্ত তে ॥ ১০
 দয়াক্রপে দয়াদৃষ্টে দয়াজ্জৈঃ দুঃখমোচনি ।
 সৰ্বাপতারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোহস্ত তে ॥ ১১
 অগম্য-বাম-ধামস্থে মহাযোগীশ-জুগুপ্তে ।
 অমেরভাবকূটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোহস্ত তে ॥ ১২
 ইতি শ্রীজগদ্ধাত্রীকল্পে শ্রীজগদ্ধাত্রীস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥

আত্মাত্তোত্র

ও শ্রীমাত্মায়ৈ নমঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ও শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি আত্মাত্তোত্রং মহাফলম্ ।
 যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স এব বিষ্ণুবল্লভঃ ॥ ১
 মৃত্যুব্যাধিভয়ং তস্ত নাস্তি কিঞ্চিং কলৌ যুগে ।
 অপুত্রো লভতে পুত্রং ত্রিপক্ষং শ্রবণং যদি ॥ ২
 বৌ মাসৌ বন্ধনামুক্তো বিপ্রবক্তাঃ শ্রুতং যদি ।
 মৃতবৎসা জীববৎসা যদ্বাসং শ্রবণং যদি ॥ ৩
 নোকায়ং সঙ্কটে যুদ্ধে পঠনাজ্জয়মাপ্নুয়াৎ ।
 লিখিত্বা স্থাপয়েদ্ গেহে নামিচৌরভয়ং কচিং ॥ ৪
 রাজস্থানে জয়ী, নিত্যং প্রসন্নঃ সর্বদেবভাঃ ।
 (ও হ্রীং) ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্বমঙ্গলা ॥ ৫
 ইন্দ্রাণী অমরাবত্যা-মথিকা বরুণালয়ে ।
 যমালয়ে কালরূপা কুবেরভবনে শুভা ॥ ৬
 মহানন্দাম্বিকোণে চ বায়ব্যং মৃগবাহিনী ।
 নৈঋত্যাং রক্তদন্তা চ ঐশাভ্যাং শূলধারিণী ॥ ৭

পাতালে বৈষ্ণবীকৃপা সিংহলে দেবমোহিনী ।

সুরসা চ মণিদীপে লঙ্কারাং ভদ্রকালিকা ॥ ৮

রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তমে ।

বিরজা ওড়দেশে চ কামাখ্যা নীলপর্বতে ॥ ৯

কালিকা বঙ্গদেশে চ অবোধায়াং মহেশ্বরী ।

বারাণশ্যামলপূর্ণা গয়াধামে গয়েশ্বরী ॥ ১০

কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজ কাভ্যায়নী পরা ।

দ্বারকারাং মহামায়া মথুরায়াং মহেশ্বরী ॥ ১১

ক্ষুধা ত্বং সর্বভূতানাং বেলা ত্বং সাগরস্ত চ ।

নবমী কৃষ্ণপক্ষ শুক্লশ্রৈকাদশী পরা ॥ ১২

দক্ষস্ত হুহিতা দেবী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ।

রামস্য জানকী ত্রাজী রাবণ-ধ্বংসকারিণী ॥ ১৩

চণ্ডমুণ্ডবধে দেবি রক্তবীজবিনাশিনী ।

নিমন্তুশ্চমথনী মধুকৈটভ-ঘাতিনী ॥ ১৪

বিষ্ণুভক্তিপ্রদা হর্গা স্তূথদা মোক্ষদা সদা ।

ইমমাশ্রান্তবং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ ॥ ১৫

সর্বজরভয়ং ন স্যাৎ সর্বব্যাধিবিনাশনম্ ।

কোটিতীর্থফলং তস্য ভবতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬

জয়া মে চাগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ ।

নারায়ণী নীৰ্ঘদেশে সর্কাজে সিংহবাহিনী ॥ ১৭

শিবদূতী উগ্রচণ্ডা প্রত্যঙ্গে পরমেশ্বরী ।

বিশালাক্ষী মহামায়া কোমারী শঙ্খিনী শিবা ॥ ১৮

চক্রিণী জয়দাত্রী চ রণভা রণপ্রিয়া ।

হর্গা জয়ন্তী কালী চ ভদ্রকালী মহোদরী ॥ ১৯

নারসিংহী চ বারাহী সিদ্ধিদাত্রী স্তুতপ্রদা ।

ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভয়-বিনাশিনী ॥ ২০

ইতি ত্রিভঙ্গবামলে ত্রঙ্গনারদসংবাদে

ত্রিত্রিআস্তোতোত্রং সমাপ্তম্ ॥

সঙ্কটাস্তোত্র

ও হ্রীং ত্রীং সঙ্কটায়ৈ নমঃ ।

নারদ উবাচ ।

জৈগীষব্য মুনিশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ স্তুতদায়ক ।

আখ্যানানি স্পৃগ্যানি ঐতানি ত্বংপ্রসাদতঃ ॥ ১

ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি তব বাগমুতেন চ ।

বদনৈকং মহাপ্রাজ্ঞ সঙ্কটাত্মানমুত্তমম্ ॥ ২

ইতি তস্ত বচঃ শ্রুত্বা জৈগীষব্যোহব্রবীদ্ বচঃ ।

সঙ্কটনাশনং স্তোত্রং শৃণু দেবর্ষি-সত্তম ॥ ৩

দ্বাপরে তু পুরাবৃত্তে লষ্টরাজ্যো যুধিষ্ঠিরঃ ।

ভ্রাতৃভিঃ সহিতোহরণ্যো নির্বেদং পরমং গতঃ ॥ ৪

তদানীন্ত ততঃ কানীপুরায়াতো মহামুনিঃ ।

মার্কণ্ডেয় ইতিথ্যাতঃ সহশিষ্টৌ মর্হাতপাঃ ॥ ৫

তং দৃষ্ট্বাহ সন্মুখায় প্রণিপত্য স্পৃজিতঃ ।

কিমর্থং প্লানবদনমেতং ত্বং মাং নিবেদয় ॥ ৬

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সঙ্কটং মে মহৎ প্রাপ্তমেতাদৃগ্ বদনং ততঃ ।

এতন্নিবারণোপায়ং কিঞ্চিদ ব্রুহি মহামতে ॥ ৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

আনন্দকাননে দেবী সঙ্কটা নাম বিপ্রতা ।
 বীরেশ্বরোত্তরে ভাগে চত্রেশস্ত চ পূর্বতঃ ।
 শৃণু নামাষ্টকং তস্তাঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৮
 সঙ্কটা প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা ।
 তৃতীয়ং কামদা প্রোক্তা চতুর্থং ছঃখহারিণী ॥ ৯
 শর্কাণী পঞ্চমং নাম ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা ।
 সপ্তমং ভীমবদনা সর্বরোগহরাষ্টমম্ ॥ ১০
 নামাষ্টকমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়াস্থিতঃ ।
 যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্যপি নরো মুচ্যেত সঙ্কটাং ॥ ১১
 ইতুজ্জা তু দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স্বয়ং বারাগসীং যযৌ ॥ ১২
 তত্র সংপূজ্য তাং দেবীং-বীরেশ্বর-সমম্বিতাম্ ।
 ভূজৈশ্চ দশভিষুজ্জাং লোচনত্রিতয়াধিতাম্ ॥ ১৩
 মালাকমণ্ডলুপেতাং বরাভয়গদাধরাম্ ।
 ত্রিশূল-চাপ-ডমরু-খড়গ-চক্ষু-বিভূষিতাম্ ॥ ১৪
 বরদাভয়হস্তাং তাং প্রণম্য বিধিনন্দনঃ ।
 বরত্রয়ং গৃহীত্বা তু ততো বিষ্ণুপুরং যযৌ ॥ ১৫
 এতৎ স্তোত্রমু পঠনং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনম্ ।
 সঙ্কটনাশনৈকৈব ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ।
 গোপনীয়ং প্রযত্নেন মহাবক্ষ্যা প্রসূতিকুং ॥ ১৬
 ইতি পদ্মপুরাণে শ্রীসঙ্কটাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অপরাজিতাস্তোত্র

ও অপরাজিতায়ৈ নমঃ । অস্ত অপরাজিতামন্ত্রস্ত বেদব্যাস-
 ঋষিরচষ্টপুঙ্খনঃ অপরাজিতা দেবতা ঐং বীজং হ্রীং শক্তিঃ সর্ব-
 কামার্থসিদ্ধার্থং জপে বিনিয়োগঃ ।

ধ্যানম্—ও নীলোৎপলদলশ্রায়াং ভুজগাভরগোজ্জলাম্। বালেন্দু-
মৌলিনীং দেবীং নম্রনত্রিতরাস্বিতাম্ ॥ ১ ॥ শম্ভুচক্রধরাং দেবীং বরদাং
ভয়নাশিনীম্। পীনোত্তুঙ্গস্তনাং শ্রায়াং বরপদ্মসুখালিনীম্ ॥ ২ ॥ (ইতি
ধ্যান পঠেৎ)—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃগ্ধবং মুনয়ঃ সর্বে সর্বকামার্থসিদ্ধিদাম্ ।

অসাধ্যসাধিনীং দেবীং বৈষ্ণবীমপরাজিতাম্ ॥ ৩

ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়, নমোহস্তুনস্তায় সহস্রশীর্ষায় ক্ষীরোদার্ণব-
শায়িনে শেষভোগপর্য্যাকায় গরুড়বাহিনায় অজায় অজিতায় অমিতায়
অপরাজিতায় পীতবাসসে, বাসুদেব সর্ধ্বং প্রহ্লাদানিরুদ্ধ-হয়শিরো-
মহাবরাহাচ্যুত-নৃসিংহ-বামন ত্রিবিক্রম-রাম-রাম-শ্রীরাম-মৎস্ত-কুর্শ্ব-বরপ্রদ
নমোহস্ত তে স্বাহা ॥ ৪

ও অশুর-দৈত্য-দানব-নাগ-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচ-কুদ্ভাণ্ড-
সিদ্ধ-যোগিনী-ডাকিনী-স্কন্দপুরোগান্ গ্রহ-নক্ষত্রদোবাংস্তানুত্যাংচ হন হন
দহ দহ পচ পচ মথ মথ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় চূর্ণয় চূর্ণয়
শব্দেন চক্রেণ বজ্রেণ খড়্গেন শূলেণ গদয়া মুসলেন হর্গেন দামোদর
ভয়ীকুরু কুরু স্বাহা ॥ ৫

ও সহস্রবাহো সহস্রপ্রহরণায়ুধ জয় জয় বিজয় বিজয় অজিত অমিত
অপরাজিত অপ্রতিহত সহস্রনেত্র জল জল প্রজল প্রজল বিশ্বরূপ বিরূপ
বহুরূপ যমুন্দন-মহাবরাহাচ্যুত-নৃসিংহ-মহাপুরুষ-পুরুষোত্তম-পদ্মনাভ-
নারায়ণ-বৈকুণ্ঠ-বামন-গোবিন্দ-দামোদর-হৃষীকেশ-কেশব সর্কাসুরোচ্ছেদন
সর্বনাগপ্রমর্দন সর্কায়ুধবিমোক্ষণ মহেশ্বর সর্বভূত-বশঙ্কর সর্বশত্রুপ্রমর্দন
সর্বমন্ত্ৰ-প্রভঞ্জন সর্কারিষ্ট-প্রমর্দন সর্বজর-বিনাশন সর্ববন্ধবিমোক্ষণ সর্বপাপ-
প্রণাশন সর্বদুঃস্বপ্ননাশন সর্বদেবমহেশ্বর সর্বগ্রহনিবারণ ডাকিনী
বিধ্বংসন জনার্দন নমোহস্ত তে স্বাহা ॥ ৬

ଓ ବ ହିମାବପରାଜିତାଂ ପରବୈବରୀଂ ପଠତିସିଦ୍ଧାଂ ଜପତିସିଦ୍ଧାଂ ଅରତି
ସିଦ୍ଧାଂ ମହାବିଦ୍ଧାଂ ପଠତି ଜପତି ଅରତି ଶୁଣୋତି ଧାରୟତି କୀର୍ତ୍ତୟତି ବା
ଗୁହୀତ୍ବା ପଠି ଗଚ୍ଛତି ଭକ୍ତ୍ୟା ଗିରିତ୍ବା ଗୃହେ ହ୍ରାସୟତି ବା ନ ତତ୍ତ୍ୱାନ୍ନିବାୟୁ-
ବଂଶୋପଶାନେର୍ଭୟଂ ନ ଗ୍ରହଭୟଂ ନ ଚୌରଭୟଂ ନ ସର୍ପଭୟଂ ନ ସମୁଦ୍ରଭୟଂ ନ
ବର୍ଷଭୟଂ ନ ହ୍ରାସଭୟଂ ବା ଭବେଂ ॥ ୭

କଚିଦ୍ରାତ୍ରିକ୍ଷକାର- ଶ୍ରୀରାଜକୁଳବିଷୋଧଗରଳ-ବଳୀକରଣ- ବିଷେଷଣୋଚ୍ଛାଟନ-ବଧ-
ବନ୍ଧନ-ଭୟଂ ବା ଭବେଂ । ଏତେଷ୍ଠେଷ୍ଠେଷ୍ଠଦାହତୈ: ସିଦ୍ଧିଃ ସଂସିଦ୍ଧପୂଜିତୈ: ॥ ୮

ଓ ନୟସ୍ତେହ୍ନ ଶ୍ତୁନସେ ଅଭୟେ ଅଜିତେ ଅମିତେ ଅପରେ ଅପରାଜିତେ
ପଠତିସିଦ୍ଧେ ଜପତିସିଦ୍ଧେ ଅରତିସିଦ୍ଧେ ମହାବିଷ୍ଠେ ଏକାନ୍ତେଷେ ଉଷେ ଏବେ
ଅରକ୍ଷତି ସାବିତ୍ରି ଗାୟତ୍ରି ଜାତବେଦମେ ମାନନ୍ତୋକେ ମରହତି ରମଣି ରାମିନି
ଧରଣି ଧାରଣି ତପନି ତାପିନି ସୌନାମିନି ଅନିତା ଦିତି ବିନତେ ଗୌରି
ଗାନ୍ଧାରୀ ଶବରୀ କିରୀତି ମାତଙ୍ଗି କୁଷ୍ଠେ ଯଶୋଦେ ସତ୍ୟବାଦିନି ବ୍ରହ୍ମବାଦିନି
କାଳି କପାଳିନି ଭୀମନାଦିନି କରାଳନେତ୍ରେ ବିକରାଳନେତ୍ରେ ସନ୍ଦ୍ୟୋପସ୍ଥାତନକରି
ଭୂଭୂଞ୍ଜଳଗତଂ ପାତାଳଗତଂ ହୃଳଗତମନ୍ତରୀକ୍ଷଗତଂ ମାଂ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ସର୍ବଭୂତେଭ୍ୟାଃ
ଅର୍ଚ୍ଚୋପଦ୍ରବେଭ୍ୟାଃ ମହାଭୂତେଭ୍ୟାଃ ହାହ ॥ ୯

ଓ ଯଶ୍ୟାଃ ପ୍ରଣତେ ପୁଞ୍ଜଂ ଗର୍ଭୋ ବା ପତତେ ଯଦି ।

ତ୍ରିୟସ୍ତେ ବାଳକା ଯନ୍ତ୍ରାଃ କାକବନ୍ଧ୍ୟା ଚ ଯା ଭବେଂ ॥ ୧୦

ଭୂର୍ଭୁଞ୍ଜପତ୍ରେ ତ୍ରିମାଂ ବିଦ୍ୟାଂ ଗଚ୍ଛଚନ୍ଦନଚର୍ଚ୍ଚିତାଂ ।

ବାହୌ ଗଳେ ବା ଯଦ୍ଦେନ ଲିଖିତ୍ବା ଧାରୟେଦ୍ ଯଦି ।

ଏତେର୍ଦେବୈନ ଲିପ୍ୟେତ୍ ସୁଭଗା ପୁତ୍ରିଣୀ ଭବେଂ ॥ ୧୧

ରଣେ ରାଜକୁଳେ ଦ୍ୟୁତେ ସଂଗ୍ରାମେ ରିପୁମହୁଳେ ।

ଅଗ୍ନିଚୌରଭୟେ ଘୋରେ ନିତ୍ୟଂ ତସ୍ୟ ଜୟୋ ଭବେଂ ॥ ୧୨

ଅସ୍ତ୍ରଞ୍ଚ ବାରୟତ୍ୟେଷା ସମୟେ କାଂଶ୍ଠଧାରିଣୀ ।

ଶୁଭ୍ରାଶ୍ଵାକ୍ଷିରୋଗାଗାଂ କ୍ଷିପ୍ରଂ ନାଶୟତେ ବ୍ୟାଧାଂ ।

ଶିରୋରୋଗଜ୍ଞରାଶିନାଂ ନାଶିନୀ ସର୍ବଦେହିନାଂ ॥ ୧୩

তদ্ব্যথা—ঐক্যিক-ব্যতিক-ত্র্যাহিক-চাতুর্ধিক-মাসিক-বৈমাসিক-ত্রৈ-
মাসিক-চাতুর্মাসিক-বাৎসরিক-মৌহূর্তিক-বার্তিক-পৈত্তিক-সাম্প্রতিক-
প্লেয়িকজর-সততজর-বিষমজর-গ্রহনক্ষত্রদোষান্ গ্রহাংশাশ্চান্ হর হর কালি
শর শর গৌরি ধম ধম বিদ্যে আলো মালে তালে গঙ্কে বঙ্কে পচ পচ বিদ্যে
মথ মথ বিদ্যে নাশয় পাপং হর হুঃখপং বিধবৎসয় বিদ্বৎ বিদ্ববিনাশিনি
রজনী সন্ধ্যে দ্রুদ্ভুতিনাদে মর্দয় মর্দয় মানসবেগে শঙ্খিনি চক্রিণি বজ্রিণি
চাপিনি শূলিনি অপমৃত্যুবিনাশিনি বিদ্বৎশরী ডাবিড়ি ডাবিড়ি
কেশবদ্বয়িতে পশুপতিমহিতে হুঃখদ্বয়িতে ভীষ্মদ্বিনি দমনি দামিনি শবরি
কিরীতি মাতলি ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রুং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ কোং গ্রুং তুরু তুরু স্বাহা ॥ ১৪

ওঁ যে মাং দ্বিবস্তি প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা তাম্ সর্মান্ হন হন দহ দহ
পচ পচ মর্দয় মর্দয় তাপয় তাপয় শোষয় শোষয় উৎসাদয় উৎসাদয় ব্রহ্মাণি
মাহেশ্বরী বারাহি নারিসিংহি কৌমারি বৈদ্যাকি বৈষ্ণবি ত্রৈলোক্য চাক্রি
আগ্নেয়ি চণ্ডি চামুণ্ডি বারুণি বায়ব্যে রক্ষ রক্ষ প্রচণ্ডবিত্তে ইন্দ্রোপেন্দ্রভগিনি
জয়ে বিজয়ে শান্তি-স্বস্তি-পুষ্টি-তুষ্টি-কীর্তি-বিবদ্ধিনি কামাকুশে কামহুবে
সর্বকামবরপ্রদে সর্ব-ভূতেষু মাং প্রিয়ং কুরু কুরু স্বাহা ॥ ১৫

ওঁ আকর্ষণি আবেশিনি জালাংগুলানি রমণি রামণি ধরুণি ধারিণি
তপনি তাপিনি মদোন্মাদিনি সংশোধিণি সংমোহিনি মহানীলে নীলপতাকে
মহার্গোরি মহাপ্রয়ে মহাচাক্রি মহাময়ুরি মহাপ্রিয়ে মহামায়ে আদিত্য-
মহারশ্মি জাহ্নবি ষমঘণ্টে কিলি কিলি চিন্তামণি সুরভি সুরোৎপরে
সর্বকামহুবে বপাভিলষিতং কার্যং তন্মে সিধ্যতু স্বাহা ॥ ১৬

ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা ওঁ ভূবঃ স্বঃ স্বাহা । ওঁ যত
এবাংগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা । ওঁ বলে বলে মহাবলে অসিদ্ধ-
সাধিনি স্বাহা ॥ ১৭

ইতি ত্রিবিধুর্ধ্বোত্তরে তৃতীয়কণ্ডে ত্রৈলোক্য-

বিজয়াপরাজিতা-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

সূৰ্য্যদ্বাদশনাম-স্তোত্র

ওঁ নমো ভগবতে শ্ৰীসূৰ্য্যায় ।

প্ৰথমং ভাস্কৰং নাম দ্বিতীয়ঞ্চ দিবাকৰম্ ।

তৃতীয়ং তিমিৰাৱিঞ্চ চতুৰ্থং লোকচক্ৰবৰ্ম ॥ ১

প্ৰভাকৰং পঞ্চমঞ্চ ষষ্ঠীঞ্চ বিভাবনুম্ ।

মার্কণ্ডং সপ্তমং নাম আদিত্যঞ্চ তথাষ্টমম্ ॥ ২

নবমং ৰবিনামেতি দশমং সূৰ্য্যমেব চ ।

অৰ্কমেকাদশং নাম দ্বাদশং তীক্ষ্ণতেজসম্ ॥ ৩

দ্বাদশতানি নামানি ত্ৰিসংখ্যং যঃ পঠেন্নরঃ ।

আক্ষ্যং কুষ্ঠঞ্চ দাৰিদ্ৰ্যং ৰোগশোক-বিনাশনম্ ॥ ৪

সৰ্বতীৰ্থকৃতপ্ৰাণং সৰ্বমোটকবন্দনম্ ।

প্ৰভাতে ব্ৰহ্মৰূপঞ্চ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুৰূপিণম্ ।

সায়্নাহ্নে হৰুৰূপঞ্চ সূৰ্য্যদেব নমোহস্ততে ॥ ৫

ইতি শ্ৰীশাৰদাপুৰাণে শ্ৰীসূৰ্য্য-দ্বাদশনাম-স্তোত্ৰং সমাপ্তম্ ।

শ্ৰীসূৰ্য্যস্তবৰাজ

বশিষ্ঠ উবাচ—

স্তবঃস্তত্ৰ ততঃ শাৰদা ক্লেশা ধমনিস্ততঃ ।

ৰাজন্ নামসহস্ৰেণ সহস্ৰাংগুং দিবাকৰম্ ॥ ১

বিষ্ণুমানন্ত তং দৃষ্ট্বা সূৰ্য্যঃ কৃষ্ণাঙ্ঘ্ৰজং তদা ।

অপ্পে তু দৰ্শনং দত্ত্বা পুনৰ্বচনমব্রবীৎ ॥ ২

শ্ৰীসূৰ্য্য উবাচ—

শাৰদা শাৰদা মহাবাহো শৃণু জাহবতীশ্ৰুত ।

অলং নাম সহস্ৰেণ পঠেন্নমং স্তবং শুভম্ ॥ ৩

যানি নাশানি শুহানি পবিত্রাণি শুভানি চ।

তানি তে কীৰ্ত্তয়িষ্যামি শ্রদ্ধা বৎসাবধায়ন ॥ ৪

অস্যা ত্রীমূর্ত্যস্তবরাজস্তোত্রস্ত বশিষ্ঠঋষিরমূৰ্ত্তিপূছনঃ ত্রীমূৰ্ত্যোমেবত। সৰ্ব-
পাপকল্পপূৰ্ব্বক-সৰ্বরোগোপশমনার্থে বিনিয়োগঃ ।

(ୱ) ରଥସ୍ଥଂ ଚିନ୍ତୟେନ୍ନାତ୍ମଂ ହିତୁଃଂ ରକ୍ତବାସଗମ ।

দাড়িহীপুষ্পসকাণ্ড পদ্মাদিভিন্নলকৃতম ॥ ৫

(৩) বিকর্তনো বিবস্বাংশচ মার্ভণ্ডো ভাস্করো রবিঃ ।

লোকপ্রকাশক: শ্রীমান লোকচকুগ্রহেখর: ॥ ৬

লোকসান্ধী ত্রিলোকেশঃ কৰ্ত্তা হৰ্ত্তা ভূমিশ্বহা ।

তপনস্তাপনৈশ্চব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ । ৭

গভস্থিহস্তো ব্রহ্মা চ সৰ্বদেব-নমস্কৃত: ।

একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইষ্টঃ সদা মম ॥ ৮

শ্রীরোগ্যকরশ্চৈব ধনবুদ্ধির্যশস্করঃ ।

শুবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ৯

য এতেন মহাবাহো! হে সঙ্কোহস্তমনোদয়ে।

স্তোতি মাং প্রণতো ভূତ্বা সৰ্বপାପৈଃ ପ୍ରমୁଚ୍ୟାତେ ॥ ୧୦

काश्चित् वाचिकैश्च मानसं यच्च द्रष्टव्यम् ।

একজপোয়ন তৎসৰ্ব্বং প্রণশ্চতি যমাগতঃ ॥ ১১

এষ অপ্যন্ত হোমন্ত সঙ্ক্যোপাসনযেব চ ।

वनिमञ्जोर्ध्यामञ्ज ८ वपमञ्जुतैव ८ ॥ १२

অন্নপ্রদানে স্নানে চ অবিপাতে প্রদক্ষিণ ।

পুজিতোহন্নঃ মহামদ্বঃ সৰ্বব্যাদিহন্নঃ শুভ্রঃ ॥ ১৩

এবমুক্তা তু ভগবান্ ভাস্করো ভগবীশ্বরঃ ।

आगच्छा कृष्णतनूः तद्देवास्तु रधीयत ॥ १४

শাৰ্দ্ধোহপি কুবজাজেন স্তম্ভা সপ্তাশ্ববাহনম্ ॥

পূতাস্মা নীকজঃ শ্রীমান্ তস্মাদ্রোগাদ্বিমুক্তবান্ ॥ ১৫

ইতি শ্রীশাশ্বপুরাণে রোগাপনয়নে শ্রীসূর্য্যবক্তৃ-বিনির্গতঃ

শ্রীসূর্য্যকুবজাঃ সমাপ্তঃ ॥

নবপ্রহস্তোত্র

ওঁ জবাকুম্ভ-সঙ্কাশং কাশপেরং মহাশ্রুতিম্ ।

ধ্বাস্তারিং সৰ্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥ ১

দিব্য-শঙ্খ-ভুবারাভং কীরার্নব-সমুদ্ভবম্ ।

নমামি শশিনং ভক্ত্যা শস্তোমু'কুটভূষণম্ ॥ ২

ধরণীগর্ভ-সমুদ্ভূতং বিদ্যাপুঞ্জ-সমপ্রভম্ ।

কুমারং শক্তিহস্তকং লোহিতাজং নমাম্যহম্ ॥ ৩

প্রিয়সু-কলিকা-শ্রামং রূপেণাপ্রতিমং বৃধম্ ।

সৌম্যং সৰ্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ স্মৃতম্ ॥ ৪

দেবতানামুষীণাকং গুরুং কনকসন্নিভম্ ।

বল্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ॥ ৫

হিম-কুল-মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্ ।

সৰ্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৬

নীলাঞ্জনচয়প্রথাং রবিসুহৃৎ মহাগ্রহম্ ।

ছায়াদা গর্ভসমুদ্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্ ॥ ৭

অৰ্দ্ধকায়ং মহাবোরং চন্দ্রাদিত্যবিমৰ্দ্দকম্ ।

সিংহিকায়ঃ স্মৃতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৮

পলাল-ধূম-সঙ্কাশং তারাগ্রহ-বিমৰ্দ্দকম্ ।

রৌদ্রং রুদ্রাশ্বকং কুরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৯

ব্যাসেনোক্তমিহং স্তোত্রং বঃ পঠেৎ প্রবতঃ শুচিঃ ।

দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্থ্য ন সংশয়ঃ ॥ ১০

ঐর্যমতুলং তেযামারোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ।

নরনারী-প্রিয়তমং ভবেদুঃস্বপ্ন-নাশনম্ ॥ ১১

তক্ষকোহগ্নির্যমো বায়ু র্যে চান্তে গ্রহপীড়কাঃ ।

তে সর্কে প্রশমং যাস্তি ব্যাসো ক্রতে ন সংশয়ঃ ॥ ১২

ইতি ব্যাসবিরচিতং নবগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

গঙ্গা-স্তোত্র—(শঙ্করাচার্য্যকৃত)

দেবি সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে ।

শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিষলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥ ১

ভাগীরথি সূর্যদায়িনি মাত-স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ ।

নাহং জানে তব মহিমানং ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্ ॥ ২

হরিপদপদ্মবিহারিণি গঙ্গে, হিমবিদ্যুস্তাধবলতরঙ্গে ।

দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং কুরু কৃপয়া ভবসাগর-পারম্ ॥ ৩

তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্ ॥

মাতর্গঙ্গে স্ময়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥ ৪

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে ।

ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকণ্ঠে, নরকনিবারিণি ত্রিভুবনধষ্ঠে ॥ ৫

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যন্তাং ন পততি শোকে ।

পারাবারবিহারিণি গঙ্গে, বৃধবনিতাকৃত-ভরলাপাদে ॥ ৬

তব কৃপয়া চেৎ শ্রোতঃস্রাতঃ, পুনরপি জঠরে সোহপি ন জাতঃ ।

যমভয়বারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তমূ ॥ ৭

পরিলসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি কল্পণাপাদে ।

ইন্দ্রযুক্তমণিরাজিতচরণে, সূর্যদে স্তম্ভে সেবকশরণে ॥ ৮

রোগং শোকং ভাপং পাপং, হর মে ভগবতি কুমতি-কলাপম্ ॥

ত্রিভুবনসারে বসুধাতারে, ত্বমসি গতির্নাম খলু সংসারে ॥ ৯

অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কাতর-বন্দ্যে ।

তব শুটনিকটে যন্ত নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য হি বাসঃ ॥ ১০

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ ।

অথবা ঋপচো গব্যুতিদীনঃ, ন চ তব দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥ ১১

ভো ভুবনেশ্বরী পুণ্যে ধত্তে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকত্তে ।

গঙ্গাস্তবমির্মমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥ ১২

যেবাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ, তেবাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ ।

মধুরমনোমদপঙ্খটিকাভিঃ, পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥ ১৩

গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং, বাঙ্কিতফলদং বিগলিতভারম্ ।

শঙ্কর-সেবক-শঙ্কররচিতং, পঠতু চ বিষয়ীদমিতি সমাপ্তম্ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যাবিরচিতং গঙ্গাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

বাল্মীকিকৃত-গঙ্গাষ্টক-স্তোত্র

ওঁ নমো গঙ্গায়ৈ ।

মাতঃ শৈলহুতাসপাঙ্গি বসুধা-শৃঙ্গারহারাবলি

স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে ।

ত্বত্তীরে বসতন্তুদম্বু পিবতন্তুদ্বীচিমুৎপ্রেমত-

ন্তু রাম স্মরতন্তুদর্পিতদৃশঃ স্নানে শরীরবায়ঃ ॥ ১

ত্বত্তীরে তরুকেটরাস্তরগতো গঙ্গে বিহলো বরং

ত্বত্তীরে নরকাস্তকারিণি বরং মৎস্তোহথবা কচ্ছপঃ ।

নৈবাস্তত্র মদাকলিছুরঘটাসম্মট্টঘণ্টারণং-

কারত্বসমস্তবৈরিবনিতালরুহভিত্তিপতিঃ ॥ ২

[উক্ষা পক্ষী তুরগ উরগঃ কোহপি বা বারগো বা-

বারীগঃ শ্রাং ভননমরণক্লেষহঃখাসহিষ্ণুঃ ।

ন ত্তত্ত্বত্র প্রবিরলরণংকঙ্কণ-কাণ মিশ্রং

বারঙ্গীভিশ্চমরমরুতা বীজিতো ভূমিশালঃ ॥]

কাকৈর্নিহুসিতং শ্বভিঃ কবলিতং গোমায়ুভিন্নু'ষ্টিতং

শ্রোতোভিশ্চলিতং তটাম্বুলিতং বীচিভিরান্দোলিতম্ ।

দিব্যস্ট্রীকরচারুচামরমরুৎসংবীজাম্মুনঃ কদা

দ্রক্ষোহহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ ॥ ৩

অভিনববিষবঙ্গী পাদপদ্যস্ত বিক্ষো-

ম'দনমথনমৌলেন্দ্রালতীপুষ্পমালা ।

জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মা

কপিতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু ॥ ৪

যন্তন্তালতমালশালসরলব্যালোলবঙ্গীলতা-

চ্ছনং সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্কোদুকুন্দোজ্জলম্ ।

গন্ধর্কামরসিক্কিকিল্লরবধূতুদ্রস্তনাফালিতং,

নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্ ॥ ৫

গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণচাতম্ ।

ত্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥ ৬'

পাপাপহারি হুরিতারি তরঙ্গধারি

দূরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি ।

ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি

গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি ॥ ৭

বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ

ক্লশঃ শুনীতনয়ো ন হি দূরতরঙ্গঃ ।

অযুতশতবরনারীভিঃ পরিবৃত্তঃ

করিবরকোটিধরো নৈব হি নৃপতিঃ ॥ ৮

গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে

বাগ্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ ।

প্রক্ষাল্য সোহত্র কলিকাম্রবপদমাশু

মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাকৌ ॥ ৯

ইতি শ্রীবাগ্মীকি-বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

দশাবতার-স্তোত্র

প্রলয়-পর্যোধিজলে, ধৃতবানসি বেদম্ ।

বিহিত-বহিষ্-চরিত্র-মখেন্দম্ ॥

কেশব ধৃত মীনশরীর,—জয় জগদীশ হরে ॥ ১-

ক্ষিতি-রতিবিপ্লবতরে, তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে ।

ধরণি-ধরণ-কিণচক্র-গরিষ্ঠে ॥

কেশব ধৃতকূর্মশরীর,—জয় জগদীশ হরে ॥ ২

বসতি দশনশিখরে, ধরণী তব লগ্না ।

শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ॥

কেশব ধৃতশূকররূপ,—জয় জগদীশ হরে ॥ ৩

তব কর-কমলবরে, নখ-মধুতশৃঙ্গম্ ।

দলিত-হিরণ্যকশিপু-তমুভৃঙ্গম্ ।

কেশব ধৃত-নরহরিরূপ,—জয় জগদীশ হরে ॥ ৪

ছলয়সি বিক্রমণে, বলি-মধুতবানন ।

পদনখ-নীল-জনিত-জনপাবন ।

কেশব ধৃত-বানররূপ,—জয় জগদীশ হরে ॥ ৫

কজ্জিৰ-কখিৰময়ে, জগদগত-পাপম্ ।

স্বপনসি পনসি শমিত ভবতাপম্ ॥

কেশব ধৃত-ভৃগুপতিৰূপ,—জয় জগদীশ হরে ॥ ৬

বিতৰ্জসি দিক্ রণে, দিক্পতি কমণীয়ম্ ।

দশমুখ-মৌলিবলিং রমণীয়ম্ ॥

কেশব ধৃত-ৰামশৰীৰ,—জয় জগদীশ হরে ॥ ৭

বহসি বলবি বিশদে, বসনং জগদাতম্ ।

হলহতি-ভীতি-মিলিত-ধমুনাভম্ ॥

কেশব ধৃত-হলধৰৰূপ,—জয় জগদীশ হরে ॥ ৮

নিন্দসি যজ্ঞবিধে,-রহহ শ্রতিজাতম্ ।

সদয়হৃদয় দৰ্শিত-পশুঘাতম্ ॥

কেশব ধৃত-বুদ্ধশৰীৰ,— জয় জগদীশ হরে ॥ ৯

শ্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে, কলয়সি কৰবালম্ ।

ধূমকেতুমিব কমপি কৰালম্ ॥

কেশব ধৃত কঙ্কিশৰীৰ,—জয় জগদীশ হরে ॥ ১০

শ্রীজয়দেবকবে-রিদ,-মুদিত-মুদারম্ ।

শৃগু সুখদং শুভদং ভবসারম্ ॥

কেশব ধৃত দশবিধৰূপ,—জয় জগদীশ হরে ॥ ১১

বেদামুদয়তে, জগন্তি বহতে, ভূগোল-মুগ্ধিত্তে,

বৈত্যাং দারমুতে, বলিং ছলয়তে, কক্কয়ং কুৰ্ব্বতে ।

পৌলস্ত্যাং জহতে, হলং কলয়তে, কাৰুণ্য-মতায়তে,

শ্লেচ্ছান্, মুৰ্ছয়তে, দশাকৃতিকৃতে কক্ষায় তুভ্যাং নমঃ ॥ ১২

ইতি শ্রীজয়দেব-বিরচিতং দশাবতার-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-স্তোত্র

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো,

হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিদ্ধো ।

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম,

হা হা কদা হু ভবিতাসি পদং দৃশ্যোমে ॥ ১ ॥

অংসালম্বিত-বায়ুকুণ্ডলভরং মন্দোন্নতক্লতং,

কিঞ্চিং কুঞ্চিত-কোমলাধরপুটং সচিৎপ্রসারেক্ষণম্ ।

আলোলামূলিপল্লবমূরলিকা মাপূরয়ন্তং যুগা,

মূলে কল্পতরোজ্জিভঙ্গললিতং জানে জগন্মোহনম্ ॥ ২ ॥

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে লিঙ্গকল্পাপতে,

হে কংসাস্তক হে গজেন্দ্র-করুণাবারীন হে মাধব ।

হে রামায়ুজ হে জগজ্জগুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং

হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন হ্যং বিনা ॥ ৩ ॥

কন্তুরীতিলকং ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে কোমলভং,

নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে করুণম্ ।

সর্বাঙ্গে হরিচন্দনঞ্চ কলয়ন্ কর্ণে চ মুক্তাবলিং,

গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল-চূড়ামণিঃ ॥ ৪ ॥

লোকাসুহৃদয়ন্ শ্রুতিং মুখরয়ন্ কৌণীকহান্ হর্ষয়ন্,

শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান্ বিবশয়ন্ গোবৃন্দমানন্দয়ন্ ।

গোপান্ সংব্রময়ন্ মুনীন্ বৃকুলয়ন্ সপ্তস্বরান্ জুগ্ময়ন্,

ঐকার্য-মুদীরয়ন্ বিজয়তে বংশীনিদাঃ শিশোঃ ॥ ৫ ॥

সঙ্খ্যাবন্দন ভদ্রমস্ত ভবতে ভো ন্নান তুভ্যং নমো,

ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাচং ক্রমঃ ক্রম্যতাম্ ।

যত্র কাপি নিষিদ্ধ যাদবকুলোত্তমস্ত কংসদ্বিষঃ,

স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং যন্তে কিমন্তেন মে ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীবিষমঙ্গলবিরচিতং শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

শ্রীবিষ্ণু নামাষ্টকস্তোত্র

অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হসিং সত্যং জনার্দনম্ ।
 হংসং নারায়ণকৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্ ॥ ১
 ত্রিসংখ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তন্ত ন বিস্ততে ।
 শত্রুসৈন্তং ক্ষয়ং যাতি হৃৎস্বপ্নঃ স্তবশ্চো ভবেৎ ॥ ২
 গঙ্গায়্যাং মরণকৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে ।
 ব্রহ্মবিজ্ঞা-প্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ ॥ ৩
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণো নামাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

শ্রীবিষ্ণু ষোড়শ নামস্তোত্র

ঐশধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দনম্ ।
 শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্ ॥ ১
 যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্ ।
 নারায়ণং তদুত্ত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে ॥ ২
 হৃৎস্বপ্নে স্বর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্ ।
 কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্ ॥ ৩
 জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্কতে রঘুনন্দনম্ ।
 গমনে বামনকৈব সর্বকার্যোষু মাধবম্ ॥ ৪
 ষোড়শৈতানি নামানি প্রাতরুখ্যং যঃ পঠেৎ ।
 সর্বপাপবিনিমুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৫
 ইতি শ্রীবিষ্ণোঃ ষোড়শ নামস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র

ব্রহ্মোবাচ ।

রক্ষ রক্ষ হরে মাঞ্চ নিমগ্নং কামসাগরে ।
 দুর্দীর্ঘজলপূর্ণে চ দুশ্মারে বহুসঙ্কটে ॥ ১

ভক্তিবিশ্বতিবীজে চ বিপৎসোপানদ্বত্তয়ে ।
 অতীত নিশ্চলজ্ঞানচক্ষুঃ-প্রচ্ছন্নকারিণে ॥ ২
 জন্মোন্নিগমজ্ঞসহিতে যোষিত্ত্বকৌষসঙ্কুলে ।
 রতিশ্রোতঃসমায়ুক্তে গম্ভীরে ঘোর এব চ ॥ ৩
 প্রথমায়ুতরুণে চ পরিণামবিবালয়ে ।
 বয়ালয়-প্রবেশায় যুক্তিঘারাত্তিবিশ্বতো ॥ ৪
 বুদ্ধ্যা তরুণ্যা বিজ্ঞানৈরুচ্ছিন্নান্মানতঃ স্বয়ম্ ।
 স্বয়ং ত্বং কর্ণধারঃ প্রসীদ মধুসূদন ॥ ৫
 মদবিধাঃ কতিচিন্নাথ নিষোজ্যা ভবকর্ষণি ।
 সত্ত্বি বিশেষণ বিধয়ো হে বিশেষ্যর মাধব ॥ ৬
 ন কৰ্ম্মক্ষেত্রেমেবেদং ব্রহ্মলোকোহয়মীপ্সিতঃ ।
 তথাপি নঃ স্পৃহা কামে তত্ত্বজ্ঞিব্যবধায়কে ॥ ৭
 হে নাথ করুণাসিদ্ধো দীনবন্ধো কৃপাং কুরু ।
 ত্বং মহেশ মহাজ্ঞাতা দুঃস্বপ্নং মাং ন দর্শয় ॥ ৮
 ইত্যুক্তা জগতাং ধাতা বিরাম্য সনাতনঃ ।
 ধ্যায়ং ধ্যায়ং যৎপদাস্রং শব্দং সন্মার মামিতি ॥ ৯
 ব্রহ্মণা চ কৃতং স্তোত্রং ভক্তিমুক্তচ যঃ পঠেৎ ।
 স চৈবাকর্ষ্যবিষয়ে ন নিয়মো ভবেদ্ ঐবম্ ॥ ১০
 মম মায়াং বিনির্জিত্য স জ্ঞানং লভতে ঐবম্ ।
 ইহলোকে ভক্তিমুক্তো মত্তরুপ্রবরো ভবেৎ ॥ ১১
 ইতি শ্রীব্রহ্মদেব-কৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীরামচন্দ্রাষ্টক

ভজে বিশেষমুন্দরং, সমস্ত-পাপখণ্ডনম্ ।
 স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং, সदैব রামমদনম্ ॥ ১

জটাকলাপশোভনং, সমস্তপাপনাশনম্ ।
 স্বভক্তভীতিভঞ্জনং, ভজে হ রামমহরম্ ॥ ২
 নিজস্বরূপবোধকং, কৃপাকরং ভবাপহম্ ।
 সমং শিবং নিরঞ্জনং, ভজে হ রামমহরম্ ॥ ৩
 সদা প্রপঞ্চকল্পিতং, হৃনামরূপবাস্তবম্ ।
 নিরাকৃতিং নিরাময়ং, ভজে হ রামমহরম্ ॥ ৪
 প্রপঞ্চহীননির্শলং, বিকল্পহং নিরাময়ম্ ।
 চিদেকরূপসম্ভবং, ভজে হ রামমহরম্ ॥ ৫
 ভবাক্ৰিপৌতরূপকং, হৃদেবদেহকল্পিতম্ ।
 গুণাকরং কৃপাকরং, ভজে হ রামমহরম্ ॥ ৬
 মহর্ষিবাক্যবোধকৈ, বিরাজমানবাক্পদৈঃ ।
 সরোজ-যোনি-সেবিতং, ভজে হ রামমহরম্ ॥ ৭
 শিবপ্রদং সুখপ্রদং, ভবচ্ছিন্নং ভ্রমাপহম্ ।
 বিরাজমানদৈশিকং, ভজে হ রামমহরম্ ॥ ৮
 রামাষ্টকং পঠতি যঃ শ্রুতং সুপুণ্যম্,
 ব্যাসেন ভাষিতমিদং শৃণুতে মহমুখ্যঃ ।
 বিষ্ণাং প্রিয়ং বিপুলনোখ্যমনস্তকীর্তিম্,
 সংপ্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥ ৯
 ইতি ত্রিব্যাসবিরচিতং ত্রিরামচন্দ্রাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

• জগন্নাথ-স্তুত

ত্রিজগন্নাথায় নমঃ ।

কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসঙ্গীতকরবো,

মুদাতীরীনারীবদনকমলাস্বাদমধুপঃ ।

রমাশঙ্কুত্রঙ্গাসুরপতিগণেশার্চিতপদো,

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ১ ॥

ভূজে সবে বেগু শিরসি শিখিপুচ্ছঃ কটিতটে,

দ্রুকুলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে ।

সদা শ্রীমদ্বন্দ্বাবনবসতিলীলাপরিচরো,

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ২ ॥

মহাশোভেশ্বরীয়ে কনকরুচিরে নীলশিখরে,

বসন্ প্রাসাদান্তে সহজবলভজ্রণ বলিনা ।

সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো,

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥

রূপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিকচিরো,

রমাবাগীরামঃ সুরদমলপঙ্কেতহমুখঃ ।

সুরেশ্বরারাদ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো,

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥

রথারুড়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈঃ,

স্তুতিপ্রাহুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ষ্য সদয়ঃ ।

দয়ালিকুরুর্কুরুঃ সকলজগতাং সিদ্ধিসুতয়া,

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥

পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো,

নিবাসী নীলাদ্রো নিহিতচরণোহনস্তশিরসি !

রসানন্দো রাধা সরসবপুরাঙ্গিনীসুখো,

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং,

না যাচেহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্ ।

সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো,

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥

হর স্বং সংসারং ক্রান্ততরমসারং সুরপতে,
 হর স্বং পাশানাং বিততিমপরাং বাহবপতে ।
 অহো ! দীনেহনাথে নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং,
 জগন্নাথঃ স্বামী নরনপথগামী ভবতু মে ॥৮॥
 জগন্নাথার্ঠকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রবতঃ শুচিঃ ।
 সৰ্ব্ব-পাপবিশুদ্ধাত্মা বিমূলোকং স গচ্ছতি ॥৯॥
 ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রমুখপদ্মবিনির্গতং শ্রীজগন্নাথার্ঠকং সমাপ্তম্ ॥১॥

লক্ষ্মীস্তোত্র

ঐশ্বর উবাচ ।

ও ত্রৈলোক্য-পূজিতে দেবি কমলে বিমুবল্লভে ।
 যথা স্বং স্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা ॥ ১
 ঐশ্বরী কমলা লক্ষ্মী-চলা ভূতিহরিপ্রিয়া ।
 পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদ্রমা শ্রীঃ পদ্মধারিণী ॥ ২
 ষাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সংপূজ্য যঃ পঠেৎ ।
 স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেৎ তস্মৈ পুত্রদারাদিভিঃ সহ ॥ ৩
 ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীলক্ষ্মীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

সরস্বতীস্তোত্র

• ব্রহ্মোবাচ

হ্রীং হ্রীং হস্তেকবীজে শশিকচি কমলাকরবিম্পষ্টশোভে,
 ভব্যে ভব্যাম্বুকূলে কুমতিবনদবে বিশ্ববন্দ্যাস্ত্রিপদ্মে ।
 পদ্মে পদ্মোপবিষ্টে প্রণতজনমনোমোদ-সম্পাদয়িত্বি,
 প্রোৎসৃষ্টাঙ্কনকূটে মুরহরদয়িতে দেবি সংসারসারে ॥ ১

৐ ৐ ৐ ইষ্টময়ে কমলভবমুখাজ্জ্যোতি-স্বরূপে,
 রূপারূপ-প্রকাশে সকলগুণময়ে নিঃশূণে নির্বিকারে ।
 ন স্থলে নাপি স্থলৈহপ্যবিদিত-বিষয়ে নাপি বিজ্ঞাততত্ত্বে,
 বিশ্বে বিশ্বান্তরালে সুরবর-নমিতে নিফলে নিত্যশুদ্ধে ॥ ২

হ্রী হ্রী হ্রী জাপতুষ্টে হিমকচিসুকুটে বনকীবাগ্রহন্তে,
 মাতর্মাতন্যন্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধিং প্রশস্তাম্ ।
 বিদ্যে বেদান্তগীতে প্রতিপরিপঠিতে মোক্ষদে মুক্তিমার্গে,
 বার্গাভীত-প্রভাবে ভব মম বরদা শারদে শুভ্রহারে ॥ ৩

ধীর্ধীর্ধীর্ধারণাথো ধৃতিমতিহুতিভিন্যমভিঃ কীৰ্ত্তনীয়ে,
 নিত্যোহনিত্যো নিমিত্তে যুনিগণ-নমিতে নূতনে বৈ পুরাণে ।
 পুণ্যে পুণ্যপ্রবাহে হরিহর-নমিতে নিত্যশুদ্ধে সূবর্ষে,
 মাত্রে মাত্রাধ্বজতবে ত্রিভুবনজয়দে মাধবপ্রীতিদানে ॥ ৪

হ্রী ক্রী ধী হ্রীং স্বরূপে দহ দহ হরিতং পুস্তক-বাগ্রহন্তে,
 লঙ্কষ্টাকারচিত্তে স্মিতমুখি স্তভগে স্তম্ভিনি স্তম্ভবিদ্যে ।
 ঘোহে মুগ্ধপ্রবাহে কুরু মম কুমতি-ধ্বাস্ত-বিধ্বংসমীড়ো,
 গৌগৌর্গাণ্ডভারতী স্বং কবিরূষরসনা সিদ্ধিদা সিদ্ধবিদ্যা ॥ ৫

জ্যোমি জ্বাং জ্বাক বন্দে ভজ মম রসনাং মা কদাচিৎ ত্যাজেথাঃ,
 মা মে বুদ্ধির্বিরুদ্ধা ভবতু ন চ মনো দেবি মে বাতু পাপম্ ।
 মা মে ছঃখং কদাচিৎ বিপদি চ সময়েহপ্যস্ত মে নাকুলত্বম্,
 শাস্ত্রে বাদে কবিত্তে প্রসন্নতু মম ধীর্মান্ত কুষ্ঠা কদাচিৎ ॥ ৬

ইত্যেতৈঃ শ্লোকমুখ্যৈঃ প্রতিদিনমুখসি স্তোতি যো ভক্তিনদ্রো,
 বাণীং বাচস্পতেরপ্যভিমতবিভবো বাক্পটুর্মৃষ্টগন্ধঃ ।
 স স্তাদিষ্টার্থলাভী স্তুতিমিব সত্যতং পালয়েৎ তং হি দেবী,
 সৌভাগ্যং তস্ত গেহে প্রসন্নতি কবিতা বিশ্বমন্তং প্রবাতি ॥ ৭

ब्रह्मचारी ब्रती मोनी त्रयोदशां निराश्रितः ।
 सारस्वतो नरः पार्थां स त्र्यादिष्टार्थलाभवान् ॥ ८
 पञ्चदशैर्हृदि वे भक्त्या त्रयोदशैकनिःश्रुतिम् ।
 अविच्छेदं पठेद्भीमान् ध्यात्वा देवीं सरस्वतीम् ॥ ९
 शुक्लाश्वधरां देवीं शुक्लाभरणभूषिताम् ।
 बाह्वितं फलमाप्नोति स लोकं नात्र संशयः ॥ १०
 इति ब्रह्मा श्रवणं ग्राह्यं सरस्वत्याः स्तवं शुभम् ।
 त्रैलोक्येन पठेन्नित्यं सोऽहंभूतदुःखं गच्छति ॥ ११
 इति श्रीब्रह्मसाहित्यं सरस्वतीस्तोत्रं समाप्तम् ।

शीतलाष्टक

स्कन्ध उवाच—

भगवन् देवदेवेश शीतलायाः स्तवं शुभम् ।
 वक्तुं महत्तुल्यश्रेण विष्णोः श्रुतं भगवन् ॥

क्षेत्र उवाच—

बन्धेहं शीतलां देवीं रासभङ्गां दिगम्बराम् ।
 मार्जनीकलसोपेतां सूर्पा-लङ्घितमस्तकाम् ॥ १
 बन्धेहं शीतलां देवीं विष्णोः श्रुतं भगवन् ॥
 धामान्तं निर्वर्तेत विष्णोः श्रुतं भगवन् ॥ २
 शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्वाहपीडितः ।
 विष्णोः श्रुतं भगवन् क्षिप्रं तत्तु प्रपद्यते ॥ ३
 दन्तद्वयकर्मणो तु ध्यात्वा सम्पूजयेत्तदा ।
 विष्णोः श्रुतं भगवन् क्षिप्रं तत्तु न जायते ॥ ४
 शीतले अरुणस्तं पुतिगङ्गायुतं च ।
 अष्टौ चतस्रः पुंसस्तु माहर्षीवनोदधम् ॥ ५

শীতলে ভক্ষ্মজ্ঞানং রোগান্ নৃণাং হরসি হস্তরান্ ।
 বিষ্ণোটকবিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী ॥ ৬
 গলগণ্ডগ্রহা রোগা য়ে চাত্তে দারুণা নৃণাম্ ।
 স্বদধুখ্যানমাত্রেন শীতলে যাস্তি সংক্ষয়ম্ ॥ ৭
 ন যন্তো নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্য বিস্ততে ।
 ত্বমেকা শীতলে ত্রাত্রী নাত্তাং পশ্যামি দেবতাম্ ॥ ৮
 মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভি-রুম্মধ্যাসংস্থিতাম্ ।
 যন্তুঃ সঞ্চিস্তয়েদেবি ভক্তিশ্রদ্ধাসমম্বিতঃ ॥
 উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥ ৯
 অষ্টকং শীতলাদেব্যা যো নয়ঃ প্রপঠেৎ সদা ।
 বিষ্ণোটকভয়ং বোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥ ১০
 শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ শ্রদ্ধাভক্তিসমম্বিতৈঃ ।
 শীতলে ত্বং জগন্মাতা শীতলে ত্বং জগৎপিতা ।
 শীতলে ত্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমো নমঃ ॥ ১১
 রাসভো গর্দভশ্চৈব থরো বৈশাখনন্দনঃ ।
 শীতলাবাহনশ্চৈব দুর্জাকন্দনিকুন্তনঃ ॥ ১২
 এতানি থরনামানি শীতলাগ্রে তু যঃ পঠেৎ ।
 তস্য গেহে শিশূনাঞ্চ শীতলাকু ন জায়তে ॥ ১৩
 অষ্টকং শীতলা দেব্যা ন দেয়ং যন্ত কস্য চিৎ ।
 দাতব্যং হি সদা তস্মৈ ভক্তিশ্রদ্ধাষিতো হি যঃ ॥ ১৪
 ইতি শ্রীকল্কপুরাণে শ্রীশীতলাষ্টকং সমাপ্তম্

মনসা দেবী-স্তোত্র

জয়ংকারজ-গদগৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী ।
 বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা ॥ ১

জয়ংকারপ্রিয়ান্তীক-মাতা বিষহরেতি চ ।
 মহাজ্ঞানযুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপুঞ্জিতা ॥ ২
 ষাদশৈতানি নামানি পূজাকালে চ যঃ পঠেৎ ।
 তস্য নাগভয়ং নাস্তি তস্ত বংশোবদ্ধস্ত চ ॥ ৩
 নাগভীতে চ শয়নে নাগগ্রস্তে চ মন্দিরে ।
 নাগক্লেতে মহাহর্গে নাগবেষ্টিতবিগ্রহে ॥ ৪
 ইদং স্তোত্রং পঠিষ্য তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
 নিত্যং পঠেদ্যন্তং দৃষ্ট্বা নাগবর্গঃ পলায়তে ॥ ৫
 দশলক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেদ্বিগ্ণাম্ ।
 স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেদ্যন্ত স বিষং ভোক্তু মীশ্বরঃ ॥ ৬
 নাগৌষং ভূষণং কৃত্বা স ভবেন্নাগবাহনঃ ।
 নাগাসনো নাগতল্লো মহাসিদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥
 ইতি শ্রীত্রকৈববর্ন্তে মনসাদেবীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

পিতৃস্তোত্র

ব্যাস উবাচ—

শৃণু বিশ্র প্রবক্ষ্যামি পিতৃস্তোত্রম্ মহাফলম্ ।
 পঠনীয়ং প্রযত্নেন তনয়ৈর্ভক্তিপূর্বকম্ ॥ ১
 নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্বদেবময়ায় চ ।
 সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাশ্বনে ॥ ২
 সর্ববস্ত-স্বরূপায় স্বর্গায় পরমেশ্বিনে ।
 সর্বতীর্থাবলোকায় করুণাশাগরায় চ । ৩
 পিত্রে তুভ্যং নমো নিত্যং সদাধাত্মাভ্যুদয়ে ।
 বিমলজ্ঞানদাত্রে চ নমস্তে শুরবে সদা ॥ ৪

নমস্তে জীবনাধিক্যদশিনে সুখহেতবে ।

নমঃ সদাশুতোবায় শিবরূপায় তে নমঃ ॥ ৫

সদাপরাধক্ষমিণে সুখদার সুখায় চ ।

দুর্লভং মাসুখমিদং যেন লব্ধং যয়া বপুঃ ।

সম্ভাবনীয়ং ধর্মার্থে তন্মৈ পিত্রে নমো নমঃ ॥ ৬

ইদং স্তোত্রং পিতৃঃ পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ ।

প্রত্যহং প্রাতরুখায় পিতৃশ্রাদ্ধদিনেহপি চ ॥ ৭

স্বল্পমদিবসে সাক্ষাৎ পিতুরগ্রে স্থিতোহপি বা ।

ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিং সর্বং জগ্যাদি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৮

নানাপকর্ম কৃৎসাপি যঃ স্তোতি পিতরং সূতঃ ।

স ঐবং প্রবিধায়ৈবং প্রায়শ্চিত্তং সূচী ভবেৎ ॥ ৯

অকর্মণ্যস্ত যঃ স্তূয়াৎ পিতরং সুরভাবতঃ ।

পিতৃঃ প্রীতিকরো নিত্যং সর্বকর্ম্মাধিতো ভবেৎ ॥ ১০

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে পিতৃস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

ষষ্ঠী-স্তোত্র

স্তোত্রং শৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ সর্বকামসুভাবহম্ ।

আজ্ঞাপ্রদক্ সর্বেষাং গুণং বেদেষু নারদ ॥

প্রিয়ব্রত উবাচ ।

নামো দেবৈ্য মহাদেবৈ্য সিন্ধো শাট্বে্য নমো নমঃ ।

সুভারৈ দেবসেনারৈ ষট্ঠৈ দেবৈ্য নমো নমঃ ॥

বরদারৈ পুত্রদারৈ ধনদারৈ নমো নমঃ ।

সুখদারৈ মোক্ষদারৈ ষষ্ঠীদেবৈ্য নমো নমঃ ॥

শক্তিষষ্ঠাংশরূপারৈ সিদ্ধারৈ চ নমো নমঃ ।

মার্যারৈ সিদ্ধবোগিষ্টৈ ষষ্ঠীদেবৈ্য নমো নমঃ ॥

সারায়ৈ সারদায়ৈ চ পারায়ৈ সৰ্বকারিণ্যৈ ।
 বালাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ যজ্ঞীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
 কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যৈ কলদায়ৈ চ কৰ্মণাম্ ।
 প্রত্যক্ষায়ৈ চ ভক্তানাং যজ্ঞীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
 পূজায়ৈ কন্দকাতায়ৈ সৰ্ব্বেবাং সৰ্বকৰ্ম্মহু ।
 দেবরক্ষণকারিণ্যৈ যজ্ঞীদেব্যৈ নমো নমঃ ।
 শুদ্ধসত্ত্বগুণপায়ৈ বন্দিতায়ৈ নৃণাং সদা ।
 ত্রিংশোক্রোধবর্জিতায়ৈ যজ্ঞীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
 ধনং দেহি প্রিয়ং দেহি পুত্রং দেহি সুরেশ্বরী ।
 ধর্ম্মং দেহি যশো দেহি যজ্ঞীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
 দেহি ভূমিং প্রজাং দেহি বিদ্যাং দেহি সুপুজিতে ।
 কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি যজ্ঞীদেব্যৈ নমো নমঃ ।
 ইতি দেবীঞ্চ সংস্কৃত্য লেভে পুত্রং প্রিয়ব্রতঃ ।
 যশস্বিনঞ্চ রাজেন্দ্রং যজ্ঞীদেবী-প্রসাদতঃ ।
 যজ্ঞীতোজ্ঞমিদং ব্রহ্মণ যঃ শৃণোতি চ বৎসরম্ ।
 অপুত্রো লভতে পুত্রং বরং সূচিরজীবিনম্ ॥
 বর্ষমেকঞ্চ বা ভক্ত্য। সংস্কৃত্যেদং শৃণোতি চ ।
 সৰ্বপাপ-বিনিমুক্তা মহাবক্ষ্যা প্রসূয়তে ॥
 বীরং পুত্রঞ্চ গুণিনং বিদ্যাবন্তং যশস্বিনম্ ।
 সূচিরানুসন্তমেব-যজ্ঞীদেবী-প্রসাদতঃ ॥
 কাকবক্ষ্যা চ বা নারী মৃত্যুপত্যা চ বা তবেৎ ।
 বর্ষং শ্রদ্ধা লভেৎ পুত্রং যজ্ঞীদেবী-প্রসাদতঃ ॥
 রোগযুক্তো চ বালে চ পিতা মাতা শৃণোতি চেৎ ।
 মাসঞ্চ দুচ্যতে বালঃ যজ্ঞীদেবী-প্রসাদতঃ ॥
 ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে যজ্ঞী-তোজ্ঞ সমাপ্তম্ ।

কপূরাদিস্তোত্র

কপূরং মধ্যমাত্মস্বর-পরিরহিতং সেন্দুবামাক্ষিক্যুক্তং
বীজস্তে মাতরেতং ত্রিপুরহর-বধু ত্রিঃকৃতং যে জপন্তি ।
তেষাং গন্তানি পন্তানি চ মুখকুহরা-দুঃসন্তোষ বাচঃ
স্বচ্ছন্দঃ ধ্বাস্তধারাধর-কুচি-কুচিরে সর্কসিক্তিং গতানাম্ ॥ ১
ঈশানঃ সেন্দুবামশ্রবণ-পরিগতো বীজমন্ত্রমহেনি
দ্বন্দ্বস্তে মন্দচেতা যদি জপতি জনো বারমেকং কদাচিতং ।
জিত্বা বাচামধীশং ধনদমপি চিরং মোহয়ন্নমুজাক্ষী-
বৃন্দং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ে প্রভবতি স মহাঘোর-বাণাবতংসে ॥ ২
ঈশো বৈশ্বানরস্থঃ শশধর-বিলসদ্ বামনেত্রেণ যুক্তো
বীজস্তে দ্বন্দ্বমন্ত্রদ্ বিগলিত-চিকুরে কালিকে যে জপন্তি ।
দ্বৈষ্টারং যন্তি তে চ ত্রিভুবনমপি তে বশ্যতাবৎ নয়ন্তি
স্বকৃৎস্বাস্ত্রধারাধরধরবদনে দক্ষিণে কালিকেতি ॥ ৩
উর্দ্ধে বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডং তথাধঃ
সব্যে চাভীর্ধরঞ্চ ত্রিজগদবহরে দক্ষিণে কালিকেতি ।
জপ্ত্বৈতন্মাম যে বা তব বহুবিভবং ভাবয়ত্যেতদদ্ব
তেষামষ্টৌ করস্বাঃ প্রকটিতবদনে সিদ্ধয়স্রাধকশ্চ ॥ ৪
বর্গাণ্ডং বহিসংস্থং বিগুরতি-বলিতং তল্লয়ং কূর্চযুগ্মং
লজ্জাদ্বন্দ্বঞ্চ পশ্চাৎ স্মিতমুখি তদধর্ষ্টদ্বয়ং যোজয়িত্বা ।
মাতর্থে যে জপন্তি স্ররহর-মহিলে ভাবয়ন্তঃ স্বরূপং
তে লক্ষ্মীলালীলা-কমলদলদৃশঃ কামরূপা ভবন্তি ॥ ৫
ঐত্যেকং বা ত্রয়ং বা দ্বয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহ্যং
দ্বয়ান্না যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্তো জপন্তি ।
তেষাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলা বক্তৃ শুভ্রাংশুবিষে
বাগ্ধেবী দেবি যুগ্মজগতিশয়লসংকতি পীনস্তনাঢ্যে ॥ ৬

গতানুনাং বাহুপ্রকর-কৃতকাঙ্ক্ষী-পরিলস-
 মিত্ত্বাং দিগ্বিত্ত্বাং ত্রিভুবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাম্ ।
 অশানস্তু তস্মৈ শবহৃদি মহাকালস্বরত-
 প্রযুক্তাং ত্বাং ধ্যায়ন্ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ ॥ ৭
 শিবাভির্ঘোরাভিঃ শবনিবহ-মুণ্ডাস্থিনিকরৈঃ
 পরং সঙ্কীর্ণায়াং প্রকটিতচিত্রায়াং হরবধূম্ ।
 প্রবিষ্টাং সহস্রমুপরি-স্বরতেনাতিযুবতীং
 সদা ত্বাং ধ্যায়ন্তি কচিদপি ন তেবাং পরিভবঃ ॥ ৮
 বদামন্তে কিং বা জননি বয়মুচ্চৈঙ্গড়ধিয়ৌ
 ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমম্ ।
 তথাপি তন্তুক্তিমুখরয়তি চান্দ্রাক-মসিতে
 তদেতৎ কস্তব্যং ন থলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ ॥ ৯
 সমস্তাদাপীন-স্তনজঘনগুণ্ণৌবনবতী-
 রতাসক্তে। নক্লং যদি জপতি ভক্লন্তব মনুম্ ।
 বিবাসাস্থাং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুরন্তস্য বশগাঃ
 সমস্তাঃ সিক্কোঘা ভূবি চিরতরং জীবতি কবিঃ ॥ ১০
 সমাঃ স্বস্বীভূতো জপতি বিপরীতাং যদি সদা
 বিচিন্ত্য ত্বাং ধ্যায়ন্তিশর-মহাকাল-স্বরতাম্ ।
 তদা তস্য ক্ষৌণীতল-বিহরমাণস্য বিহবঃ
 করাস্তোজৈ বশ্ণা হরবধু মহাসিদ্ধি-নিবহাঃ ॥ ১১
 প্রসূতে সংসারং জননি ভবতী পালয়তি চ
 সমস্তং কিত্যাদি প্রলয়-সময়ে সংহরতি চ ।
 অতস্বং ধাতাসি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো
 মহেশোহপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং সৌমি ভবতীম্ ॥ ১২

অনেক সেবন্তে ভবদধিক-গীর্জাণ-নিবহান্
 বিষুঢ়ান্তে মাতঃ তিমপি নহি জ্ঞানস্তি পরমম্ ।
 সমারাম্যামাভ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাঙ্গি-বিবুধৈঃ
 প্রপন্নোহস্মি শৈবরং রাক্তিরস-মহানন্দ-নিরতাম্ ॥ ১৩
 ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোহপি গগনং
 স্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলম্ ।
 স্তুতিঃ কা তে মাতস্তব করুণয়া মামগতিকং
 প্রসন্ন্য স্বং ভূয়া ভবমহু ন ভূয়ান্মম জন্মঃ ॥ ১৪
 শ্মশানস্থঃ স্বস্থো গলিতচিকুরো দিকৃপটধরঃ
 সহস্রং স্বর্কাণাং নিজগলিতবীৰ্য্যেণ কুসুমম্ ।
 জপংস্বং প্রত্যেকং মনুষ্যপি তব ধ্যাননিরতো
 মহাকালি শৈবরং স ভবতি ধবিত্রীপরিবৃত্তঃ ॥ ১৫
 গৃহে সম্মার্জ্যন্তা পরিগলিতবীজং হি চিকুরং
 সমূলং মধ্যাহ্নে বিতরতি চিতায়াং কুজদিনে ।
 সমুচ্চার্য প্রেমণা মনুষ্যপি সৰ্ব্বং কালি সততং
 গজারূঢ়ো যাতি ক্ষিতিপরিবৃত্তঃ সৎকবিবরঃ ॥ ১৬
 স্বপুশ্পৈরাকীর্ণং কুসুমধনুষো মন্দিরমহো
 পুরো ধ্যানন্ ধ্যানন্ যদি জপতি ভক্তস্তব মনুষ্যম্ ।
 স গন্ধর্ব্বশ্রেণীপতিরপি কবিত্বামৃতনদী-
 নদীনঃ পর্যাঙ্তে পরমপদলীনঃ প্রভবতি ॥ ১৭
 ত্রিপঞ্চারে পীঠে শবশিবহুদি শ্বেতবদনাং
 মহাকালোনাক্ষৈর্মদন-রস-লাবণ্য-নিরতাম্ ।
 সমাসক্তো নক্তং স্বয়মপি রতানন্দনিরতো
 জনো যো ধ্যায়ন্ত্য-মস্মি জননি স স্যাৎ স্বয়ম্বরঃ ॥ ১৮

সলোমাস্থি দৈবরং পললমপি মার্জ্জার-মসিতে
 পরং চৌষ্টং মৈবং নর-মহিবয়ো-হাগমপি বা ।
 বলিষ্ঠে পূজা-মপি বিতরতাং মর্ত্যবসতাং
 সতাং সিদ্ধিঃ সৰ্বা প্রতিপদ-মপূৰ্ণা প্রভবতি ॥ ১৯
 বশী লক্ষ্যং মন্ত্ৰং প্রজপতি হবিষ্যাশনরতো
 দিবা মাতৰ্জ্জ্বল-যুগলখান-নিপুণঃ ।
 পরং নস্তং নমো নিধুবন-বিনোদেন চ মন্ত্ৰং
 জপেজ্জ্বলং স জ্যাং অরহর-সমানঃ ক্ষিতিতলে ॥ ২০
 ইদং স্তোত্রং মাতস্তব মনুসমুদ্বারজমুঃ
 স্বরূপাখ্যং পাদাম্বুজযুগল-পূজাবিধিমুতম্ ।
 নিশাৰ্দ্ধং বা পূজাসময়মধি বা যন্ত পঠতি
 প্রলাপস্তাস্যাপি প্রসরতি কবিত্বামৃতরসঃ ॥ ২১
 কুরঙ্গাকীবলং তমনুসরতি প্রেমতরলং
 বশস্তম্য কৌণীপতিরপি কুবের-প্রতিনিধিঃ ।
 রিপুঃ কারাগারং কলয়তি চ তং কেলিকলয়া
 চিরং জীবমুক্তঃ স ভবতি চ ভক্তঃ প্রতিজমুঃ ॥ ২২

ইতি বিংশসারতন্ত্রে মহাকালবিরচিতং স্বরূপাখ্যং শ্রামান্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

ষম-স্তোত্র

সাবিত্র্যবাচ ।

ভগসা ধৰ্ম্মমারাধ্য পুঙ্করে ভাস্করঃ পুরঃ ।
 ধৰ্ম্মাংশং যং ভূতং পাপ ধৰ্ম্মরাজং নমাম্যহম্ ॥
 সমতা সৰ্ব্বভূতেষু যন্ত সৰ্ব্বস্য সাক্ষিণঃ ।
 অতো যন্নাম শমনমিতি তং প্রণমাম্যহম্ ।

যেনাস্ত্যশ্চ কৃতো বিধে সৰ্কেবাং জীবিতাং পরম্ ।
 কর্ম্মায়ুৰূপকালে চ তং কৃতাস্ত্যং নমাংম্যহম্ ॥
 বিভক্তি দণ্ডং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে ।
 নমামি তং দণ্ডধরং যঃ শাস্তা সৰ্ককৰ্ম্মণাম্ ॥
 বিধে যঃ কলয়তোব সৰ্কায়ুশ্চাপি সম্ভতম্ ।
 অতীব দুর্নিবার্য্যাক্ষ তং কালং প্রণমাংম্যহম্ ॥
 ইতি ত্রিভুজবৈবৰ্ত্তে মহাপুরাণে সাবিত্রীকৃত যম-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

ত্রিরাশিকা-স্তোত্র

উদ্ধব উবাচ ।

বন্দে রাধাপদাস্তোজং ব্রহ্মাদিস্মরবন্দিতম্ ।
 যৎকীর্তিকীর্তনেনৈব পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥
 নমো গোলোকবাসিষ্ঠে রাধিকায়ৈ নমো নমঃ ।
 শতশৃঙ্গনিবাসিষ্ঠে রাধিকায়ৈ নমো নমঃ ॥
 রাসমণ্ডলবাসিষ্ঠে রাসেশ্বর্য্যৈ নমো নমঃ ।
 বিরজাতীরবাসিষ্ঠে বৃন্দায়ৈ চ নমো নমঃ ॥
 বৃন্দাবনবিলাসিষ্ঠে কৃষ্ণায়ৈ চ নমো নমঃ ।
 নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ চ শান্তায়ৈ চ নমো নমঃ ॥
 কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতায়ৈ চ তৎপ্রিয়ায়ৈ নমো নমঃ ।
 সৰ্কৈশ্বর্য্যাদিদৈব্যৈ চ কমলায়ৈ নমো নমঃ ॥
 পদ্মনাভপ্রিয়ায়ৈ চ পদ্মায়ৈ চ নমো নমঃ ।
 মহাধিকোশ্চ যাত্রে চ পরমায়ৈ নমো নমঃ ॥
 ভেজঃসু সৰ্কদেবানাং পুরা কৃতযুগে যুদা ।
 অধিষ্ঠানং কৃত্য যা চ প্রকৃত্যৈ চ নমো নমঃ ॥

নমো দুর্গবিনাশিতৈ দুর্গাদেব্যা নমো নমঃ ।
 নমস্ত্রিপুরহারিত্র্যৈ ত্রিপুরায়ৈ নমো নমঃ ।
 স্কন্দরীষু চ রম্যায়ৈ স্কন্দেভ্য চ নমো নমঃ ॥
 শুকসমুদ্ররূপায়ৈ সপ্তগায়ৈ নমো নমঃ ॥
 নমো ব্রহ্মস্বরূপায়ৈ নিশ্চরণায়ৈ নমো নমঃ ।
 নমো নিদ্রাস্বরূপায়ৈ সপ্তগায়ৈ নমো নমঃ ।
 নমো দক্ষসুতায়ৈ চ নমঃ সতৈ নমো নমঃ ।
 নমঃ শৈলসুতায়ৈ চ পার্বতীভ্য চ নমো নমঃ ॥
 নমো নমস্তপস্বিতৈ উমায়ৈ চ নমো নমঃ ।
 নমো নীহাররূপায়ৈ অপর্ণায়ৈ নমো নমঃ ।
 গৌরীলোকনিবাসিতৈ নমো গৌর্ভ্য নমো নমঃ ।
 নমঃ কৈলাসবাসিতৈ মাহেশ্বর্য নমো নমঃ ॥
 নিদ্রায়ৈ চ দয়ায়ৈ চ শ্রদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ ।
 নমো ধৃত্যৈ ক্ষমায়ৈ চ গজ্জায়ৈ চ নমো নমঃ ॥
 তৃষ্ণায়ৈ কুংপিপাসায়ৈ ভ্রাতৃত্ব্য কাটৃত্ব্য নমো নমঃ ।
 নমঃ শাটৃত্ব্য চ বিভ্রাতৃত্ব্যৈ সিকাতৃত্ব্যৈ চ নমো নমঃ ॥
 নমঃ সৃষ্টিস্বরূপায়ৈ স্থিতিকলৈ নমো নমঃ ।
 নমঃ সাহাররূপিণ্যৈ মায়ায়ৈ চ নমো নমঃ ॥
 ভদ্রায়ৈ চ শুভায়ৈ চ মুক্তিদায়ৈ নমো নমঃ ।
 নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ শাটৃত্ব্য কাটৃত্ব্য নমো নমঃ ॥
 নমস্তষ্ট্যৈ চ পুট্ট্যৈ চ দয়ায়ৈ চ নমো নমঃ ।
 সর্বশক্তিস্বরূপায়ৈ সর্বমাত্রে নমো নমঃ ॥
 বহ্নৌ দাহস্বরূপায়ৈ ভদ্রায়ৈ ভাস্করেহপি চ ।
 শোভায়ৈ পূর্ণচন্দ্রে চ সর্বদ্রব্যোষু বৈ নমঃ ॥

নাস্তি ভেদো যথা দেবি দৃষ্টধারণয়োঃ সখা ।
 যথৈব গন্ধো ভূম্যাশ্চ যথৈবং জলশৈত্যয়োঃ ॥
 যথৈব শব্দ-নভসোর্জ্যোতিঃ সূর্য্যায়ো যথা ।
 লোকে বেদে পুরাণে চ রাধামাধবয়োস্তথা ॥
 চেতনং কুরু কল্যাণি দেহি মামুত্তমাং গতিম্ ।
 ইত্যাঙ্ক চোদ্ধবস্তত্র প্রণনাম পুনঃ পুনঃ ।
 ইত্যাঙ্কবকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ ভক্তিপূর্ব্বকম্ ।
 ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে হরিমন্দিরম্ ।
 ন ভবেদুবিচ্ছেদো রোগঃ শোকঃ সূদারুণঃ ।
 প্রোষিতা ক্রী লভেৎ কান্দং ভাৰ্য্যাভেদী লভেৎ শ্রিধাম্
 অপুত্রো লভতে পুত্রাশ্লিষ্টনো লভতে ধনম্ ।
 নিভৃমিলভতে ভূমিং প্রজাহীনো লভেদ্বিয়ম্ ॥
 রোগাবিমুচ্যতে রোগী বন্ধো মুচ্যেত বন্ধনাং ।
 ভয়ানুচ্যেত ভীতস্ত মুচ্যেতাপন্ন আপদঃ ।
 অস্পষ্টকীর্তিঃ সুষশো মূৰ্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥
 ইতি ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তে শ্রীনারায়ণনারদসংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
 : শ্রীরাধিকাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

শনিস্তোত্র

ওঁ খোড়ঃ শনৈশ্চরো বক্রশ্ছায়া-হৃদয় নন্দনঃ ।
 মার্ত্তণ্ডজন্তুৰ্থা সৌরিঃ পাতঙ্গিগ্রহনায়কঃ ॥
 ব্রহ্মণাঃ ক্রুরকর্ষা চ নীলবজ্রোহজ্ঞনহাতিঃ ।
 ষাদশৈতানি নামানি প্রান্তরুথায় যঃ পঠেৎ ॥

বিষয়স্বোহপি ভগবান্ স্প্রীতস্তস্য জায়তে ।
 গার্গ্যশ্চ কোবিকশ্চৈব পিঙ্গলাদো মহামুনিঃ ॥
 শনৈশ্চরকৃতান্ দোষান্নাশয়ন্তি ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ।
 ইতি শ্রীশনৈশ্চরস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥

মাতৃস্তোত্র

ব্যাস উবাচ—

মাতা ধরিত্রী জননী দয়াদ্রুহদয়া সতী ।
 দেবী ভূ-রমণীশ্রেষ্ঠা নির্দোষা সৰ্ব্বদুঃখহা ॥ ১
 আরাধ্যা পরমা মায়্যা তুষ্টিঃ শান্তিঃ কৃপা গতিঃ ।
 স্বাহা স্বধা চ গোরী মা পদ্মা চ বিজয়া জয়া ॥ ২
 দুঃখহন্ত্রী চ নামানি মাতুর্বৈ পঞ্চবিংশতিঃ ।
 শ্রবণাং পঠনান্নিত্যং সৰ্ব্বদুঃখান্ বিমুচ্যতে ॥ ৩
 দুঃখবান্ সুখবান্ বাপি দৃষ্টী মাতরমীশ্বরীম্ ।
 মহানন্দং লভেন্নিত্যং মোক্ষং বা চোপপত্ততে ॥ ৪
 ইতি তে কথিতং বিপ্র মাতৃস্তোত্রং মহাপুণম্ ।
 পরাশরমুখাং পূৰ্ব্বমশ্রোয়ং মাতৃসংস্কৃতৌ ॥ ৫
 নঃ স্তোতি মাতরং সাক্ষাং পাদাঙ্গং প্রণিপত্য চ ।
 পায়শ্চিহ্নী পাপমুক্তো দুঃখবাংশ্চ স্মরীতবেৎ ॥ ৬
 ইতি বৃহদ্রথপুরাণে মাতৃস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অপরাধভঞ্জন-স্তোত্র

প্রাপ্বেহস্মৈ যদাসং তব চরণযুগং নাপ্রিতো নার্কিতোহহং,
 তেনাস্তাকৃত্যবর্গৈর্জঠরজদহনৈর্বাধ্যমানো বসিষ্ঠৈঃ ।
 স্মৃতা জন্মান্তরং নো পুনরিহ ভবিতা ক্লান্তয়ঃ কাপি সেবা,
 ক্ষম্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১

বাণ্যে বালাভিলাষৈর্জড়িতজড়মতি-বর্ণলীলাপ্রসঙ্গে
 ন ত্বাং জানামি যাতঃ কলিকলুষহরাং ভোগমোকৈকদাত্রীম্ ।
 নাচারো নৈব পূজা ন চ যজনকথা ন স্মৃতিনৈব সেবা
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ২

প্রোপ্তোহুং যৌবনক্ষেদ্বি বিষধরসদৃশ-রিন্দ্রিয়ার্দ্দষ্টগাত্রো,
 নষ্টপ্রজ্ঞঃ পরদ্বী-পরধন-হরণে সর্বদা সাভিলাষঃ ।
 ত্বংপাদাশোজযুগ্মং ক্ষণমপি মনসা ন স্মৃতোহুং কদাপি,
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৩

প্রৌঢ়ঃ প্রৌঢ়াভিলাষৈঃ স্ততহৃদিতৃকলত্রার্থ-মন্নাদিচেষ্টে,
 ক প্রাপ্তিঃ কুত্র যামীত্যনিশ-মহুদিনং চিন্তয়া জীর্ণদেহঃ ।
 নো তে ধ্যানং ন চাস্তা ন চ ভজনকথা নামসংকীৰ্ত্তনং বা,
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৪

বুদ্ধত্বে বুদ্ধিহীনঃ ক্লশবিবশতমুঃ শ্বাসকাসাতিসারৈঃ,
 কৰ্ম্মানহে হি ক্ষিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুংপিপাসাভিত্তঃ ।
 পশ্চাত্তাপেন দগ্ধো মরণমহুদিনং ধ্যেয়মাত্রং ন চাশ্রয়ং,
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৫

কৃত্বা স্বানং দিনাদৌ কচিদপি সলিলং নাহুতং নৈব পুষ্পং,
 নো নৈবেছাদিচেষ্টে কচিদপি চ কৃত্য নাপি ভাবো ন ভক্তিঃ ।
 ন শ্রাসো নৈব পূজা ন চ মনুজপনং নাপি চৰ্চা কৃত্য তে,
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৬

জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়হরণীং সর্বসিদ্ধিশ্রদাত্রীং,
 নিত্যানন্দোদয়েণীং নিগমফলময়ীং নিত্যশুদ্ধাং দয়াদ্যাম্ ।
 মিথ্যা কার্য্যাভিলাষৈ-রহুদিন-মভিতঃ পীড়িতো দুঃখসংজ্ঞেঃ,
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৭

কালাত্রাণ্যমলাদীং বিগলিতচিকুরাং খড়্গামুণ্ডাভিরামাং,
জাগজ্জাণেট্টদাত্রীং কুণপগণশিরোমালিনীং দীর্ঘদেহাম্ ।
সংসারশ্চৈকসার্যাং ন চ জননহরাং ভাবিতো ভাবনাভিঃ,
কন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৮

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশঃ পরিণমতি সদা ত্বৎপদাভ্যোজযুগ্মং,
ভাগ্যাভাবান্ চাহং ভবজননি ভবৎপাদপদ্মং ভজামি ।
মিথ্যালোভপ্রমোহৈঃ কৃতবিবশমতিঃ কামুকোহহং প্রযাচে,
কন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৯

রাগেষ্মপ্রমত্তঃ কলুষবৃত্ত-তমুঃ কামলোভাতিমুগ্ধঃ,
কার্য্যাকার্য্যাবিচারী কুলমতিরহিতঃ কোলসঙ্গৈর্বিহীনঃ ।
ক ধ্যানং তে ক চার্চা ক চ মমুজপনং নৈব কিঞ্চিং কৃতোহহং
কন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১০

রোগী দ্রুতী দরিদ্রঃ পরবশকুপণঃ পাংগুলঃ পাপচেতা,
নিদ্রালস্তপ্রসক্তঃ স্বজঠরভরণে সর্বদা ব্যাকুলাত্মা ।
কিস্তে পূজাবিধানং কচন তব মতিঃ কামুরাগঃ ক চাহা
কন্তব্যো বেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১১

মিথ্যাব্যামোহবর্গৈঃ পরিবৃত্তমনসঃ ক্লেশসজ্জাবৃতস্য,
কুত্বিন্নিহ্মাষিতস্য অনরণবিরহিণঃ পাপকৃত্যপ্রবৃত্তেঃ ।
দারিদ্রস্য ক ধর্ম্মঃ ক চ ভজনবিধিঃ ক স্থিতিঃ সাধুসঙ্গে,
কন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১২

মাতস্তাতস্য দেহাজ্জননি-জঠরজ-স্তাবতা ত্বদ্বশোহহং,
ত্বং কর্ত্তী কারয়িত্বী করণগুণময়ী কর্ম্মহেতুস্বরূপা ।
ত্বং বুদ্ধিনিশ্চেষ্টসংস্থাপ্যহমভিকুমতিঃ সর্বমেব স্বদর্শনং,
কন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১৩

ত্বং ভূমিস্বং জলৌষস্বমসি হতবহস্বং জগদ্ বায়ুকপং,
 ত্বঙ্কাকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপূর্ব্বিকাহঙ্ তিষ্ঠ ।
 আত্মা চৈবাসি মাতঃ পরমপি ভবতী ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ,
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১৪
 ত্বং কালী ত্বঙ্ক তারা ত্বমসি গিরিশ্রুতা স্তন্দরী ভৈরবী ত্বং,
 ত্বং হুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বং হি লক্ষ্মীঃ শিবা ত্বম্ ।
 ধূমা মাতঙ্গিনী ত্বং ত্বমসি চ বগলা মঙ্গলা হিঙ্গুলাখ্যা,
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১৫
 স্তোত্রোৎপাদনেন দেবীং পরিচরতি জনো যঃ সদা ভক্তিশ্রুজ্ঞো,
 হৃদীর্ক্তিং হুর্গসজ্জং পরিতরতি সমুদবিঘ্নতা নাশমেতি ।
 নাথির্ব্যাধিঃ কদাচিদ্ যদি ভবতি পুনঃ সর্ব্বদা সাপরাধঃ,
 সর্ব্বং তৎ কামরূপা ত্রিভুবনজননী কামরেন পুত্রবৃদ্ধ্যা ॥ ১৬
 জেতা বক্তা কবীশো ভবতি ধনপতির্দীনশীলো দয়াশ্রা,
 নিম্পাপো নিষ্কলঙ্কঃ কুলমতিকুশলঃ সত্যবাগ্ ধার্ম্মিকশ্চ ।
 নিত্যানন্দোদয়াঢ্যঃ পশুপ্তবিশুখঃ সংকথাভ্যাসশীলঃ,
 সংসারাক্ষিং সুখেন প্রতরতি গিরিজাপাদপদ্মাবলম্ব্যং ॥ ১৭
 ইতি ঞ্জ্ঞানবত্রে শ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে অপরাধ-ভঞ্জন-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

কবচ-মালা

মৃত্যুঞ্জয়কবচ

শ্রীপার্কতুবাচ । ব্রহ্মাদি-দেববৃন্দেন তপোময় জগৎপতে । যদ্বদ্য
পুত্রবান্ মর্ত্যো নারী পুত্রবতী ভবেৎ । কথয়ন্ত মহাদেব যদি দেহোহন্তি
মাং প্রতি ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ । মৃত্যুঞ্জয়স্ত কবচং দেবানামপি দুর্লভম্ । কথয়ামি
সুত্রেণৈষ্ঠে সাবধানাবধারণ ॥ ২ কবচং দেবদেবস্য ত্রৈলোক্যহিতকারকম্ ।
পঠনাক্ষরগামারী পুরুষো বাপি নিত্যশঃ । নাপমৃত্যুমবাপ্নোতি মৃত্যুর্থা
পুত্রবান্ ভবেৎ ॥ ৩ অস্য শ্রীমৃত্যুঞ্জয়কবচস্য করালভৈরবঋষির্গারত্নীচ্ছনাঃ,
শ্রীমহাক্রত্নো দেবতা চিরজীবিত্বপ্রাপ্ত্যর্থং অপধারণে বিনিয়োগঃ । ঐ
মৃত্যুঞ্জয়ঃ শিরঃ পাতু কেশান্ কামাঙ্গনাশনঃ । কপালং কালিকানাথঃ
কপোলোপাতু ভৈরবঃ ॥ ৪ নেত্রে নারায়ণসখঃ কণোঁমে কালিকাপতিঃ ।
নাসিকে ভীষণঃ পাতু বদনং রক্ষস্যাং প্রিয়ঃ ॥ ৫ দন্তান্ কপালধ্বগোষ্ঠাধরং
পাতু ত্রিলোচনঃ । সোমার্দ্ধধারী চিবুকং গলং বিশ্বেশ্বরো বিভূঃ ॥ ৬
কপর্দী হৃদয়ং পাতু বক্ষে বৃদ্ধিবিবর্দ্ধকঃ । হস্তৌ শূলী সঙ্গ পাতু নথান্
গজাধরঃ স্বয়ম্ ॥ ৭ অষ্টসিদ্ধিপ্রদঃ পাতু শুভাব্দরদেশকম্ । যোনিং
দ্বিগম্বরঃ পাতু শুদং জজ্জ্বলশীলিখঃ ॥ ৮ কটং দশাননঈদো শুভকং
পাদুহিমালয়ক্ । শ্রীশঃ পাদাঙ্গুলীঃ পাতু সর্কালং বিশ্বলোচনঃ ॥ ৯ ইদং
কবচমজ্ঞাত্বা ন ধ্বং বামলোচনা । পুত্রশোকবতী নিত্যং নষ্টপুষ্পা চ সা
ভবেৎ ॥ ১০ তস্মাদ্ রহস্যং দেবশি তত্কা তব মরোদিতম্ । ধারয়ন্ত
সদা দেবি পঠনীয়ং পরাংপরম্ ॥ ১১ গোপনীয়ং প্রযত্নেন যবোনিরিব
পার্কতি । ভূর্জে বলিষ্ঠ্য কবচং শান্ত-কৌন্তেন বেষ্টয়েৎ ॥ ১২ পূজয়িত্বা

যথাশ্রায়ং ধারয়েৎ কণ্ঠদেশকে । অথবা দক্ষিণে বাহৌ নারী বামভূজে
তথা ॥ ১৩ বিভূষাং কবচং দিব্যং সুরকল্পক্রমোপমম্ । যো ধারয়তি
পুণ্যাশ্রা সোহপি পুণ্যবতাং বরঃ ॥ ১৪ মার্কণ্ডেয় ইবামুদয়ংপুত্রং প্রাপ্নোতি
নিশ্চিতম্ । বায়ুতুলাবলং লোকে রূপেণ মননোপমম্ । কুবের ইব
বিস্তাঢ্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ১৫ বক্ষ্যা বা কাকবক্ষ্যা বা নষ্টপুষ্পা ত
বা ভবেৎ । চিরজীবিবহুপত্যা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ভূতপ্রেত-
দিশাচাশ্রা যক্ষরাক্ষস-পন্নগাঃ । দূরাদেব পলায়ন্তে দ্বীপাদ্বীপান্তরং ক্রবম্ ॥ ১৭
যস্মিন্ দেশে চ কবচং গেহে বা যদি তিষ্ঠতি । তদেদন্ত পণ্ডিতাজ্য
প্রযান্তি চাতিদূরতঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীসংমোহনতন্ত্রে-শ্রীপার্কীশিবসংবাদে

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়কবচং সমাপ্তম্ ।

১।রামকবচ

ধ্যাহ্বা নীলোৎপলশ্রামং রামং রাজীবলোচনম্ । জ্ঞানকীলান্মণোপেতং
জটামুকটমস্তিতম্ ॥ ১ সাসিতুগন্ধমূৰ্দ্ধাণপাণিং নক্তঞ্চরাস্তকম্ । স্বলীলয়া
জগত্ৰাতুমাবিভূতমজং বিভূম্ । রামরক্ষাং পঠেৎ প্রোক্তঃ পাপস্বীং সৰ্ব-
কামদাম্ ॥ ২

অন্ত শ্রীরামকবচস্ত বৃধকৌশিকঋষির্গায়ত্ৰীচ্ছন্দঃ শ্রীরামচন্দ্রো দেবতা
শ্রীরামচন্দ্রপ্ৰীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥

ও শিরো মে রাঘবঃ পাতু ভালং দশরথাস্বজঃ । কৌশল্যোরো দৃশৌ
পাতু বিশ্বামিত্রপ্রিয়ঃ শক্রতী ॥ ৩ হ্রাণং পাতু মথত্ৰাতা বৃধং সৌমিত্রিবৎসলঃ ।
জিহ্বাং বিভ্রাণিধিঃ পাতু কণ্ঠং ভরতবন্দিতঃ ॥ ৪ স্বকৌ দিব্যমুখঃ পাতু
ভুজৌভয়েশকার্মুকঃ । করৌ সীতাপতিঃ পাতু হৃদয়ং জামদগ্ন্যজিৎ ॥ ৫
বক্ষঃ পাতু কবক্ষারিঃ স্তনৌ গীর্দ্বাণবন্দিতঃ । পার্শ্বৌ কুলপতিঃ পাতু
কুকিমিকাকুনন্দনঃ ॥ ৬ মধ্যং পাতু ধরদ্বয়সী নাভিং জাঘবদাশ্রয়ঃ ।

শুভং জিতেদ্রিয়ঃ পাতু পৃষ্ঠং পাতু রঘুত্তমঃ ॥ ৭ স্ত্রীবেশঃ কটিং পাতু
 সন্ধিনি হৃদয়ং প্রভুঃ । উরু রঘুত্তমঃ পাতু রক্ষঃকুলবিনাশকং ॥ ৮ জাহ্ননী
 সেতুকং পাতু জজ্ঞে দশমুখাঙ্ককঃ । প্যার্বী বিজীষণশ্রীদঃ পাতু রামোহধিলং
 বশুঃ ॥ ৯ এতাং রামবলোপেতাং রক্ষাং যঃ শুক্লতী পঠেৎ । স চিরায়ুঃ
 স্ত্রী পুত্রী বিজয়ী বিনয়ী ভবেৎ ॥ ১০ পাতাল-ভূতল-ব্যোমচারিণঃ স্ত্রীচা-
 রিণঃ । ন দ্রষ্টুং পি শক্তান্তে রক্ষিতং রামনাশতিঃ ॥ ১১ রামেতি রামভদ্রেতি
 রামচক্রেতি বা স্মরন্ । নরো ন লিপ্যতে পাপৈর্ভুক্তিং মুক্তিকং বিলম্বতি ॥ ১২
 অগচ্ছৈত্রৈকমস্ত্রেণ রামনামাভিরক্ষিতম্ । যঃ করে ধারয়েৎ তন্ত
 করহাঃ সর্বসিদ্ধয়ঃ ॥ ১৩ ভূর্জপত্রে ত্রিমাং বিজ্ঞাং গচ্ছন্ননচর্চিতাম্ ।
 কৃতা বৈ ধারয়েদ্যন্ত সোহভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪ কাকবক্ষ্য্য চ বা নারী
 স্মৃতা পত্যা চ বা ভবেৎ । বহুপত্যা জীবৎস্যা সা ভবেদ্রাজ্য সংশয়ঃ ॥ ১৫
 বজ্রপঙ্করনামেষৎ যো রামকবচং পঠেৎ । অব্যাহতাজঃ সর্বত্র লভতে
 অরমজলম্ ॥ ১৬ আদিষ্টবান্ যথা স্ত্রে রামরক্ষামিমাং हरिঃ । তথা
 লিখিতবান্ প্রাতঃ প্রবুদ্ধো বুধকৌশিকঃ ॥ ১৭ ধ্বিনো বহ্নিনিজিংশো কাক-
 পক্ষধরো ভূভো । বীরো মাং পণি রক্ষতাং তাবুভো রামলক্ষণো ॥ ১৮
 তরুণো রূপসম্পন্নো সূকুমারো মহাবলো । পুণ্ডরীকবিশালাক্ষো চীরকৃষ্ণা-
 জিনাধরো ॥ ১৯ ফলমূলানিনো দান্তো তাপসো ব্রহ্মচারিণো । পুত্রো
 দশরথভ্রাত্তো ভ্রাতরো রামলক্ষণো ॥ ২০ শরণ্যো সর্বসত্ত্বানাং শ্রেষ্ঠো
 সর্বধনুস্তম্ । রক্ষঃকুলনিহন্তারো জায়েতাং নো রঘুত্তমো ॥ ২১ আন্তসজ্য-
 বহুবাবিষ্মশা-বক্ষ্য্যান্তগনিবদসজিনো । রক্ষণায় যম রামলক্ষণাবগ্রতঃ
 পণি সৈব গচ্ছতাম্ ॥ ২২ সন্নদঃ কবচী খড়্গা চাপ্রবাণধরো যুবা । বজ্র-
 অনোরথকাস্তান্ রামঃ পাতু সলক্ষণঃ ॥ ২৩ অগ্রতন্ত নৃসিংহো য়ে পৃষ্ঠতো
 গচ্ছত্বনঃ । পার্শ্বরোস্ত্র ধনুস্তন্তো সশরো রামলক্ষণো ॥ ২৪ রামো
 লাক্ষ্মণবিঃ শুরো লক্ষ্মণাহরো বলী । কাঙ্ক্ষংহঃ পুত্রযঃ পূর্ণঃ কেশলোয়ো
 রঘুত্তমঃ ॥ ২৫ বেদান্তবেদ্যো বজ্রেশঃ পুরাণঃ পুত্রবোত্তমঃ । আনকীবদ্রতঃ

শ্রীযান্ অপ্রমেষপরাক্রমঃ ॥২৬ দক্ষিণে লক্ষ্মণো ধৰী বামে চ জানকী
 শুভা । পুস্তো মাক্তিৰ্যন্ত তং নমামি রঘুতমম্ ॥২৭ আপদামপহন্তারং
 দাতারং সৰ্বসম্পদাম্ । শুণাঙ্কিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্ ॥২৮
 এতানি মম নামানি মদন্তো যঃ সদা পঠেৎ । অবমেধায়ুতং পুণ্যং স
 প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥২৯

ইতি পদ্মপুরাণে বজ্রপঞ্জরং নাম শ্রীরামকবচং সমাপ্তম্ ।

অক্ষয় কবচ

নারদ উবাচ ।—ইন্দ্রাদ্যমরবর্গেষু ব্রহ্মণ্যং যৎ পরমাত্মতম্ । অক্ষয়
 কবচং নাম কণয়ন্ত ময়ি প্রভো । যদ্বিত্য কণবীরস্ত ত্রৈলোক্যবিজয়োহ-
 ভবৎ ॥১

ব্রহ্মোবাচ ।—শৃণু পুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ কবচং পরমাত্মতম্ । ইন্দ্রাদিদেব-
 বৃন্দৈশ্চ নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥২ ত্রৈলোক্যবিজয়স্তাত্ত কবচস্ত প্রজাপতিঃ ।
 অশিষ্টেন্দো দেবতা চ সদা নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥৩ ও পাদৌ রক্ষতু গোবিন্দো
 জ্যেষ্ঠ পাতু জগৎপ্রভুঃ । উরু চ কেশবঃ পাতু কটিং দামোদরস্তথা ॥৪
 বদনং শ্রীহারিঃ পাতু নাভীদেশঞ্চ মেহচ্যুতঃ । বামপার্শ্বং তথা বিকুর্দ্দক্ষিণঞ্চ
 সূর্যদর্শনঃ ॥৫ বাহুমূলং বাসুদেবো হৃদয়ঞ্চ জনার্দনঃ । কণ্ঠং পাতু বরাহশ্চ
 কৃষ্ণশ্চ মুখমণ্ডলম্ ॥৬ কণৌ মে মাধবঃ পাতু হৃদীকেশশ্চ নাসিকে ।
 নেত্রে নারায়ণঃ পাতু ললাটং গরুড়ধ্বজঃ ॥৭ কপোলং কেশবঃ পাতু
 চক্ৰপাণিঃ শিরস্তথা । প্রভাতে মাধবঃ পাতু মধ্যাহ্নে মধুসূদনঃ ॥৮
 দিমান্তে দৈত্যনাশশ্চ রাত্ৰৌ রক্ষতু চন্দ্রমাঃ । পূৰ্ব্বস্তাং পুণ্ডরীকাকো
 বায়ব্যাঞ্চ জনার্দনঃ । আকাশে স্ত্রাঘজঃ পাতা পাতালে চ সূর্যদর্শনঃ ॥৯ ইতি
 তে কথিতং বংস সৰ্বমন্ত্রৌষধিগ্রন্থম্ । তব রেহান্নমাধ্যাতং প্রবক্তব্যং
 ন কস্যচিৎ ॥১০ কবচং ধারয়েৎস্বস্ত সাধকো দক্ষিণে ভুজে । দেবা মনুষ্যা
 গন্ধৰ্বা বশ্রাস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥১১ যোবিদ্বান্ভুজে চৈব পূর্বো দক্ষিণে

ভূজে । বিভূত্যাং কবচং পুণ্যং সৰ্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥১২ কঠে বো
ধারয়েদেতৎ কবচং মৎস্বরূপিণম্ । যুদ্ধে জয়মবাপ্নোতি দ্যুতে বাদে চ
সাধকঃ । সৰ্বথা জয়মবাপ্নোতি নিশ্চিতং ॥১৩ অণুত্রো লভতে
পুত্রং রোগনাশস্তথা ভবেৎ । সৰ্বপাপপ্রমুক্তশ্চ বিকুলোকং স গচ্ছতি ॥১৪
ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং দেবছন্দঃ নামাক্ষর-কবচং সমাপ্তম্ ।

নৃসিংহ-কবচ

নারদ উবাচ ।—ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেন দ্বৈতেশ্বর জগৎপতে । মহাবিক্রো-
নৃসিংহস্য কবচং ক্রুহি মে প্রভো । যস্য প্রপঠনাদ্বিঘ্নান ত্রৈলোক্যবিজয়ী
ভবেৎ ॥১

অশ্বোবাচ ।—শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ তপোধন । কবচং নর-
সিংহস্য ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্ ॥২ যস্য প্রপঠনাদ্বাঘ্নী ত্রৈলোক্যবিজয়ী
ভবেৎ । অষ্টাং জগতাং বৎস পঠনাকারণাদ্যতঃ ॥৩ লক্ষ্মীজ্জগদ্রায়
পাতি সংহতা চ মহেশ্বরঃ । পঠনাকারণাদেবা বভূবুঃ দিগাম্বরঃ ॥৪
ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদিবিনিবারকম্ । যস্য প্রসাদাদূর্কসাত্তৈলোক্য-
বিজয়ী মুনিঃ । পঠনাকারণাদ্যস্য শাস্তা চ ক্রোধভৈরবঃ ॥৫ ত্রৈলোক্য-
বিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ । ঋষিচ্ছন্দশ্চ গায়ত্ৰী নৃসিংহো দেবতা
বিভূঃ ॥৬ ক্ষৌরী বীজং য়ে শিরঃ পাতু চক্ৰবর্ণী মহামতুঃ । উগ্রঃ বীরঃ
মহাবিক্রুঃ জলন্তঃ সৰ্বতোমুখম্ ॥৭ নৃসিংহঃ ভীষণঃ ভদ্রঃ যুগ্মঃ ৷৮
নমামাহম্ । দ্বাত্রিংশদক্ষরো যন্তো মন্তরাজঃ স্তবদ্রুমঃ ॥৮ কর্ণং পাতু
ধ্রুবং ক্ষৌরী হৃদগবতে চক্ষুযী মম । নরসিংহায় চ জ্ঞানানিধিনে পাতু
মন্তকম্ ॥৯ দীপ্তদংষ্ট্রায় চ তথায়িনেজায় চ নাসিকাম্ । সৰ্বরক্ষায়দেবার
সৰ্ব-ভূতক্ষয়ায় চ ॥১০ সৰ্বজরবিনাশায় দহ দহ পচয়ম্ । রক্ষ রক্ষ
সৰ্বমজ্জং স্বাহা পাতু মুখং মম ॥১১ তারাদিরামচক্রায় নমঃ পায়াদ্ভুৎ
মম । ক্রীং পায়ং পানিযুগ্মকং তারং নমঃ পদং ততঃ ॥১২ নারায়ণায়

ପାର୍ବଣ ଆଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ରୌଁ କ୍ଳୌଁ ଚ ହଂ ଚ ଫଟ୍ । ବଡ଼କରଃ କଟିଃ ପାତୁ ନୟୋ
 ତଗବତେ ପଦମ୍ ॥୧୭ ବାହୁଦେବୀୟ ଚ ପୃଷ୍ଠଂ କ୍ରୀଂ କୃକାର ଉକ୍ତବୟମ୍ । କ୍ରୀଂ କୃକାର
 ମଦା ପାତୁ ଜାହୁନୀ ଚ ମନୁଷ୍ୟଃ ॥୧୮ କ୍ରୀଁ ମୌଁ କ୍ରୀଁ ଶ୍ରୀମଳାଜ୍ଞାୟ ନୟଃ ପାରୀଂ
 ପଦସ୍ତୟମ୍ । ନରସିଂହାୟ କ୍ଳୌଁ ବୀଜଂ ସର୍ବଜଂ ମେ ମଦାବତୁ ॥୧୯ ଇତି ତେ
 କଥିତଂ ବଂସ ସର୍ବମନ୍ତ୍ରୋଷବିଘ୍ନହମ୍ ॥ ତବ ସ୍ନେହାନ୍ତ୍ରାଧ୍ୟାତଂ ଶ୍ରବତ୍ତବାଂ ନ
 କମାଚିଂ ॥୧୬ ଶୁକ୍ରପୂଜାଂ ବିଧାୟାଂ ଗୃହୀୟାଂ କବଚଂ ତତଃ । ସର୍ବପୁଣ୍ୟସୂତୋ
 ତୁହା ସର୍ବସିଦ୍ଧିସୂତୋ ଭବେଂ ॥୧୭ ଶତସଂସ୍ତୋତ୍ରରଥେବ ପୁରଂଚର୍ଯ୍ୟାବିଧିଃ ସ୍ବତଃ ।
 ହବନାଦୀନ୍ ଦଶାଂଶେନ କୃତ୍ବା ସାଧକମନ୍ତ୍ରୟଃ ॥୧୮ ତତସ୍ତ ସିଦ୍ଧକବଚଃ ପୁଣ୍ୟାନ୍ତ୍ରା
 ସନନୋପୟଃ । ସ୍ପର୍ଶାୟୁକ୍ତସ୍ତ ଉବନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର୍କାଣୀ ବସେଂ ତତଃ ॥୧୯ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀଠିକଂ
 ଦତ୍ତା ଗୁଣେନେବ ପଠେଂ ସକ୍ତଂ । ଅପି ବର୍ଷସହସ୍ରାଂଶାଂ ପୂଜାୟାଃ ଫଳମାମୁଷ୍ମାଂ ॥୨୦
 ଭୂଜେଽବିଲିଖ୍ୟ ଶୁଳିକାଂ ଅର୍ଗହ୍ୟାଂ ଧାରୟେଦ୍ବଦି । କର୍ତ୍ତେ ବା ଦକ୍ଷିଣେ ବାହୋ
 ନରସିଂହୋ ଭବେଂ ସ୍ବୟମ୍ ॥୨୧ ଯୋଷିଦ୍ବୀସଭୂଜେ ଚୈବ ପୁରୁଷୋ ଦକ୍ଷିଣେ କରେ ।
 ବିଭୂୟାଂ କବଚଂ ପୁଣ୍ୟଂ ସର୍ବସିଦ୍ଧିସୂତୋ ଭବେଂ ॥୨୨ କାକବନ୍ଧ୍ୟା ଚ ବା ନାରୀ
 ସୁତବଂସା ଚ ବା ଭବେଂ । ଜନ୍ୟବନ୍ଧ୍ୟା ନଃପୁତ୍ରା ବହୁପୁତ୍ରବତୀ ଭବେଂ ॥୨୩
 କବଚଂ ପ୍ରସାଦେନ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତୋ ଭବେନ୍ନରଃ । ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଂ କ୍ଳୋତୟତ୍ୟେବ
 ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟାବିଜୟୀ ଭବେଂ ॥୨୪ ଭୂତପ୍ରେତପିଶାଚାଂଚ ରାକ୍ଷସା ନାନବାଂଚ ସେ ।
 ତଂ ସ୍ତୂତ୍ବା ପ୍ରମଳାୟନ୍ତେ ଦେଶାଦେଶାନ୍ତରଂ ହ୍ରବମ୍ ॥୨୫ ସ୍ୟିନ୍ସନ୍ ଗେହେ ଚ କବଚଂ
 ଶ୍ରାମେ ବା ସାଦି ତିର୍ଥତୀ । ତଂ ଦେଶଞ୍ଚ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଶ୍ରୀରାସ୍ତି ଚାତିଦୂରତଃ ॥୨୬
 ଇତି ଶ୍ରୀବ୍ରହ୍ମସଂହିତାୟାଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟାବିଜୟଂ ନାମ ନୂନିଂହକବଚଂ ସମାପ୍ତମ୍ ।

ନବଗ୍ରହକବଚ

ବ୍ରହ୍ମୋଷାଚ—(ଓ) ଶିରୋ ସେ ପାତୁ ସାର୍ତ୍ତଃ କପାଳଂ ରୋହିଣୀପତିଃ ।
 ବୃକ୍ଷବଜାରକଃ ପାତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ଶଶିନନ୍ଦନଃ ॥୧ ବୁଦ୍ଧିଂ ଜୀବଃ ମଦା ପାତୁ ହୃଦୟଂ
 ତୁଷ୍ଟନନ୍ଦନଃ । ଋଷୟଃ ଶମିଃ ପାତୁ ଜିହ୍ବାଂ ମେ ଦିତି-ନନ୍ଦନଃ ॥୨ ପାଦୌ କେତୁଃ
 ମଦା ପାତୁ ବାୟାଃ ସର୍ବଜୟେବ ଚ । ତିଧସ୍ତୋହିତୌ ଦିଶଃ ପାତୁ ନକ୍ଷତ୍ରାଣି ସମୁ-

সদা ॥৩ অংসৌ রাশিঃ সদা পাতু যোগান্ত শৈবর্ষ্যমেব চ । শুভং লিঙ্গং সদা
পাতু সর্বে গ্রহাঃ শুভগ্রহাঃ । অগ্নিমানীনি সর্বাণি লভতে যঃ পঠেদ্ভবৎ ॥৪
এতাং রক্ষাং পঠেদ্বস্ত ভক্ত্যা সুপ্রযতঃ সুধীঃ । স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী
যুজে চ বিজয়ী ভবেৎ ॥৫ অপূত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ ।
দারার্থী লভতে ভার্য্যাং সুকুপাং স্তমনোহরাম্ ॥৬ রোগী রোগাং প্রমুচ্যেত
বন্ধো মুচ্যেত বন্ধনাং । জলে স্তলে চাস্তরীক্ষে কারাগারে বিশেষতঃ ।
যঃ করে ধারয়েন্নিত্যাং ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে ॥৭ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তোয়ং
শূর্য্যঙ্গনাগমঃ । সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত কবচস্য চ ধারণং ॥৮ নারী
নামভূজে ধৃত্বা সুখৈশ্বৰ্য্যসমম্বিতা । কাকবক্ষা জম্ববক্ষা মৃতবৎসা চ বা
ভচেৎ । বহুগত্যা জীববৎসা কবচস্য প্রসাদতঃ ॥৯ ইতি গ্রহধামলে
উত্তরখণ্ডে নবগ্রহকবচং সম্পূর্ণম্ ।

সূর্য্যকবচ

ত্রীশ্বৰ্য্য উবাচ । শাশ্ব শাশ্ব মহাবাহো শৃণু মে কবচং শুভম্ ।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং পরমাদ্বিতম্ ॥১ যজ্ঞজ্ঞান মন্ত্রবিৎ সম্যক্ ফলং
প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ । যজ্ঞজ্ঞা চ মহাদেবো গণানামধিপোঃ শুভবৎ ॥২
পঠনাদ্ভারগাদ্ভিক্ষুঃ সৰ্ব্বেষাং পালকঃ সদা । এবমিত্তাদয়ঃ সৰ্বে সৰ্ব্বে-
শ্বৰ্য্যমবাপ্নুযুঃ ॥৩ কবচস্য ঋষির্ব্রহ্মা ছন্দোহমৃষ্টবৃন্দাহতম্ । ত্রীশ্বৰ্য্যো
দেবতা চাত্র সৰ্ব্বেদেবনমস্কৃতঃ ॥৪ বশ-আরোগা-মোক্ষেষু বিনিয়োগঃ
প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥৫

প্রণবো মে শিরঃ পাঃ স্তমিমে পাতু ভালকম্ । সুখ্যোহব্যায়ন-
বন্দনাদিত্যঃ কর্ণযুগ্মকম্ ॥৬ অষ্টাকরো মহামন্ত্রঃ সৰ্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ ॥৭
হ্রীং বীজং মে মুখং পাতু হৃদয়ং ভুবনেশ্বরী । চন্দ্রবীজং বিসর্গাচাং পাতু
মে শুভদেশকম্ ॥৮ ত্র্যাকরোঃসৌ মহামন্ত্রঃ সৰ্ব্বত্রেয় গোপিতঃ । শিবো
বহিস্রমায়ুক্তো বামাক্ষিবিম্বভূষিতঃ ॥৯ একাকরো মহামন্ত্রঃ ত্রীশ্বৰ্য্য

প্রকীর্তিতঃ । গুহাদ্গুহতরো যন্তো বাহ্যচিস্তামণিঃ স্মৃতঃ । শীর্ষাদিপাদ-
পর্যন্তং সদা পাতু মনুজমঃ ॥১০ ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রিষু লোকেষু
তুল্লভম্ । শ্রীপ্রদং কান্তিদং নিত্যং ধনারোগ্যবিবর্দ্ধনম্ ॥১১ কুষ্ঠাদিরোগ-
শমনং মহাব্যাধিবিনাশনম্ । ত্রিসঙ্খ্যং যঃ পঠেন্নিত্যমরোগী বলবান্
ভবেৎ ॥১২ বহুনা কিং যয়োক্তেন যদ্যক্ষ্মনসি বর্ততে । তত্তং সর্বং ভবেৎ
তস্য কবচস্য চ ধারণাৎ ॥১৩ ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধর্বরাক্ষসাঃ ।
ব্রহ্মরাক্ষসবেতালান্ দ্রষ্টুমপি তং ক্ষমাঃ ॥১৪ দূরাদেব পলায়ন্তে তস্য
সংকীর্তনাদপি । ভূজপত্রে সমালিখ্য রোচনাগুরুকুম্ভৈঃ ॥১৫ রবিবারে
চ সংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাঞ্চ বিশেষতঃ । ধারণন্ সাধকশ্রেষ্ঠঃ শ্রীসূর্য্যস্য প্রিয়ো
ভবেৎ ॥১৬ ত্রিলোহমধ্যগং কৃৎবা ধরায়ৈদক্ষিণে করে । শিখায়ামথবা
কণ্ঠে সোহপি সূর্য্যো ন সংশয়ঃ ॥১৭ ইতি তে কথিতং শাশ্বত্বৈলোক্য-
মঙ্গলাভিম্ । কবচং তুল্লভং লোকে তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ ॥১৮
অজ্ঞাত্বা কবচং দিব্যং যো জপেৎ সূর্য্যমন্ত্রকম্ । সিদ্ধিন্ জায়তে তস্য
কলকোটশতৈরপি ॥১৯ ইতি শ্রীব্রহ্মসামলে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম শ্রীসূর্য্যকচং
সমাপ্তম্ । মন্ত্ৰ—ওঁ হ্রীং ব্রীং সূর্য্যায় (জপ ৬০০০) । দেবতা মাতঙ্গী ।

সোমকবচ

ঈশ্বর উবাচ ॥ শৃণু দেবি মহাতত্ত্বং সোমস্য কবচং শুভম্ । যস্য
প্রপঠনাদেবি সোমরিষ্টং প্রণশ্চতি ॥ অস্য শ্রীচন্দ্রমসঃ কবচস্যাত্মিকবিক্রি-
ষ্টপুঙ্খনঃ শ্রীসোমো দেবতা সোমরিষ্টিশাস্ত্যর্থং জপে বিনিরোগঃ ॥ কং
খং গং ঞং ঙং পাতু হৃদয়ং যামিনীপতিঃ । চং ছং জং ঝং ঞং পাতু মন্তকং
মেষত্রিগোত্রিভঃ ॥ টং ঠং ডং ঢং ণং পাতু শিখাঞ্চ তাপহা মম । তং ঞং
দং ধং নং কবচং মে মৃগাক্ষঃ স্বেতপদ্মভূৎ ॥ পং ফং বং ভং মং পাতু নেত্রে
মেষে রোহিণীপতিঃ । ঝং ঞং লং বং শং ষং সং হং সর্কাক্ষে পাতু চন্দ্রমাসঃ ॥
কবচং দ্বিজরাজস্য কথিতং বীরবন্ধিতে । যস্য প্রপঠনাদেবি সর্কারিষ্টং

বিনশ্রুতি ॥ কপূরচন্দনৈবুক্রং কৃতা ভূজ্জ বরাননে । কীরিকামূল-
সংযুক্তং রোপ্যস্থং ধারয়েদ্ যদি । সৰ্বব্যাদিপ্রশমনং পুত্রদং ধনদং ভবেৎ ।
সোমবারে মহেশানি কুহোপবসনং মুদা । ভক্তিতঃ সোমমভ্যর্চ্য কবচং
ত্রিঃ পঠেতু যঃ ॥ সোমমধ্যে মহেশানি পুত্রবান্ স ভবেদ্ ঐবম্ ॥ ইদং
কবচমজ্ঞাত্বা সোমবাগং কৰোতি যঃ । নিফলা সা ক্রিয়া তস্য জপপূজাদিকং
তথা ॥ ইতি সোমকবচং সমাপ্তম্ ॥ মন্ত্র—ওঁ ঐং ক্লৌং সোমায় (জপ
১৫০০০) । দেবতা—কমলা ।

মঙ্গলকবচ

ঈশ্বর উবাচ ॥ শৃণু দেবি মহেশানি ভোমস্য কবচং মুদা । পঠনা-
কারণাদ্ভোমরিষ্টং যস্য প্রণশ্রুতি ॥ অস্য শ্রীমঙ্গলমহাগ্রহকবচস্য ভরদ্বাজ
ঋষিঃ বড়ঠকা পণ্ডিতশ্চন্দঃ শ্রীমঙ্গলো দেবতা মঙ্গলগ্রহপ্রতিপত্তিঃ পাঠে
বিনিরোগঃ ॥ অং আং মে শিরঃ পাতু হং ঈং পাতু কপোলকম্ । উং উং
কণ্ঠো সদা পাতু ঋং ঋং মে পাতু ভালকম্ । ঞং ঞং পাতু সদা গণ্ঠো এং
ঐং পাতু ক্রতৌ মম । ওং ওং পাতু সদা নেত্রদ্বয়ং মে ধরণীস্থতঃ ॥ অং
পাতু মম হৃদয়ং অঃ সৰ্ব্বাঙ্গে মমাবতু ॥ ইদং ভোমস্য কবচং প্রাক্তরুথায়
যঃ পঠেৎ । সৰ্বব্যাদিবিনিশ্চুক্তো গ্রহপীড়া ন দারুণাঃ ॥ ভোমবারে
নিশাভাগে উপবাসং কৰোতি যঃ । ঋণগ্রস্ত ঋণরেখামঙ্গারেণৈব কারয়েৎ ॥
শ্রোত্রেণৈব বামপাদেন ঋণং তাক্ত্বা ধনং লভেৎ । কবচং ত্রিঃ পঠেদেবি
নিশামধ্যে বরাননে । প্রাতঃ স্নাত্বা দ্বিজোহভ্যর্চ্য পার্শ্বাং স্বয়মাচরেৎ ॥
এবং সমাপ্তং দেবেশি যঃ কুর্যাদ্ ভক্তিভাবতঃ । ঋণান্শুক্তো মহেশানি
ধনমাপ্নোতি পুঙ্কলম্ ॥ ভূজ্জপত্রে ত্রিমাং বিদ্যাং রক্তচন্দনমিশ্রিতে ।
সিংহমূলাস্থিতাং কৃতা তাম্রস্থং ধারয়েদ্ যদি । কতত্রপাদ্যা যাবন্তো দোষা
নশন্তি পার্কতি ॥ ইতি মঙ্গলকবচং সমাপ্তম্ ॥ মন্ত্র—ওঁ হং শ্রীং মঙ্গলায়
(জপ ৮০০০) । দেবতা—বগলামুখী ।

বুধকবচ

ঈশ্বর উবাচ ॥ শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বুধস্য কবচং প্রিয়ে । যন্ত
 বিজ্ঞানমাত্রেণ নরঃ শুদ্ধতমাপ্নুয়াৎ । অস্য শ্রীবুধগ্রহকবচস্য শক্তিঞ্চ বি-
 রমুঃ পুং ছন্দঃ শ্রীবুধো দেবতা বুধগ্রহাৱিষ্টশাস্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥
 হ্রীং বীজং মে শিরঃ পাতু হ্রীং হ্রাং পাতু মমোদরম্ । হুং হুং পাতু সদা
 কৰ্ণম্ ঋং ঋং পাতু কটস্থলম্ ॥ ঔ হ্রীং পাতু সদা স্বক্ৰৌ হং কট পাতু
 স্তনদ্বয়ম্ । হ্রীং হ্রীং কর্ণে মে পাতু হ্রাং ফট স্বাহা পদদ্বয়ম্ ॥ আং
 নাভিং মে বুধঃ পাতু হ্রী হ্রীং সৌম্যো গুণং তথা । আকারাদি ককারাঙ্কং
 সর্কাজং পাতু সোমজঃ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি কবচং শশিজস্য চ ।
 ত্রিসঙ্খ্যং যঃ পঠেদ্দেবী সৌন্দর্য্যং স সমাপ্নুয়াৎ ॥ লিখিত্বা ভূজপত্রে তু
 কুঙ্কমেন বরাননে । বাট্যালমূলসংযুক্তং স্বর্ণহং ধারয়েত্তু যঃ । বামে চ
 দক্ষিণে চৈব ত্রিঘ্নাশ্চ পুরুষস্য চ । পুংসঃ স্ত্রী বশমাপ্নোতি ত্রিঘ্নাঃ পুমান্
 ন সংশয়ঃ ॥ ইদং কবচমজ্ঞাতা যো যজ্ঞেচ্চন্দ্রমঃসুতম্ ॥ জপপূজাদিকং
 তস্য শরমেঘস্য গজ্জলম্ ॥ ইতি বুধকবচং সমাপ্তম্ ॥ মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হ্রীং
 শ্রীং বুধায় (জপ ১৭০০০) । দেবতা—ত্রিপুরাসুন্দরী ।

ব্রহ্মপতিকবচ

শ্রীপার্কটুবাচ ॥ দেবেশ্বৰ মহাদেব লোকানাং হিতকারক । গুরোশ্চ
 কবচং দেব কৃপয়া মে প্রকাশয় ॥ ঈশ্বর উবাচ ॥ শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি
 কবচং ব্রহ্মরূপিনম্ । যন্ত প্রসাদাদেবেশি সৰ্ববিদ্যানিধিৰ্ভবেৎ ॥ কবীনাং
 জ্ঞানজননং সাধুনাং সুখদায়কম্ । অজ্ঞানাঞ্চ বুদ্ধিকরং ব্যাধিভীতিজরা-
 পহম্ ॥ অস্য শ্রীব্রহ্মপতিকবচস্য আঞ্জিরস ঋবিগায়ত্রীছন্দঃ শ্রীব্রহ্মপতি-
 দেবতা সর্কাতীষ্টসিদ্ধার্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥ অং কং খং গং ঘং ঙং আং
 শিরঃ পাতু ঙ্গকঃ সদা । ইং চং ছং জং ঋং ঋং ঈং কৰ্ণং পাতু ব্রহ্মপতিঃ ॥

উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং নাভিং পাতু সদা গুরুঃ । এং তং থং দং ধং নং
ঐং গুরুঃ পাতুদয়ং মম ॥ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং পাতু লিঙ্গং বৃহ-
স্পতিশ্রম ! অং ষং রং লং বং শং ষং সং হং অং পাতু সর্বাঙ্গং দেবপুজিতঃ ॥
নামাদিচক্ষুর্দমনং হস্তপাদৌ ত্বচং কটিম্ । পাদাধঃকেশপর্যন্তং পাতু
জীবঃ সসৈব হি ॥ ইতি তে কথিতং দেবি কবচঃ গীম্পাতে: শুভম্ ।
অস্যা প্রপঠনাদেবি কবিকর্জানী চ সাধকঃ ॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা জীবমন্ত্রং
জপেতুঃ । শতলক্ষজপেনাপি তস্য কার্যং ন সিদ্ধিদম্ । যুক্তিসিদ্ধ্যাঃ
মহেশানি বিদ্যার্থী কবচং পঠেৎ । পঠনাদ্ বর্ষমধোঃ হি বিদ্যা চ বিপুলা
ভবেৎ ॥ ভূজ্ঞপদে রোচনরা লগিত্বা যন্ত ধারয়েৎ । ত্রিরাত্রমধ্যে দেবেশি
বন্ধনাম্মোচনং ভবেৎ ॥ ইতি বৃহস্পতিকবচং সমাপ্তম্ ॥ মন্ত্ৰ—ওঁ হ্রীং ক্লীং
হুং বৃহস্পত্যে (জপ ১৯০০০) । দেবতা—তারা ।

শুক্ল কবচ

শ্রীপার্কীত্যাচ ॥ মহাদেব বিরূপাক্ষ সর্বভুতপ্রকাশকৃৎ । কথয়স্ব
মহাদেব কবচং ভার্গবস্যা চ ॥ ঈশ্বর উবাচ ॥ শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি
শুক্লস্য কবচং মুদা । অস্যা প্রপঠনাদেবি পুত্রপৌত্রাঘিতো ভবেৎ ॥ কবচস্য
প্রসাদেন বক্ষ্যা চ পুত্রিণী ভবেৎ ॥ অস্য শ্রীশুক্লকবচস্য ভার্গবশ্লিঃ
পঙ্কতিছন্দঃ শ্রীশুক্লো দেবতা সর্বাভীষ্টসিদ্ধার্থং জপে বিনিয়োগঃ । হ্রীং
বীজং মে শিরঃ পাতু হ্রীং হৃদয়ং পাতু মে সদা । হ্রুং বীজং মে শিখাং
পাতু হ্রৈং বীজং কবচং মম । হ্রৌং নেত্রে মে সদা পাতু হ্রঃ সর্বাঙ্গং
স্মলোচনে ॥ অকারাদি ককারান্তং বর্ণং পঞ্চাশদেব তু । উর্দ্ধমধস্তদুদ্ভিকু
সর্বত্র পাতু ভার্গবঃ ॥ ইদং হি কবচং দিব্যং ভৃগুরিষ্টবিনাশনম্ । শতধা
পঠনাদেবি পুরস্চর্য্যাকলং লভেৎ ॥ সূর্য্যো তোলিগতে দেবি ভৃগুবারে
নিশায়ুধে । শতধা পঠনাদেবি শুক্লবুদ্ধিঃ প্রজায়তে । ধ্বজভঙ্গাদি-
রোগশ্চ ক্ষিপ্ৰং নশতি পার্কতি ॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভৃগুমন্ত্রং জপেতু

যঃ । নিম্নলি জপপূজা চ মৃত্যে চ নরকং ত্রয়েৎ ॥ ইতি শুক্রকবচং
সমাপ্তম্ ॥ মন্ত্র—ওঁ হ্রীং ত্রীং শুক্রায় (জপ ২০০০০) । দেবতা—ভুবনেশ্বরী ।

শনিকবচ

দেবাবাচ । কবচং বহুধা গীতং গ্রহাণাং দেব ভৈরব । ইদানীং
শ্রোতুমিচ্ছামি শনেঃ কবচমদ্ব্যতম্ ॥ দেব উবাচ ॥ সৰ্ব্বতন্ত্রেষু দেবেশি
গোপিতং পরমাদ্ব্যতম্ । কবচং ত্বলভং লোকে তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ ॥
অস্য শ্রীশনেঃ কবচস্য গোতম ঋষিবিরাট ছন্দঃ শ্রীশনৈশ্চরো দেবতা-
পছন্দ্রণে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁকারো মে শিরঃ পাতু ঐংকারঃ কণ্ঠদেশকে ।
হ্রীং মে যদি সদা পাতু ত্রীং মে পাতু সদা মূখম্ ॥ ওঁ ঐং হ্রীং ত্রীং শনৈশ্চরঃ
পাতু মাং সৰ্ব্বতঃ স্থিতম্ ॥ ইতি যঃ কবচং পুণ্যং ধারয়েদক্ষিণে
ভুজে । কণ্ঠে বা পরমেশানি সৰ্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ । চিরজীবী ভবেন্নিত্য-
মরোগী নাত্র সংশয়ঃ । তস্য ভূষ্টঃ সদা সৌরিঃ পঠেৎ যঃ স্তুতমাহিতঃ ।
শনৈশ্চরকৃতা পীড়া নাস্তি তস্য কদাচন ॥ ইতি শনৈশ্চরকবচং সমাপ্তম্ ॥
মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং ত্রীং শ্রীশনৈশ্চরায় (জপ ১০০০০) । দেবতা—দক্ষিণাকালী ।

রাহুকবচ

ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি চার্কজি ত্বং মে সৰ্ব্বস্বরূপিণী । স্বৰ্ভাসু-
কবচং দেবি মহাতেজঃপ্রদং শুভম্ ॥ সৰ্ব্বগ্রহাণাং তেজস্বী সবিতা
বীরবান্ধিত্যে । শক্তিস্তম্ভাহাদয়িতুং যঃ স রাহুর্ন্যহাবলঃ ॥ স্বৰ্ভানোঃ
স্বরূপীতস্য পূজা দেবৈঃ স্বভাবতঃ । দম্ভ্যভয়হরো রাহুস্তেজস্বিত্যগ্রদায়কঃ ॥
সৈংহিকেষ্যস্য কবচধারণাদ্ বরকামিনি । মহাবীরোহন্তিবলবান্ মল্লবিদ্যা-
বিশারদঃ ॥ করিকুন্তদারণায় শক্তির্ভবতি পার্কতি । অস্য শ্রীমদ্রাহু-
কবচস্য বিরূপাক্ষ ঋষিঃ পটুস্তিহ্মন্দো রাং বীজম্ উং শক্তিঃ স্বৰ্ভাসুদেবতা
রাহুমহাগ্রহশ্রীত্যাং কবচপাঠে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ ওঁ আং আং শিরঃ
পাতু হ্রীং আং ক্রোং পাতু তালকম্ । ক্রাং ক্রীং ক্লুং চরণং পাতু আং

ঐং উং বাহুবুগ্মকম্ । প্রাং মীং প্রাং উদয়ং পাতৃ হ্রীং স্বাহা ক্লীং কটিং মম ।
মহাগ্রহঃ পাতৃ মে বক্ষঃ ধাং ধীং যুং লিঙ্গমূলকম্ ॥ ওঁ হ্রীং ক্লীং মে শুদয়ং
পাতৃ ক্লীং স্বাহা জাহ্নুবুগ্মকম্ । ক্লীং হং সং কর্ণজিহ্বে চ ওঁ ক্লীং নাভিং
সংবতু ॥ আপাদমস্তকং দেবি স্বৰ্ভাস্ত্রকবচং শ্রিয়ে ॥ কবচেনারতো
যো হি রণমধ্যে বিশেষুদা । বায়ুবহ্নিসমঃ শত্রুস্তদা জিতো ন সংশয়ঃ ॥
মন্দাহে রাহবেলারায় কবচং ত্রিঃ পঠেদ্ যদি । সমর্চ্য যঃ প্রকুব্বীত তস্য
রিষ্টং বিনশতি ॥ অমাবস্যাশ্চে মন্দাহে যা বেলা বাহুরূপিণী । তস্যাং
পঠিত্বা নবদ্বা বর্ষং শত্রুবিনাশকং ॥ অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি রাহমর্চয়তে
যদা । বিফলং জায়তে সর্বং সাধকো মৃত্যুমাশ্রুয়াৎ ॥ পূজাজপাদিবং
যদ্ সর্বং নিষ্ফলকং ভবেৎ । ইতি রাহকবচং সমাপ্তম্ । মন্ত্র—ওঁ ঐং
হ্রীং রাহবে (জপ ১২০০০) । দেবতা—ছিন্নমস্তা ।

কেতুকবচ

ঈশ্বর উবচ ॥ শৃণু দেবি মহামায়ে কবচং দেবদ্বলভম্ । পঠিত্বা ধারয়িত্বা
চ সর্বান রোগান বিনশতি ॥ জরাদীনাং মহেশানি লীলামব প্রণাশনম্ ।
কুষ্ঠী শূলী জরী দুঃখী মুচাতে নাত্র সংশয়ঃ । ধ্বজভঙ্গাদিরোগাণাং নাশনং
স্বধরুদ্ধিদম্ ॥ অত্র শ্রীকেতুকবচস্য জৈমিনিঋষিঃ পটুক্রিচ্ছন্দঃ শিখী দেবতা
সর্বরোগপ্রশমনার্থং পাঠে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ ওঁ ওঁ শিখী-মহাগ্রহ শিরোবদন-
নাসাক্ষিকেশান্ রক্ষ কটু স্বাহা । ওঁ ক্লীং শ্রোং করচরণাঙ্গুলীভ্রাসমাংস-
মজ্জাহ্নিক্রাণি রক্ষ ক্রুং ক্রুং স্বাহা । পূৰ্বদক্ষিণোত্তরপশ্চিমেশানাম্বি-
নৈঋতবায়ব্যাধউর্দ্ধদিক্ সর্ববর্ণোৎকারাদিক্কারান্তঃ, সর্বত্র মাং রক্ষ রক্ষ
স্বাহা ॥ ইতি তে কথিতং দেবি শিখিনঃ কবচং মুদা । যস্য প্রপঠনাদেবি
জরাদিব্যাধিনাশনম্ ॥ ঐকাহিকং দ্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চৈব বাতিকম্ ।
চাতুর্ভিকং পৈত্তিকঞ্চ শ্লেষ্মিকং সান্নিপাতিকম্ ॥ শুশ্রূষীহাহিকুষ্ঠানাম্
নাশনং ধনদং ভবেৎ ॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা পুরস্চর্যাং করোতি যঃ । তস্যা ন

সিদ্ধিমাগ্নোতি যুতে চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ইতি তেদুকবচং সমাপ্তম্ ॥ মন্ত্র—
ওং হ্রীং ঐং কেতবে (জপ ১২০০০) । দেবতা—ধুমাবতী ।

লক্ষ্মী-কবচ

ঈশ্বর উবাচ ।—যথ বক্ষ্যে মহেশানি কবচং সৰ্বকামদম্ । বস্ত
বিজ্ঞান-মাত্রেণ ভবেৎ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ ॥১ যো নার্কীয়িতা দেবেশি মন্ত্রমাত্রং
জপেন্নরঃ । স ভবেৎ পার্শ্বতীপুত্রঃ সৰ্বশাস্ত্রপুরস্কৃতঃ । বিদ্বাৰ্থিনা সদা
সেবা কামলা বিষ্ণুবল্লভা ॥২

অস্যাশ্চতুরক্ষরীবিষ্ণুবনিতায়াঃ কবচস্য শ্রীভগবান্ শিবঞ্চবিষ্ণুচুপুছনো
বাগ্ভবৌ দেবতা বাগ্ভবং বীজং লজ্জা শক্তি রং কৌলকং কামবীজং আকং
কবচং মম সুপাণ্ডিত্যকবিত্ব-সৰ্বসিদ্ধিসমৃদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ ।

ঐকারো মন্তকে পাতৃ বাগ্ভবী সৰ্বসিদ্ধিদা । হ্রীং পাতৃ চক্ষুঃশোৰ্ণধো
চক্ষুঃখে চ শঙ্করী ॥৩ জিহ্বায়াং মুখবৃত্তে চ কর্ণয়োঃ গুণানসি ।
ওষ্ঠাধরে দন্তপংক্তৌ তালুমূলে হনৌ পুনঃ ॥৪ পাতৃ মাং বিষ্ণুবনিতা লক্ষ্মীঃ
শ্রীবর্ণরূপিণী । বর্ণযুগ্মে ভূজবন্দে স্তনদ্বন্দ্বে চ পার্শ্বতী ॥৫ হৃদয়ে শণিবন্ধে
চ গ্রীবায়াং পার্শ্বয়োঃ পুনঃ । সৰ্বাঙ্গে পাতৃ কামেশী মহাদেবী সমুন্নতিঃ ॥৬
সুষ্টিঃ পাতৃ মহামায়া উৎকৃষ্টিঃ সৰ্বদাবতৃ । সন্ধিং পাতৃ সদা দেবী সৰ্বত্র
শঙ্কুবল্লভা ॥৭ বাগ্ভবী সৰ্বদা পাতৃ পাতৃ মাং হরগেহিনী । রমা পাতৃ
সদা দেবী পাতৃ মায়া সুরাট্ সুরম্ ॥৮ সৰ্বাঙ্গে পাতৃ মাং লক্ষ্মীবিষ্ণুমায়া
সুরেশ্বরী । বিজয়া পাতৃ ভবনে জয়া পাতৃ সদা মম ॥৯ শিবদূতী সদা
পাতৃ সুন্দরী পাতৃ সৰ্বদা । ভৈরবী পাতৃ সৰ্বত্র ভেঙ্কণ্ডা সৰ্বদাবতৃ ॥১০
অরিত্য পাতৃ মাং নিতামুগ্রতারা সদাবতৃ । পাতৃ মাং কালিকা নিত্যং
কালরাত্রিঃ সদাবতৃ ॥১১ বনভূগা সদা পাতৃ কামাখ্যা সৰ্বদাবতৃ ।
যোগিত্য সৰ্বদা পাতৃ হুদ্ৰাঃ পাতৃ সদা মম ॥১২ মাত্ৰাঃ পাতৃ সদা
দেব্যশ্চক্রহা যোগিনীগণাঃ । সৰ্বত্র সৰ্বকার্যোবু সৰ্বকৰ্ম্মসু সৰ্বদা । পাতৃ

মাং দেবদেবী চ লক্ষ্মীঃ সৰ্বসমৃদ্ধিলা ॥১৩ ইতি তে কথিতং দিব্যাং কবচং
 সৰ্বসিদ্ধয়ে । যত্র তত্র ন বক্তব্যং যদীচ্ছেদাশ্রমো হিতম্ ॥১৪ শঠাঙ্ক
 ভক্তিহীনায় নিন্দকায় মহেশ্বরি । ন স্তবং দৰ্শয়েদ্যং সন্দর্শ্য শিবহা
 ভবেৎ ॥১৫ কুলীনায় মহোচ্ছ্রায়ভগ্নাভক্তিপায় চ । বৈষ্ণবায় বিগুহায়
 দগ্ধাং কবচমুত্তমম্ ॥১৬ নিজশিষ্যায় শাস্ত্রায় ধনিণে জ্ঞানিনে তথা ।
 দগ্ধাং কবচমিত্যুক্তং সৰ্বতত্ত্বসমম্বিতম্ ॥১৭ শনৌ মঙ্গলবারে চ রক্তচন্দন-
 কৈশুখা । দাবকেণ লিখেন্নম্নং সৰ্বতত্ত্বসমম্বিতম্ ॥১৮ বিলিখ্য কবচং
 দিব্যাং স্বয়ম্ভুতমুখৈঃ শুভৈঃ । স্বশুভৈঃ পরশুভৈঃ চ নানাগন্ধসমম্বিতৈঃ ॥১৯
 গোয়োচনা কুকুমেন বক্তচন্দনকেণ বা । স্মৃতিথৌ শুভযোগে বা শ্রবণায়
 রবেদ্বিনে ॥২০ অশ্বিনাং কৃত্তিকায় বা ফল্গুনাং বা মঘাস্থ চ । পূৰ্বভাদ্র-
 পদাযোগে স্বাত্যাং মঙ্গলবাসরে ॥২১ বিলিখেৎ প্রপঠেৎ স্তোত্রং শুভযোগে
 সুরালয়ে ॥২২ আশ্বিনাং প্রীতিযোগে চ ব্রহ্মযোগে বিশেষতঃ । ইন্দ্রযোগে
 শুভযোগে শুক্রযোগে তথৈব চ ॥২৩ কোলবে বালবে চৈব বণিজৈ চৈব
 সত্তমঃ । শূভাগারে অশানে বা বিজনে চ বিশেষতঃ ॥২৪ কুমারীং
 পূজয়িত্বাদৌ যজ্ঞেদেবীং সনাতনীম্ । মংসামাংসৈঃ শাকপুটৈঃ পুজয়েৎ
 পরদেবতাম্ ॥২৫ ঘৃতাষ্টকৈঃ সোপকরণৈঃ পুপসুপৈর্বিশেষতঃ । ব্রাহ্মণান্
 ভোজয়িত্বা চ পুজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥২৬ আখটিকমুপাখ্যানং তত্র কুৰ্যাদিন-
 ত্রয়ম্ । তদা ধরেন্নহারিকাং শঙ্করেণেতি ভাষিতম্ ॥২৭ মারণেষ্মরণাদীনি
 লভতে নাত্র সংশয়ঃ । স ভবেৎ পার্শ্বতীপুত্রঃ সৰ্বশাস্ত্রপূরকৃতঃ ॥২৮
 শুকর্দেবো হরঃ শাকাং পত্নী তস্য হরপ্রিয়া । অভেদেন ভজ্যেদ্যত্র তস্য
 দ্বিদ্ধিরদূরতঃ ॥২৯ পঠতি য ইহ মৰ্ত্ত্যো নিত্যমাত্রীন্তরাষ্ট্রা, জগৎলবনুমেয়ং
 লক্ষ্যতে বদবিধেয়ম্ । স ভবতি পদমুচ্চৈঃ সম্পদাং পাদনত্ৰঃ, ক্ষিতিপশুকুট-
 লক্ষ্মীলক্ষণানাং চিরায় ॥৩০

ইতি শ্রীবিষ্ণুসারতন্ত্রে লক্ষ্মীকবচং সমাপ্তম্ ।

বংশলাভাধ্যকবচ

নারদ উবাচ । ভগবন্ দেবদেবেশ পার্শ্বতীপ্রাণবল্লভ । বংশলাভাধ্য-
কবচং কুপরা মে প্রকাশয় ॥১১১ উবাচ । বংশলাভাধ্যকবচং হুস্তং
ভুবনত্রে । যন্ত প্রভাবাৎ কমলা লেভে তনয়মুত্তমম্ ॥১১২ কামদেবমপর্ণা চ
বিনায়ক-বড়াননৌ । জয়ন্তমিন্দ্রবনিতা দেবপত্ন্যাঃ স্তুতানপি ॥১১৩ অস্ম্য শ্রীবংশ-
লাভাধ্যাকবচস্য ভৈরব ঋষিঃ পণ্ডিতশ্চন্দঃ শ্রীপার্কীতী দেবতা জীবপ্রাপ্তৌ
বিনিয়োগঃ । ও পার্কীতী মে শিরঃ পাতু বক্তৃৎ পাতু মহেশ্বরী । ভবানি নম্রং
পাতু ভ্রুবৌ শঙ্করসুন্দরী ॥১১৪ মধ্যং পাতু মহেশানী নিতমং সুরবান্দতা । উরু
গৌরী সদা পাতু কোলিকী জাম্ববতীকম্ ॥১১৫ বাহু দ্বৌ সূমুখী পাতু পাণিযুগ্মং
স্তুতাননা । পাদৌ ব্রহ্মময়ী পাতু শ্রবণে ভুবনেশ্বরী ॥১১৬ নাসিকাং ললিতা
পাতু কণ্ঠে ত্রিপুরসুন্দরী । রুদ্রাণী হৃদয়ং পাতু স্তনদ্বন্দ্বং মহেশ্বরী ॥১১৭
অপাদমস্তকং পাতু সর্কাক্ষঃ সর্কমঙ্গলা ॥ ইতি তে কথিতং বিপ্র কবচং
দেবপুজিতম্ ॥১১৮ প্রাতঃ প্রাতঃ পঠিত্বা চ অক্ষয়ং তনয়ং লভেৎ । ধ্যান-
ময়াঃ প্রবক্ষ্যামি যথা ধ্যান্য পৃঠেন্নরঃ ॥১১৯ সহস্রাদিত্যসঙ্কশাং সর্ক-
ভরণভূষিতাম্ । ত্রিনেত্রাং পাণিবিধৃতপাশাঙ্কশবরাভয়াম্ ॥১২০ ইতি
শ্রীভৈরবীতন্ত্রে শিবনারদসংবাদে বংশলাভাধ্যাকবচং সমাপ্তম্ ॥

কবচশোধন-বিধি

নির্ভাক্ষিয়া সমাপন করিয়া,—

“কর্তব্যোহস্মিন্ কবচসংস্কারকর্মণি” ইত্যাদিরূপে স্বস্তিবাচন পূর্বক
সঙ্কর করিবে,—

অষ্টোত্যাদি অমুকদেবশ্রী অমুকদেবতায়্য অমুককবচধারণার্থং অমুক-
দেবতা কবচসংস্কারমহং করিষ্যে । পরার্থে করিব্যানীতি বিশেষঃ ।

পরে গণেশাদি দেবতাকে পূজা করিয়া ওরূপপূজা করিবে । অনন্তর

কবচকে জলদ্বারা স্নান করাইবে, পরে “হোং” এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া, প্রাণ উচ্চারণ পূর্বক পঞ্চগব্য দ্বারা কবচ শোধ করিয়া স্বর্ণাদি পাत्रে স্থাপন পূর্বক চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুমসংযুক্ত শীতলজলে স্নান করাইবে। পুনর্বার “হোং” মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া, মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পঞ্চামৃত দ্বারা কবচকে স্নান করাইয়া, মূলমন্ত্রে কাঁচা হুঙ্ক ও জল দ্বারা স্নান করাইবে। পরে ধূপ জালিয়া দিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক দধি, ঘৃত, ঘণ্ট, চিনি, হুঙ্ক, জল, চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুম এই সকল দ্রব্য দ্বারা পৃথক পৃথক স্নান করাইবে।

তদনন্তর কুঙ্কুমগোঁরচনামিশ্রিত জলে স্নান করাইয়া জঘুশাশ্রুলীবাট্যাল-বদরীবকুলদ্বগাথকপঞ্চকবারযুক্ত অষ্ট কলস লইয়া ক্রমশঃ স্নান করাইয়া শেষে কেবল জলদ্বারা স্নান করাইবে। পরে কবচ বস্ত্রদ্বারা মুছিয়া, স্বর্ণাদি পাत्रে স্থাপনপূর্বক কুশাগ্র দ্বারা উহা স্পর্শ করিবে।

“ও কবচরাজায় বিদ্যহে মহাকবচায় ধীমহি তন্নঃ কবচং প্রচোদয়াৎ।” এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে; যন্ত্র বধা,—

“অস্ত্র প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বর্য ঋষয়ঃ ঋগ্-যজুঃ—সামাথর্বা-
হুন্দাংসি চৈতন্ত্যং দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ।”

“ও আং হ্রীং ক্রোং ষং ষং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ শ্রীঅমুকদেব-
তায়্যাঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ” ইত্যাদি বলিয়া সমর্থ হইলে বলিদানার্থদেবতার বলিদ্বারা অর্চনারূপে কবচে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, আবাহনপূর্বক বড়জন্তাস করিয়া বধাশক্তি উপচারে দেবতার পূজা করিয়া বড়দের পূজা করিবে। পরে পট্টমূত্র দর্পণ, চামর ও ঘণ্টা উপচারার্থ দিবে, পূজান্তে মূল-
মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে।

অনন্তর ১০৮ সংখ্যক হোম করিয়া, হুতশেষ কবচের উপরে দিবে, হোম করিতে অশক্ত হইলে দ্বিগুণ জপ করিবে। পরে দক্ষিণান্ত করিবে।

—সমাপ্ত—

